মহাত্মা তুলসীদাস

কৃত

রামায়ণ।

বালকাণ্ড।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীযুত মদনমোহন চৌধুরী বি, এল

—কর্ত্তৃক—

বাঙ্গলা অক্ষরে মূল ও দুরূহ শব্দের অর্থ

সহ বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত

ও

প্রকাশিত।

পুরুলিয়া

—ঃ অন্নপূর্ণা প্রেসে ঃ—

শ্রীকালীচরণ ত্রিবেদী দ্বারা

মুদ্রিত।

১৩২২।

মূল্য ১।০ টাকা।
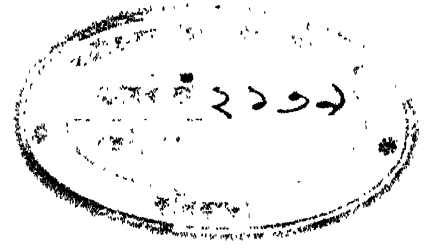
উৎসর্গ পত্র।

দেবি! কৃপাময়ি! মাতঃ! তোমার কৃপায়।
বঙ্গভাষা শিখিয়াছি জনমি ধরায় ॥
তোমার ভাষায় তাই এই রামায়ণ।
অনুবাদ করি, করে করি সমর্পণ ॥
মনের বাসনা শেষ করি অনুবাদ।
দয়াকরি কর মাতঃ! সেই আশীর্ব্বাদ ॥
যাঁর শ্রীচরণ মাতঃ! পূজ বৃন্দাবনে।
দেখ শ্রীতুলসী তাঁর লীলা কিবা ভণে ॥

তোমার স্নেহভাজন পুত্র
শ্রীমদনমোহন সেন গুপ্ত।

ভূমিকা।

সেই জানে যাকে 'তুমি' দাও জানাইয়া।
জানিলে 'তোমাকে' যায় 'তোমাতে মিলিয়া॥
জগত-যামিনী জাগে মাত্র যোগীগণ।
বিধি-পরপঞ্চে রাগ করিয়া বর্জ্জন॥
জানিবে জগতে জীব জাগ্রত তখন।
রামপদে অনুরাগ হইবে যখন॥
যিনি রাম তিনি কৃষ্ণ তিনি গৌর হরি।
শ্রীচরণাম্বুজে তাঁর নমস্কার করি॥
জাতি-গত সমস্কার করি পরিহার।
পড়িলে লভিবে ইথে ধর্ম্ম-জ্ঞান-সার॥
সকল ধর্ম্মের সার এই রামায়ণ।
বিচারিয়া কহে গুপ্ত মদনমোহন॥

বালকাণ্ডম্।

মূল।

বর্ণানাম্ অর্থ সঙ্ঘানাম্[1] রসানাং ছন্দসামপি।
মঙ্গলানাঞ্চ কর্ত্তারৌ বন্দে বাণী[2] বিনায়কৌ[3] ॥১॥

ভবানী শঙ্করৌ বন্দে শ্রদ্ধাবিশ্বাসরূপিণৌ।
যাভ্যাং বিনা ন পশ্যন্তি সিদ্ধা স্বান্তস্থমীশ্বরম্[4] ॥২॥

বন্দে বোধময়ং[5] নিত্যং[6] গুরুং[7] শঙ্কররূপিণং।
যমাশ্রিতোহি বক্রোপি চন্দ্রঃ সর্ব্বত্র বন্দ্যতে ॥৩॥

সীতারাম-গুণগ্রাম-পুণ্যারণ্য-বিহারিণৌ[7]।
বন্দে বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানৌ কবীশ্বর[8]-কপীশ্বরৌ[9] ॥৪॥

উদ্ভব-স্থিতি-সংহার-কারিণীং ক্লেশ-হারিণীং।
সর্ব্ব শ্রেয়স্করীং সীতাং নতোহং রাম বল্লভাং ॥৫॥

যন্মায়া বশবর্ত্তী বিশ্বমখিলং ব্রহ্মাদিদেবাসুরাঃ।
যৎসত্ত্বাদমৃষৈব[10] ভাতি সকলং রজ্জৌযথাহের্ভ্রমঃ ॥

(১) সমূহ (২) বাগ্দেবী, সরস্বতী (৩) গণেশ (৪) নিজ হৃদয়ে স্থিত (৫) চিন্ময় (৬) অবিনশ্বর (৭) সীতারামের গুণগ্রামরূপ পুণ্য অরণ্যে বিহারকারী (৮) বাল্মীক (৯) হনুমান (১০) সত্ত্বা = বিদ্যমানতা, স্থিতি, অমৃষা = সত্য।

বঙ্গানুবাদ।

ছন্দরস বর্ণার্থের কর্ত্রী বীণাপাণি[1]।
বন্দি বিনায়ক মঙ্গলের কর্ত্তা যিনি ॥১॥
মূর্ত্তিমতী শ্রদ্ধা বিশ্বাস মূর্ত্তিমান।
ভবানী শঙ্কর মোর করুণ কল্যাণ ॥
যাঁহাদের কৃপা বিনা স্বান্তস্থ ঈশ্বর।
নাহি হন সিদ্ধগণ-নয়ন গোচর ॥২॥
বন্দি বোধময় নিত্য গুরু শ্রীশঙ্কর।
যদাশ্রিত বক্রচন্দ্র পূজ্য চরাচর ॥৩॥
সীতারাম-গুণগ্রাম-পূণ্য-বনচর[2]।
বন্দি শুদ্ধ জ্ঞানরূপী কবি কপীশ্বর[3] ॥৪॥
উদ্ভব-সংহার স্থিতি-অক্লেশকারিণী[4]।
বন্দি সর্ব্ব-শ্রেয়স্করী রাম প্রণয়িণী ॥৫॥
যাঁহার মায়ায় মুগ্ধ অখিল সংসার।
ব্রহ্মা আদি দেবাসুর বশ যে মায়ার ॥
যাঁর সত্ত্বা হেতু সব সত্য বোধ হয়।
রজ্জুতে সর্পের জ্ঞান যথা ভ্রমময় ॥

(১) সরস্বতী (২) সীতারামের গুণগ্রামরূপ পুণ্য বনে বিচরণকারী (৩) কবির ঈশ্বর বাল্মীক এবং কপির ঈশ্বর হনুমান (৪) উদ্ভবকারিণী, সংহারকারিণী, স্থিতি-কারিণী ও অক্লেশকারিণী।

মূল।

যৎপাদপ্লবমেব[১] ভাতিহি ভবাম্ভোধেস্তিতীর্ষাবতাং।
বন্দেহং তমশেষকারণপরং রামাখ্যমীশং হরিং ॥৬॥

নানাপুরাণ নিগমাগমসম্মতং।
যদ্রামায়ণে নিগদিতং কচিদন্যতোঽপি।
স্বান্তঃ সুখায় তুলসী রঘুনাথ গাথা,
ভাষানিবন্ধমতিমঞ্জুলমাতনোতি ॥৭॥

সোরঠা—

জেহি সুমিরত[২] সিধি হোই
গণনায়ক[৩] করিবরবদন[৪]।
করৌ অনুগ্রহ সোই,
বুদ্ধিরাশি শুভগুণসদন ॥১॥
মূক হোহি বাচাল
পঙ্গু চঢ়ৈ গিরিবর গহন।
জাসু কৃপাসু দয়াল,
দ্রবৌ সকল কলিমল দহন ॥২॥
নীল সরোরুহ[৫] শ্যাম,
তরুণ অরুণ বারিজনয়ন[৬]।
করৌ সো মম উর ধাম,
সদা ক্ষীরসাগর শয়ন ॥৩॥
কুন্দ[৭] ইন্দু[৮] সম দেহ
উমারমণ করুণাঅয়ন[৯]।
জাহি দীনপর নেহ[১০],
করহু কৃপা মর্দ্দনময়ন[১১] ॥৪॥
বন্দৌ গুরুপদকঞ্জ,
কৃপাসিন্ধু নররূপ হরি।
মহামোহ তমপুঞ্জ[১২],
জাসু বচন রবিকরনিকর[১৩] ॥৫॥

(১) তরণী, নৌকা (২) স্মরণ করিলে (৩) দেবতা, নেতা (৪) গজানন (৫) পদ্ম (৬) পদ্মচক্ষু, (বারিজ = পদ্ম) (৭) করবী ফুল (৮) চন্দ্র (৯) করুণার আলয় (১০) স্নেহ (১১) মদন (১২) তমরাশি (১৩) সূর্য্যকিরণ সমূহ।

বঙ্গানুবাদ।

ভবাম্বুধি[১] তিতীর্ষুর[২] তরণ কারণ।
প্লবইব বিভাসিত যাঁর শ্রীচরণ ॥
অশেষ কারণরূপী পরমেশ হরি।
বন্দি আমি সেই দেবে রাম নামে ধরি ॥৬॥
আগম নিগম নানা পুরাণ সম্মত।
হইয়াছে যাহা রামায়ণে নিগদিত[৩] ॥
শ্রীরাম রচিত যাহা অতি সুললিত।
মঞ্জুল[৪] ভাষায় তাহা করিয়া রচিত ॥
অন্যত্র কুত্রাপি কিছু সংগ্রহ করিয়া।
তুলসী রচিল নিজ জুড়াইতে হিয়া ॥৭॥

স্মরিলে যাঁহার নাম, পূর্ণ হয় মনস্কাম,
সুরের নায়ক গজানন।
করুণ আমার প্রতি, অনুগ্রহ তিনি অতি,
বুদ্ধিরাশি সদ্গুণসদন[৫] ॥১॥
মূক[৬] জনে কথা কয়, যাঁর কৃপা যবে হয়,
পঙ্গু[৭] চড়ে দুর্গম অচলে।
যাঁর কৃপা সুঅনলে, দ্রব করে কলিমলে[৮],
যেন অগ্নি ধাতু-মল দলে[৯] ॥২॥
নীলবর্ণ সরোরুহ সম, শ্যাম-বর্ণ দেহ,
রবিপ্রভ বারিজ নয়ন।
করুন সে শ্রীনিবাস, আমার হৃদয়ে বাস,
ক্ষীরাম্বুধি[১০] যাঁহার শয়ন[১১] ॥৩॥
কুন্দ ইন্দু সম দেহ, করুণার যিনি গেহ,
সেই প্রভু অম্বিকারমণ[১২]।
যাঁহার দীনের প্রতি, সতত সনেহ[১৩] অতি,
কর কৃপা মদনমর্দ্দন[১৪] ॥৪॥
গুরু-পদ-সুকমল, বন্দি সদা ছাড়ি ছল,
যিনি কৃপাসিন্ধু নরহরি।
যাঁহার বচনগণ, করে মোহ বিনাশন,
যেন তম, কিরণে তমারি[১৫] ॥৫॥

(১) ভবরূপ সমুদ্র (২) তরণেচ্ছুর (৩) সুকথিত, বর্ণিত (৪) সুন্দর, মনোরম (৫) সদ্গুণের আলয় (৬) বোবা, বাকশক্তি রহিত (৭) খঞ্জ, খোঁড়া (৮) কলির পাপ রাশিকে (৯) দলন করে অর্থাৎ নাশ করে (১০) ক্ষীরসমুদ্র (১১) শয্যা (১২) মহাদেব (১৩) স্নেহ (১৪) মদনকে যিনি মর্দ্দন অর্থাৎ বিনাশ করেন। (১৫) সূর্য্য অর্থাৎ সূর্য্য যেমন কিরণ দ্বারা তম অর্থাৎ অন্ধকারকে বিনাশ করেন।

মূল ।

বন্দৌ গুরুপদ পদ্মপরাগা[১] ।
সুরুচি সুবাস সরস অনুরাগা ॥
অমিয়ভুরিময়[২] চূরণ[৩] চারু ।
শমন সকল ভব রুজ[৪] পরিবারু ॥
সুকৃত[৫] শম্ভু তনু বিমল বিভূতি[৬] ।
মঞ্জুল মঙ্গল মোদ[৭] প্রসূতী ॥
জনমন মঞ্জু[৮] মুকুর[৯] মল হরণী ।
কিয়ে তিলক গুণগণবশকরণী ॥
শ্রীগুরু পদনখ মণিগণ জ্যোতি ।
সুমিরত দিব্যদৃষ্টি হিয় হোতি ॥
দলন মোহতম সোসু[১০] প্রকাশূ ।
বড়ে ভাগ্য উর আবহিঁ জাসূ ।
উঘরহিঁ[১১] বিমল বিলোচন হিয়কে ।
মিটহিঁ দোষ দুখ ভবরজনীকে ॥
সূঝহিঁ[১২] রামচরিত মণিমাণিক ।
গুপ্ত প্রকট[১৩] জহঁ জো জেহি খাণিক[১৪] ॥

দোহা :—

যথা সুঅঞ্জন আঁজি[১৫] দৃগ[১৬],
সাধক সিদ্ধ সুজান[১৭] ।
কৌতুক দেখহিঁ শৈল বন,
ভূতল ভূরি[১৮] নিধান[১৯] ॥১॥

গুরুপদরজ মৃদু মঞ্জুল অঞ্জন ।
নয়নঅমিয়দৃগদোষ[২০] বিভঞ্জন ॥
তেহি করি বিমল বিবেকবিলোচন ।
বর্ণৌ রামচরিত ভবমোচন ॥
বন্দৌ প্রথম মহীসুর[২১] চরণা ।
মোহজনিত সংশয় সব হরণা ॥
সুজনসমাজ সকল গুণখাণী[২২] ।
করৌঁপ্রণাম সপ্রেম সুবাণী ॥

(১) পদ্মরেণু (২) প্রচুর অমৃত (৩) চূর্ণ (৪) পীড়া, ব্যাধি (৫) পুণ্যাত্মা (৬) শিবধৃত ভস্ম অর্থাৎ শিবের অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য (৭) আমোদ, আনন্দ (৮) সুন্দর (৯) দর্পণ (১০) সূর্য্য (১১) উদ্ঘাটিত হয়(১২) বুঝিতে পারে (১৩) প্রকাশিত (১৪) খননকারী (১৫) পরিষ্কার করিয়া(১৬) চক্ষু (১৭) সুবিজ্ঞ (১৮) প্রচুর (১৯) নিধি, রত্ন (২০) অমেয়, অমিত (২১) ব্রাহ্মণ (২২) আকর ।

বঙ্গানুবাদ ।

বন্দি আমি গুরুপদ-কমল-পরাগ ।
সুরুচি, সুগন্ধ যাহে, রস অনুরাগ ॥
প্রচুর অমৃতময় সুচারু চূরণ ।
সমুদায় ভবব্যাধি যাহে প্রশমন[১] ॥
পুণ্যাত্মা-শঙ্কর-দেহে[২] বিমল বিভূতি ।
মঞ্জুল মঙ্গলপ্রদ আনন্দ প্রসূতি ॥
দাস-মন-মুকুরের[৩] হরে মলচয় ।
তিলক করিলে হয় বশ গুণত্রয়[৪] ।
শ্রীগুরুর পদনখ মণি সুশোভন ।
দিব্যদৃষ্টি হয় হৃদে করিলে স্মরণ ॥
অরুণ-প্রকাশ[৫] সম মোহ তম[৬] নাশে ।
অতি বড় ভাগ্য যার হৃদয়েতে আসে ॥
সুবিমল জ্ঞানচক্ষু হয় উন্মীলিত ।
ভবনিশি-দোষ[৭] দুঃখ হয় বিদূরিত ॥
শ্রীরাম চরিত হয় সুগুপ্ত রতন ।
প্রকাশিত সেইরূপ খনক যেমন ॥

সুঅঞ্জনে সম্মার্জ্জন, করি জ্ঞান-সুনয়ন
জ্ঞানী, সিদ্ধ, সাধক যে জন ।
শৈল বন ভূমিতল, প্রচুর রত্নের স্থল
কৌতুকেতে করেন দর্শন ॥১॥

গুরু-পদ-রজ হয় মঙ্গল অঞ্জন ।
অমিত দৃষ্টির দোষ করে নিবারণ ॥
তাতে করি বিমল, বিবেক-বিলোচন[৮] ।
বর্ণি, রামায়ণ, ভব-মুক্তির কারণ ॥
প্রথমে বন্দিব আমি ব্রাহ্মণ-চরণ ।
মোহজ সংশয় সব হরণ কারণ ॥
সুজন-সমাজ সর্ব্বগুণের আকর ।
করি নমস্কার তারে সপ্রেম সুস্বর ॥

(১) প্রশান্ত হয় (২) শঙ্করের ন্যায় পুণ্যাত্মা মানবদেহে (৩) দাসের মনরূপ দর্পণের (৪) ত্রিগুণ অর্থাৎ সত্ব, রজ, তম (৫) অরুণের অর্থাৎ সূর্য্যের প্রকাশ অর্থাৎ উদয় (৬) মোহরূপ তম অর্থাৎ অন্ধকার (৭) ভবরূপ নিশির দোষ (৮) বিবেকরূপ বিলোচন অর্থাৎ জ্ঞানচ ।

মূল।

সাধুচরিত শুভ সরিস[১] কপাসূ[২]।
নীরস বিশদ গুণময় ফল জাসূ[৩] ॥
জো সহি দুখ পরছিদ্রে[৪] দুরাবা[৫]।
বন্দনীয় জেহি জগ যশ পাবা ॥
মুদমঙ্গলময়[৬] সন্তসমাজু।
জো জগ জঙ্গম[৭] তীরথরাজু ॥
রামভক্তি জহঁ সুরসরিধারা[৮]।
সরস্বতি ব্রহ্মবিচারপ্রচারা ॥
বিধিনিষেধময় কলিমল হরণী।
কর্ম্মকথা রবিনন্দিনি-বরণী[৯] ॥
হরিহরকথা বিরাজত বেণী।
সুনত[১০] সকল মুদমঙ্গল দেণী[১১] ॥
বট বিশ্বাস অচল নিজধর্ম্মা।
তীরথরাজ সমাজ সুকর্ম্মা ॥
সবহিঁ সুলভ সবদিন সবদেশা।
সেবত সাদর শমন কলেশা ॥
অকথ[১২] অলৌকিক তীরথরাউ।
দেই সদ্য ফল প্রকট প্রভাউ।

দোহা ঃ—
সুনি সমুঝহিঁ জন মুদিতমন,
মজ্জহিঁ অতি অনুরাগ।
লহহিঁ চারিফল অছতনু[১৩],
সাধুসমাজ প্রয়াগ ॥২॥
মজ্জনফল দেখিয় ততকালা।
কাক হোহিঁ পিক বকহু মরালা ॥
সুনি আশ্চর্য্য করহিঁ জনি[১৪] কোই।
সতসঙ্গতিমহিমা নহিঁ গোই[১৫] ॥
বাল্মীকি নারদ ঘটযোনী[১৬]।
নিজ নিজ মুখন কহী নিজহোনী[১৭] ॥

(১) সদৃশ (২) কার্পাস (৩) যাহার (৪) পরের ছিদ্র অর্থাৎ উলঙ্গতা অপর পক্ষে পরের ছিদ্র অর্থাৎ দোষ (৫) গোপন করে বা নিবারণ করে (৬) আনন্দ (৭) গমনশীল (৮) গঙ্গারধারা বা স্রোত (৯) সূর্য্যনন্দিনী অর্থাৎ যমুনা (১০) শুনিলে (১১) দানকারিণী (১২) অবর্ণনীয় (১৩) অনাময়,পূত (১৪) না (১৫) গুপ্ত থাকা (১৬) অগস্ত্যমুনি (১৭) উদ্ভব।

বঙ্গানুবাদ।

সাধু-শুভ-চরিত[১] কার্পাস সম হয়।
যার ফল নীরস, বিশদ[২] গুণময় ॥
যে সহিয়া দুঃখ, পরছিদ্র দূর করে।
জগতে বন্দিত হয়ে যশ লাভ করে ॥
আনন্দ-মঙ্গলময় সাধুর সমাজ।
যাহা ইহ জগতে জঙ্গম তীর্থ রাজ ॥
সুর-সরি-ধারা যথা শ্রীরাম ভকতি।
ব্রহ্মচর্চ্চা হয় যথা সম সরস্বতি ॥
বিধি ও নিষেধময় শুভ, কর্ম্ম-কথা।
ভানুর তনয়ারূপে বিরাজিত যথা ॥
হরিহরকথা যথা শোভে চারুবেণী।
শ্রবণে পরমানন্দ মঙ্গলদায়িনী॥
নিজধর্ম্মে অচল বিশ্বাস বট রাজে[৩]।
সুকর্ম্ম-সমাজরূপ এই তীর্থরাজে ॥
সব দেশে সব দিন সুলভ সবের।
সাদরে সেবিলে শান্তি হইবে ক্লেশের।
অব্যক্ত অদ্ভুত সেই তীর্থ-রাজ-ভাব।
সদ্য ফল দান করে প্রকাশি প্রভাব ॥

শুনিয়া বুঝিবে জন, হইয়া মুদিত[৪] মন,
অনুরাগে করিবে মজ্জন।
চারিফল হস্তগত, হবে তনু অতি পূত,
সাধুসভা প্রয়াগ যেমন ॥২॥

মজ্জনের সুফল দেখিবে সেই কাল।
কাক হবে পিক, বক হইবে মরাল ॥
শুনিয়া আশ্চর্য্য বলি কেহ না ভাবিবে।
সুসঙ্গ-মহিমা কভু গোপন না রবে ॥
নারদ বাল্মীকি ঘট-যোনি[৫] মুনিগণ।
স্ব স্ব মুখে নিজোদ্ভব করেন বর্ণন ॥

(১) সাধুর মঙ্গলকর আচরণ (২) নির্ম্মল, শুভ্র (৩) রাজে অর্থাৎ শোভে অর্থাৎ নিজের ধর্ম্মে অচল বিশ্বাসরূপ অক্ষয় বটবৃক্ষ যেথানে শোভা পায় (৪) আনন্দিত (৫) ঘটে উদ্ভূত বলিয়া অগস্ত্যের নাম ঘটযোনি।

মূল ।

জলচর থলচর নভচর নানা ।
যে জড় চেতন জীবজহানা[১] ॥
মতি কীরতি গতি ভূতি[২] ভলাই ।
জব জেহি যত্ন জহাঁ জেহি পাই ॥
সো জানব সতসঙ্গপ্রভাউ ।
লোকহুঁ বেদ[৩] ন আন উপাউ ॥
বিনু সতসঙ্গ বিবেক ন হোই ।
রামকৃপাবিনু সুলভ ন সোই ॥
সতসঙ্গতি মুদমঙ্গল মূলা[৪] ।
সোই ফলসিধ[৫] সব সাধন ফুলা ॥
শঠ সুধরহিঁ[৬] সতসঙ্গতি পাই ।
পারস[৭] পরশি কুধাতু সুহাই ॥
বিধিবশ সুজন কুসঙ্গতি পরহিঁ ।
ফণিমণি[৮] সম নিজগুণ অনুসরহীঁ[৯] ॥
বিধি হরি হর কবি কোবিদ[১০] বাণী ।
কহত সাধুমহিমা সকুচানী[১১] ॥
সো মোহিঁসন কহিজাত ন কৈসে ।
শাকবণিক মণিগুণগণ জৈসে ॥

দোহা ঃ—
বন্দৌঁ সন্ত সমান চিত,
হিত অনহিত নহি কোউ ।
অঞ্জলিগত শুভ সুমন[১২] জিমি[১৩],
সম সুগন্ধকর দোউ ॥৩॥
সন্ত সরলচিত জগতহিত,
জানি স্বভাব সনেহু ।
বালবিনয়[১৪] সুনি করি কৃপা,
রামচরণরতি দেহু ॥৪॥

বহুরি[১৫] বন্দি খলগণ সতিভায়ে ।
জে বিনুকাজ দাহিনেহু বাঁয়ে ॥

(১)সমুদায় (২)বিভূতি অর্থাৎ মহিমা বা ঐশ্বর্য্য (৩) জানা (৪) আনন্দ ও মঙ্গলের মূল স্বরূপ (৫) সিদ্ধিরূপ ফল (৬) সংশোধিত হইবে (৭)পরশ অর্থাৎ স্পর্শমণি (৮) ফণীর অর্থাৎ সর্পের মণি (৯) অনুসরণ করে (১০) বুধ, জ্ঞানী (১১) সঙ্কুচিত হন (১২) পুষ্প (১৩) যেমন (১৪) বালকের বিনয় (১৫) পুনঃ।

বঙ্গানুবাদ ।

জলচর থলচর নভচরগণ ।
জড় ও চেতন যত আছে জীবগণ ॥
মতি গতি সুকীরতি বিভূতি শোভনে ।
যখন যে পায় যথা যেরূপ যতনে ॥
সুসঙ্গ-প্রভাব তাহা জানিবে নিশ্চয় ।
অপর উপায় কিছু সুবিদিত নয় ॥
সাধু-সঙ্গ বিনা কভু বিবেক না হয় ।
রামকৃপা বিনা তাহা দুর্লভ নিশ্চয় ॥
আনন্দ-মঙ্গল-মূল সাধুসহবাস ।
সাধন-ফুলেতে সিদ্ধি-ফলের বিকাশ ॥
সংশোধিত হবে শঠ সুসঙ্গ পাইয়া ।
কুধাতু[১] সুন্দর হয় পরশ ছুঁইয়া ॥
বিধি বশে পড়িলেও কুসঙ্গে সুজন ।
ফণি-শিরে[২] মণি, গুণ ভুলে না আপন ॥
বিধি হরি হর বাণী কবি সুধীগণ ।
সাধুর মহিমা নারে করিতে বর্ণন ॥
তাহা কি কখন আমি বর্ণিবারে পারি ।
মণি-গুণ বলিবে কি শাকের[৩] বেপারি ॥

সজ্জনে বন্দনা করি, সমভাব সর্ব্বোপরি,
প্রিয়া-প্রিয় কেহ যাঁর নয় ।
কুসুম অঞ্জলিগত, সুগন্ধি করণে রত,
সমভাবে যেন হস্তদ্বয় ॥৩॥
সজ্জন সরল মন, জগতের প্রিয় হন,
জানি তাঁর স্বাভাবিক স্নেহ ।
শুনি শিশু-সুবিনয়, কৃপা করি অতিশয়,
শ্রীরাম চরণে রতি দেহ ॥৪॥

সদ্ভাব করিয়া পুন বন্দি খলগণে ।
অকারণ হয় যারা বামে[৪] বা দক্ষিণে[৫] ॥

(১) লোহ (২) সর্পের শিরে স্বভাবতঃ সঙ্গে থাকিয়াও মণি যেমন নিজের সদ্‌গুণ সকলই অনুসরণ করে সেইরূপ সুজন বিধিবশে কুসঙ্গে পড়িলেও কুসঙ্গীর অসদ্‌গুণ অনুসরণ না করিয়া সদ্‌গুণেরই অনুসরণ করেন (৩)শাকের ন্যায় সামান্য বস্তু লইয়া যে সদা কারবার করে তাহার পক্ষে মণির গুণ বর্ণন যেমন অসম্ভব আমার পক্ষেও সাধুর মহিমা বর্ণন করা সেইরূপ অসম্ভব (৪) প্রতিকূল (৫) অনুকূল ।

মূল।

পরহিত হানি লাভ জিনকেরে।
উজরে[১] হর্ষ বিষাদ বসেরে[২] ॥
হরি হর যশ রাকেশ[৩] রাহুসে।
পরঅকাজ ভট[৪] সহসবাহুসে ॥
জে পরদোষ লখহিঁ[৫] সহসাখী।
পরহিত ঘৃত জিনকে মন মাখী[৬] ॥
তেজ কৃশানু[৭] রোষ মহিশেষা[৮]।
অঘ[৯] অবগুণ[১০] ধন ধনিক[১১] ধনেশা ॥
উদয় কেতু সম হিত সবহিকে।
কুম্ভকর্ণ সম সোবত নীকে[১২] ॥
পর অকাজ লগি তনু পরিহরহীঁ।
জিমি হিমউপল[১৩] কৃষী[১৪] দল গরহী[১৫] ॥
বন্দৌঁ খল জস শেষ সরোষা।
সহস বদন বর্ণৈ পরদোষা ॥
পুনি প্রণবৌঁ পৃথুরাজ সমানা।
পর অঘ শুনৈঁ সহস দশ কানা ॥
বহুরি শক্র সম বিনবৌঁ[১৬] তেহী।
সন্তত সুবা[১৭] নীক[১৮] হিত জেহী ॥
বচনবজ্র জেহী সদা পিয়ারা।
সহস নয়ন পরদোষ নিহারা[১৯] ॥
দোহা ঃ—
উদাসীন অরি[২০] মীত[২১] হিত,
সুনত জরহিঁ[২২] খলরীতি।
জানু পাণি যুগ জোরিকরি,
বিনতী করৌঁ সপ্রীতি ॥৫॥
মৈঁ আপনি দিশি[২৩] কীহ্ন নিহোরা[২৪]।
তিন নিজ ওর[২৫] ন লাউব ভোরা[২৬] ॥
বায়স পালিয় অতি অনুরাগা।
হোই নিরামিষ কবহুঁ কি কাগা[২৭] ॥

(১) জ্যোৎস্না (২) রাত্রিকালীন আবাসভবন। অর্থাৎ যার হর্ষরূপী জ্যোৎস্না পরের বিষাদভবনে প্রকাশিত হয়। (৩) পূর্ণচন্দ্র (৪) বীর (৫) দেখে, লক্ষ্য করে (৬) মক্ষিকা (৭) অগ্নি (৮) মহিষাসুর (৯) পাপ (১০) দোষ (১১) ধনবিশিষ্ট (১২) হিতকর (১৩) শিলা (১৪) শস্য (১৫) গলিত হয় (১৬) বিনতি করিব (১৭) মদিরা (১৮) অতি (১৯) নেহারে, দেখে (২০) শত্রু (২১) মিত্র (২২) জর্জ্জরিত হয় (২৩) দিকে, পক্ষে (২৪) বিনতি (২৫) দিক (২৬) ভ্রম, ভুল (২৭) কাক, কাগ।

বঙ্গানুবাদ।

পরহিতহানি যার লাভ অতিশয়।
পরের বিষাদে যার হর্ষের উদয় ॥
হরিহরযশ হয় পূর্ণশশী সম।
তারে গ্রাসিবারে খল হয় রাহূপম[১]।
সহস্র-বাহুর[২] মত বলী হয় খল।
সতত করিতে পর অকাজ সকল ॥
পর দোষ দেখে যেই সহস্র নয়নে।
যার মন-মক্ষী পরহিতে ঘৃত গণে ॥
তেজে অগ্নি সম খল, রোষে মহিশেষ[৩]।
অঘঅবগুণধনে ধনিক ধনেশ ॥
উদয়ে কেতুর সম জগত-অহিত।
হিত কুম্ভকর্ণ সম হইলে নিদ্রিত ॥
পরের অকাজে তনু ত্যাগ করে খলে।
শস্যরাশি নাশি যথা হিমশিলা গলে ॥
ক্রুদ্ধ শেষরূপী[৪] খলে করিব বন্দন।
পরাঘ[৫] বর্ণনে যার সহস্র বদন ॥
পুন প্রণমিব খলে পৃথুর[৬] সমান।
পরাঘ শ্রবণে যার শত শত কান ॥
শক্র সম খলপদে বিনতি আমার।
সদা অতিশয় প্রিয় সুরা হয় যার ॥
সদা যার প্রিয় হয় কুলিশ[৭] বচন।
পরদোষ নেহারিতে সহস্র নয়ন ॥
উদাসীন মিত্র অরি, হিত শুনি সবাকারি,
জরে খল ইহা তার রীতি।
মনে ইহা অনুমানি, জোড় করি জানু পাণি ;
বিনতি করিব সহ প্রীতি ॥৫॥
আমি বহু করিলেও কাকুতি মিনতি।
কভুও সে ভুলিবে না আপন প্রকৃতি ॥
পালন করহ কাকে অতি অনুরাগে।
নিরামিষ ভোজী নাহি হইবেক কাগে ॥

(১) রাহুর সদৃশ (২) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন (৩) মহিষাসুর (৪) অনন্ত নাগ সদৃশ (৫) পরের পাপ বা দোষ (৬) ত্রেতাযুগে সূর্য্যবংশীয় পঞ্চমনৃপ, বেণরাজ পুত্র (৭) বজ্র।

মূল।

বন্দৌঁ সন্ত অসজ্জন চরণা।
দুখপ্রদ উভয় বীচ কচ্ছু[১] বরণা॥
বিচ্ছুরত[২] এক প্রাণ হরি লেহীঁ।
মিলত এক দারুণ[৩] দুখ দেহীঁ॥
উপজহিঁ[৪] একসঙ্গ জলমাহীঁ[৫]।
জলজ জোঁক জিমি গুণ বিলগাহী[৬]॥
সুধা সুরা সম সাধু অসাধু।
জনক এক জগ জলধি[৭] অগাধূ॥
ভল অনভল[৮] নিজ নিজ করতূতী[৯]।
লহত সুযশ অপলোক বিভূতী॥
সুধা সুধাকর সুরসরি[১০] সাধু।
গরল অনল কলিমল সরি ব্যাধূ॥
গুণ অবগুণ জানত সব কোই।
জো জেহি ভাব নাক[১১] তেহি সোই॥

দোহা :—
ভলে ভলাই পই[১২] লহহিঁ,
লহহিঁ নীচাই নীচ।
সুধা সরাহিয়[১৩] অমরতা,
গরল সরাহিয় মীচ[১৪]॥৬॥

খল গহ অগুণ সাধুগুণ গাহা।
উভয় অপার উদধি অবগাহা[১৫]॥
তে হিতে কচ্ছু গুণ দোষ বখানে।
সংগ্রহ ত্যাগ ন বিনু পহিঁচানে॥
ভলেউ পোচ[১৬] সব বিধি উপজায়ে।
গণিগুণ দোষ বেদ বিলগায়ে[১৭]॥
কহহিঁ বেদ ইতিহাস পুরাণা।
বিধি প্রপঞ্চ[১৮] গুণ অবগুণ[১৯] সানা[২০]॥
দুখ সুখ পাপ পুণ্য দিন রার্তী।
সাধু অসাধু সুজাতি কুজাতী॥

(১) কিছু (২) পরিত্যাগ করিল (৩) ঘোর, উৎকট (৪) উৎপন্ন হয় (৫) মধ্যে (৬) পৃথক (৭) সমুদ্র (৮) মন্দ (৯) কার্য্য (১০) দেবনদী, গঙ্গা (১১) ভাল (১২) পাইয়া (১৩) সেবনে (১৪) মৃত্যু (১৫) মগ্ন (১৬) মন্দ (১৭) পৃথক করে (১৮) জগত (১৯) দোষ (২০) মিশ্রিত।

বঙ্গানুবাদ।

বন্দি আমি সাধু আর অসাধু চরণ।
দুঃখপ্রদ উভে, বর্ণি প্রভেদ লক্ষণ।
একের বিয়োগ আর অন্যের মিলন।
প্রাণের বিনাশ আর দুঃখের কারণ॥
হইলেও জলে একসঙ্গে সমুৎপন্ন।
কমল জোঁকের যথা গুণাগুণ ভিন্ন॥
সাধু ও অসাধু হয় সুধা সুরা সম।
জগতে, সমুদ্রে, দেখ একত্রে জনম॥
ভাল মন্দ সুযশ বিভূতি অপলোক।
নিজ নিজ কর্ম্ম-ফলে লাভ করে লোক॥
সুধা, সাধু, সুধাকর, আর গঙ্গাজল।
কর্ম্মনাশা, ব্যাধ আর গরল অনল॥
ইহাদের দোষ গুণ সকলেই জানে
যাহার যেরূপ ভাব সে সেরূপ মানে॥

যেবা নিজে ভাল হয়, ভালত্ব বাছিয়া লয়,
করে নীচ নীচত্ব গ্রহণ।
অমরতা সুধাপানে, বিষে মৃত্যু কে না জানে,
বিচারি করিবে নির্ব্বাচন॥৬॥

খলে দোষ, সাধু গুণ করিবে গ্রহণ।
অপার উদধি[১] তলে উভয়ে মগন॥
তাতে কিছু দোষ গুণ করিব বাখান[২]।
না হয় সংগ্রহ ত্যাগ, বিনা ভেদ জ্ঞান॥
ভালমন্দ হয় সব বিধির সৃজন।
দোষ গুণ ভেদে ভিন্ন বেদের গণন॥
বেদ ইতিহাস আর পুরাণে কথিত।
বিধি পরপঞ্চ[৩] গুণ অগুণ মিশ্রিত॥
দুখ সুখ পাপ পুণ্য দিন আর রাতি।
সাধু ও অসাধু আর সুজাতি কুজাতি॥

(১) সমুদ্রগর্ভে (২) ব্যাখ্যা বর্ণনা (৩) বিধিসৃষ্টজগত।

মূল।

দানব দেব উঁচ অরু নীচু।
অমিয়[১] সজীবন মাহুর[২] মীচু[৩] ॥
মায়া ব্রহ্ম জীব জগদীশা।
লচ্ছ অলচ্ছ রঙ্ক[৪] অবনীশা[৫] ॥
কাশী মগ[৬] সুরসরি[৭] কর্ম্মনাশা।
মরু মালব মহীদেবগ[৮] বাসা ॥
স্বর্গ নরক অনুরাগ বিরাগা।
নিগমাগম গুণ দোষ বিভাগা।

দোহা ঃ—
জড় চেতন গুণদোষময়,
বিশ্ব, কীন্হ করতার[৯]।
সন্তহংস গুণ গহহিঁ[১০] পয়,
পরিহরি বারি বিকার ॥৭॥

অস বিবেক জব দেহি বিধাতা।
তব তজি দোষ গুণহিঁ মন রাতা[১১]।
কাল স্বভাব কর্ম্ম বরি-আই[১২]।
ভলেউ প্রকৃতিবশ চুক ভলাই ॥
সো সুধারি[১৩] হরিজন জিমি লেহীঁ
দলি দুখ দোষ বিমল যশ দেহীঁ ॥
খলউ করহিঁ ভল পাই সুসঙ্গূ।
মিটহি ন মলিন স্বভাব অভঙ্গূ ॥
লখি সুবেশ জগবঞ্চক জেউ।
বেশ প্রতাপ পূজিয়ত তেউ ॥
উঘরহিঁ[১৪] অন্ত ন হোই নিবাহূ[১৫]।
কালনেমি জিমি রাবণ রাহূ ॥
কিয়ে কুবেশ সাধু সনমানূ ॥
জিমি জগ জামবন্ত হনুমানূ ॥
হানি কুসঙ্গ সুসঙ্গতি লাহূ।
লোকহু বেদ বিদিত সবকাহূ ॥

বঙ্গানুবাদ।

দেবতা দানব আর উচ্চ নীচ জন।
সুধা সঞ্জীবনী, বিষ মরণ কারণ ॥
মায়া ব্রহ্ম জীবগণ আর জগদীশ।
গণ্য ও নগণ্য আর রঙ্ক অবনীশ ॥
কাশীতল প্রবাহিনী গঙ্গা কর্ম্মনাশা।
মরু মালবার দেশ মহিদেববাসা[১] ॥
স্বরগ নরক অনুরাগ ও বিরাগ।
নিগম[২] আগমে[৩] দোষ গুণের বিভাগ ॥

সমুদায় চরাচর, করি দোষ গুণাকর,
করে ধাতা জগত সৃজন।
সাধুহংস গুণক্ষীর, করে পান হয়ে ধীর,
দোষ-বারি করিয়া বর্জ্জন ॥৭॥

এরূপ বিবেক দেন বিধাতা যখন।
দোষ ত্যজি গুণে মন সতত মগন ॥
অতি বলবান কাল স্বভাব করম।
উত্তম প্রকৃতি বশে করে ভ্রমাভ্রম ॥
লইলে সংশোধি উহা যেন হরিজন[৪]।
দুঃখ দোষ নাশি যশ করে সমর্পণ ॥
খলও করয়ে ভাল পাইয়া সুসঙ্গ।
কিন্তু নাহি মিটে তার স্বভাব অভঙ্গ ॥
সুবেশ করিয়া বিশ্ববঞ্চক যে জন।
বেশের প্রতাপে সবে করয়ে পূজন ॥
শেষ না নির্ব্বাহ হয় প্রকাশিত হয়।
যেরূপ রাবণ, রাহু, কালনেমি লয় ॥[৫]
কুবেশ হলেও সদা সাধুর সম্মান।
যেরূপ জগতে জাম্বুবান হনুমান ॥
সুসঙ্গেতে লাভ আর কুসঙ্গেতে ক্ষয়।
লোকে বেদ সকলের বিদিত যে হয় ॥

(১) অমৃত (২) বিষ (৩) মৃত্যু-কারক (৪) দরিদ্র (৫) মহীপতি (৬) কাশী, গয়া (৭) দেবনদী, গঙ্গা (৮) ব্রাহ্মণদের (৯) কর্ত্তা, বিধাতা (১০) গ্রহণ করে (১১) রত, [illegible] থাকে (১২) বলবান (১৩) সংশোধন করিয়া (১৪) প্রকাশিত হয় (১৫) নির্ব্বাহ।

(১) ব্রাহ্মণ, [illegible] (২) বেদাদি শাস্ত্র (৩) তন্ত্রশাস্ত্র (৪) ভক্ত (৫) শেষ পর্য্যন্ত [illegible] প্রকাশিত হইয়া পড়ে। [illegible]

মূল।

গগন চঢ়ৈ রজ পবন প্রসঙ্গা।
কীচহি[১] মিলই নীচ জল সঙ্গা ॥
সাধু অসাধু সদন শুক শারী।
সুমিরহিঁ[২] রাম দেহিঁ গণিগারী ॥
ধূম কুসঙ্গতি কারিখ[৩] হোই।
লিখিয় পুরাণ মঞ্জু মসি সোই ॥
সোই জল অনল অনিল সংঘাতা।
হোই জলদ জগ জীবনদাতা ॥
দোহা ঃ—
গ্রহ ভেষজ জল পবন পট,
পাই কুযোগ সুযোগ।
হোহিঁ কুবস্তু সুবস্তু জগ,
লখহিঁ সুলক্ষণ লোগ ॥৮॥

সম, প্রকাশ, তম, পাখ দুহুঁ,
নাম ভেদ বিধি কীন্হ।
শশিপোষক[৪] শোষক[৫] সমুঝি,
জগ যশ অপযশ দীন্হ ॥৯॥

জড় চেতন জগ জীব জেঁ,
সকল রামময় জানি।
বন্দৌঁ সবকে পদকমল,
সদা জোরি যুগ পাণি ॥১০॥

দেব দনুজ নর নাগ খগ,
প্রেত পিতর গন্ধর্ব্ব।
বন্দৌঁ কিন্নর রজনীচর,
কৃপা করহু অব সর্ব্ব ॥১১॥

আকর[৬] চারি লাখ চৌরাশী।
জাত জীব নভ জল থল বাসী।
সিয়ারামময় সব জগ জানি।
করৌঁ প্রণাম জোরি জুগ পাণি।

(১) কর্দ্দম (২) স্মরণ করে (৩) ঝুলি (৪) শশির পোষক অর্থাৎ শশিকলার বৃদ্ধিকারক (৫) শোষক অর্থাৎ শশিকলার হ্রাসকারক (৬) খনি, চারি খনিজ অর্থাৎ জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ।

বঙ্গানুবাদ।

গগনেতে চড়ে রজ পবন প্রসঙ্গে।
কর্দ্দমে মিলিত উহা নীচ জল সঙ্গে ॥
স্মরে রাম শুক শারী সাধুর সদনে।
অসাধু সদনে উহা গালি দেয় জনে ॥
কুসঙ্গেতে হয় ধূম ঝুলি কদাকার।
লিখিলে পুরাণ মঞ্জু[১] মসীর আকার ॥
পুন উহা পয়োনিল অনল সংঘাতে।
জলদ[২] হইয়া, প্রাণ দেয় এ জগতে ॥

নক্ষত্র ভেষজ[৩] পয়[৪], বায়ু পট[৫] সমুচ্চয়,
কুযোগেতে বস্তু কুলক্ষণ।
সুযোগেতে হয় উহা, সুলক্ষণ বস্তু মহা,
লক্ষ্য করে লোকেতে লক্ষণ ॥৮॥

দুই পক্ষে দেখ তম, প্রকাশিত হয় সম,
নামভেদ বিধাতা করিল।
শশীর পোষক যেই, সুযশ পাইল সেই,
অপযশ শোষক পাইল ॥৯॥

বিশ্বে জড় সুচেতন, আছে যত জীবগণ,
সকলেরে রামময় জানি।
শ্রীপদকমল সর্ব্ব, বন্দিব ছাড়িয়া গর্ব্ব,
সদা যোড় করি যুগপাণি ॥১০॥

দেব, নাগ, খগ, নর, কিন্নর রজনীচর,
দনুজ[৬] পিতর প্রেত সবে।
গন্ধর্ব্ব সকলে আর, বন্দি আমি বার বার,
সর্ব্বজনে কৃপা কর এবে ॥১২॥

চতুরঅশীতি লক্ষ যোণি চারি খনি।
নভ জল থল বাসী জীব জাত গণি ॥
সীতারামময় সব জগত জানিয়া।
করিতেছি নমস্কার দুহাত জুড়িয়া ॥

(১) সুন্দর, মনোহর (২) মেঘ (৩) ঔষধ (৪) জল (৫) বসন (৬) দৈত্য, অসুর।

মূল।

জানি কৃপা করি কিঙ্কর মোহূ।
সব মিলি করহু চ্ছাঁড়ি চ্ছল চ্ছোহূ[১] ॥
নিজ বুধি বল ভরোস মোহিঁ নাহীঁ।
তাতে বিনয় করউঁ সব পাহীঁ[২] ॥
করন চহোঁ রঘুপতি গুণ গাহা।
লঘুমতি মোরি চরিত অবগাহা ॥
সূঝ ন একৌ অঙ্গ উপাউ।
মন অতি রঙ্ক[৩] মনোরথ রাউ ॥
মতি অতি নীচ উঁচ রুচি আচ্ছি।
চহিয় অমিয় জগ জুরৈ[৪] ন চ্ছাচ্ছী[৫] ॥
ক্ষমিহহিঁ সজ্জন মোরি ঢিঠাই[৬]।
সুনিহহিঁ বাল বচন মন লাই ॥
জোঁ বালক কহ তোতরি[৭] বাতা।
সুনহিঁ মুদিত[৮] মন পিতু অরু মাতা ॥
হঁসিহহি কূর কুটিল কুবিচারী।
জে পর দূষণ ভূষণ ধারী ॥
নিজ কবিত্ব কেহি লাগ ন নীকা[৯]।
সরস হোই অথবা অতি ফীকা ॥
জে পর ভণিত সুনত হরষাহীঁ।
তে বর পুরুষ বহুত জগ নাহীঁ ॥
জগ বহু নর সর সরি সম ভাই।
জে নিজ বাঢ় বড়হিঁ জল পাই ॥
সজ্জন সুকৃত সিন্ধু সম কোই।
দেখি পূর বিধু[১০] বাঢ়হি জোই ॥

দোহা :—

ভাগ চ্ছোট অভিলাষ বড়,
করউঁ এক বিশ্বাস।
পৈহহিঁ[১১] সুখ সুনি সুজন জন,
খল করহৈঁ উপহাস ॥১২॥

খল পরিহাস হোত হিত মোরা।
কাক কহহিঁ কলকণ্ঠ কঠোরা ॥

(১) স্নেহ (২) পদে (৩) দরিদ্র (৪) জুটে না, মিলে না (৫) ঘোল (৬) শিশুপণা, আবদার (৭) তোতলা, অস্ফুট (৮) আনন্দিত (৯) ভাল (১০) চন্দ্র (১১) পাইবে।

বঙ্গানুবাদ।

কৃপা কর মোর প্রতি কিঙ্কর জানিয়া।
স্নেহ কর ছল ছাড়ি সকলে মিলিয়া ॥
সুবুদ্ধি ভরসা বল না আছে আমার।
তাহাতে বিনতি করিতেছি সবাকার ॥
রঘুপতি গুণাম্বুধি[১] মজ্জনেতে রতি।
চরিত অগাধ, মোর অতি লঘু মতি ॥
উপায়ের একাঙ্গও না পাই চিন্তিয়া।
মনোরথ রাজা সম দীন হীন হিয়া ॥
মতি অতি নীচ, রুচি উচ্চ অতি বক্র।
চাহিতেছি সুধা, বিশ্বে মিলে নাহি তক্র[২] ॥
মোর শিশুপণা ক্ষমা কর সাধুজন।
মন দিয়া শুন সবে বালক বচন ॥
যদিও বালক কহে আধ আধ বাণী।
আনন্দিত হন শুনি পিতা ও জননী ॥
উপহাস করে ক্রূর কুবিচারী জন।
পরের দূষণ মাত্র যাদের ভূষণ ॥
নিজের কবিত্ব কার নাহি লাগে ভাল।
সরস হউক কিম্বা হোক অরসাল ॥
আনন্দিত হন শুনি পরের ভনিতে।
এরূপ পুরুষ শ্রেষ্ঠ দুর্ল্লভ জগতে ॥
সর[৩] সরি[৪] সম নর অনেক জগতে।
জল পেয়ে নিজ কায়া বর্দ্ধিত করিতে ॥
সুকৃত সিন্ধুর সম সজ্জন বিরল।
বাড়ে যেই হেরি পূর্ণশশী সুনির্ম্মল ॥

ভাগ্য ছোট অতিশয়, অভিলাষ বড় হয়,
এই এক বিশ্বাস কেবল।
পাইবেক সুখ মনে, শুনি ইহা সাধুজনে,
উপহাস করিবেক খল ॥১২॥

খল পরিহাসে হয় অতি হিত মোর।
কাক যেন কহে কলকণ্ঠকে[৫] কঠোর ॥

(১) গুণরূপ সমুদ্র (২) ঘোল (৩) সরোবর (৪) নদী, ঝরণা (৫) কোকিলকে।

মূল ।

হংসহি বক দাত্বর[১] চাতকহী ।
হঁসহিঁ মলিন খল বিমল বতকহী[২] ॥
কবিত রসিক ন রামপদ নেহূ[৩] ।
তিন্হকহঁ[৪] সুখদ হাসরস এহূ[৫] ॥
ভাষা ভনিত মোরি মতি ভোরী[৬] ।
হঁসিবে যোগ হঁসে নহিঁ খোরী[৭] ॥
প্রভুপদ প্রীতি ন সামুঝি নীকী।
তিনহিঁ কথা সুনি লাগিহি ফীকী[৮] ॥
হরিহরপদ রতি মতি ন কুতরকী ।
তিনকহঁ মধুর কথা রঘুবরকী ॥
রামভক্তি ভূষিত জিয়[৯] জানী ।
সুনিহহিঁ সুজন সরাহি[১০] সুবাণী ॥
কবি ন হোউঁ নহিঁ চতুর প্রবিণা ।
সকল কলা সব বিদ্যা হীনা ॥
আখর অর্থ অলঙ্কৃত নানা ।
চছন্দ প্রবন্ধ অনেক বিধানা ॥
ভাবভেদ রসভেদ অপারা ।
কবিত দোষগুণ বিবিধ প্রকারা ॥
কবিত বিবেক এক নহিঁ মোরে।
সত্য কহৌঁ লিখি কাগজ কোরে[১১] ॥

দোহা :—
ভণিত মোর সবগুণ রহিত,
বিশ্ব বিদিত গুণ এক ।
সো বিচারি সুনিহহিঁ[১২] সুমতি,
জিনকে[১৩] বিমল বিবেক ॥১৩।

য়হিমহঁ[১৪] রঘুপতি নাম উদারা ।
অতি পাবন পুরাণ শ্রুতি সারা ।
মঙ্গল ভবন অমঙ্গল হারী ।
উমা সহিত জেহি[১৫] জপত[১৬] পুরারী[১৭] ॥

(১) দর্দ্দুর অর্থাৎ ভেক (২) বাক্য কথককে (৩) স্নেহ (৪) তাহাদের পক্ষে (৫) ইহা (৬) ভ্রম (৭) দোষ (৮) হাস্য (৯) অন্তঃকরণ (১০) প্রশংসা করিবে (১১) মুদ্রিত করিয়া (১২) শুনিবে (১৩) যাহার (১৪) ইহাতে (১৫) যাহা (১৬) জপ করেন (১৭) মহাদেব ।

বঙ্গানুবাদ ।

হংসে যেন বক হাসে দর্দ্দুর[১] চাতকে ।
হাসিবে মলিন খল সুস্বর কথকে ।
কবিতা রসিক, নাহি রামপদে রতি ।
তাহার সুখদ ইহা হাস্যরসে অতি ॥
মোর মতিভ্রম আর শ্রুতি কটু ভাষ ।
হাস্য যোগ্য হলে দোষ নহে উপহাস ।
প্রভুপদে প্রীতি বোধ নাহি আছে যার ।
শুনিয়া একথা হাসি লাগিবেক তার ॥
হরিহরপদে রতি, কুতর্কে অমতি ।
রঘুবর কথা তার প্রিয়তর অতি ॥
রামভক্তি বিভূষিত অন্তর জানিয়া ।
সুজন শুনিবে সুবচনে প্রশংসিয়া ॥
কবি নাহি হই, নহি চতুর প্রবীণ ।
সমুদায় কলা[২] ও সকল বিদ্যাহীন ॥
অক্ষর অরথ আর নানা অলঙ্কার ।
ছন্দ পরবন্ধ আছে বিবিধ প্রকার ॥
ভাবভেদ রসভেদ হয় যে অপার ।
বিবিধ প্রকার দোষ গুণ কবিতার ॥
কবিতা বিবেক মোর নাহি এক কলি ।
কাগজে লিখিয়া তাহা সত্য করি বলি ॥

দেখ মম এ ভণিত[৩], সর্ব্বগুণ বিবর্জ্জিত,
জগতে বিদিত গুণ[৪] এক ।
তাহা করি বিচারণ, শুনিবেন সাধুজন,
আছে যাঁর বিমল বিবেক ॥১৩।

বিদ্যমান রাম নাম ইহাতে উদার ।
অতিশয় পবিত্র পুরাণ শ্রুতি সার ॥
মঙ্গল ভবন উহা অমঙ্গল হারী ।
উমার সহিতে যাহা জপে ত্রিপুরারী ॥

(১) ভেক (২) নৃত্য, গীত, বাদ্য, ঐন্দ্রজাল, কৌশল, নাট্য, দেশভাষা জ্ঞান প্রভৃতি চৌষট্টি বিদ্যা (৩) কথন, বাক্য (৪) যাহাতে আত্মার উৎকর্ষ সম্পাদন হয় ।

মূল।

ভণিত বিচিত্র সুকবিকৃত জোউ।
রামনাম বিনু সোহ[১] ন সোউ ॥
বিধুবদনী সবভাঁতি সঁবারী[২]।
সোহন বসনবিনা বরনারী ॥
সবগুণরহিত কুকবিকৃত বাণী।
রামনামযশ অঙ্কিত জানী ॥
সাদর কহহিঁ সুনহি বুধ তাহী।
মধুকর সরিস[৩] সন্ত গুণগ্রাহী ॥
যদপি কবিত্তগুণ একো নাহী।
রামপ্রতাপ প্রগট[৪] ইহি মাহী[৫] ॥
সোই ভরোস[৬] মোরে মন আবা।
কেহি ন সুসঙ্গ বড়াপন[৭] পাবা ॥
ধূমউ তজৈ সহজ করুআই[৮]।
অগরু[৯] প্রসঙ্গ সুগন্ধ বসাই ॥
ভণিতভদেশ[১০] বস্তু ভলি বরণী।
রামকথা জগ মঙ্গল করণী ॥

ছন্দ ঃ—

মঙ্গল করণি কলিমল হরণি,
তুলসি কথা রঘুনাথ কী।
গতি কূর[১১] কবিতাসরিতকী,
জ্যোঁ পরম পাবন পাথকী[১২] ॥
প্রভু সুযশ সঙ্গতি ভণিত ভলি,
হোইহি সুজনমন ভাবনী।
ভবভূতী অঙ্গ মশানকী[১৩],
সুমিরত সুহাবনি পাবনী ॥১॥

দোহা ঃ—

প্রিয় লাগহিঁ অতি সবহিঁ মম,
ভণিত রামযশ সঙ্গ।
দারু বিচার কি করই কোউ,
বন্দিয় মলয় প্রসঙ্গ ॥১৪॥

(১) শোভা পায় না (২) ভূষিত করিলেও (৩) সদৃশ (৪) প্রকাশিত (৫) ইহাতে (৬) ভরসা, আশা (৭) বৃদ্ধি (৮) কটুতা (৯) অগুরু, চন্দন (১০) উৎস, ঝরণা, প্রস্রবণ (১১) ক্রুর, বক্র (১২) জলের সংযোগে (পাথ-জল) (১৩) শ্মশানের।

বঙ্গানুবাদ।

সুকবির কৃত যাহা বিচিত্র ভণিত।
রামনাম বিনা তাহা না হয় শোভিত ॥
সববিধি চন্দ্রমুখী হইলে ভূষিতা।
পট হীনা বর নারী না হয় শোভিতা ॥
সবগুণ হীন মন্দ কবির বচন।
জানিয়া শ্রীরাম নাম যশের অঙ্কণ ॥
সমাদরে বুধ তাহা কহিবে শুনিবে।
মধুকর সম সাধু গুণ মাত্র লবে ॥
একোপি কবিত্ব গুণ না আছে আমার
শ্রীরাম প্রতাপ মাত্র হইবে প্রচার ॥
সেইমাত্র মোর মনে আশা হইয়াছে।
কে না সুসঙ্গেতে পড়ি বৃদ্ধি পাইয়াছে ॥
ধূম পরিত্যাগ করে সহজ কটুতা।
অগুরু প্রসঙ্গে উহা সুগন্ধ প্রদাতা ॥
ভণিত স্বরূপ উৎস করে নিঃসরণ।
রামকথা, মাত্র বিশ্ব হিতের কারণ ॥

তুলসির রাম কথা, হরে কলিমল[১] বাধা
মঙ্গল কারিণী অতিশয়।
কবিতা সরিত গতি,[২] যদ্যপিও বক্র অতি,
কথা বহি অতি পূত হয় ॥
প্রভু যশ সুসঙ্গতি[৩] ভণিত উত্তম অতি,
হইবে সুজন মনোমত।
দেখ ভূতি[৪] ভবসঙ্গ,[৫] যদ্যপিও শ্মশানাঙ্গ[৬],
স্মরণে সুন্দর অতি পূত ॥১॥

আমার সকল কথা, হবে সর্ব্ব প্রিয় তথা,
শ্রীরামের সুযশের সঙ্গে।
করে কিহে কোন জনে, দারুর[৭] বিচার মনে,
পূজনীয় মলয়[৮] প্রসঙ্গে ॥১৪॥

(১) কলির মলা অর্থাৎ পাপ, তজ্জনিত ব্যথা অর্থাৎ পীড়া (২) কবিতারূপী নদী, তাহার গতি (৩) প্রভুর যশের সুসঙ্গে (৪) ভস্ম (৫) ভবের অর্থাৎ মহাদেবের সঙ্গে (৬) শ্মশানের অঙ্গ অর্থাৎ অংশ বিশেষ (৭) কাষ্ঠের (৮) চন্দন।

মূল।

শ্যামসুরভিপয় বিশদ অতি,
গুণদ করহিঁ তেহি পান।
গিরাগ্রাম[১] সিয়রাম যশ,
গাবহিঁ সুনহিঁ সুজান[২] ॥১৫॥
মণিমাণিকমুক্তাচ্ছবি জৈসী।
অহিগিরিগজশির সোহ ন তৈসী ॥
নৃপকিরীট তরুণীতনু পাই।
লহহিঁ সকল শোভা অধিকাই ॥
তৈসহি সুকবিকবিত বুধ কহহীঁ।
উপজহিঁ[৩] অনত[৪] অনত চ্ছবি[৫] লহহীঁ ॥
ভক্তহেতু বিধি ভবন বিহাই[৬]।
সুমিরত শারদ[৭] আবত ধাই।
রামচরিতসর[৮] বিনু অন্থবায়ে[৯]।
সো শ্রম জাই ন কোটি উপায়ে ॥
কবি কোবিদ[১০] অস হৃদয় বিচারী।
গাবহিঁ হরিগুণ কলিমল[১১] হারী ॥
কীহ্নে প্রাকৃত[১২] জনগুণ গানা।
শির ধুনি[১৩] গিরা[১৪] লাগি পছিতানা[১৫] ॥
হৃদয় সিন্ধু মতি সীঁপ[১৬] সমানা।
স্বাতী[১৭] শারদ কহহিঁ সুজানা[১৮] ॥
জো বরষে বরবারি বিচারূ।
হোহিঁ কবিত মুক্তা মণি চারূ ॥
দোহা :—
যুক্তি বেধি[১৯] পুনি পোহিয়ে,[২০]
রামচরিত বরতাগ[২১]।
পহিরহিঁ[২২] সজ্জন বিমল উর,
শোভা অতি অনুরাগ ॥১৬॥
জে জনমে কলিকাল করালা।
করতব[২৩] বায়স[২৪] বেষ[২৫] মরালা[২৬] ॥

(১) বাক্য সমূহ (২) সুবিজ্ঞ, জ্ঞানী (৩) উৎপন্ন হয় (৪) অন্যত্র (৫) শোভা (৬) পরিত্যাগ করিয়া (৭) সারদা, সরস্বতী (৮) সরোবর (৯) স্নান (১০) বুধ (১১) কলির মলা অর্থাৎ পাপ (১২) সাধারণ মানবের (১৩) আঘাত করিয়া (১৪) বাগ্দেবী, সরস্বতী (১৫) অনুতাপ করা (১৬) ঝিনুক (১৭) নক্ষত্র বিশেষ (১৮) সুবিজ্ঞ (১৯) বিদ্ধ করিয়া, ছিদ্র করিয়া (২০) পরাইয়া (২১) তাগা, শুভকর সূত্র বিশেষ (২২) পরিধান করিবে (২৩) কার্য্য (২৪) কাক (২৫) বেশ (২৬) হংস।

বঙ্গানুবাদ।

শ্যামা[১] সুরভির[২] পয়,[৩] গুণবান অতিশয়,
গুণদ বলিয়া করে পান।
মম এই বাক্যচয়, সীতারাম যশ কয়,
সুবিজ্ঞ শুনিবে করি মান ॥১৫॥
মুকুতা সুছবি মণি মাণিক যেমন।
গজ অহি[৪] গিরি শিরে না শোভে তেমন ॥
নৃপের কিরীটোপরি তরুণী[৫] শরীরে।
পাইলে চড়িতে উহা অতি শোভা ধরে ॥
সুকবির কবিতাও সেইরূপ হয়।
উপজে[৬] অন্যত্র, শোভা অন্যস্থানে লয় ॥
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণহেতু বিধির ভবন।
ছাড়িয়া সারদা আসে করিলে স্মরণ ॥
শ্রীরাম চরিত রূপ স্বচ্ছ সরোবরে।
স্নান বিনা কভু তাঁর শ্রম নাহি হরে ॥
কবিও কোবিদগণ হৃদয়ে বিচারি।
গান সদা হরিগুণ কলিমল হারী ॥
প্রাকৃত জনের গুণ করিলে কীর্ত্তন।
শিরে করাঘাত গিরা করে দুঃখী মন ॥
হৃদয় সিন্ধুর সম সীপ সম মন।
সারদা যেমন স্বাতী কহে সাধুজন ॥
বিচার স্বরূপ বারি করিলে বর্ষণ।
হয় চারু মুক্তা মণি কবিতা রতন ॥

যুক্তি বিদ্ধ করি শুন, তাহে পরাইয়া পুন,
রামলীলা তাগা মনোলোভা।
পরিবে সজ্জন যবে, বিমল হৃদয়ে তবে,
হবে অতি অনুরাগ শোভা ॥১৬॥ *
করাল এ কলিকালে যাহার জনম।
করে সে মরাল বেশে বায়স করম ॥

(১) কৃষ্ণা (২) গাভীর (৩) দুগ্ধ (৪) সর্প (৫) যুবতী (৬) জন্মে।

* যুক্তি দ্বারা কবিতারূপ রত্নকে বিদ্ধ করিয়া রামলীলা রূপী শুভকর সূত্র বা তাগা পরাইয়া সজ্জন যখন তাহা হৃদয়ে ধারণ করিবেন তখন উহা অনুরাগরূপ শোভা বিস্তার করিবে।

মূল।

চলত কুপন্থ বেদমগ[১] ছাঁড়ে।
কপট কলেবর কলিমল[২] ভাঁড়ে ॥
বঞ্চক ভক্ত কহাই[৩] রামকে।
কিঙ্কর কাঞ্চন কোহ[৪] কামকে ॥
তিন[৫] মহঁ প্রথম রেখ[৬] জগ[৭] মোরী।
ধ্বক[৮] ধর্ম্মধ্বজ ধন্ধক[৯] ধোরী[১০] ॥
জো অপনে[১১] অবগুণ সব কহউঁ।
বাঢ়ে কথা পার নহিঁ লহউঁ ॥
তাতে মৈঁ অতি অল্প বখানে।
থোরেমহঁ জানিহহিঁ সয়ানে[১২] ॥
সমুঝি বিবিধ বিধি বিনতী মোরী।
কৌউ ন কথা শুনি দেইহি খোরী[১৩] ॥
এতেহুপর[১৪] করিহহিঁ জে শঙ্কা।
মোহিতে অধিক তে জড়মতি রঙ্কা ॥
কবি ন হোউঁ নহিঁ চতুর কহাউঁ।
মতি অনুরূপ রামগুণ গাউঁ ॥
কহঁ রঘুপতিকে চরিত অপারা।
কহঁ মতি মোরি নিরত সংসারা ॥
জেহি মারুত গিরি মেরু উড়াহীঁ।
কহহু তূল[১৫] কেহি লেখে[১৬] মাহীঁ ॥
সমুঝত অমিত[১৭] রাম প্রভুতাই।
কহত কথা মন অতি কদরাই[১৮] ॥
দোহা ঃ—
সারদ[১৯] শেষ[২০] মহেশ বিধি,
আগম নিগম পুরাণ।
নেতি[২১] নেতি কহিঁ জাসুগুণ[২২],
করহিঁ নিরন্তর গান ॥১৭॥
সব জানত প্রভু প্রভুতা সোই।
তদপি কহে[২৩] বিন রহা ন কোই ॥

(১) মার্গ (২) কলির পাপী (৩) কথিত হইবে (৪) ক্রোধ (৫) তার মধ্যে (৬) গণনা (৭) জগতে (৮) ধারী (৯) ভ্রম (১০) ধারী (১১) আপনার, নিজের (১২) চতুর (১৩) দোষ (১৪) অতঃপর (১৫) তুলা (১৬) গ্রাহ্য করিবে (১৭) অপরিমেয় (১৮) ব্যাকুলতা (১৯) সারদা, (২০) অনন্তনাগ (২১) ন+ইতি অর্থাৎ শেষহীন, অসীম ।—(২২) যাঁহার গুণ (২৩) না কহিয়া।

বঙ্গানুবাদ।

ধরিয়া কপট তনু ভণ্ড কলিমলে।
বেদমার্গ ছাড়ি সদা কুপথেতে চলে ॥
বঞ্চককে কবে সবে রামভক্তবর।
কাম ক্রোধ কাঞ্চনের যে হবে কিঙ্কর[১] ॥
[২]তার মধ্যে প্রথমেই গণনা আমারী ॥
ধর্ম্ম-ধ্বজাধারী বলি খ্যাত ধন্ধধারী[২] ॥
আমি নিজ অবগুণ করিলে বর্ণন।
বাড়িবেক কথা নাহি হবে সমাপন ॥
তাহে কহি স্বল্পমাত্র হইয়া আতুর।
সংক্ষেপে বুঝিবে যেই হইবে চতুর ॥
বিবিধ প্রকার মোর বিনতি বুঝিয়া।
দোষ নাহি দিবে কেহ কবিতা শুনিয়া।
অতঃপর যদি কেহ করয়ে সংশয়।
মমাপেক্ষা ক্ষুদ্রমতি জড় সেই হয় ॥
কবি বা চতুর বলি বিখ্যাত না হব।
মতি অনুরূপে রামগুণ মাত্র গাব ॥
অপার অনন্ত কোথা শ্রীরাম চরিত।
কোথা মম লঘুমতি সংসার নিরত ॥
মেরুগিরি উড়াইতে পারে যে পবন।
তুলা সম মোরে কি সে করিবে গণন ॥
শ্রীরাম প্রভুত্ব দেখ বুঝিলে অমিত।
তথাপি কহিতে তাহা মন ব্যাকুলিত ॥

সারদাও বিধি শেষ, পুনরপি শ্রীমহেশ,
আগম ও নিগম পুরাণ।
যাঁহার অনন্তগুণ, নেতি নিতি বলি পুন,
করিতেছে নিরন্তর গান ॥১৭॥
প্রভুর প্রভুতা উহা সকলেই জানে।
তথাপি না ক্ষান্ত কেহ বিনা গুণগানে ॥

(১) দাস (২) আমি ধর্ম্ম-ধ্বজা ধারণ ভাণে জন সমাজে ভ্রম বিস্তার করিতেছি বলিয়া বঞ্চকগণের মধ্যে প্রথমেই আমার গণনা হইবে।

মূল।

তুহাঁ বেদ অস কারণ রাখা।
ভজনপ্রভাব ভাঁতি[১] বহু ভাখা[২] ॥
এক অনীহ[৩] অরূপ[৪] অনামা[৫]।
অজ[৬] সচ্চিদানন্দ পরধামা[৭] ॥
ব্যাপক বিশ্বরূপ ভগবানা।
তেই ধরি দেহ চরিত কৃত নানা ॥
সো কেবল ভক্তন[৮] হিত লাগী।
পরম কৃপালু প্রণতঅনুরাগী ॥
জেহি জনপর[৯] মমতা অরু ছোহূ[১০]।
তেহি করুণানিধি কীন্হ ন কোহূ[১১] ॥
গই বহোরি গরীব-নিবাজূ[১২]।
সরল সবল সুসাহব রঘুরাজূ ॥
বুধ বর্ণহিঁ হরি যশ অস জানি।
করহিঁ পুণীত[১৩] সফল নিজ বাণী ॥
তেহি বল মৈঁ রঘুপতি গুণগাথা[১৪]।
কহিহৌঁ নাই রামপদ মাথা ॥
মুনিন[১৫] প্রথম হরি কীরতি গাই।
তেহি মগ চলত সুগম মোহিঁ ভাই ॥
দোহা :—
অতি অপার জে সরিত[১৬] বর[১৭],
জো নৃপ সেতু করাহিঁ।
চঢ়ি পিপীলিকা পরম লঘু,
বিনুশ্রম পারহি জাহিঁ ॥১৮॥
য়হি প্রকার বল মনহি দৃঢ়াই।
করিহৌঁ রঘুপতি কথা সুহাই ॥
ব্যাস আদি কবিপুঙ্গব[১৮] নানা।
জিন সাদর হরিচরিত বখানা ॥
চরণকমল বন্দৌঁ সবকেরে।
পুরবহু[১৯] সকল মনোরথ মেরে ॥

(১) প্রকার (২) কহে, বর্ণনা করে (৩) নিশ্চেষ্ট (৪) রূপহীন, নিরাকার (৫) নামহীন, অব্যক্ত (৬) জন্মহীন (৭) শ্রেষ্ঠ তনুধারী (ধাম = দেহ) (৮) ভক্তের (৯) দাসের প্রতি (জন = দাস, পর = প্রতি) (১০) স্নেহ (১১) ক্রোধ (১২) দীনের পালনকর্ত্তা (১৩) পবিত্র (১৪) গুণাবলী (১৫) বাল্মীক (১৬) নদী (১৭) শ্রেষ্ঠ (১৮) শ্রেষ্ঠ (১৯) পূর্ণ করুন।

বঙ্গানুবাদ।

[১]তাহার কারণ বেদ করয়ে প্রচার।
ভজনপ্রভাব কহি বিবিধ প্রকার ॥
অদ্বিতীয় রূপহীন অনীহ অনাম।
অজ ও সচ্চিদানন্দ যিনি পরধাম ॥
বিশ্বরূপ সর্ব্বব্যাপ্ত ভগবান হরি।
সেই প্রভু লীলা করে নরদেহ ধরি ॥
তাহা যে কেবল ভক্তগণ হিতলাগী[২]।
পরম দয়াল প্রভু নত-অনুরাগী[৩] ॥
স্নেহ ও মমতা হয় যে জন উপরে।
দয়ানিধি তার প্রতি ক্রোধ নাহি করে ॥
পুনরপি হন তিনি দীনের পালক।
সরল সবল রঘুবংশের তিলক ॥
[৪]বুধ বরণিবে হরিযশ ইহা জানি।
করিবে পবিত্র ফলবতী নিজ বাণী ॥
সেই বলে আমি রঘুপতি-গুণগ্রাম।
কহিব শ্রীরাম পদে করিয়া প্রণাম ॥
প্রথমে যেরূপে মুনি[৫] গাহিলেন লীলা।
সুগম আমার দেখি সেই পথে চলা ॥

যদ্যপিও নদবর, হয় অতি সুদুস্তর,
নৃপবর সেতু যবে করে।
করি তাহে আরোহণ, ক্ষুদ্র পিপীলিকাগণ,
অনায়াসে যায় পরপারে ॥১৮॥
এইরূপ বলে মন করি দৃঢ়তর।
কহিব শ্রীরঘুপতি চরিত সুন্দর ॥
ব্যাস আদি কবি শ্রেষ্ঠ নানা মুনিগণ।
সমাদরে হরিলীলা করেন বর্ণন ॥
বন্দি আমি সকলের চরণকমলে।
মম মনোরথ পূর্ণ করহ সকলে ॥

(১) প্রভুর প্রভুতা যদিও বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায়না তথাপি লোক তাঁহার গুণ কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে বেদ ভজনের প্রভাব নানাপ্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন সেই জন্য তিনি বাক্যাতীত হইলেও লোকে বাক্যে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন বা ভজনা করিয়া থাকে। (২) ভক্তগণের হিতের নিমিত্ত (৩) দাসের প্রতি অনুরক্ত (৪) ইহা বুঝিয়া বুধগণ হরির যশকীর্ত্তন করিয়া আপনাদের বচন সফল ও পবিত্র করিবেন (৫) বাল্মীক।

মূল।

কলিকে কবিন করোঁ পরণামা।
জিন বরণে রঘুপতি গুণগ্রামা ॥
জে প্রাকৃত[১] কবি পরম সয়ানে[২]।
ভাষা জিন হরি চরিত বখানে ॥
ভয়ে[৩] জে অহহিঁ[৪] জে হোইহৈঁ[৫] আগে[৬]।
প্রণবউঁ সবহি কপট ছল ত্যাগে ॥
হোউ প্রসন্ন দেহু বরদানূ।
সাধু সমাজ ভণিত সনমানূ ॥
জো প্রবন্ধ বুধ নহিঁ আদরহীঁ।
সো শ্রম বাদি[৭] বালকবি[৮] করহীঁ ॥
কীরতি ভণিত ভূতি[৯] ভলি সোই।
সুরসরি[১০] সম সব কহঁ হিত হোই ॥
রাম সুকীরতি ভণিত ভদেশা[১১]।
অসমঞ্জস[১২]অস মোহিঁ অঁদেশা[১৩] ॥
তুম্হরী কৃপা সুলভ সব মেরে।
সিয়নি[১৪] সুহাবনি টাট[১৫] পটোরে[১৬] ॥
করহু অনুগ্রহ অস জিয় জানী।
বিমল যশহি অনুহরহু[১৭] সুবাণী ॥

দোহা :— সরল কবিত কীরতি বিমল,
সোই আদরহিঁ সুজান।
সহজ বৈর বিসরাই[১৮] রিপু,
জো সুনি করহিঁ বখান ॥১৯॥
সো ন হোই বিনু বিমল মতি,
মোহিঁ মতিবল অতি থোরি[১৯]।
করহু কৃপা হরিযশ কহোঁ,
পুনি পুনি সবহিঁ নিহোরি[২০] ॥২০॥
কবি কোবিদ রঘুবর চরিত,
মানস[২১] মঞ্জু মরাল।
বালবিনয় শুনি সুরুচি লখি[২২],
মোপর হোহু কৃপাল ॥২১॥

বঙ্গানুবাদ।

কলির কবিকে আমি করি পরণাম[১]।
বর্ণনা করেন যিনি রাম-গুণ-গ্রাম ॥
সেই সে প্রাকৃত কবি পরম চতুর।
হরিগুণ গায় যেই ভাষাতে মধুর ॥
হইয়াছে জন্ম যার হইবেক পরে।
কপট ছাড়িয়া করি প্রণাম সবারে ॥
হও সবে সুপ্রসন্ন কর বর দান।
সাধুর সমাজ কর ভণিতে[২] সম্মান ॥
যে প্রবন্ধ বুধগণ না করে আদর।
বালকবি মত তাহা বৃথা শ্রমকর ॥
[৩]সেই সে কীরতি-ভূতি-কবিতা সুন্দরী।
গঙ্গা সম হয় যাহা সর্ব্বহিতকরী[৩] ॥
[৪]শ্রীরাম কীরতি-কথা-রূপ প্রস্রবণ।
দেশরূপ নাহি হয় মোতে নিঃসরণ[৪] ॥
আমার সুলভ সব তোমার কৃপায়।
ছিন্নপটে যেরূপ সীবন শোভা পায় ॥
অনুগ্রহ কর ইহা জানি মনে মন।
করুক সুবাক্য তব যশানুগমন ॥

কবিতা সরল অতি, নিরমল সুকীরতি,
আদর করিবে জ্ঞানবান।
সহজ শত্রুতা ভুলি, রিপুগণ কুতূহলী,
করিবেক সতত বাখান ॥১৯॥
তাহা কভু হয় কি না, সুবিমল মতি বিনা,
মোর মতিবল অল্প অতি।
হও সবে কৃপাবান, করি হরিযশ গান,
পুন পুন করি সবে নতি ॥২০॥
কবিও কোবিদ[৫] হন, যেমন সুহংসগণ,
রামলীলা সুমানসসরে[৬]।
বালক বিনয় শুনি, মানসে সুরুচি গুণি
কৃপাবান হও মমপরে ॥২১॥

---

(১) স্বাভাবিক, সাধারণ (২) চতুর (৩) হইয়াছে অর্থাৎ জন্মিয়াছে (৪) এক্ষণে বর্ত্তমান সময়ে (৫) হইবে বা জন্মিবে (৬) পরে (৭) বৃথা (৮) শিশুকবি (৯) মহিমা (১০) দেবনদী (১১) বরুণা, প্রস্রবণ (১২) অবস্থান অযোগ্য (১৩) কুস্থান, অযোগ্য পাত্র (১৪) সীবন,সেলাই (১৫) ছিন্ন (১৬) বস্ত্রে (১৭) অনুসরণ করুক (১৮) ভুলিয়া (১৯) অল্প (২০) বিনয় করি (২১) মানস সরোবর (২২) দেখি, লক্ষ্য করি।

(১) প্রণাম (২) আমার এই ভণিতা বা বাক্যকে (৩) সেই কীর্ত্তি ও মহিমা বর্ণনাকারিণী কবিতা সুন্দরী যাহা গঙ্গা তুল্য সকলের হিতকারিণী (৪) শ্রীরামের কীর্ত্তিবর্ণনরূপ প্রস্রবণ যাহা আমার মতিরূপ মরুভূমি হইতে নিঃসৃত হইবে তাহা অযোগ্য বলিয়া বোধ হয় (৫) বুধ, জ্ঞানী (৬) রামলীলারূপ মানস সরোবরে।

মূল।

সোং :—

বন্দৌঁ মুনিপদ কঞ্জ[১],
রামায়ণ জিন নির্ম্ময়উ[২]।
সুস্বর সুকোমল মঞ্জু,
দোষ রহিত ভূষণ সহিত ॥৬॥
বন্দৌঁ চারৌ বেদ,
ভব-বারিধি বোহিত সরিস[৩]।
জিনহিঁ ন সপনেহু খেদ[৪],
বর্ণত রঘুপতি বিশদ যশ ॥৭॥
বন্দৌঁ বিধি পদরেণু[৫],
ভবসাগর জিন কীন যহ।
সন্ত-সুধা শশি-ধেনু,
প্রগটে খল বিষ বারুণী ॥৮॥

দোহা :—

বিবুধ[৬] বিপ্র বুধ গুরুচরণ,
বন্দিঁ কহৌঁ করজোরি।
হোই প্রসন্ন পুরবহু[৭] সকল,
মঞ্জু[৮] মনোরথ গোরি ॥২২॥

পুনি বন্দৌঁ সারদ[৯] সুরসরিতা[১০]।
যুগল পুনীত[১১] মনোহর চরিতা ॥
মজ্জন পান পাপহর একা।
কহত[১২] সুনত[১৩] য়ক হর অবিবেকা ॥
গুরু পিতু মাতু মহেশ ভবানী।
প্রনউঁ দীনবন্ধু দিনদানী[১৪] ॥
সেবক স্বামী সখা সিয় পীকে[১৫]।
হিত নিরূপ[১৬] সববিধি তুলসীকে।
কলি বিলোকি জগহিত[১৭] হর গিরিজা।
শাবর মন্ত্রজাল[১৮] জিন সিরিজা ॥

(১) কমল (২) নির্ম্মাণ করিয়াছেন (৩) নৌকা সদৃশ (৪) দুঃখ প্রকাশ (৫) ধূলি (৬) দেবতা (৭) পূর্ণকরুণ (৮) মনোহর (৯) বাণী (১০) দেবনদী গঙ্গা (১১) পবিত্র (১২) কথনে (১৩) শ্রবণে (১৪) আলোকদাতা অর্থাৎ জ্ঞানদাতা (১৫) সীতা দেবীর স্বামী বা পতি রামচন্দ্রের (১৬) নিরূপণ বা স্থির কর (১৭) জগতের বন্ধু (১৮) শিবকৃত তন্ত্র বিশেষ।

বঙ্গানুবাদ।

বন্দি আমি নিরমল, মুনিপদ[১] সুকমল,
রামায়ণ রচিত যাঁহার।
সুস্বর সরল তাহা. সুন্দর কোমল মহা,
দোষহীন সহ অলঙ্কার ॥৬॥
বন্দি আমি দেবগণে, ভবাম্বুধি[২] উত্তীরণে,
অরণবপোতের[৩] সমান।
স্বপনেও চারিবেদ, কভু নাহি করে খেদ,
করিবারে রামযশ গান ॥৭॥
বন্দি আমি বিধাতার, শ্রীচরণরেণু আর
ভবাম্বুধি যেই নিরমিল।
যাহে সাধু সুধা সম, ধেনু-শশি[৪] অত্যুত্তম,
খল-বিষ-সুরা[৫] উপজিল[৬] ॥৮॥

বিবুধ ব্রাহ্মণগণে, বুধ ও গুরু চরণে,
বন্দি কহি যোড় করি কর[৭]।
প্রসন্ন হইয়া তবে, পূরণ করহ সবে,
মম মনোরথ মনোহর ॥২২॥

সারদা গঙ্গার পুন করিব বন্দন।
উভয়ে পবিত্র মনোহর আচরণ ॥
করিলে মজ্জন পান একে পাপ যায়।
কহিলে শুনিলে অন্যে ভ্রম নাশ পায় ॥
দীনবন্ধু জ্ঞানদাতা মহেশ ভবানী।
পরণাম করি গুরু পিতামাতা জানি ॥
শ্রীরামের সুসেবক সখা স্বামী নিত।
নিরূপ সরববিধি তুলসীর হিত[৮] ॥
বিলোকি করাল কলি গিরিজায়া[৯] হর।
সিরজন করেন শাবর মন্ত্রবর ॥৮॥

(১) বাল্মীক মুণির চরণ কমল (২) ভবসমুদ্র পার হইবার পক্ষে (৩) জাহাজের (৪) ধেনুরূপ শশি (৫) খলরূপ গরল ও সুরা (৬) জন্মিল বা উঠিল (৭) হস্ত (৮) মহাদেব যিনি শ্রীরামের নিত্য সেবক সখা ও স্বামী স্বরূপ তিনি সর্ব্বপ্রকারে দাসীর মঙ্গলতু বিধান করুন (৯) পার্ব্বতী।

মূল।

অনমিল আখর অর্থ ন জাপূ[১]।
প্রগট প্রভাব মহেশ প্রতাপূ॥
সো মহেশ মোপর অনুকূলা।
করৌঁ কথা মুদ[২] মঙ্গল মূলা॥
সুমিরি শিবাশিব পাই পসাউ[৩]।
বরণৌঁ রাম চরিত চিত[৪] ভাউ[৫]॥
ভণিত মোরি শিব কৃপা বিভাতী[৬]।
শশি সমাজ[৭] মিলি মনহুঁ সুরাতী[৮]॥
জো য়হ কথা সনেহ সমেতা।
কহিহৈঁ সুনিহহিঁ সমুঝি সচেতা॥
হৈবহহিঁ রাম চরণ অনুরাগী।
কলিমল রহিত সুমঙ্গল ভাগী॥

দোহা :—
স্বপ্নেহু সাঁচহু[৯] মোহিঁ পর,
জো হর গৌরি পসাউ[১০]।
তো ফুর[১১] হোউ জো কহহুঁ সব,
ভাষা ভণিত প্রভাউ॥২৩॥

বন্দৌঁ অবধপুরী[১২] অতি পাবনি।
সরযুসরি[১৩] কলি কলুষ নশাবনি॥
প্রণউঁ পুরনর নারি বহোরী[১৪]।
মমতা জিনপর প্রভুহি ন থোরী[১৫]॥
সিয়নিন্দক অঘ[১৬] ওঘ[১৭] নশায়ে।
লোক বিশোক বনাই বসায়ে॥
বন্দৌঁ কৌশল্যা দিশি[১৮] প্রাচী[১৯]।
কীরতি জাসু সকল জগ মাচী[২০]॥
প্রগটেউ জহঁ রঘুপতি শশি চারু।
বিশ্ব সুখদ খল কমল তুষারূ[২১]॥

(১) জপ করণ, মন্ত্রোচ্চারণ (২) আনন্দ (৩) প্রসাদ, অনুগ্রহ (৪) চিত্ত, মন (৫) সুখী (৬) শোভা পাইবে (৭) দল, সমূহ (৮) জ্যোৎস্নালোকিতা রাত্রি (৯) সত্য (১০) প্রসাদ, অনুগ্রহ (১১) শীঘ্র (১২) অযোধ্যাপুরী (আউধ) (১৩) নদী (১৪) পুনরায় (১৫) অল্প (১৬) পাপ, অপরাধ (১৭) সমূহ (১৮) দিক (১৯) পূর্ব্ব (২০) ব্যাপ্ত হইল (২১) তুষার, হিম।

বঙ্গানুবাদ।

[১] অক্ষর অমিল তাহে হয় অর্থাভাব।
শিবের প্রতাপে জাপ প্রকাশে প্রভাব॥
মহেশ হইয়া মোর প্রতি অনুকূল।
করুন আমার কথা হিতামোদ মূল[২]॥
প্রসাদ পাইয়া শিব শিবার স্মরণে।
বরণিব শ্রীরামচরিত সুখী মনে॥
শিবের কৃপায় শোভিবেক মম বাণী।
শশির উদয়ে যেন শোভিতা রজনী॥
এই কথা যেইজন বুঝিয়া সজ্ঞানে।
কহিবে শুনিবে সদা অতি প্রীতমনে॥
হইবে তাহার রামপদে অনুরাগ।
সুমঙ্গল ভাগী করি কলিমল[৩] ত্যাগ॥

স্বপনেও যদি হয়, মোর প্রতি অতিশয়,
হরগৌরি সুপ্রসন্ন ভাব।
হইবে নিশ্চয় তাহা, কহিতেছি যাহা যাহা,
ভাষা আর ভণিত প্রভাব॥২৩॥

অযোধ্যাপুরীকে বন্দি অতি সুপাবনী।
সরযূ নদীকে বন্দি কলুষনাশিনী।
পুর নর নারিগণে পুন পরণতি।
প্রভুর মমতা যাহাদের প্রতি অতি॥
[৪] সীতা নিন্দকের অঘ বিনষ্ট হইয়া।
যে পুরীতে বসে লোক বিশোক হইয়া[৪]॥
কৌশল্যা দেবীকে বন্দি পূর্ব্বদিকরূপী।
যাঁহার কীরতি হয় বিশ্বময় ব্যাপী॥
যথায় উদিত রঘুপতি-শশধর[৫]।
খল-কমলের[৬] হিম বিশ্ব-সুখকর॥

(১) শাবর তন্ত্রোক্ত মন্ত্র সকলের অক্ষরগুলিতে যদিও মিলন নাই এবং কোনও অর্থ বোধ হয় না তথাপি শিবমাহাত্ম্যে ঐ মন্ত্র সকল জপ করিলে অসীম প্রভাব প্রকাশিত হয়। (২) মঙ্গল ও আনন্দ মূলক (৩) কলিকালের পাপ রাশি (৪) অযোধ্যাপুরীর এরূপ মাহাত্ম্য যে সীতানিন্দক রজকেরও উক্ত পুরীতে বাস নিবন্ধন সীতানিন্দা জনিত পাপরাশি বিনষ্ট হইয়াছিল এবং উক্ত পুরবাসী সকলেই শোকমুক্ত হইয়া সুখে বাস করিয়াছিল ও করে। (৫) রঘুপতিরূপ শশধর (৬) খলরূপ কমলের অর্থাৎ হিম যেমন কমলের অপ্রিয় সেইরূপ রামচন্দ্র খলগণের অপ্রিয়। কৌশল্যা দেবীর পূর্ব্বদিকের সহিত তুলনা করিয়া রামচন্দ্রের শশধর ও হিমের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

মূল।

দশরথ রাউ সহিত সব রাণী।
সুকৃত সুমঙ্গল মূরতি জানী॥
করৌঁ প্রণাম কর্ম্ম মন বাণী।
করহু কৃপা সুত সেবক জানী॥
জিনহিঁ বিরচি বড় ভয়উ বিধাতা।
মহিমা অবধি রাম পিতু মাতা॥

সোঃ :—

বন্দৌঁ অবধ ভূয়াল[১],
সত্য প্রেম জেহি রামপদ।
বিছুরত[২] দীন দয়াল,
প্রিয়তনু তৃণইব পরিহরেউ॥৭॥

প্রণবৌঁ পরিজন সহিত বিদেহূ।
জাহি রামপদ গূঢ় সনেহূ॥
যোগ ভোগমহঁ[৩] রাখেউ গোই[৪]।
রাম বিলোকত প্রগটেউ সোই॥
প্রণবৌঁ প্রথম ভরতকে চরণা।
জাসু নেম[৫] ব্রত জাই ন বরণা॥
রাম চরণ পঙ্কজ মন জাসূ।
লুব্ধ মধুপ ইব তজৈ ন পাসূ[৬]॥
বন্দৌঁ লক্ষ্মণপদ জলজাতা[৭]।
শীতল সুভগ[৮] ভক্ত সুখদাতা॥
রঘুপতি কীরতি বিমল পতাকা।
দণ্ড সমান ভয়ো[৯] যশ জাকা[১০]॥
শেষ[১১] সহস্র-শীশ[১২] জগ কারণ।
জো অবতরেউ ভূমি ভয় টারণ[১৩]॥
সদা সো সানুকূল রহ মোপর।
কৃপাসিন্ধু সৌমিত্র[১৪] গুণাকর॥
রিপু-সূদন[১৫] পদকমল নমামী।
শূর[১৬] সুশীল ভরত অনুগামী॥

(১) অবধের অর্থাৎ অযোধ্যার, ভূয়াল অর্থাৎ ভূপাল (২) ছাড়িলে অর্থাৎ বনে গেলে (৩) ভোগ মধ্যে (৪) গোপন করিয়া (৫) নিয়ম, সংকল্প (৬) পাশ, পার্শ্বদেশ (৭) কমল (৮) সুভগ, সুদৃশ্য (৯) হইয়াছিল (১০) যাঁহার (১১) অনন্ত-নাগ (১২) মস্তক (১৩) নিবারণ করিতে (১৪) সুমিত্রানন্দন (১৫) শত্রুঘ্ন (১৬) বীর।

বঙ্গানুবাদ।

দশরথ-রাজে বন্দি সহ রাণীগণ।
সুকৃত[১] ও সুমঙ্গল মূর্ত্তি যাঁরা হন॥
করি পরণাম আমি কর্ম্ম-মন-বাণী[২]।
কৃপা কর মোরে সুত সুসেবক জানী॥
যাঁহাদিকে সিরজিয়া বড় হন ধাতা।
মহিমা অবধি[৩] হন রাম-পিতা-মাতা[৪]॥

বন্দি শ্রীঅযোধ্যাপতি, সত্য রামপদে রতি,
রহে যাহে ধরিয়া মুরতি।
বনে গেলে সুদয়াল, তৃণসম যে ভূপাল,
পরিহরে[৫] তনু প্রিয় অতি॥৭॥

পরিজন[৬] সহ মোর বিদেহে[৭] প্রণতি।
রামপদে গূঢ় রতি যাহে মূর্ত্তিমতি॥
ভোগ মধ্যে যোগ যিনি রাখেন গোপন।
প্রকাশিত তাহা যবে শ্রীরাম দর্শন॥
প্রথমে প্রণাম করি ভরত চরণ।
যাঁহার সংকল্প ব্রত না হয় বর্ণন॥
শ্রীরাম চরণাম্বুজে সদা রত মন।
লোলুপ মধুপ সম না ছাড়ে কখন॥
বন্দি আমি লক্ষ্মণের চরণকমল।
ভক্ত সুখদাতা প্রিয়দর্শন শীতল॥
শ্রীরাম কীরতি রূপ পতাকা ধারণে।
দণ্ডরূপে খ্যাত যিনি হন ত্রিভুবনে॥
সহস্র মস্তক শেষ জগত কারণ।
অবতীর্ণ ভূমিভয় করিতে হরণ॥
সদা সানুকূল হও আমার উপর।
কৃপাসিন্ধু সুমিত্রানন্দন গুণাকর॥
রিপুসূদনের[৮] বন্দি চরণকমল।
সুশীল ভরত অনুগামী মহাবল॥

(১) পুণ্য (২) কায়মনোবাক্যে (৩) মহিমার চরমসীমা (৪) রামের পিতা মাতা (৫) ত্যাগ করেন (৬) পরিবার (৭) জনক রাজাকে (৮) শত্রুঘ্নের।

মূল।

মহাবীর বিনবৌঁ হনুমানা।
রাম জাসু যশ আপু[1] বখানা ॥
সোং :— বন্দৌঁ পবনকুমার,
খলবন পাবক জ্ঞানঘন।
জাসু হৃদয় আগার,
বসহিঁ রাম শরচাপধর ॥১০॥
কপিপতি ঋক্ষ নিশাচর রাজা।
অঙ্গদাদি জে কীশ[2] সমাজা ॥
বন্দৌঁ সবকে চরণ সুহায়ে[3]।
অধম শরীর রাম জিন পায়ে[4] ॥
রঘুপতি চরণ উপাসক জেতে।
খগ মৃগ সুর নর অসুর সমেতে ॥
বন্দৌঁ পদ সরোজ সবকেরে[5]।
জে বিনুকাম[6] রামকে[7] চেরে[8] ॥
শুক সনকাদি আদি মুনি নারদ।
যে মুনিবর বিজ্ঞান বিশারদ ॥
প্রণউঁ সবহি ধরণি ধরি শীশা।
করহু কৃপা জন[9] জানি মুনীশা ॥
জনক সুতা জগ জননী জানকী।
অতিশয় প্রিয় করুণানিধানকী[10] ॥
তাকে যুগপদ কমল মনাউঁ[11]।
জাসু কৃপা নির্ম্মল মতি পাউঁ[12] ॥
পুনি মন বচন কর্ম্ম রঘুনায়ক।
চরণ কমল বন্দৌঁ সব-লায়ক[13] ॥
রাজিব-নয়ন[14] ধরে ধনুশায়ক[15]।
ভক্ত বিপতি ভঞ্জন সুখদায়ক ॥
দোহা :—গিরা[16] অর্থ জলবীচি[17] সম,
কহিয়ত[18] ভিন্ন ন ভিন্ন।
বন্দৌঁ সীতারাম পদ,
জিন্‌হিঁ পরমপ্রিয় খিন্ন ॥২৪॥

(১) নিজে (২) বানর (৩) সুন্দর (৪) প্রাপ্ত হইয়াছিল (৫) সকলের (৬) নিষ্কাম (৭) রামের (৮) দাস (৯) দাস (১০) করুণানিধানের অর্থাৎ রামচন্দ্রের (১১) পূজা করি, প্রণাম করি (১২) পাইব (১৩) সর্ব্বপ্রকারে উপাসনা যোগ্য (১৪) রাজীব অর্থাৎ পদ্ম (১৫) সায়ক অর্থাৎ বাণ (১৬) বাক্য (১৭) তরঙ্গ (১৮) কহিতে।

বঙ্গানুবাদ।

মহাবীর হনুমান পদে মোর নতি।
যাঁহার শ্রীরাম নিজে করেন সুখ্যাতি ॥
বন্দি শ্রীপবন সুত, সুবিজ্ঞান ঘনীভূত,
খলবন[1] প্রচণ্ড দাহন[2]।
যাঁহার হৃদয়াগারে, রামচন্দ্র বাস করে
শরচাপ[3] করিয়া ধারণ ॥১০॥
কপিপতি[4] ঋক্ষ[5] আর নিশাচর-রাজ[6]।
অঙ্গদাদি করি সব বানর সমাজ ॥
বন্দি সকলের আমি চরণ সুন্দর ॥
অধম শরীরে যাঁরা প্রাপ্ত রঘুবর।
রাঘব চরণ উপাসনাকারী যত।
খগ মৃগ[7] সুর নর অসুর সমেত[8] ॥
বন্দি আমি সকলের শ্রীপদকমল।
কামনা বিহীন রামদাস যেসকল ॥
শুক সনকাদি নারদাদি মুনিগণ।
যে সকল মুনিবর জ্ঞান বিচক্ষণ ॥
নতি করি সবে শির ধরি ভূমিতলে।
কৃপা কর দাস জানি মুনীশ সকলে ॥
জানকী জনক-সুতা জগত-জননী।
করুণা-নিধান-প্রিয়া[9] অতি সুপাবনী ॥
তাঁহার যুগলপদ-কমলে প্রণতি।
যাঁহার কৃপায় লাভ হইবে সুমতি ॥
কায়মনোবাক্যে পুন শ্রীরঘুনন্দন।
চরণ-কমল আমি করিব বন্দন ॥
রাজীব-লোচন সদা শরচাপধারী।
ভক্তের বিপত্তি নাশি সুখদানকারী ॥
অর্থ যেন বাক্য সঙ্গে, তরঙ্গ জলের অঙ্গে,
কহিতে বিভিন্ন, নহে ভিন্ন।
অভেদাত্মা সীতারাম, পদে করি পরণাম,
যাঁহাদের প্রিয়, জন খিন্ন[10] ॥

(১) খলরূপ বনের পক্ষে (২) অগ্নি (৩) ধনুর্ব্বাণ (৪) কপির পতি অর্থাৎ সুগ্রীব (৫) ঋক্ষ অর্থাৎ ভল্লুকরাজ জাম্বুবান (৬) নিশাচর অর্থাৎ রাক্ষসরাজ বিভীষণ (৭) পশু (৮) সহিত (৯) করুণানিধানের অর্থাৎ রামচন্দ্রের প্রিয় পত্নী (১০) খেদপ্রাপ্ত, আর্ত্ত, অনুতপ্ত।

মূল ।

বন্দৌঁ রামনাম রঘুবরকে[1] ।
হেতু কৃশানু[2]-ভানু[3]-হিমকরকে[4] ॥
বিধি হরিহরময় বেদ প্রাণসে ।
অগুণ অনূপম গুণ নিধানসে ॥
মহামন্ত্র জো জপত[5] মহেশূ ॥
কাশী মুক্তি হেতু উপদেশূ ॥
মহিমা জাসু জান গণরাউ[6] ।
প্রথম পূজিয়ত[7] নাম প্রভাউ ॥
জানি আদি কবি[8] নাম প্রতাপূ ।
ভয়উ শুদ্ধ করি উলটা জাপূ ।
সহস নাম সম শুনি শিব বাণী ।
জপি জেই শিব সঙ্গ ভবানী ॥
হর্ষে হেতু হেরি হরহীকো[9] ।
কিয় ভূষণ তিয়[10] ভূতল তীকো[11] ॥
নাম প্রভাব জান শিব নীকে ।
কালকূট ফল দীহ্ন অমীকে[12] ॥
দোহা :—
বর্ষা-ঋতু রঘুপতি ভগতি[13] ,
তুলসী শালি সুদাস ।
রামনাম বরবর্ণ যুগ,
শ্রাবণ ভাদোঁ[14] মাস ॥২৫॥
অক্ষর মধুর মনোহর দোউ ।
বর্ণ বিলোচন[15] জন[16] জিয়[17] জোউ ॥
সুমিরত সুলভ সুখদ সব কাহূ ।
লোক লাহু[18] পরলোক নিবাহূ[19] ॥
কহত সুনত সুমিরত সুঠিনীকে ।
রাম লখণ সম প্রিয় তুলসীকে ॥
বর্ণত বরণ প্রীতি বিলগাতী[20]
ব্রহ্মজীব সম সহজ সংঘাতী[21] ॥

(১) রঘুবরের অর্থাৎ রামচন্দ্রের (২) অগ্নি (৩) সূর্য্য (৪) চন্দ্র (৫) জপ করিতে (৬) গণের অর্থাৎ দেবতার রাউ অর্থাৎ রাজা গণেশ (৭) পূজনীয় (৮) বাল্মীক (৯) মহাদেবকে (১০) স্ত্রীলোক (১১) তাঁহাকে (১২) অমৃতের (১৩) ভক্তি (১৪) ভাদ্র (১৫) বিলোকন করে অর্থাৎ দেখে (১৬) দাস (১৭) হৃদয় (১৮) লাভ (১৯) নির্বাহ (২০) পৃথক হয় (২১) মিলিত থাকে ।

বঙ্গানুবাদ ।

রঘুবর নাম "রামে"[1] করিব বন্দন ।
যিনি হন ভানু-শশি-কৃশাণু-কারণ[2] ॥
বিধি-হরি-হর-ময়[3] বেদের পরাণ ।
নিরগুণ[4] অনুপম গুণের[5] নিধান ॥
মহামন্ত্র সদা যাহা জপিতে মহেশ ।
কাশীধামে মুক্তিহেতু দেন উপদেশ ॥
যাঁহার মহিমা সুবিদিত গজানন ।
নামের প্রভাবে তাঁর প্রথমে পূজন ।
আদি কবি রামনাম-প্রতাপ জানিয়া ।
হইলেন সুপবিত্র উলটা জপিয়া ।
সহস্র নামের তুল্য শুনি শিবমুখে ।
ভবানী জপেন যাহা শিবসঙ্গে সুখে ॥
[6]হরের হর্ষের হেতু করি দরশন ॥
ভূতলে তাঁহাকে করে রমণি-রতন[6] ॥
নামের প্রভাব শিব জানেন সুন্দর.
কালকূট দিল ফল সুধা বরাবর ॥

বরষা ঋতুর সম, রাম-ভক্তি মনোরম,
সুদাস তুলসী শালি[7] হেন ।
রামনামাক্ষরদ্বয়, শোভে তাহে অতিশয়,
শ্রাবণ ভাদর মাস যেন ॥২৫॥
মধুর সুমনোহর উভয় অক্ষর ।
জ্ঞান-চক্ষু হেরে বর্ণ পরম সুন্দর ॥
স্মরণ সুলভ সকলের সুখকর ।
ইহলোকে পরলোকে অতি হিতকর ॥
প্রীতিপ্রদ নামগান শ্রবণ স্মরণ ।
তুলসীর প্রিয় যেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
বর্ণনে পৃথক মাত্র সহজ-মিলন[8] ॥
ব্রহ্মজীব সমতুল্য উভয় বরণ[9] ॥

(১) রঘুবরের রামইতি নামকে (২) সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নির কারণ স্বরূপ (৩) ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এয়াত্মক দেবের প্রাণ ওঁকার স্বরূপ যিনি (৪) নিগু'ণ অর্থাৎ সত্ত্ব রজ তম এয়গুণাতীত (৫) সম্পূ'ণ সকলের নিধান অর্থাৎ মূল স্বরূপ (৬) পতির আনন্দদায়িনী দেখিয়া ভবানীকে ভূতলে স্ত্রীলোক সকল রমণী-রত্ন বলিয়া পূজা করেন । (৭) ধান্য (৮) নৈসর্গিক প্রীতি (৯) বর্ণ, অক্ষর ।

মূল।

নর নারায়ণ সরিস[১] সুভ্রাতা।
জগ পালক বিশেষ জন-ত্রাতা॥
ভক্তি সুতিয়[২] কল করণ[৩] বিভূষণ।
জগহিত হেতু বিমল বিধু ভূষণ॥
স্বাদু তোষ সম সুগতি সুধাকে।
কমঠ[৪] শেষ সম ধর বসুধাকে॥
জন মন মঞ্জু কঞ্জ মধুকরসে।
জীহ[৫] যশোমতি হরি হলধরসে॥

দোহা :—

একচ্ছত্র য়ক মুকুটমণি,
সব বর্ণন পর জোউ।
তুলসী রঘুবর নামকে,
বর্ণ বিরাজত দোউ॥২৬॥

সমুঝত সরস[৬] নাম অরুনামী।
প্রীতি পরস্পর প্রভু অনুগামী॥
নামরূপ দ্বৌ ঈশ উপাধী।
অকথ[৭] অনাদি সুসামুঝি সাধী[৮]॥
কো বড় ছোট কহত অপরাধু।
সুনি গুণভেদ সমুঝিহৈঁ সাধু॥
দেখিয় রূপ নাম অধীনা।
রূপ জ্ঞান নহিঁ নাম বিহীনা॥
রূপ বিশেষ নাম বিনু জানে।
করতলগত ন পরহিঁ[৯] পহিঁচানে[১০]॥
সুমিরিয় নাম রূপ বিনু দেখে।
আবত[১১] হৃদয় সনেহ বিশেষে॥
নামরূপ-গতি অকথ কহানী।
সমুঝত সুখদ ন জাত বখানী॥
অগুণ সগুণ বিচ[১২] নাম সুসাখী[১৩]।
উভয় প্রবোধক চতুর দুভাষী[১৪]॥

(১) সদৃশ (২) ভক্তিরূপী সুন্দরী রমণী (৩) কর্ণ (৪) কূর্ম, কচ্ছপ (৫) জীবন (৬) সমান, সমতুল্য (৭) বাক্যাতীত, অব্যক্ত (৮) বোধসাধ্য (৯) পারিবে না (১০ চিনিতে (১১) আসিবে (১২) মধ্যে (১৩) সুসাক্ষী (১৪) দ্ব্যর্থবোধক।

বঙ্গানুবাদ।

সুজাত উভয়ে যেন নরনারায়ণ।
করিতে পালন বিশ্বজনের তারণ॥
ভকতি নারীর রম্য কর্ণের ভূষণ।
জগতের হিতকর বিধু-সুশোভন॥
[১]উহাতে সুগতি সুধা তোষাস্বাদময়।
বসুধা ধারণে যেন শেষ কূর্ম্ম হয়॥
[২] কঞ্জ সম জন-মন-অলি-প্রিয়কর।
যশোমতি প্রিয় যেন হরি-হলধর॥

উভয় অক্ষরে গণি, ছত্র ও মুকুটমণি,
সর্ব্ব বর্ণ মস্তকে স্থাপিত।
তুলসি দেখহ বর, রঘুবর-নামাক্ষর,
বর্ণদ্বয় কিবা সুশোভিত॥২৬॥

বুঝিলে সমান হয় নাম আর নামী।
পরস্পর প্রীতি যেন প্রভু অনুগামী॥
নামে আর রূপে মাত্র ঈশ নিরূপণ।
অব্যক্ত অনাদি ব্রহ্ম বোধ সাধ্য হন॥
কহ দোষ কেবা ছোট কেবা বড় হন।
গুণভেদ শুনি বুঝিবেন সাধুজন॥
দেখ সদা রূপ হয় নামের অধীন।
রূপজ্ঞান কভু নাহি হয় নাম হীন॥
না জানিয়া নাম, রূপ যদিচ দেখিবে।
হইলেও করগত চিনিতে নারিবে॥
স্মরণ করিলে নাম না দেখিয়া রূপ।
হৃদয়ে উদ্ভব হবে স্নেহ অপরূপ॥
নাম আর রূপ গতি অব্যক্ত কথন।
বুঝিলে সুখদ মাত্র না হয় বর্ণন॥
অগুণ সগুণ মধ্যে নাম সাক্ষীরূপ।
উভয়ের প্রবোধক দ্বিভাষী স্বরূপ।

(১) নাম স্মরণে যে সুধাতুল্য সুগতি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা তোষ অর্থাৎ সন্তোষরূপ আস্বাদ প্রদান করে এবং অনন্তনাগ ও কচ্ছপের ন্যায় নাম বসুধাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। (২) রামনাম দাসের মনরূপ অলির পক্ষে কঞ্জ অর্থাৎ পদ্ম সম প্রিয় এবং কৃষ্ণ বলরাম যেরূপ যশোমতীর জীবন সেইরূপ নাম দুটী ভক্তির জীবন স্বরূপ।

মূল।

দোহা ঃ—

রাম নাম মণিদীপ[1] ধরু,
জীহ[2] দেহরী[3] দ্বার।
তুলসী ভিতর বাহিরৌ,
জো[4] চাহসি[5] উজিয়ার[6] ॥২৭॥

নাম জীহ জপি জাগহিঁ যোগী।
বিরতি[7] বিরঞ্চি[8]-প্রপঞ্চ[9]-বিয়োগী[10] ॥
ব্রহ্ম সুখহিঁ অনুভবহিঁ অনূপা[11]।
অকথ অনাময় নাম ন রূপা ॥
জানা চহহিঁ গূঢ় গতি জেউ।
নাম জীহ জপি জানহিঁ তেউ ॥
সাধক নাম জপহিঁ লবলায়ে[12]।
হোহিঁ সিদ্ধ অণিমাদিক পায়ে ॥
জপহিঁ নাম জন আরত[13] ভারী।
মিটহিঁ কুসঙ্কট হোহিঁ সুখারী ॥
রামভক্ত জগ চারি প্রকারা।
সুকৃতী[14] চারিউ অনঘ উদারা ॥
চহুঁ[15] চতুরন-কহঁ[16] নাম অধারা।
জ্ঞানী প্রভুহিঁ বিশেষ পিয়ারা ॥
চহুঁ যুগ চহুঁ শ্রুতি নাম প্রভাউ।
কলি বিশেষ নহিঁ আন উপাউ ॥

দোহা ঃ—

সকল কামনাহীন জে,
রামভক্তিরসলীন।
নামসুপ্রেম[17] পিযূষ হ্রদ,
তিনহুঁ কিয়ে মনমীন ॥২৮॥

অগুণ সগুণ দোউ ব্রহ্ম স্বরূপা।
অকথ অগাধ অনাদি অনূপা ॥
মোরে মত বড় নাম দুহূতে[18]।
কিয় জ্যাহি যুগ নিজবশ নিজহূতে[19] ॥

(১) প্রদীপ (২) জিহ্বা (৩) দেহের (৪) যদি (৫) ইচ্ছা কর (৬) উজ্জ্বল, আলোকিত (৭) বিরাগী (৮) বিধাতা (৯) সংসার (১০) ত্যাগী (১১) অনুপম (১২) [illegible] (লব—[illegible], লায়ে—লইয়া) (১৩) আর্ত্ত (১৪) সুকর্ম্মা, পুণ্যাত্মা (১৫) [illegible] (১৬) চতুরের (১৭) নামেতে প্রেম (১৮) দুই হইতে (১৯) আপনা হইতে।

বঙ্গানুবাদ।

রাম-নাম মনোহর, মণির প্রদীপ কর,
দেহদ্বার জিহ্বায় স্থাপিত।
তুলসী কহিল সার, যদি বাঞ্ছা করিবার,
ভিতর বাহির আলোকিত ॥২৭॥

জিহ্বায় জপিয়া নাম জাগে যোগীজন।
বিরাগী বিধাতা-পরপঞ্চ-ত্যাগীগণ[1] ॥
অনুপম ব্রহ্মসুখ অনুভূত হয়।
রূপহীন অব্যক্ত অনাম[2] অনাময়[3] ॥
যদি কেহ গূঢ়গতি চাহে জানিবারে।
জিহ্বায় জপিয়া নাম জানিবারে পারে ॥
সাধক জপিয়া নাম অতি অল্পক্ষণ।
প্রাপ্ত হন সদা অণিমাদি সিদ্ধিগণ ॥
যবে নাম জপে অতি শোকাতুর জন।
কুসঙ্কট মিটে তার শান্ত হয় মন ॥
বিশ্বমাঝে রামভক্ত চারিবিধাকার।
সবে সুকরমকারী অনঘ[4] উদার ॥
চতুর সবের নাম আধার উত্তম।
বিশেষতঃ জ্ঞানী হন প্রভু-প্রিয়তম ॥
চারিযুগে চারিশ্রুতি নামশক্তি গায়।
বিশেষত কলিকালে নাহি অন্যোপায় ॥

সকল কামনাহীন, রামভক্তি-রসে লীন,
হইবারে পারে যেই জন।
তার হৃদি-সরোবরে, মনমীন খেলা করে,
নামপ্রেম পীযূষে[5] মগন ॥২৮॥

অগুণ সগুণ দুই ব্রহ্মের স্বরূপ।
অব্যক্ত অগাধ আদিহীন অপরূপ ॥
মোর মতে নাম বড় উভয় হইতে।
যে করে উভয়ে বশ আপনা হইতে ॥

(১) যাঁহারা বিধাতার সৃষ্ট সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়াছেন (২) নামহীন (৩) নীরোগী, পীড়াহীন (৪) নিষ্পাপ (৫) অমৃত, সুধা।

মূল।

প্রৌঢ় সুজন জন জানহিঁ জনকী।
কহহুঁ প্রতীতি প্রীতি রুচি মনকী॥
এক দারুগত দেখিয় একূ।
পাবক যুগ সম ব্রহ্ম বিবেকূ॥
উভয় অগম[1] যুগ সুগম[2] নামতে।
কহহুঁ নাম বড় ব্রহ্ম রামতে॥
ব্যাপক এক ব্রহ্ম অবিনাশী।
সত চেতন ঘন আনঁদ রাশী॥
অস প্রভু হৃদয় অছত অধিকারী।
সকল জীব জগ দীন দুখারী॥
নাম নিরূপণ নাম যতনতে।
সোউ প্রগটত জিমি[3] মোল[4] রতনেতে॥
দোহা :—
নির্গুণতে ইহি ভাঁতি[5] বড়,
নাম প্রভাব অপার।
কহউঁ নাম বড় রামতে,
নিজ বিচার অনুসার॥২৯॥

রাম ভক্তহিত নরতনুধারী।
সহি সঙ্কট কিয় সাধু সুখারী॥
নাম সপ্রেম জপত অনয়াসা[6]।
ভক্ত হোহিঁ মুদ মঙ্গল বাসা[7]॥
রাম এক তাপসতিয়[8] তারী[9]।
নাম কোটি খল কুমতি সুধারী[10]॥
ঋষিহিত রাম সুকেতু-সুতাকী[11]।
সহিত সেনসুত কীহ্ন বেবাকী[12]॥
সহিত দোষ দুখ দাস দুরাশা।
দলৈ নাম জিমি রবি নিশি নাশা॥
ভঞ্জ্যো রাম আপ[13] ভব-চাপূ[14]।
ভবভয় ভঞ্জন নাম প্রতাপূ॥

বঙ্গানুবাদ।

প্রৌঢ় আর সাধুজন জানেন জনের।
কিসে হয় প্রীতি রুচি প্রতীতি মনের॥
[1]দারুগত হয় এক দৃশ্যমান এক।
উভয় পাবক সম ব্রহ্মের বিবেক[1]॥
উভয় দুর্লভ নামে সুলভ উভয়।
ব্রহ্মরাম চেয়ে তাহে নাম বড় হয়॥
এক অবিনাশী ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী হন।
ঘনানন্দ রাশি তিনি সত ও চেতন॥
থাকিতে এরূপ প্রভু সবার হৃদয়ে।
বিশ্বে জীবগণ আছে দীন দুঃখী হয়ে॥
নামে তাঁর নিরূপণ প্রকাশ নামেতে।
নামগুণে মূল্য প্রাপ্তি যথা রতনেতে॥

নির্গুণ হইতে তবে, এইরূপে বড় ভবে,
দেখ নাম-প্রভাব অপার।
রাম চেয়ে তাঁর নাম, বড় তাহে কহিলাম,
আপন বিচার অনুসার॥২৯॥

ভক্ত-হিত হেতু রাম নরতনুধারী।
সঙ্কট সহিয়া হন সাধু-সুখকারী॥
প্রেমের সহিত নাম জপিলে সতত।
অনায়াসে ভক্ত হয় মোদ[2] ক্ষেম[3] যুত॥
মুনিপত্নী একমাত্র উদ্ধারেন রাম।
কোটী খলমতি সংশোধিত করি নাম॥
সুকেতসুতার সহ সুত সেনাগণ॥
ঋষি-হিত হেতু রাম করেন নিধন॥
দোষ দুখ সহ দাস-দুরাশা নিধন।
করে নাম নাশে যেন নিশিকে তপন॥
ভাঙ্গিলেন রাম নিজে মহাদেব-চাপে।
ভবভয় দূর হয় নাম-পরতাপে॥

---

(১) দুর্লভ (২) সুলভ (৩) যেমন (৪) মূল্য (৫) এইরূপে (৬) অনায়াসে (৭) আলয় (৮) মুনিপত্নী (৯) তারণ অর্থাৎ উদ্ধার করিয়াছিলেন (১০) সংশোধিত করে (১১) সুকেতসুতা অর্থাৎ তাড়কা (১২) নিঃশেষ অর্থাৎ নিধন (১৩) স্বয়ং (১৪) শিবধনু।

(১) যেমন কাষ্ঠগত অদৃশ্য অগ্নি ও কাষ্ঠ-ঘর্ষণে প্রকাশিত অগ্নি উভয় অগ্নিই সেই একবস্তু, কেবলমাত্র প্রকাশ ও অপ্রকাশ অবস্থাভেদে বিভিন্ন নামে উক্ত হয় সেইরূপ সগুণ ও অগুণ, ব্রহ্মের অবস্থা বিশেষের পরিচায়ক মাত্র; বস্তুতঃ তাঁহাকে সগুণ বা অগুণ বলিয়া অভিহিত করিতে পারা যায় না (২) আনন্দ (৩) ক্ষেম, মঙ্গল।

মূল।

দণ্ডকবন প্রভু কীহ্ন সুহাবন[১]।
জনমন অমিত নাম কিয় পাবন ॥
নিশিচর নিকর দলে রঘুনন্দন।
নাম সকল কলি কলুষ নিকন্দন[২] ॥
দোহা :—
শবরী গীধ[৩]সুসেবকনি,
সুগতি দীহ্ন রঘুনাথ।
নাম উধারে[৪] অমিত[৫] খল,
বেদ বিদিত গুণ গাথ[৬] ॥৩০॥
রাম সুকণ্ঠ[৭] বিভীষণ দোউ।
রাখে শরণ জান সবকোউ ॥
নাম অনেক গরীব নিবাজে[৮]।
লোক বেদ বর বিরদ[৯] বিরাজে ॥
রাম ভালু কপি কটক[১০] বটোরা[১১]।
সেতুহেতু শ্রম কীহ্ন ন থোরা ॥
নামলেত ভবসিন্ধু সুখাহীঁ।
করহু বিচার সুজন মনমাহীঁ ॥
রাম সকুল রণ রাবণ মারা।
সীয়[১২] সহিত নিজপুর পগু-ধারা[১৩] ॥
রাজা রাম অবধ রজধানী।
গাবত গুণ সুর মুনিবর বাণী ॥
সেবক সুমিরত নাম সপ্রীতি।
বিনশ্রম প্রবল মোহদল জীতি[১৪] ॥
ফিরত সনেহ মগন সুখ অপনে।
নাম প্রতাপ শোচ নহিঁ সপনে ॥
দোহা :—
ব্রহ্ম রামতে নাম বড়,
বরদায়ক বরদানি।
রাম চরিত শতকোটিমহঁ,
লিয়[১৫] মহেশ জিয়[১৬] জানি ॥৩১॥

(১) সুশোভিত (২) বিনাশকরণ (৩) গৃধ্র অর্থাৎ জটায়ু (৪) উদ্ধার করে (৫) অসংখ্য (৬) গাথা (৭) সুগ্রীব (৮) প্রতিপালন করেন, উদ্ধার করেন (৯) বিরুদ, (১০) সৈন্য (১১) দল, জনতা (১২) সীতা (১৩) আসিলেন ((পগু=পদ, ধারা= ধরিলেন) (১৪) জয় করিয়া (১৫) লইলেন (১৬) অন্তরে, মনে।

বঙ্গানুবাদ।

দণ্ডক কানন প্রভু করেন শোভিত।
অসংখ্য জনের মন নাম করে পূত ॥
শ্রীরাম করেন নিশিচরগণে নাশ।
নাম করে কলিমলা সকলে বিনাশ ॥

শবরী[১] গৃধ্রকে ভবে, সুসেবক জানি তবে,
শ্রীরাম দিলেন শুভগতি।
নামে হয় উদ্ধারিত, ভবে খল অগণিত,
গুণ-গাথা বেদে খ্যাত অতি ॥৩০॥
বানর সুগ্রীব নিশাচর বিভীষণ।
সঙ্কটে তরিল লয়ে শ্রীরাম-শরণ ॥
নামের স্মরণে বহু দীনের উদ্ধার।
লোকে বেদে বিরুদেতে[২] হয় সুপ্রচার ॥
শ্রীরাম লইয়া সঙ্গে ঋক্ষ[৩] কপিগণ
বহুশ্রমে করিলেন সেতুর বন্ধন ॥
ভবসিন্ধু শুষ্ক হয় নামের স্মরণে।
ইহা বুঝি বিচার করিবে সাধু মনে ॥
শ্রীরাম সকুলে রণে রাবণে মারিয়া।
আসিলেন নিজদেশে সসীতা ফিরিয়া ॥
রাজা রাম অযোধ্যারূপিণী রাজধানী।
গুণ গান করে সুর মুনিবর বাণী[৪] ॥
সেবক স্মরিলে নাম হয়ে প্রেমময়।
বিনাশ্রমে মোহদল জিনিবে নিশ্চয় ॥
পুন প্রেমে মগ্ন সুখ হইবেক মনে।
নামের প্রতাপে শোক হবে না সপনে ॥

ব্রহ্ম রাম চেয়ে হয় নাম বড় অতিশয়,
বরদায়কের[৫] বরদানী[৬]।
শ্রীরাম চরিত বর[৭], শতকোটি লীলা পর,
বাছিলেন শিব মনে জানী ॥৩১॥

(১) ব্যাধপত্নী (২) স্তোত্রাবলীতে (৩) ভল্লুক (৪) সরস্বতী (৫) বরদাতা মহাদেবের (৬) বরদাতা (৭) শ্রেষ্ঠ

মূল।

নাম-প্রতাপ শম্ভু অবিনাশী।
সাজ অমঙ্গল মঙ্গলরাশী ॥
শুক সনকাদি সিদ্ধ মুনি যোগী।
নামপ্রসাদ ব্রহ্মসুখভোগী ॥
নারদ জানেউ নাম প্রতাপূ।
জগপ্রিয় হরিহর হরিপ্রিয় আপূ[১] ॥
নাম জপত প্রভু কীহ্ন প্রসাদূ।
ভক্তশিরোমণি ভে[২] প্রহ্লাদূ ॥
ধ্রুব সগলানি[৩] জপ্যো হরিনামূ।
পাউ অচল অনূপম ঠামূ ॥
সুমিরি পবনসুত পাবন নামূ।
অপনে[৪] বশ করি রাখ্যো রামূ ॥
অপর অজামিল গজ গণিকাউ।
ভয়ে মুক্ত হরিনাম প্রভাউ ॥
কহউঁ কহাঁলগি[৫] নাম বড়াই[৬]।
রাম ন সকহিঁ নামগুণ গাই ॥

দোহা :—
রাম নামকো কল্পতরু,
কলি কল্যাণ নিবাস।
জো সুমিরত ভয়ে ভাগ্যতে,
তুলসী তুলসীদাস।৩২।

চহুঁ যুগ তীনকাল তিহুঁ লোকা।
ভয়ে নামজপি জীব বিশোকা ॥
বেদ পুরাণ সন্ত মত এহূ।
সকল সুকৃতফল রাম সনেহূ ॥
ধ্যান প্রথম যুগ মখবিধি দূজে[৭]।
দ্বাপর পরিতোষত[৮] প্রভু পূজে ॥
কলি কেবল মলমূল মলীনা।
পাপ পয়োনিধি জনমন মীনা ॥
নাম কামতরু কাল করালা।
সুমিরত শমন[৯] সকল জগজালা।

(১) নিজে (২) হইলেন (৩) গ্লানির সহিত অর্থাৎ সকাতরে (৪) আপনার, নিজের (৫) কতদূর পর্য্যন্ত (৬) বাড়াইয়া, বৃদ্ধি করিয়া (৭) দ্বিতীয়ে (৮) পরিতুষ্ট (৯) শান্ত হয়।

বঙ্গানুবাদ।

নামের প্রতাপে শিব হন অবিনাশী।
অমঙ্গল সাজে হন মঙ্গলের রাশী ॥
শুক সনকাদি সিদ্ধ মুনি যোগিগণ।
নামের প্রসাদে ব্রহ্ম সুখভোগী হন ॥
নারদ-হৃদয়ে নাম-প্রতাপ বিরাজে।
বিশ্বপ্রিয় হরিহর হরিপ্রিয় নিজে ॥
নাম জাপে রঘুবর করিলে প্রসাদ[১]।
ভক্তশিরোমণি তবে হইল প্রহ্লাদ ॥
ধ্রুব সকাতরে জপি চারু হরিনাম।
পাইল অচল অনুপম শুভ ঠাম[২] ॥
সুপাবন নাম স্মরি পবননন্দন।
শ্রীরামে রাখেন বশ করিয়া আপন।
অপর গণিকা[৩] অজামিল গজপতি[৪]।
হরিনাম প্রভাবেতে পাইল মুকতি ॥
নামের মহিমা আমি বলিব কি করি।
নামগুণ গাইতে অক্ষম নিজে হরি ॥

কল্পতরু রামনাম, কলির কল্যাণধাম,
ভববন্ধ মোচন কারণ।
ছাড়াইয়া ভবপাশ, তুলসী তুলসীদাস,
হন ভাগ্যে করিয়া স্মরণ ॥

চারিযুগে তিন কালে এ তিন ভুবনে।
নাম জপি শোকমুক্ত হয় জীবগণে ॥
বেদ ও পুরাণ সাধুমত ইহা হয়।
সকল সুকৃতফল রামপ্রেমময় ॥
সত্যযুগে ধ্যান ত্রেতাযুগে মখক্রিয়া[৫]।
দ্বাপরেতে প্রভুপূজা অতিশয় প্রিয়া ॥
কলিতে মানব মলমূল ও মলীন।
পাপ পয়োনিধি সম জনমন মীন ॥
কামতরু সম নাম কাল[৬] বিকরাল[৭]।
স্মরিলে প্রশান্ত সব ভবের জঞ্জাল ॥

(১) অনুগ্রহ (২) স্থান, লোক (৩) বেশ্যা পিঙ্গলা (৪) গজেন্দ্র (ভাগবতে গজেন্দ্র মোক্ষণ কথা বিস্তার বর্ণিত আছে) (৫) যাগযজ্ঞাদি (৬) কলিকাল (৭) ভয়ঙ্কর।

মূল ।

রামনাম কলি অভিমত দাতা ।
হিত পরলোক লোক পিতুমাতা ॥
নহিঁ কলি কর্ম্ম ন ভক্তি বিবেকূ ।
রামনাম অবলম্বন একূ ॥
কালনেমি কলি কপট নিধানূ ।
রামসু[১] মতি সমরথ হনুমানূ ॥

দোহা :—
রামনাম নরকেশরী[২],
কনককশিপু[৩] কলিকাল ।
জাপক জন প্রহ্লাদ জিমি,
পালহিঁ দলি সুরসাল ।৩৩।

ভাব কুভাব অনখ[৪] আলসহূ ।
নাম জপত মঙ্গল দিশি দশহূ ॥
সুমিরি সো রামনাম গুণগাথা ।
করোঁ নাই[৫] রঘুনাথহি মাথা ॥
মোরি সুধারহিঁ সো সব ভাঁতী ।
জাসু কৃপা নহিঁ কৃপা অঘাতী[৬] ॥
রাম সুস্বামী কুসেবক মোসো ।
নিজ দিশি দেখি দয়ানিধি পোষে ॥
লোকহু বেদ সুসাহেব রীতী ।
বিনয় সুনত পহিঁচানত প্রীতি ॥
গনী[৭] গরীব গ্রাম নরনাগর ।
পণ্ডিত মূঢ় মলীন উজাগর[৮] ॥
সুকবি কুকবি নিজ মতি অনুসারী ।
নৃপহি সরাহত[৯] সব নর নারী ॥
সাধু সুজান[১০] সুশীল নৃপালা ।
ঈশ অংশ ভব[১১] পরম কৃপালা ॥
সুনি সনমানহিঁ[১২] সবন[১৩] সুবানী[১৪] ।
ভণিত ভক্তি মতি গতি পহিচানী[১৫] ॥

(১) রামেতে অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের চরণে (২) নৃসিংহ (৩) হিরণ্যকশিপু (৪) অনেক অর্থাৎ অধম (৫) নত করি (৬) পরিতুষ্ট (৭) ধনী (৮) উজ্জ্বল,নির্ম্মল (৯) প্রশংসা করে স্তব করে (১০) সুবিজ্ঞ (১১) উদ্ভব (১২) সম্মান করিবেন (১৩) সকলে (১৪) সুবাক্যে (১৫) বুঝিয়া ।

বঙ্গানুবাদ ।

কলিতে রামের নাম অভিমতদাতা ।
পরলোকে হিতকারী লোক-পিতামাতা ॥
কলিকালে নাহি কর্ম্ম ভক্তি ও বিবেক ।
শ্রীরামের কৃপা মাত্র অবলম্ব এক ॥
কালনেমি সম কলি কপট-নিধান ।
রামপদে রত মন বলী হনুমান ॥

রামনাম বলবান, নরসিংহ সুমহান,
হিরণ্যকশিপু কলিকাল ।
দলি[১] কালে অবহেলে, জপকারী জনে পালে,
প্রহ্লাদের নাম সুরসাল[২] ॥২৩॥

সুভাবে কুভাবে সদা অধম অলস ।
নাম জপি শুভপ্রাপ্ত হয় দিশি দশ ॥
স্মরি নাম রামপদে করিয়া প্রণাম ।
করিলাম গান আমি নাম-গুণগ্রাম ॥
মোরে সংশোধিবে উহা সকল প্রকারে ।
কৃপা ইচ্ছা করে যার কৃপা পাইবারে ॥
শ্রীরাম সুস্বামী হেতু কুসেবক মোরে ।
পালিবেন দয়ানিধি নিজ দিশি হেরে[৩] ॥
লোকমধ্যে সুবিদিত সুস্বামীর রীতি ।
বিনতি শুনিয়া পারে চিনিবারে প্রীতি ॥
সধন নির্ধন গ্রাম্য নাগরিক[৪] জন ।
সুপণ্ডিত মূঢ়মতি মলিন সজ্জন ॥
সুকবি কুকবি নিজ মতি অনুসারে ।
সব নরনারী করে প্রশংসা রাজারে ॥
জ্ঞানবান সুসাধু সুশীল নরপাল ।
ঈশ অংশ সমুদ্ভূত পরম দয়াল ॥
শুনি সম্মানিবে সবে মধুর বচনে ।
কবিতা আমার ভক্তি মতি গতি জানে ॥

(১) দলন করিয়া (২) মধুর রসাত্মক (৩) নিজের দিকে চাহিয়া অর্থাৎ নিজগুণে (৪) নগরবাসী।

মূল।

যুহ প্রাকৃত[১] মহিপাল স্বভাউ।
জানি শিরোমণি কোশলরাউ[২] ॥
রীঝত[৩] ন রামসনেহ নিসোতে[৪]।
কো জগ মন্দমলিনমতি মোতে ॥
দোহা :—
শঠ সেবককী প্রীতি রুচি,
রখিহহিঁ রাম কৃপালু।
উপল কিয়ে জলযান জেহি,
সচিব সুমতি কপি ভালু ॥৩৪॥

হমহুঁ কহাবত[৫] সব কহত,
রাম সহত[৬] উপহাস।
সাহেব সীতানাথ সে,
সেবক তুলসীদাস ॥৩৫॥
অতি বড় মোরি ঢিঠাই[৭] খোরী।
সুনি অঘ নরকহু নাক[৮] সিকোরী[৯] ॥
সমুঝি সহমি মোহিঁ অপডর অপনে।
সো সুধি রাম কীহ্ন নহিঁ সপনে ॥
সুনি অবলোকি সুচিত[১০] চখুচাহী[১১]।
ভক্তি মোরি মতি স্বামি সরাহী ॥
কহত নশাই হোই অতি নীকী।
রীঝত রাম জানি জন[১২] জীকী ॥
লহত ন প্রভুচিত চুক কিয়েকী।
করত সুরত[১৩] সৌবার[১৪] হিয়েকী ॥
জেহি অঘ বধেউ ব্যাধ জিমি বালী।
ফিরি সুকণ্ঠ সোই কীহ্ন কুচালী ॥
সোই করতূতি[১৫] বিভীষণ কেরী।
স্বপেহু সো ন রাম হিয় হেরী ॥
তে ভরতহি ভেঁটত সনমানে।
রাজসভা রঘুবীর বখানে ॥

(১) নৈসর্গিক, সাধারণ (২) কোশল দেশের রাজা অর্থাৎ দশরথ (৩) আমোদিত (৪) নেশাতে (৫) কথিত হইব (৬) সহিত (৭) ঠাট্টা, উপহাস (৮) নাসিকা (৯) কুঞ্চিতা করিবে (১০) সুচিত্ত (১১) চক্ষে দেখিয়া (১২) দাস (১৩) বিবেচনা করেন (১৪) চতুরতা, ধূর্ত্তামী (১৫) কার্য্য।

বঙ্গানুবাদ।

ঈদৃশ স্বভাবশীল সহজে নৃপতি।
তাতে জানি শিরোমণি কোশলের পতি ॥
রামপ্রেমমদে মত্ত না হয় এমন।
বিশ্বে কেবা আছে আমা চেয়ে অভাজন।

শঠ সেবকেরো প্রীতি, রুচি রক্ষা এই রীতি,
রঘুবর দয়াবান অতি।
উপলকে[১] জলযান, করিলেন কৃপাবান,
কপি ঋক্ষে[২] সচিব[৩] সুমতি ॥৩৪॥

আমাকে কহিবে তবে, জগতের লোক সবে,
রাম সহ করি উপহাস ॥
সীতানাথ প্রভু তাঁর, কেবা আছে অন্য আর,
তুলসী অপেক্ষা বরদাস[৪] ॥৩৫॥
উপহাস দোষ মোর অসীম হইবে।
নরকো শুনিয়া অঘ ঘৃণা প্রকাশিবে ॥
বুঝি অপরাধ মোর ভয় হয় মনে।
তাহা নাহি ধরিবেন শ্রীরাম সপনে ॥
দেখি শুনি জ্ঞানচক্ষু করি উন্মীলন।
মোর ভক্তি মতি করিবেন প্রশংসন ॥
কহিলে হইবে নষ্ট অতি শুভকর্ম্ম।
আনন্দিত হন রাম জানি দাসমর্ম্ম ॥
করিলেও ধরিবে না বিভ্রম হিয়ার।
মনের চাতুর্য্য মাত্র করেন বিচার ॥
যে পাপে[৫] বধেন রাম ব্যাধ সম বালী।
পুনরায় সুগ্রীব করিল সে কুচালী[৬] ॥
বিভীষণ যবে সেই করম[৭] করিল।
স্বপনেও রাম তাহা হৃদে না হেরিল ॥
ভরত ভেটিয়া তার করিল সম্মান।
রাজসভা মধ্যে রাম করেন বাখান ॥

(১) প্রস্তরকে (২) ভল্লুককে (৩) মন্ত্রী (৪) শ্রেষ্ঠ দাস (৫) অর্থাৎ ভ্রাতৃজায়ার প্রতি মন্দাভিপ্রায়ে দৃষ্টিপাত (৬) ঐ মত রীতি অর্থাৎ ভ্রাতার মৃত্যুতে ভ্রাতৃজায়া সহ পরিণয় (৭) সেই কার্য্য অর্থাৎ রাবণের বিনাশান্তে মন্দোদরী সহ পরিণয়।

মূল ।

দোহা :—

প্রভু তরুতর[১] কপি ডারপর[২],
তে কিয় আপ[৩] সমান ।
তুলসী কহূঁ ন রামসে,
সাহব শীল নিধান ॥৩৬॥
রাম নিকাই[৪] রাবরী[৫],
হৈ সবহীকো নীক ।
জো[৬] য়হ সাঁচীহৈ সদা,
তৌ[৭] নীকো তুলসীক[৮] ॥৩৭॥
য়হি বিধি নিজ গুণ দোষ কহি,
সবহিঁ বহুরী শির নায়[৯] ।
বরণৌঁ রঘুবর বিশদ যশ,
সুনি কলিকলুষ নশায়[১০] ॥৩৮॥

জাজ্ঞবল্ক্য জো কথা সুহাই[১১] ।
ভরদ্বাজ মুনিবরহি সুনাই[১২] ॥
কহিহৌঁ সোই সম্বাদ বখানী ।
সুনহু সকল সজ্জন সুখমানী ॥
শম্ভু কীন্হ য়হ চরিত সুহাবা[১৩] ।
বহুরি কৃপা করি উমহিঁ সুনাবা ॥
সো শিব কাক ভুশুণ্ডহি দীন্হা ।
রামভক্ত অধিকারী চীন্হা ॥
তেহি সন যাজ্ঞবল্ক্য মুনি পাবা ।
তিন পুনি ভরদ্বাজ প্রতি গাবা ॥
তে শ্রোতা বক্তা সম শীলা ।
সমদরশী জানহিঁ হরিলীলা ॥
জানহিঁ তীনিকাল নিজজ্ঞানা ।
করতলগত আমলক সমানা ॥
ঔরৌ জে হরিভক্ত সুজানা ।
কহহিঁ সুনহিঁ সমুঝহিঁ বিধি নানা ॥

(১) তল (২) ডালের উপর (৩) আপনার, নিজের (৪) শুভগুণ, সুশীলতা (৫) আপনার (৬) যদি (৭) তবে, তাহলে (৮) তুলসীর (৯) মস্তক নত করিয়া অর্থাৎ প্রণাম করিয়া (১০) নষ্ট হইবে (১১) সুন্দর, শোভন (১২) শুনাইলেন (১৩) সুন্দর ।

বঙ্গানুবাদ ।

প্রভু থাকি তরুতলে. কপিগণ ছিল ডালে,
করিলেন তাদিকে সমান[১] ।
তুলসী বিচার মনে, কেহ নাহি ত্রিভুবনে,
রাম চেয়ে প্রভু শীলবান ॥৩৬॥
রঘুবর আপনার, শুভগুণ সবাকার,
হবে অতি সুমঙ্গলকর ।
যদি ইহা সুনিশ্চয়, সদা সত্য স্থির হয়,
হইবে মঙ্গল তুলসীর ॥৩৭॥
আপনার দোষগুণ, এরূপে কহিয়া পুন,
সর্ব্বপদে শির করি নত ।
শ্রীরাম বিশদ[২] যশ, বরণিব মতিবশ,
শুনি হবে অঘ[৩] বিনাশিত ॥৩৮॥

যে সুন্দর কথা যাজ্ঞবল্ক্য মুনিবর ।
কহিলেন ভরদ্বাজ মুনির গোচর ॥
কহিব সে সুসম্বাদ বিস্তার করিয়া ।
সুখে সব সাধুজন শুন মন দিয়া ॥
সুন্দর চরিত্র শিব করিয়া রচন ।
কৃপা করি অম্বিকাকে করান শ্রবণ ॥
কাক ভুশুণ্ডিকে উহা দেন ত্রিপুরারী ।
জানিয়া রামের ভক্ত যোগ্য অধিকারী ॥
পাইলেন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর সন্নিধানে ।
তিনি পুন গাইলেন ভরদ্বাজ স্থানে ॥
শ্রোতা বক্তা উভয়েই সমশীলবান[৪] ।
সমানদরশী[৫] হরিচরিত-বিজ্ঞান[৬] ॥
ত্রিকালের বিষয়েতে এইরূপ জ্ঞান ।
করগত আমলক ফলের সমান ॥
আর আর যেসকল হরিভক্ত জন ।
যে যেরূপে শুনি বুঝি করেন কীর্ত্তন ॥

(১) আপনার সমকক্ষ (২) নির্ম্মল (৩) পাপ। (৪) সমান চরিত্রবান (৫) সমদর্শী (৬) হরিলীলা বিশেষরূপে অবগত ।

মূল।

দোহা :—

মৈঁ পুনি নিজগুরুসন সুনী,
কথা সু শূকরখেত[1]।
সমুঝ নহীঁ তসু[2] বালপন[3],
তব অতি রহেহুঁ অচেত[4] ॥৩৯॥
শ্রোতা বক্তা জ্ঞাননিধি,
কথ রামকী গূঢ়।
কিমি[5] সমুঝৈ য়হ জীব জড়,
কলিমল[6] গ্রসিত বিমূঢ় ॥৪০॥

যদপি কহী গুরু বারহিঁ বারা[7]।
সমুঝি পরী[8] কছু মতি অনুসারা ॥
ভাষা বদ্ধ করব মৈঁ সোই।
মোরে মন প্রবোধ জেহি হোই ॥
জস-কছু[9] বুধি বিবেক বল মোরে।
তস কহিহৌঁ হিয় হরিকে[10] প্রেরে[11]।
নিজ সন্দেহ মোহ ভ্রম হরণী।
করৌঁ কথা ভব সরিতা[12] তরণী[13] ॥
বুধ বিশ্রাম সকল জন রঞ্জনি।
রামকথা কলি কলুষ বিভঞ্জনি ॥
রামকথা কলিপন্নগ ভরণী।
পুনি বিবেক পাবক কহঁ অরণী ॥
রামকথা কলি কামদ গাই।
সুজন সজীবন মূরি[14] সুহাই ॥
সোই বসুধাতল সুধা তরঙ্গিনি।
ভবভঞ্জনি ভ্রমভেক ভুজঙ্গিনি ॥
অসুর সেন সম নরক নিকন্দিনি[15]।
সাধু বিবুধকুল হিত গিরিনন্দিনি ॥
সন্তসমাজ পয়োধি রমাসী।
বিশ্বভার ধর অচল ক্ষমাসী ॥

(১) সুন্দর বরাহক্ষেত্র (২) তখন (৩) শিশুভাব (৪) অজ্ঞ (৫) কিরূপে (৬) কলিকালের মল। অর্থাৎ পাপরাশি (৭) বারবার, বহুবার (৮) বুঝিতে পারিলাম (৯) যাকিছু (১০) হরির (১১) প্রেরণে (১২) নদী (১৩) নৌকা (১৪) অমৃত (১৫) শাসিনী।

বঙ্গানুবাদ।

বরাহক্ষেত্রে[1] মনোহর, নিজ গুরু বরাবর[2],
আমি পুন করেছি শ্রবণ।
কিছু নাহি ছিল বোধ, শিশুমতি নিরবোধ,
জ্ঞানমাত্র না ছিল তখন ॥৩৯॥
শ্রোতা বক্তা দুইজন, জ্ঞানের সাগর হন,
রঘুবর কথা অতি গূঢ়।
কিরূপে বুঝিবে ইহা, জীবগণ জড় মহা,
কলিমলগ্রসিত[3] বিমূঢ় ॥৪০॥

বলিলেন গুরুদেব যবে বার বার।
বুঝিলাম কিছু তবে মতি অনুসার ॥
তাহা ভাষাবদ্ধ করি বর্ণনা করিব ॥
আমার মনেতে উহা যেরূপ বুঝিব ॥
যেরূপ দিবেন হরি বুদ্ধি আর জ্ঞান।
তার বলে বরণিব হরিগুণগান ॥
নিজের সন্দেহ মোহ ভ্রম নাশিবারে।
বরণিব কথা ভবনদী তরিবারে ॥
বুধশ্রান্তিকর সর্ব্বজনের রঞ্জক।
শ্রীরামের কথা কলি-কলুষ-ভঞ্জক[4] ॥
শ্রীরামের কথা কলি-পন্নগ-ভরণী[5]।
বিবেকপাবক জ্বালে হইয়া অরণী[6] ॥
কলিতে শ্রীরামকথা কামধেনুসম।
সুজনজীবনদাতা অমৃত উত্তম ॥
বসুধাতলেতে উহা সুধাতরঙ্গিনী।
ভবনিবারিণী ভ্রম-ভেক-ভুজঙ্গিনী ॥
অসুর সেনার সম নরকশাসিনী।
সজ্জনবিবুধপ্রিয় পর্ব্বতনন্দিনী ॥
সাধুসভা পয়োনিধি রামকথা রমা।
অচল সদৃশ বিশ্বভারধারী ক্ষমা ॥

(১) বরাহক্ষেত্রে (২) সমীপে (৩) কলিকালের পাপরাশিতে আচ্ছন্ন (৪) কলি, কালের পাপ বিনাশক (৫) কলিরূপ পন্নগ অর্থাৎ সর্প সম্বন্ধে ভরণী অর্থাৎ ঢাকনি সদৃশ অর্থাৎ ঢাকনিতে আচ্ছাদিত করিলে সর্প যেমন বাধ্য হইয়া অনিষ্ট করণে ক্ষান্ত হয় সেইরূপ রামকথা দ্বারা কলিকে তাহার অনিষ্টকর প্রভাব বিস্তার করণে ক্ষান্ত করিতে পারা যায় (৬) অগ্নিজনক কাষ্ঠ।

মূল ।

যমগণ[১] মুহঁ[২] মসি[৩] জগ যমুনাসী ।
জীবন মুকুতি হেতু জনু কাশী ॥
রামহিঁ প্রিয় পাবনি তুলসীসী ।
তুলসীদাস হিত হিয় হুলসীসী ॥
শিব প্রিয় মেকল-শৈল-সুতাসী[৪] ।
সকল সিদ্ধিপ্রদ সম্পতি রাশী ॥
সদ্গুণ সুরগণ অম্ব[৫] অদিতিসী ।
রঘুবর ভক্তি প্রেম পরমিতিসী ॥

দোহা :—
রামকথা মন্দাকিনী,
চিত্রকূট চিতচারু ।
তুলসী সুভগ[৬] সনেহ বন,
সিয় রঘুবীর বিহারু ॥৪১॥

রাম চরিত চিন্তামনি চারু ।
সন্ত সুমতি তিয় শুভগ শৃঙ্গারু ।
জগ মঙ্গল গুণগ্রাম রামকে ।
দানি মুক্তি ধন ধর্ম্ম ধামকে ॥
সদ্গুরু জ্ঞান বিরাগ যোগকে ।
বিবুধ বৈদ ভব ভীম রোগকে ॥
জননি জনক সিয় রাম প্রেমকে ।
বীজ সকল ব্রত ধর্ম্ম নেমকে ॥
শমন[৭] পাপ সন্তাপ শোককে ।
প্রিয়পালক পরলোক লোককে ॥
সচিব সুভট[৮] ভূপতি বিচারকে ।
কুম্ভজ লোভ উদধি অপারকে ॥
কাম কোহ[৯] কলিমল করিগণকে ।
কেহরি[১০] শাবক জন মন বনকে ॥
অতিথি পূজ্য প্রীতম পুরারিকে ।
কামদ ঘন দারিদ দবারিকে ॥

(১) যমেরগণ অর্থাৎ অনুচর (২) মুখ (৩) কালী (৪) মেকল নামক পর্ব্বত বিশেষের কন্যা অর্থাৎ নর্ম্মদা নদী (৫) মাতা (৬) শুভগ, শোভন, সুন্দর (৭) শান্তকারিণী (৮) মহান (৯) ক্রোধ (১০) কেশরী, সিংহ ।

বঙ্গানুবাদ ।

[১]যমদূতমুখে কালী জগতে যমুনা ।
জীবে মুক্তি দেয় যেন কাশী সুশোভনা ॥
শ্রীরামের প্রিয় যথা তুলসী পাবনী ।
তুলসীর হিতকরী হৃদয়-রঞ্জিনী ॥
মহাদেবপ্রিয় যেন মেকল-নন্দিনী[২] ।
সুসম্পত্তি রাশি সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদায়িনী ॥
সদ্গুণপ্রসূতা যথা সুরমাতাঽদিতি ॥
রঘুবরে প্রেমভক্তিদানকারী অতি ॥

মন্দাকিনী রামকথা, চিত্রকূট চিত্ত যথা,
কোথা স্থান সমান তাহার ।
তুলসী সনেহ বনে, অতিশয় সুশোভনে,
সীতারাম করুন বিহার ॥৪১

শ্রীরামচরিত চিন্তামণি মনোহর ।
সাধ্বীমতি-নারীদেহে[৩] অতি শোভাকর ॥
শ্রীরামের গুণগ্রাম বিশ্বহিতকর ।
মুকতি-ধরম-ধন-ধামদাতা বর[৪] ॥
যোগজ্ঞান বিরাগের সাধু গুরুবর ।
বিবুধ[৫] ভিষক[৬] ভবরোগ নাশকর ॥
সীতারামপ্রেমীকের[৭] জনক জননী ।
ধর্ম্মব্রতনিয়মের বীজ স্বরূপিনী ॥
পাপ তাপ শোকরাশি দমনকারিণী ।
প্রিয়ের পালিকা পরলোক প্রদায়িনী ॥
সুবিচার ভূপতির সচিব মহান ।
লোভবারিনিধি পানে কুম্ভজ[৮] সমান ॥
কাম-ক্রোধ-কলিমল-করী বিনাশক ।
জন-মন-বনে উহা কেশরী শাবক ॥
অতিথির সম শিবপূজ্য প্রীতিপ্রদ ।
দরিদ্রতা পাবকের কামদ-জলদ ॥

(১) যমের ভগ্নী যমুনার আশ্রয় লইলে যেমন যমদূতগণের মুখে কালী পড়ে সেইরূপ রামকথারূপী যমুনার আশ্রয়ে যমদূতগণ নিরস্ত হয়। (২) নর্ম্মদা (৩) সাধ্বীমতিরূপী নারীর দেহে (৪) শ্রেষ্ঠ (৫) দেবতা (৬) বৈদ্য চিকিৎসক (৭) সীতারামের প্রতি প্রেম জন্মাইবার পক্ষে (৮) অগস্ত্যমুনি ।

মূল।

মন্ত্র মহামণি বিষয় ব্যালকে।
মেটত কঠিন কুঅঙ্ক ভালকে॥
হরণ মোহতম দিনকর করসে।
সেবকশালি পাল জলধরসে॥
অভিমত দানি দেবতরুবরসে।
সেবত সুলভ সুখদ হরিহরসে॥
সুকবি শরদ[১] নভ মন উড়ুগণসে[২]।
রামভক্তজন জীবন ধনসে।
সকল সুকৃত ফল ভূরি ভোগসে।
জগহিত নিরুপাধি[৩] সাধুলোগসে॥

দোহা ঃ—
কুপথ কুতর্ক কুচালি কলি,
কপট দম্ভ পাষণ্ড।
দহন রামগুণগ্রাম ইমি,
ঈন্ধন অনল প্রচণ্ড॥৪২॥

রামচরিত রাকেশ[৪] কর[৫],
সরিস[৬] সুখদ সবকাহু।
সজ্জন কুমুদ চকোরচিত,
হিত বিশেষ বড় লাহু[৭]॥৪৩॥

কীন্হ প্রশ্ন জেহি ভাঁতি ভবানী।
জেহি বিধি শঙ্কর কহা বখানী॥
সো সব হেতু কহব মৈঁ গাই।
কথা প্রবন্ধ বিচিত্র বনাই॥
জিন যহ কথা সুনী নহিঁ হোই।
জনি[৮] আশ্চর্য্য করৈঁ সুনি সোই॥
কথা অলৌকিক সুনহিঁ জে জ্ঞানী।
নহিঁ আশ্চর্য্য করহিঁ অস জানী॥

(১) শারদ, শরৎকালীন (২) তারা, নক্ষত্র (৩) নিঃস্বার্থ, অকপট (৪) পূর্ণচন্দ্র (রাকা = পূর্ণিমা) (৫) কিরণ (৬) সদৃশ (৭) লাভ (৮) নিষেধ সূচক না।

বঙ্গানুবাদ।

দমিতে বিষয়ব্যাল[১] মন্ত্র মহামণি।
অতিমন্দ ভাললিপি[২] মুছিতে চাঁছুনি॥
হরে মোহতম[৩] দিনকর-কর[৪] চেয়ে।
সেবক-সুশালি[৫] পালে জলধর হয়ে॥
অভিমতদাতা যেন দেবতরুবর।
সেবিলে সুলভ ও সুখদ হরিহর॥
সুকবির মনোরূপ শারদ আকাশে।
তারাগণ চেয়ে উহা আলোক প্রকাশে॥
রামভক্ত মানবের পরম আশ্রয়।
জীবন ধনের চেয়ে প্রিয়তর হয়॥
সকল সুকৃতফল[৬] ভূরি ভোগগণ।
অকপট বিশ্বপ্রিয় হন সাধুগণ॥
উভয় হইতে উহা কিন্তু প্রিয়তর।
শ্রীরামভক্তের সদা মনের ভিতর॥

কুপথ কুতর্কগণে, মন্দ কলিআচরণে,
কপট গরব পাপগণে।
শ্রীরামের গুণগ্রাম, ভস্ম করে অবিরাম,
প্রচণ্ডাগ্নি যেমন ঈন্ধনে[৭]॥৪২॥

রামলীলা মনোরম, রাকাশশি কর সম,
সকলের সম সুখকর।
কুমুদ চকোর যেন, সজ্জনের চিত্ত হেন,
গণে অতি লাভ হিতকর॥৪৩॥

করিলেন প্রশ্ন যথা দেবী মহেশ্বরী।
বলিলেন মহাদেব যেরূপে বিস্তারী॥
সেসকল হেতু আমি কহিব গাইয়া।
বিচিত্র প্রবন্ধে কথা প্রস্তুত করিয়া॥
যেজন একথা নাহি শুনেছে শ্রবণে।
শুনি তাহা কভু যেন আশ্চর্য্য না গণে॥
অলৌকিক কথা সব শুনি জ্ঞানীজনে।
কভু না আশ্চর্য্য গণে ইহা জানি মনে॥

(১) বিষয়রূপ ব্যাল অর্থাৎ সর্প (২) ললাট লিখন (৩) মোহরূপ তম অর্থাৎ অন্ধকার (৪) দিনকরের, সূর্য্যের কর অর্থাৎ কিরণ (৫) সেবক অর্থাৎ রামভক্তরূপ শালি অর্থাৎ ধান্য (৬) সুকৃতের অর্থাৎ সুকার্য্যের ফল অর্থাৎ পরিণাম (৭) জ্বালানি কাঠকে।

মূল।

রামকথাকী মিতি[১] জগ নাহীঁ।
অস প্রতীতি জিনকে মনমাহীঁ ॥
নানা ভাঁতি রাম অবতারা।
রামায়ণ শতকোটী অপারা ॥
কল্পভেদ হরিচরিত সুহায়ে।
ভাঁতি অনেক মুনীশন গায়ে ॥
করিয় ন সংশয় অস উরআনী।
সুনিয় কথা সাদর রতি মানী ॥

দোহা :—
রাম অনন্ত অনন্ত গুণ,
অমিত কথা বিস্তার ॥
সুনি অশ্চর্য্য ন মানিহহিঁ,
জিনকে বিমল বিচার ॥৪৪॥

ইহি বিধি সব সংশয় করি দূরী ॥
শিরধরি গুরুপদ পঙ্কজ ধূরী[২]।
পুনি সবহী বিনবৌঁ কর জোরী।
করত কথা জেহি লাগন খোরী ॥
সাদর শিবহি নাই পদ মাথা।
বরণৌঁ বিশদ রামগুণগাথা ॥
সম্বত সোরহসৈ ইকতীসা।
করৌঁ কথা হরিপদ ধরি শীশা ॥
নৌমী[৩] ভৌমবার মধুমাসা।
অবধপুরী য়হ চরিত প্রকাশা ॥
জেহি দিন রামজন্মশ্রুতি গাবহিঁ।
তীরথ সকল তহাঁ চলি আবহীঁ ॥
অসুর নাগ খগ নর মুনি দেবা।
আয় করহিঁ রঘুনায়কসেবা ॥
জন্মমহোৎসব রচহিঁ সুজানা।
করহিঁ রাম কল[৪] কীরতি গানা ॥

(১) আদি তারিখ (২) ধূলি (৩) নবমী (৪) সুন্দর, মনোহর।

বঙ্গানুবাদ।

রামের কথার আদি নাহিক জগতে।
এরূপ প্রতীতি যার হয়েছে মনেতে ॥
বিবিধপ্রকার শ্রীরামের অবতার।
রামায়ণ শতকোটী নাহি তার পার ॥
কল্পভেদে হরিলীলা পরম শোভন।
বিবিধ প্রকারে গান করে মুনিগণ ॥
করিও না এ সংশয় কদাচ হৃদয়ে।
সাদরে শুনিবে কথা অনুরাগী হয়ে ॥

শ্রীরাম অনন্ত যেন, অন্তহীন গুণ, তেন
কথা তাঁর অমিত বিস্তার।
শুনিয়া আশ্চর্য্য মনে, গণে নাহি কোনজনে,
যাহাদের বিমল বিচার ॥৪৪॥

এইরূপে সকল সংশয় দূর করি।
গুরুপাদপদ্মধূলি শিরোপরি ধরি ॥
দুহাত যুড়িয়া পুন নতি সব আগে।
যাহাতে কহিতে কথা দোষ নাহি লাগে ॥
সাদরে শিবের পদে নত করি মাথা।
বরণিব সুবিশদ রামগুণগাথা ॥
ষোলশত একত্রিশ সম্বৎসর ইতি।
কথা বরণিব হরিপদে করি নতি ॥
মধুমাস[১] ভৌমবার[২] নবমী তিথিতে।
এই লীলা প্রকাশিত অযোধ্যা পুরীতে ॥
যেদিন শ্রীরামজন্ম গান শ্রুতিগণ।
সকল তীরথ তথা করে আগমন ॥
সুরাসুর নাগ খগ নর মুনিগণ ॥
আসিয়া করেন রঘুনায়কপূজন ॥
বিজ্ঞজন রচি রামজন্মমহোৎসব।
করেন সতত গান সুকীরতি সব ॥

(১) চৈত্রমাস (২) মঙ্গলবার।

মূল।

দোহা ঃ—

মজ্জহিঁ সজ্জন বৃন্দ বহু,
পাবন সরযূনীর।
জপহিঁ রাম ধরি ধ্যান উর,
সুন্দর শ্যাম শরীর ॥৪৫॥

দরশ পরশ মজ্জন অরুপানা।
হরৈ পাপ কহ বেদ পুরানা।
নদী পুনীত[1] অমিত মহিমা অতি।
কহি ন সকৈ সারদ[2] বিমল মতি ॥
রামধামদা পুরী সুহাবনী[3]।
লোক সমস্ত বিদিত জগ পাবনী ॥
চারিখান[4] জগজীব অপারা।
অবধ তজে তনু নহিঁ সংসারা ॥
সববিধি পুরী মনোহর জানী।
সকল সিদ্ধিপ্রদ মঙ্গল খানী[5] ॥
বিমল কথা কর কীহ্ন অরম্ভা।
সুনত নশাহিঁ কাম মদ দম্ভা ॥
রামচরিত মানস[6] য়হ নামা।
সুনত শ্রবণ পাইয় বিশ্রামা ॥
মনকর বিষয়অনল[7] বন জরই।
হোই সুখী জো ইহি সর[8] পরই[9] ॥
রাম চরিত মানস মুনি-ভাবন[10]।
বিরচেউ শম্ভু সুহাবন পাবন ॥
বিবিধ দোষ দুখ দারিদ[11] দাবন[12]।
কলি কুচালি কলি কলুষ নশাবন ॥
রচি মহেশ নিজ মানস[13] রাখা।
পাই সুসময় শিবা সন ভাখা ॥
তাতে রাম চরিত মানস বর।
ধরেউ নাম হিয় হেরি হরষি হর ॥

(১) পবিত্র (২) সরস্বতী (৩) সুন্দরী, মনোহারী (৪) খনি, আকর (৫) খনি (৬) মানসসরোবর (৭) বিষয়রূপ অনল অর্থাৎ অগ্নি (৮) সরোবর (৯) পড়ে, মজ্জন করে (১০) মুনিগণের চিন্তার বা ধ্যানের বিষয় (১১) দরিদ্রতা (১২) অপহরণ, দমন (১৩) মনে।

বঙ্গানুবাদ।

সজ্জন মজ্জন করে, পাবন সরযূনীরে,
বহুমিলি অতি অনুরাগে।
জপকরে রামনাম, ধ্যানে ধরি ঘনশ্যাম,
সুন্দর মুরতি হৃদে জাগে ॥৪৫॥

দরশন পরশন[1] স্নান পান ফল।
হরে পাপ কহে বেদ পুরাণ সকল ॥
অতীব পবিত্রা নদী অমিত মহিমা।
সুবিমল মতি বাণী কহিতে অক্ষমা ॥
রামধামদানকারী পুর সুশোভিত।
জগতে পবিত্র সর্ব্বলোকে সুবিদিত ॥
চতুর্বিধাকরে[2] জীবপয়োধি[3] অপার।
অবধে তজিলে তনু না হয় সংসার[4] ॥
সকল প্রকারে পুরী মনোহর গণি।
সমুদায় সিদ্ধিদাতা মঙ্গলের খনি ॥
বিমল কথার আমি করি আরম্ভন।
শ্রবণেতে কামমদদম্ভ বিনাশন ॥
শ্রীরামচরিত রূপ সুমানস সরে[5]।
শ্রবণে স্নানের তুল্য চিত্তশ্রম হরে ॥
বিষয়অনলে দগ্ধ হলে মনবন[6]।
ইহাতে মজ্জনে সুখ হইবে তখন ॥
শ্রীরামচরিত রূপ সুমানস সর।
রচনা করেন শম্ভু পবিত্র সুন্দর ॥
নানা দোষ দুখ দরিদ্রতা নিবারক।
কলির কুচালি কলি-কলুষ-নাশক ॥
রচিয়া রাখেন শিব আপন মানসে।
সময় পাইয়া কহিলেন শিবা পাশে ॥
শ্রীরামচরিতে আখ্যা সুমানস সর।
দিলেন শঙ্কর তাহে করিয়া বিচার ॥

(১) স্পর্শ করণ (২) চতুর্বিধ আকর অর্থাৎ অণ্ড, জরায়ু স্বেদ, ভূমি (৩) জীবরূপ সমুদ্র (৪) সংসৃতি অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু (৫) মানসসরোবরে (৬) মনরূপ বন।

মূল।

কহোঁ কথা সোই সুখদ সুহাই।
সাদর সুনহু সুজন মনলাই ॥

দোহা ঃ—

জস মানস জেহি বিধি ভয়ো,
জগ প্রচার জেহি হেতু।
অব সোই কহোঁ প্রসঙ্গ সব,
সুমিরি উমা বৃষকেতু ॥৪৬॥

শম্ভু প্রসাদ সুমতি হিয় হুলসী[1]।
রাম চরিত মানস কবি তুলসী ॥
করেউঁ মনোহর মতি অনুহারী।
সুজন সুচিত সুনি লেহু সুধারী ॥
সুমতি ভূমিথল হৃদয় অগাধূ।
বেদ পুরাণ উদধি ঘন সাধূ ॥
বর্ষহিঁ রাম সুযশ বর[2] বারী[3]।
মধুর মনোহর মঙ্গলকারী ॥
লীলা সগুণ জো কহহিঁ বখানী।
সোই স্বচ্ছতা করৈ মলহানী ॥
প্রেম ভক্তি জো বরণি ন জাই।
সোই মধুরতা শীতলতাই ॥
সোজল সুকৃতশালি হিত হোই।
রামভক্তি জগজীবন সোই ॥
মেঘা মহিগত সো জল পাবন।
সিমিট[4] শ্রবণ মগ চলেউ সুহাবন ॥
ভরেউ সুমানস শিথিল থিরানা।
সুখদ শীত রুচি চারু চিরানা[5] ॥

দোহা ঃ—

সুঠি সুন্দর সম্বাদ বর,
বিরচেউ বুদ্ধি বিচারি।
তে য়হি পাবন শুভগ[6] সর,
ঘাট মনোহর চারি ॥৪৭॥

(১) উল্লাস প্রাপ্ত (২) শ্রেষ্ঠ (৩) জল (৪) কুঞ্চিত, সঙ্কীর্ণ (৫) নিত্য (৬) সুদৃশ্য মনোরম।

বঙ্গানুবাদ।

কহি সেই কথা অতি সুখদ শোভন।
মন দিয়া সমাদরে শুন সাধুজন ॥

যাহাতে চরিত বর, হইল মানস সর[1],
প্রচারিত বিশ্বে যে কারণ।
এবে কহি সে প্রসঙ্গ[2], বরণিয়া[3] সরবাঙ্গ[4],
উমা শিবে করিয়া স্মরণ ॥৪৬।

শম্ভুর প্রসাদে পেয়ে সুমতি উল্লাস।
মানস চরিতে কবি শ্রীতুলসীদাস ॥
করিব সুমনোহর অনুরূপ মন।
শুনিয়া সংশোধি লও সুচিত্ত সুজন ॥
অগাধ হৃদয় মাঝে ভূতল সুমন[5]।
উদধি পুরাণ বেদ ঘন সাধুজন ॥
বরষণ করে সদা রাম-যশ-বারী[6]।
মধুর সুমনোহর সুমঙ্গলকারী ॥
সগুণ চরিত তবে কহিলে বিস্তারি।
মলানাশ করি উহা স্বচ্ছ করে বারি ॥
প্রেম ভক্তি যাহা কভু বর্ণনা না হয়।
তাহা যেন মধুরতা শীতলতাচয় ॥
সেই জল হিতকর সুকৃত-শালিতে[7]।
রামভক্তিরূপে প্রাণ দেয় পৃথিবীতে ॥
মহিগত[8] সাধুমেঘ[9] বরষিলে বারি।
সঙ্কীর্ণ শ্রবণ পথে পশে শোভাধরি ॥
পূর্ণ করি সুমানস[10] শিথিল সুস্থির।
সুখদ শীতল চারু সতত রুচির ॥

অতিশয় মনোহর, শ্রীরামসম্বাদ বর,
বিরচিব বুদ্ধিতে বিচারি।
সুন্দর পাবন সর, তাহে অতি মনোহর,
বিরাজিত আছে ঘাট চারি ॥৪৭॥

(১) সরোবর (২) বৃত্তান্ত (৩) বর্ণনা করিয়া (৪) সর্ব্বাঙ্গ (৫) সুমতি। * মনের ভূতল সহ, পুরাণ ও বেদের উদধি অর্থাৎ সমুদ্র সহ এবং সাধুজনের মেঘ সহ তুলনা করা হইয়াছে। (৬) রামের যশরূপ বারি অর্থাৎ জল (৭) সুকৃতরূপ ধান্যে (৮) ভূতলে স্থিত (৯) সাধুরূপ মেঘ (১০) সুমতি।

মূল।

সপ্ত প্রবন্ধ শুভগ সোপানা।
জ্ঞান নয়ন নিরখত মন মানা ॥
রঘুপতি মহিমা অগুণ অবাধা।
বর্ণব সোই বরবারি অগাধা ॥
রাম সীয় যশ সলিল সুধা সম।
উপমা বীচি বিলাস মনোরম ॥
পুরইনি[১] সঘন চারু চোপাই।
যুক্তি মঞ্জু মণি সীপ[২] সুহাই ॥
চ্ছন্দ সোরঠা সুন্দর দোহা।
সোই বহুরঙ্গ কমল কুল সোহা ॥
অর্থ অনূপ[৩] সুভাব সুভাষা।
সোই পরাগ মকরন্দ[৪] সুবাসা[৫] ॥
সুকৃত পুঞ্জ[৬] মঞ্জুল[৭] অলিমালা।
জ্ঞান বিরাগ বিচার মরালা ॥
ধ্বনি অবরেব[৮] কবিতগুণ জাতী[৯]।
মীন মনোহর তে বহুভাঁতী ॥
অর্থ ধর্ম্ম কামাদিক চারী।
কহব জ্ঞান বিজ্ঞান বিচারী ॥
নব রস জপ তপ যোগ বিরাগা।
তে সব জলচর চারু তড়াগা ॥
সুকৃতী সাধু নাম গুণ গানা।
তে বিচিত্র জল বিহঁগ[১০]সমানা ॥
সন্তসভা চহুঁ দিশি অঁবরাই[১১]।
শ্রদ্ধা ঋতু বসন্ত সম গাই ॥
ভক্তি নিরূপণ বিবিধ বিধানা।
ক্ষমা দয়া দ্রুমলতা বিতানা[১২] ॥
সংযম নিয়ম ফুল ফল জ্ঞানা।
হরিপদ রতি রস বেদ বখানা ॥

(১) পূর্ণ (২) শুক্তি, ঝিনুক (৩) অনুপম (৪) পুষ্পরস, মধু (৫) সুগন্ধী (৬) সমূহ রাশি (৭) সুন্দর (৮) অবারেব (অবার+এব, বার=বারি)=জলহীন (৯) জাতি শ্রেণী, সমূহ (১০) বিহঙ্গ, পক্ষী (১১) অম্বর আকাশ (১২) বিতান চন্দ্রাতপ।

বঙ্গানুবাদ।

সপ্ত পরবন্ধ[১] তাহে সুন্দর সোপান।
জ্ঞানচক্ষু হেরে যেন মনে অনুমান ॥
শ্রীরামমহিমা যাহা অগুণ[২] অবাধ।
বরণিব তাহা যেন সুবারি অগাধ ॥
সীতারামযশ রূপ পয় সুধা সম।
বিলাস স্বরূপ বীচি তাহে মনোরম ॥
সুচারু চৌপাই যুক্তিপূর্ণ অতিঘন।
মুকুতা[৪] পূরণ[৫] শোভে শুকতি[৬] যেমন ॥
সুন্দর সোরঠা ছন্দ শোভে দোহা সঙ্গ।
যেমন কমল ফুল শোভে বহুরঙ্গ ॥
সুভাষা সুভাব আর অর্থ অনুপম।
সে সব পরাগ[৭] মধু গন্ধ মনোরম ॥
সুকৃত[৮] সমূহ যেন মঞ্জু অলিমাল[৯]।
বিচার বিরাগ জ্ঞান সুন্দর মরাল[১০] ॥
নির্জলা কবিতা ধ্বনি[১১] তার গুণগণ।
মনোহর বহুবিধ যেন মীনগণ ॥
ধর্ম্মার্থ কামনা মোক্ষ চতুর্বিধ ফল।
কহিব বিজ্ঞান জ্ঞান বিচারি সকল ॥
তপস্যা বিরাগ যোগ জপ রস নব।
সুচারু তড়াগে[১২] যেন জলচর সব ॥
সুকৃতী সাধুর নাম গুণ সংকীর্ত্তণ।
জলেতে বিচিত্র যেন বিহঙ্গমগণ ॥
সাধুসভা চতুর্দ্দিকে শোভিত অম্বর[১৩]।
শরধা[১৪] বসন্ত ঋতু অতি শোভাকর ॥
বিবধ বিধানে নিরূপিত ভক্তি চয়।
ক্ষমা দয়া দ্রুমলতা বিতান[১৫] নিচয়[১৬] ॥
সংযম নিয়ম জ্ঞান ফুল ফলগণ।
হরিপদে রতি রস বেদের বচন ॥

(১) প্রবন্ধ অর্থাৎ কাণ্ড (২) সত্ত্ব রজ তম ত্রয় গুণাতীত (৩) বাধা হীন, অজস্র (৪) মুক্তা (৫) পূর্ণ (৬) শুক্তি, ঝিনুক (৭) পুষ্পরেণু (৮) সুকার্য্য (৯) অলিমালা অর্থাৎ ভ্রমর শ্রেণী (১০) হংস (১১) নদী (১২) গভীর বৃহৎ পুষ্করণী (১৩) আকাশ (১৪) শ্রদ্ধা (১৫) চাদোঁয়া (১৬) সমূহ।

মূল।

ঔরৌ কথা অনেক প্রসঙ্গা।
তেই শুক পিক বহুবরণ বিহঙ্গা ॥

দোহা

পহুপ[1] বাটিকা বাগবন[2],
সুখ সুবিহঙ্গ বিহারু।
মালী সুমন[3] সনেহ জল,
সীঁচত[4] লোচন চারু ॥ ৪৮ ॥

জে গাবহিঁ য়হ চরিত সম্ভারে[5]।
তে য়হি তাল[6] চতুর রখবারে[7] ॥
সদা সুনহিঁ সাদর নর নারী।
তে সুরবর মানস[8] অধিকারী ॥
অতি খল জে বিষয়ী বক কাগা।
ইহি সর নিকট ন জাহিঁ অভাগা ॥
শম্বুক ভেক শিবার[9] সমানা।
ইহাঁ ন বিষয়কথারস নানা ॥
তেহি কারণ আবত হিয় হারে[10]।
কামী কাক বলাক বিচারে ॥
আবত ইহি সর অতি কঠিনাই।
রামকৃপা বিনু আই ন জাই ॥
কঠিন কুসঙ্গ কুপন্থ করালা।
তিনকে বচন ব্যাঘ্র হরি ব্যালা ॥
গৃহকারজ নানা জঞ্জালা।
তেই অতি দুর্গম শৈল বিশালা ॥
বন বহু বিষয় মোহ মদ নানা।
নদী কুতর্ক ভয়ঙ্কর নানা ॥

দোহা—

জে শ্রদ্ধাসম্বল রহিত,
নহিঁ সন্তন কর সাথ।
তিনকহঁ মানস অগম অতি,
জিনহিঁ ন প্রিয় রঘুনাথ ॥ ৪৯ ॥

(১) পুষ্প (২) উপবন, কুঞ্জ (৩) সুমতি (৪) সিঞ্চন করে (৫) সযতনে (৬) সরোবর (৭) রক্ষক (৮) শ্রীরামচরিতরূপ মানস সরোবরের (৯) শৃগাল (১০) অন্তঃকরণ হারাইয়া অর্থাৎ দুঃখিত হইয়া।

বঙ্গানুবাদ।

অনেক প্রকার আর যে সকল কথা।
অনেক বরণ পক্ষী শুক[1] পিক[2] তথা ॥

পুষ্প বাটী উপবনে, অতিশয় সুখীমনে,
বিহার করহ পক্ষীগণ।
সাধুমন মালীসম, রামপ্রেম জলোপম,
করে চারু লোচনে সিঞ্চন[3] ॥ ৪৮ ॥

সযতনে গায় যেবা এই লীলাবর[4]।
পারে সে চতুর রক্ষা করিবারে সর[5] ॥
সদা শুনে সমাদরে যেবা নর নারী।
সুর শ্রেষ্ঠ হয় সে মানসে[6] অধিকারী ॥
খলরূপ বক ও বিষয়ীরূপ কাক।
অভাগা ইহারা সর নিকটে না যাক ॥
শম্বুক শৃগাল আর ভেকের সমান।
ইহাতে বিষয়কথা নাহি পায় স্থান ॥
সে কারণে ফিরে হয়ে দুঃখিত অবাক।
বিচার করিয়া কামী কাক ও বলাক[7] ॥
সরপাশে আগমন অতি সুকঠিন।
আসা নাহি যায় হলে রামকৃপাহীন ॥
কুসঙ্গ কুপথ ইথে কঠিন করাল[8]।
কুসঙ্গীর বাক্য যেন ব্যাঘ্র হরি[9] ব্যাল[10] ॥
সংসারকারজ[11] নানা জঞ্জাল[12] সকল।
অতীব দুর্গম যেন বিশাল অচল[13] ॥
বিষয়েতে মোহ মদ কানন সমান।
ভীষণ কুতর্ক নদী তাহে বিদ্যমান ॥

শরধাসম্বল হীন, যে মানব অতি দীন,
সাধু সঙ্গ যেহ নাহি করে।
মানস তাহার প্রতি, সতত অগম্য অতি,
ভক্তি যার নাহি রঘুবরে ॥ ৪৯ ॥

(১) টিয়া পাখী (২) কোকিল (৩) সেচন (৪) শ্রেষ্ঠ (৫) সরোবর (৬) শ্রীরাম চরিত মানস সরোবরে (৭) বক (৮) ভয়ঙ্কর (৯) সিংহ (১০) সর্প (১১) সংসারের কার্য্য (১২) উৎপাত, ঝঞ্ঝাট (১৩) পর্ব্বত।

মূল।

জো করি কষ্ট জাই পুনি কোই।
জাতহিঁ নীঁদ জুড়াই হোই ॥
জড়তাজাড় বিষম উরলাগা।
গয়হুঁ[১] ন মজ্জন পাপ অভাগা ॥
করি ন জাই সর মজ্জন পানা।
ফিরি আবৈঁ সমেত অভিমানা ॥
জো বহোরি কোউ পূছন আবা।
সর নিন্দা করি তাহি সুনাবা ॥
সকল বিঘ্ন ব্যাপহিঁ নহিঁ তেহী।
রাম কৃপা করি চিতবহিঁ[২] জেহী ॥
সোই সাদর সর মজ্জন করহীঁ।
মহাঘোর এয়তাপ ন জরহীঁ[৩] ॥
তে নর য়হ সর তজহিঁ ন কাউ।
জিনকে রামচরণ ভল ভাউ ॥
জো নহাই[৪] চহ ইহি সর ভাই।
সো সতসঙ্গ করৈ মন লাই ॥
অস মানস মানসচখু[৫] চাহী ॥
ভই কবিবুদ্ধি বিমল অবগাহী[৬] ॥
বড়্যো হৃদয় আনন্দ উচ্ছাহু[৭]।
উমগেউ[৮] প্রেম প্রমোদ প্রবাহু ॥
চলী শুভগ কবিতা সরি[৯] তাসোঁ[১০]।
রাম বিমল যশ জল ভরি তাসোঁ ॥
সরযু নাম সুমঙ্গল মূলা।
লোক বেদমত মঞ্জুল কূলা ॥
নদী পুনীত সুমানসনন্দিনী।
কলিমল তট তরু মূল নিকন্দিনী[১১] ॥

দোহাঃ—

শ্রোতা ত্রিবিধ সমাজ পুর,
গ্রাম নগর দুহুঁ কূল।
সন্ত সভা অনুপম অবধ,
সকল সুমঙ্গল মূল ॥ ৫০ ॥

(১) গিয়াও, যাইয়াও (২) অবলোকন করেন (৩) দগ্ধ হয় না (৪) মজ্জন করিতে (৫) মানস চক্ষে অর্থাৎ জ্ঞান-নয়নে (৬) অবগাহন করিয়া অর্থাৎ মজ্জন করিয়া (৭) উৎসাহ (৮) উথলিত হইবে. (৯) ঝরণা, নদী (১০) তাহা হইতে (১১) উৎপাটিনী।

বঙ্গানুবাদ।

কষ্ট করি যদি কেহ পুন তথা যায়।
যাইয়া নিদ্রায় মগ্ন হইয়া জুড়ায়[১] ॥
বিষম জড়তাজাড়[২] লাগি তার উরে[৩]।
হতভাগ্য পাপীজন মজ্জন না করে ॥
সরে জলপান বা মজ্জন না করিয়া।
অভিমান সহ সেহ আসয়ে ফিরিয়া ॥
যদি কেহ পুন আসি জিজ্ঞাসে তাহারে।
তারে শুনাইয়া সেহ সরনিন্দা[৪] করে ॥
তারে নাহি ব্যাপে সব আপদ কখন।
শ্রীরাম করেন যারে কৃপাবলোকন।
সে জন সাদরে সরে[৫] করয়ে মজ্জন।
ঘোর ত্রয়তাপ[৬] জ্বালা হয় নিবারণ ॥
সে নর এ সরোবর তজেনা কখন।
অতি প্রিয় হয় যার শ্রীরামচরণ ॥
স্নান করিবারে চাহে এসরে যেজন।
সাধু সঙ্গ সদা সে করিবে দিয়া মন ॥
এরূপ মানসে[৭] হেরি মানসনয়নে[৮]।
কবিবুদ্ধি সুবিমল হইবে মজ্জনে ॥
বাড়িবে হৃদয়ে অতি আনন্দ উৎসাহ।
উথলিবে সদা প্রেমপ্রমোদপ্রবাহ[৯] ॥
তাহা হতে বিনিঃসৃত কবিতা-সরিত[১০]।
রামের বিমল যশ করে প্রবাহিত ॥
সরযু স্বরূপা নদী সুমঙ্গল মূল।
লোকমত বেদমত মঞ্জু দুই কূল[১১] ॥
পবিত্রা কবিতানদী মানস-নন্দিনী[১২]।
কলিমল-তটতরু-মূল উৎপাটিনী ॥*

ত্রিবিধ সমাজ শ্রোতা[১৩], দুই কূলে সুশোভিতা ;
যেন পুর গ্রাম ও নগর।
সাধু সভা অনুপম, সুপুরী অযোধ্যা সম,
সদা সব সুমঙ্গলকর ॥ ৫০ ॥

(১) শ্রান্তি লাভ করে, বিশ্রাম করে (২) অজ্ঞতা রূপ শীত (৩) অন্তরে, হৃদয়ে (৪) সরোবরের নিন্দা (৫) সরোবরে (৬) ত্রিতাপ অর্থাৎ আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক (৭) শ্রীরামচরিত রূপ মানস সরোবরকে (৮) জ্ঞান চক্ষে (৯) প্রেম ও আনন্দের প্রবাহ (১০) কবিতারূপ নদী (১১) কিনারা, তট (১২) মানসদুহিতা অর্থাৎ শ্রীরাম-চরিত রূপ মানস সরোবরের কণ্যা * কলির পাপ রাশিরূপ তটস্থ তরুমূল উৎপাটনকারিণী (১৩) আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু জ্ঞানী এই তিন প্রকারের শ্রোতাগণ।

মূল।

রামভক্তি সুরসরি[১] তহঁ জাই।
মিলী সুকীরতি সরযু সুহাই॥
সানুজ রাম সমর যশ পাবন।
মিলেউ মহানদ শোন সুহাবন[২]॥
যুগ বিচ[৩] ভক্তি দেবধুনিধারা[৪]।
সোহতি সহিত সুবিরতি বিচারা।
ত্রিবিধ তাপ ত্রাসক ত্রিমুহানী[৫]।
রাম স্বরূপ সিন্ধু সমুহানী[৬]॥
মানসমূল মিলী সুরসরিহী।
সুনত সুজনমন পাবন করিহী॥
বিচ বিচ কথা বিচিত্র বিভাগা।
জনু সরিতীর তীর বন বাগা॥
উমা মহেশ বিবাহ বরাতী[৭]।
তে জলচর অগণিত বহু ভাঁতী॥
রঘুবর জন্ম অনন্দ বধাই[৮]।
ভঁবর[৯] তরঙ্গ মনোহরতাই॥

দোহাঃ—

বালচরিত চহুঁ বন্ধুকে,
বনজ[১০] বিপুল বহুরঙ্গ।
নৃপ রাণী পরিজন[১১] সুকৃত[১২],
মধুকর বারিবিহঙ্গ॥ ৫১॥

সীয় স্বয়ম্বর কথা সুহাই।
সরিত সুহাবনি সো ছবি ছাই॥
নদী নাব[১৩] বটুপ্রশ্ন অনেকা।
কেবট[১৪] কুশল উত্তর সবিবেকা।
সুনি অনুকথন[১৫] পরস্পর হোই।
পথিক সমাজ সোহ সরি সোই॥
ঘোর ধার ভৃগুনাথ রিসানী[১৬]।
ঘাট সুবন্ধ রামবরবাণী॥

বঙ্গানুবাদ।

শ্রীরামভকতি রূপী গঙ্গা তথা গিয়া।
শোভে অতি সুকীরতি-সরযু[১] মিলিয়া॥
সানুজ রামের যুদ্ধযশ সুপাবন।
মিলে যেন মহানদ শোণ সুশোভন॥
উভয়ের মধ্যে ভক্তিগঙ্গা[২] স্রোতস্বতী।
শোভে অতি সহিত বিচার ও বিরতি॥
ত্রিবিধ তাপের ত্রাসকরী এয়মুখী।
শ্রীরাম স্বরূপ সিন্ধু মিলনে উন্মুখী॥
মিলিতা মানসমূলে[৩] গঙ্গা স্রোতস্বতি।
শ্রবণে সুজনমন করে পূত অতি॥
মধ্যে মধ্যে সুবিচিত্র কথার বিভাগ।
যেন নদী তীরে সুশোভিত বন বাগ[৪]॥
উমাশিবপরিণয়ে বরযাত্রীগণ।
বিবিধ প্রকার জলচর অগণন॥
শ্রীরামজনমগীত আনন্দ উৎসব।
জলাবর্ত্ত জলবীচি মনোহারী সব॥

বালক চরিত মহা, চারি ভ্রাতা করে যাহা,
শোভে যেন বিচিত্র কমল।
নৃপ রাণী পরিজন, তাঁহাদের আচরণ—
শোভে জলপক্ষী ভৃঙ্গদল॥ ৫১॥

সীতাদেবী স্বয়ম্বর-কথা মনোহর।
সৌন্দর্য্যশালিনী নদীরূপে শোভাকর॥
বহুবিধ বটুপ্রশ্ন[৫] শোভে নৌকাবর।
নিপুণ নাবিক তাহে সবিবেকোত্তর[৬]॥
তাহা শুনি পশ্চাৎ কথন পরস্পরে।
পথিকসমাজ শোভে সেই নদবরে॥
ভৃগুনাথক্রোধ যেন ঘোর স্রোতধারা।
তাহাতে সুবন্ধ ঘাট রামবাণী বরা[৭]।

(১) দেব নদী, গঙ্গা (২) সুশোভন (৩) মধ্যে (৪) দেব নদী অর্থাৎ গঙ্গার স্রোত (৫) ত্রয়মুখী (৬) সম্মুখিনী (৭) বরযাত্রী (৮) উৎসব গীত (৯) জলভ্রমী, জলাবর্ত্ত, ঘূর্ণী (১০) কমল পদ্ম (১১) পরিবার (১২) সুকর্ম্ম (১৩) নৌকা (১৪) নাবিক (১৫) পশ্চাৎ কথন (১৬) ক্রোধ।

(১) সুকীর্ত্তিরূপা সরযূ (২) ভক্তিরূপী গঙ্গা (৩) শ্রীরামচরিত রূপ মানস সরোবরের মূলে অর্থাৎ মূল দেশে (৪) উপবন (৫) কুমার ব্রহ্মচারী তাঁহাদের প্রশ্ন (৬) জ্ঞানপূর্ণ সদুত্তর (৭) শ্রেষ্ঠা।

মূল।

সানুজ রাম বিবাহ উচ্ছাহূ[১]।
সো শুভ উমঁগ সুখদ সবকাহু॥
কহত সুনত হর্ষহিঁ পুলকাহীঁ।
তে সুকৃতী জন মুদিত নহাহীঁ[২]॥
রাম তিলক হিত[৩] মঙ্গল সাজা[৪]।
পর্বযোগ জনু জুরেউ[৫] সমাজা[৬]॥
কাই[৭] কুমতি কৈকয়ী কেরী।
পরী[৮] জাসু ফল বিপতি ঘনেরী[৯]॥
দোহাঃ—
শমন[১০] অমিত উৎপাত সব,
ভরত চরিত জপ জাগ।
কলি-অঘ খল-অবগুণ কথন,
তে জলমল বক কাগ॥ ৫২॥

কীরতি সরিত চহুঁ[১১] ঋতু রূরী[১২]।
সময় সুহাবনি পাবনি ভূরী[১৩]॥
হিম হিম-শৈল-সুতা[১৪] শিব ব্যাহূ[১৫]।
শিশির সুখদ প্রভু জন্ম উচ্ছাহূ॥
বর্ণব রাম বিবাহ সমাজু।
সো মুদ মঙ্গলময় ঋতুরাজু॥
গ্রীষ্ম দুসহ রাম বনগবনু।
পন্থকথা খর আতপ পবনু॥
বর্ষা ঘোর নিশাচর রারী[১৬]।
সুর কুল শালি সুমঙ্গলকারী॥
রাম রাজ্য সুখ বিনয় বড়াই।
বিশদ সুখদ সোই শরদ সুহাই।
সতীশিরোমণি সিয় গুণ গাথা।
সোই গুণ অমল অনুপম পাথা[১৭]॥
ভরত স্বভাব সুশীতলতাই।
সদা একরস বরণি ন জাই॥

বঙ্গানুবাদ।

সানুজ রামের পরিণয়জ উৎসাহ।
সর্ব্ব সুখপ্রদ যেন উথলে প্রবাহ॥
কথনে শ্রবণে হন হৃষ্ট পুলকিত।
পুণ্যাত্মা তাঁহারা মাত্র মজ্জনে মুদিত॥
রামের তিলক[১] হেতু মঙ্গলের সাজ।
পর্ব্বযোগে[২] মিলে যেন সকল সমাজ॥
শৈবাল কুমতি তাহে কেকয়সুতার।
পড়িল যাহার ফলে বিপত্তি অপার॥

জপ যাগ নিয়মিত, ভরতচরিত নিত[৩],
করে সব বিপত্তি নাশন।
কলির কলুষগণ, খলদোষ বরণন,
যেন মলা বক কাকগণ॥ ৫২॥

কীরতিসরিতে ছয় ঋতু মনোহর।
অতীব পবিত্র কাল পরম সুন্দর॥
হিমঋতু[৪] শিবদুর্গা-অদ্ভুত-বিবাহ।
শিশির[৫] সুখদ প্রভু-জনম-উৎসাহ॥
বর্ণনা করিব রাম-বিবাহ সমাজ।
যেন তাহা মুদশুভময়[৬] ঋতুরাজ[৭]॥
দুঃসহ নিদাঘ[৮] রাম-অরণ্য-গমন।
পন্থকথা যেন খর আতপ পবন॥
অতি ঘোর বর্ষাঋতু নিশাচর-রণ।
শালিসম[৯] সুরকুল মঙ্গল-করণ॥
শ্রীরামের রাজ্যসুখ বিনয় প্রবর।
বিশদ[১০] সুখদ তাহা শরত[১১] সুন্দর॥
সতী-শিরোমণি-সীতা তাঁর গুণগান।
অনুপম নিরমল জলের সমান॥
শীতলতা গুণ তাহে ভরত-চরিত।
সদা একরস[১২] উহা না হয় বর্ণিত॥

---

(১) উৎসাহ, আনন্দ (২) স্নান করেন (৩) হেতু জন্য (৪) সজ্জিত উপকরণ সকল (৫) মিলিত হয় (৬) সমাজ বা দলবদ্ধ লোক সকল (৭) শৈবাল, জলের মলা (৮) পড়িল (৯) অধিক, অনেক (১০) শান্ত করিল (১১) ছয় (১২) মনোহর (১৩) প্রচুর, অতিশয় (১৪) পার্ব্বতী, দুর্গা (১৫) বিবাহ (১৬) রণ (১৭) জল।

(১) রাজ্যাভিষেক (২) বিষু সংক্রান্তি প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে (৩) নিত্য, সতত (৪) শীতকাল (৫) শিশির ঋতু, মাঘ ও ফাল্গুন মাস (৬) আনন্দ ও মঙ্গলময় (৭) বসন্ত (৮) গ্রীষ্ম কাল (৯) ধান্য তুল্য (১০) নির্ম্মল (১১) শরৎ কাল (১২) একমাত্র মধুর রসান্বিত।

মূল।

দোহা :—

অবলোকনি বোলনি মিলনি,
প্রীতি পরস্পর হাস।
ভায়প[1] ভলি চহুঁ বন্ধুকী[2],
জল মাধুরী সুবাস ॥৫৩॥

আরতি[3] বিনয় দীনতা মোরী।
লঘুতা ললিত সুবারি ন থোরী।
অদ্ভুত সলিল সুনত গুণকারী।
আস[4] পিয়াস মনোমল হারী ॥
রাম সুপ্রেমহি পোষত[5] পানী।
হরত সকল কলি কলুষ গলানী ॥
ভবশ্রব[6] শোষক তোষক তোষা।
শমন দুরিত[7] দুখ দারিদ দোষা ॥
কাম ক্রোধ মদ মোহ নশাবন।
বিমল বিবেক বিরাগ বড়াবন ॥
সাদর মজ্জন পান কিয়েতে।
মিটই পাপ পরিতাপ হিয়েতে ॥
জিন যহি বারি ন মানস[8] ধোয়ে।
তিন কায়র[9] কলিকাল বিগোয়ে ॥
তৃষিত নিরখি রবিকর[10] ভববারী।
ফিরহিঁ মৃগা জিমি জীব দুখারী ॥

দোহা :—

মতি অনুহারি সুবারি গুণ,
গণিগণ মন অন্হবায়।
সুমিরি ভবানী শঙ্করহি,
কহ কবি কথা সুহায় ॥৫৪॥

দোহা :—

অব রঘুপতিপদ পঙ্করুহ[11],
হিয় ধরি পায় প্রসাদ।
কহৌঁ যুগল মুনি বর্য্যকর[11],
মিলন শুভগ[13] সম্বাদ ॥৫৫॥

---

(১) ভ্রাতৃভাব (২) ভ্রাতার (৩) আর্ত্তি, কাতরতা (৪) আশা (৫) পোষণকরে (৬) সংসার অর্থাৎ জন্মমরণরূপ স্রোত বা ধারা (৭) পাপ (৮) মন (৯) কাপুরুষ (১০) মরীচিকা (১১) কমল, পদ্ম (১২) মুনিবরদ্বয়ের (১৩) সুন্দর।

বঙ্গানুবাদ।

মনোহর বিলোকন, মধুবাক্য সুমিলন,
পরস্পর প্রীতি উপহাস।
চতুর ভ্রাতায় মিলি, সুমধুর কোলাকুলি,
তাহা জলমাধুরী সুবাস[1] ॥৫৩॥

বিনয় দীনতা মোর অপিচ আরতি[2]।
সুবারিতে লঘুগুণ সুললিত অতি ॥
যে অদ্ভুত সলিল শ্রবণে গুণকারী।
দুরাশা পিপাসা আর মনোমলহারী[3] ॥
যে বারি শ্রীরামপ্রেম করয়ে পোষণ।
কলির কলুষগ্লানি[4] করিয়া হরণ ॥
ভবস্রোত[5] বিশোষক তুষ্টতুষ্টিকারী[6]।
দরিদ্রতা বিনাশক পাপতাপহারী ॥
কাম ক্রোধ মদ মোহ করে বিনাশন।
বিরাগ বিমল জ্ঞান করি বরধন[7] ॥
সাদরে মজ্জন পান এই সরোবরে।
হৃদয়ের পাপতাপ নিবারণ করে ॥
যে জন এ জলে ধৌত নাহি করে মন।
কলিলীন কাপুরুষ হয় সেই জন ॥
ভববারি মরীচিকা[8] করি নিরীক্ষণ।
মৃগসম ফিরে জীব অতি দুখীমন ॥

মতিরূপ গণি মনে, সুবারির গুণগণে,
করি তাহে সাদরে মজ্জন।
ভবানী শঙ্কর পদে, ধারণ করিয়া হৃদে
কহে কবি কথা সুশোভন ॥৫৪॥

রামপদ সুকমল, অতিশয় নিরমল,
হৃদে ধরি পাইয়া প্রসাদ[9]।
যুগ্ম মনিবর[10] হন, যেরূপেতে সম্মিলন,
কহি সেই সুন্দর সম্বাদ ॥৫৫॥

---

(১) সুগন্ধ (২) আর্ত্তি, কাতরতা (৩) মনের মলা হরণকারী (৪) পাপজনিত ক্লান্তি (৫) ভব অর্থাৎ সংসার তাহার স্রোত বা ধারা (৬) সাক্ষাৎ সন্তোষেরও সন্তোষ-দায়ক (৭) বর্দ্ধন (৮) ভববারিরূপ মরীচিকা অর্থাৎ সূর্য্যকিরণে যেমন বারিভ্রম সেইরূপ এই সংসারস্রোতকে বারিভ্রম করিয়া, আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণের চেষ্টা (৯) অনুগ্রহ (১০) ভরদ্বাজ ও যাজ্ঞবল্ক্য।

মূল।

দোহা :—
ভরদ্বাজ জিমি প্রশ্ন কিয়,
যাজ্ঞবল্ক্য মুনিপায়।
প্রথম মুখ্য সম্বাদ সোই,
কহিহোঁ হেতু বুঝায় ॥৫৬॥

ভরদ্বাজ মুনি বসহিঁ প্রয়াগা।
জিনহিঁ রামপদ অতি অনুরাগা ॥
তাপস শমদম দয়া নিধানা।
পরমারথপথ পরম সুজানা[১] ॥
মাঘ মকরগত রবি জব হোই।
তীরথ-পতিহিঁ[২] আব সব কোই ॥
দেব দনুজ কিন্নর নর শ্রেণী।
সাদর মজ্জহিঁ সকল ত্রিবেণী ॥
পূজহিঁ মাধব পদ জলজাতা[৩]।
পরশি অক্ষয়বট হর্ষিত গাতা ॥
ভরদ্বাজ আশ্রম অতি পাবন।
পরম রম্য মুনিবর মনভাবন ॥
তহঁা হোই মুনি ঋষয় সমাজা।
জাহিঁ জে মজ্জন তীরথ রাজা ॥
মজ্জহিঁ প্রাত সমেত উচ্ছাহা।
কহহিঁ পরস্পর হরিগুণ গাহা ॥

দোহা :—
ব্রহ্ম নিরূপণ ধর্ম্মবিধি,
বর্ণহিঁ তত্ব বিভাগ।
কহহিঁ ভক্তি ভগবন্তকী,
সংযুত জ্ঞান বিরাগ ॥৫৭॥

ইহি প্রকার ভরি মকর নহাহীঁ[৪]।
পুনি সব নিজ নিজ আশ্রম জাহীঁ ॥
প্রতি সম্বত অস হোই অনন্দা।
মকর মজ্জি গবনহিঁ[৫] মুনিবৃন্দা ॥
একবার ভরি মকর নহায়ে।
সব মুনীশ আশ্রমনি সিধায়ে ॥

(১) সুবিজ্ঞ (২) তীর্থপতি প্রয়াগে (৩) পদ্ম (৪) স্নান করেন (৫) গমন করেন।

বঙ্গানুবাদ।

ভরদ্বাজ করি যত্ন, যেরূপ করেন প্রশ্ন,
যাজ্ঞবল্ক্য মুনিকে পাইয়া।
প্রথমে বর্ণনা করি, সে সম্বাদে মুখ্য ধরি,
সকল কারণ বুঝাইয়া ॥৫৬॥

ভরদ্বাজ নামে মুনি প্রয়াগে বসতি।
যাঁহার শ্রীরামপদে অনুরাগ অতি ॥
মুনিবর শম[১] দম[২] দয়ার নিধান।
পরমার্থ পথে তাঁর হয় অতি জ্ঞান ॥
মাঘেতে মকরগত রবি যবে হন ॥
প্রয়াগতীরথ স্নানে আসে সর্ব্বজন ॥
দেবতা দনুজ[৩] নর কিন্নরের[৪] শ্রেণী।
সাদরে মজ্জন করে সকলে ত্রিবেণী ॥
মাধবের পাদপদ্ম করিয়া পূজন।
পরশি অক্ষয়বট পুলকিত হন ॥
ভরদ্বাজ-সুআশ্রম অতীব পাবন।
পরম সুরম্য মুনিমনবিমোহন ॥
তথা সমবেত মুনি ঋষি সমুদায়।
যাহারা তীরথরাজে[৫] মজ্জিবারে[৬] যায় ॥
উৎসাহ সহিত প্রাতে করিয়া মজ্জন।
পরস্পরে হরিগুণ করেন কথন ॥

পরব্রহ্ম নিরূপণ, ধর্ম্মবিধি বিবরণ,,
তত্বভাগ করেন বর্ণন।
ভগবত ভক্তিকথা, জ্ঞানরাগ যুত যথা,
সুবিস্তার করিয়া কথন ॥৫৭॥

সমস্ত মকর ভরি করি তবে স্নান।
পুন সবে নিজ নিজ আশ্রমেতে যান ॥
এরূপ আনন্দ প্রতি সম্বৎসর হয়।
মকরে মজ্জন করি যান মুনিচয় ॥
একবার মকর ভরিয়া করি স্নান।
সকল মুনীশ মিলি আশ্রমেতে যান ॥

(১) শান্তি (২) সংযম (৩) দৈত্য (৪) দেবলোকের অর্থাৎ স্বর্গের গায়কের (৫) তীর্থরাজে অর্থাৎ প্রয়াগে (৬) স্নান করিবারে।

মূল ।

যাজ্ঞবল্ক্য মুনি পরম বিবেকী ।
ভরদ্বাজ রাখেউ পদ টেকী[1] ॥
সাদর চরণ সরোজ[2] পখারে[3] ।
অতি পুণীত আসন বৈঠারে ॥
করি পূজা মুনি সুযশ বখানী ।
বোলে অতি পুণীত মৃদু বানী ॥
নাথ এক সংশয় বড় মোরে ।
করতল বেদতত্ব সব তোরে ॥
কহত মোহিঁ লাগত ভয় লাজা ।
জো ন কহোঁ বড় হোই অকাজা ॥
দোহা :—
সন্ত কহহিঁ অস নীতি প্রভু,
শ্রুতি পুরাণ যো গাব ।
হোই ন বিমল বিবেক উর,
গুরু সন কিয়ে দুরাব[4] ॥৫৮॥

অস বিচারী প্রগটথ[5] নিজ মোহূ ।
হরহু[6] নাথ করি জন[7] পর ছোহূ[8] ॥
রাম নাম কর অমিত প্রভাবা ।
সন্ত পুরাণ উপনিষদ গাবা ॥
সন্তত[9] জপত শম্ভু অবিনাশী ।
শিব ভগবান জ্ঞান গুণ রাশী ॥
আকর চারি জীব জগ অহহীঁ ।
কাশী মরত পরম পদ লহহীঁ ॥
সোকি রাম মহিমা মুনি রায়া ।
শিব উপদেশ করত করি দায়া ॥
রাম কবন প্রভু পূছোঁ তোহীঁ ।
কহহু বুঝায় কৃপানিধি মোহীঁ ॥
এক রাম অবধেশ কুমারা ।
তিন কর চরিত বিদিত সংসারা ॥
নারি বিরহ দুখ লহেউ অপারা ।
ভয়ে রোষ রণ রাবণ মারা ।

(১) ধরিয়া (২) পদ্ম (৩) প্রক্ষালন করেন (৪) ছল, ভাণ, (৫) প্রকাশ করিব (৬) হরণ করুন (৭) দাস (৮) স্নেহ (৯) সতত ।

বঙ্গানুবাদ ।

যাজ্ঞবল্ক্য মুনিবর অতি বিচক্ষণ ।
ভরদ্বাজ রাখে তাঁরে ধরিয়া চরণ ॥
সাদরে চরণ-পদ্ম করি প্রক্ষালন ।
বসিতে দিলেন তাঁরে পবিত্র আসন ॥
পূজিয়া মুনীশে তাঁর সুযশ বাখানী ।
বলিলেন অতিমৃদু সুপবিত্র বাণী ॥
হে নাথ সংশয় এক মম অতিশয় ।
আপনার বেদতত্ত্ব করগত হয় ॥
কহিতে আমার লাগে ভয় আর লাজ ।
যদি চ না কহি তবে হইবে অকাজ ॥

প্রভু ইহা নীতি হয়, সাধুগণ সদা কয়,
গান করে শ্রুতি ও পুরাণ ।
না পায় বিমল জ্ঞান, তাহার হৃদয়ে স্থান,
গুরু সনে যেহ করে ভাণ ॥৫৮॥

এরূপ বিচারে প্রকাশিব নিজ মোহ ।
প্রভু তাহা বিনাশিয়া দাসে কর স্নেহ ॥
অমিত প্রভাবশালী রামনাম হয় ।
সজ্জনে পুরাণে উপনিষদেতে কয় ॥
সতত জপিয়া তাহা শম্ভু অবিনাশী ।
ভগবান তুল্য শিব জ্ঞান-গুণ-রাশী ॥
চতুর আকরে[1] জাত জীব এ মহীতে ।
শ্রেষ্ঠপদ লাভ করে মরিয়া কাশীতে ॥
শ্রীরাম-মহিমা উহা হয় কি মুনীশ ।
দয়া করি শিব যাহা দেন উপদেশ ॥
শ্রীরাম কেমন প্রভু জিজ্ঞাসি তোমাকে ।
কৃপানিধি বুঝাইয়া বলহ আমাকে ॥
এক রাম অযোধ্যাধিপতির কুমার ।
তাঁহার চরিত্র হয় বিদিত সংসার ॥
নারীর বিরহ দুঃখ সহিয়া অপার ।
রুষ্ট হয়ে রণে করে রাবণে সংহার ॥

(১) চারি আকরে অর্থাৎ খনিতে জাত যথা জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ স্বেদজ ।

মূল।

দোহা :—

প্রভু সোই রাম কি অপর কোউ,
জাহি জপত ত্রিপুরারি।
সত্যধাম সর্ব্বজ্ঞ তুম,
কহহু বিবেক বিচারি ॥৫৯॥

জৈসে মিটে মোহ ভ্রম ভারী।
কহহু সো কথা নাথ বিস্তারী ॥
যাজ্ঞবল্ক্য বোলে মুস্থকাই[১]।
তুমহিঁ বিদিত রঘুপতি প্রভুতাই ॥
রামভক্ত তুম মন-ক্রম-বানী[২]।
চতুরাই তুম্হারী মৈঁ জানী ॥
চাহহু সুনা রামগুণ গূঢ়া।
কীন্হেউ প্রশ্ন মনহু অতি মূঢ়া ॥
তাত সুনহু সাদর মন লাই।
কহহুঁ রামকী কথা সুহাই ॥
মহামোহ মহিশেষ[৩] বিশালা।
রামকথা কালিকা[৪] করালা ॥
রামকথা শশিকিরণ সমানা।
সন্ত চকোর করহিঁ তেহি পানা ॥
ঐসে সংশয় কীন্হ ভবানী।
মহাদেব তব কহা বখানী ॥

দোহা :—

কহৌঁ স্বমতি অনুহারি অব,
উমা শম্ভু সম্বাদ।
ভয়উ সময় জেহি হেতু যহ,
সুনি মুনি মিটহিঁ বিষাদ ॥৬০॥

একবার ত্রেতাযুগ মাহীঁ।
শম্ভু গয়ে কুম্ভজ[৫] ঋষি পাহীঁ[৬] ॥
সঙ্গ সতী জগজননি[৭] ভবানী।
পূজে ঋষি অখিলেশ্বর জানী ॥
রামকথা মুনিবর্য্য[৮] বখানী।
সুনী মহেশ পরম সুখমানী ॥

(১) হাসিয়া (২) কায়মনোবাক্যে (৩) মহিষাসুর (৪) দুর্গা (৫) অগস্ত্য (৬) নিকটে (৭) জগতের জননী (৮) মুনিবর।

বঙ্গানুবাদ।

প্রভু তিনি সেই রাম, শিব যাঁর করে নাম,
অথবা অপর কেহ আর।
সত্যধাম সরবজ্ঞ, তুমি প্রভু ত্রিকালজ্ঞ,
কহ করি বিবেকে বিচার ॥৫৯॥

যাহাতে মিটিবে মোর মোহ ভ্রম ভারি।
হে নাথ বলহ তাহা সুবিস্তার করি ॥
জাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন সহিত হসিত।
শ্রীরামপ্রভুতা নহে তব অবিদিত ॥
কায়মনোবাক্যে তুমি শ্রীরামভকত।
তোমার চাতুর্য্য আমি জানি ভালমত ॥
শুনিবারে চাহ তুমি রামগুণ গূঢ়।
তাহাতে করিলে প্রশ্ন যেন অতি মূঢ় ॥
মন দিয়া শুন তাত সহিত আদর।
কহিব শ্রীরামকথা অতীব সুন্দর ॥
বিশাল মহিষাসুর মহামোহ যথা।
করালা[১] কালিকা[২] সম রামকথা তথা ॥
রামকথা হয় শশিকিরণ সমান।
সজ্জন চকোর তাহা করে সদা পান ॥
ঐরূপ সংশয় যবে করেন ভবানী।
কহিলেন মহাদেব তখন বাখানী ॥

নিজ মতি অনুসারে, এবে ইচ্ছা কহিবারে,
সেই উমা-শম্ভু-সুসম্বাদ[৩]।
হয়েছে সময় সেই, তাহা বলিবার এই,
শুনি মুনে মিটিবে বিষাদ ॥৬০॥

একবার ত্রেতাযুগে হইল ঘটন।
কুম্ভজ[৪] নিকটে শম্ভু করেন গমন ॥
জান বিশ্বমাতা সতী সহ মহেশ্বর।
পূজে ঋষি জানি তাঁকে অখিল ঈশ্বর ॥
বাখানী কহেন রামকথা মুনিবর।
অতি সুখ মানি তাহা শুনেন শঙ্কর ॥

(১) ভীষণা (২) দুর্গা (৩) উমা ও শম্ভু বিষয়ক ইতিহাস (৪) কুম্ভে জাত অর্থাৎ অগস্ত্যমুনি।

মূল ।

ঋষি পূঁছ্ছী হরিভক্তি সুহাই ।
কহী শম্ভু অধিকারী পাই ॥
কহত শুনত রঘুপতি গুণগাথা ।
কচ্ছু দিন তহঁা রহে গিরিনাথা[1] ॥
মুনি সন বিদা মাঁগি ত্রিপুরারী ।
চলে ভবন সঙ্গ দক্ষকুমারী ॥
তেহি অবসর ভঞ্জনমহিভারা ।
হরি রঘুবংশ লীহ্নু অবতারা ॥
পিতা বচন ত্যজি রাজ্য উদাসী ।
দণ্ডকবন বিচরত অবিনাশী ॥

দোহাঃ—
হৃদয় বিচারত জাত[2] হর,
কেহি বিধি দরশন হোই ।
গুপ্তরূপ অবতরেউ প্রভু,
গয়ে[3] জান সব কোই ॥ ৬১ ॥

সোঃ—
শঙ্কর উর অতি ক্ষোভ,
সতী ন জানহিঁ মর্ম্ম সোই ।
তুলসী দরশন লোভ,
মনডর[4] লোচন লালচী[5] ॥১১॥
রাবণ মরণ মনুজ[6] কর[7] যাঁচা ।
প্রভু বিধিবচন কীহ্নু চহ সাঁচা[8] ॥
জো নহি জাউঁ রহৈ পছিতাবা[9] ।
করত বিচার নবনত বনাবা[10] ॥
য়হি বিধি ভয়ে শোচ বশ ঈশা ।
তাহী সময় জায় দশশীশা[11] ॥
লীহ্নু নীচ মারীচহি সঙ্গা ।
ভয়েউ তুরত সোই কপট কুরঙ্গা ॥
করি ছল মূঢ় হরী[12] বৈদেহী[13] ।
প্রভুপ্রতাপ উর বিদিত ন তেহী ॥

(১) গিরীশ, শিব (২) যাইতে যাইতে (৩) গেলে (৪) মনে ভয় (৫) লালসান্বিত (৬) মানব (৭) হস্ত (৮) সত্য (৯) অনুতাপ (১০) স্থির নিশ্চয় হয় না (১১) দশমুণ্ড রাবণ (১২) হরণ করিল (১৩) বিদেহতনয়া জানকী।

বঙ্গানুবাদ ।

শুভ হরিভক্তি কিবা জিজ্ঞাসেন মুনি ।
কহিলেন শম্ভু তাঁকে অধিকারী গুণি ॥
কহিয়া শুনিয়া রঘুপতি-গুণগান ।
কিছু দিন থাকিলেন শিব ভগবান ॥
মুনি সনে বিদায় মাগিয়া ত্রিপুরারী ।
ভবনেতে যান সঙ্গে দক্ষের কুমারী ॥
সে সময় ভঞ্জন করিতে মহীভার ।
শ্রীহরি রঘুরবংশে হন অবতার ॥
পিতৃবাক্যে রাজ্য ত্যজি হইয়া উদাসী ।
দণ্ডককাননে ভ্রমে প্রভু অবিনাশী ॥

করিলেন সুবিচার,　　যাইতে যাইতে হর,
কিরূপে পাইব দরশন ।
প্রভু গুপ্তরূপ ধরি,　　অবতীর্ণ ধরাপরি,
যাইলে জানিবে সর্ব্বজন ॥৬১॥

শঙ্করের হৃদয়েতে,　　অতি ক্ষোভ[1] জন্মে তাতে
সে মরম সতী নাহি জানে ।
তুলসী বিচারে মনে,　　লোভ অতি দরশনে,
মনে ভয় লালসা লোচনে ॥১১॥
রাবণ মরণ যাচে মানবের করে ।
প্রভু চাহে বিধিবাক্য সত্য করিবারে ॥
যদি নাহি যাই অনুতাপ হবে মনে ।
কিছুই না ঠিক হয় বিচার করণে ॥
এরূপে শঙ্কর হন শোকেতে মগন ।
সে সময়ে দশানন করিছে গমন ॥
অধম মারীচে লয় করি নিজ সঙ্গ ।
ত্বরায় হইল সেহ কপট কুরঙ্গ[2] ॥
বিদেহ তনয়া মূঢ় হরে করি ছল ।
বিদিত না হয়ে প্রভু-প্রতাপ প্রবল ॥

(১) চঞ্চলতা (২) হরিণ।

মূল।

মৃগবধি বন্ধু[১] সহিত হরি আয়ে।
আশ্রম দেখি নয়নজল ছায়ে॥
বিরহ বিকল নরইব রঘুরাই।
খোজত বিপিন ফিরত দোউ ভাই॥
কবহুঁ যোগ বিয়োগ ন জাকে।
দেখা প্রগট[২] বিরহ দুখ তাকে॥

দোহা :- অতি বিচিত্র রঘুপতি চরিত,
জানহিঁ পরম সুজান[৩]।
জে মতিমন্দ বিমোহবশ,
হৃদয় ধরহিঁ কছু আন[৪]।৬২॥

শম্ভু সময় তেহি রামহিঁ দেখা।
উপজাঁ হিয় অতি হর্ষ বিশেষা॥
ভরি লোচন ছবি[৫] সিন্ধু নিহারী।
কুসময় জানি ন কীহ্ন চিহ্নারী[৬]॥
জয় সচ্চিদানন্দ জগপাবন।
অস কহি চলেউ মনোজ[৭] নসাবন[৮]॥
চলে জাত শিব সতী সমেতা॥
পুনি পুনি পুলকিত কৃপানিকেতা॥
সতী সোদশা শম্ভুকী দেখি
উর উপজা সন্দেহ বিশেষী॥
শঙ্কর জগত বন্দ্য জগদীশা।
সুর নর মুনি সব নাবত শীশা॥
তিন নৃপসুতহি কীহ্ন পরনামা।
কহি সচ্চিদানন্দ পরধামা॥
ভয়ে মগন ছবি তাসু বিলোকী।
অজহুঁ প্রীতি উর রহতি ন রোকী[৯]॥

দোহা :—
ব্রহ্ম জো ব্যাপক বিরজ[১০] অজ,
অকল[১১] অনীহ অভেদ।
সোকি দেহধরি হোই নর,
জাহি ন জানত বেদ ॥৬৩॥

(১) ভ্রাতা। (২) প্রকাশিত (৩) সুবিজ্ঞ (৪) অন্য (৫) শোভা (৬) পরিচয় (৭) কামদেব (৮) বিনাশক (৯) আটকান (১০) রজগুণাতীত (১১) কলাহীন, অনন্ত।

বঙ্গানুবাদ।

মৃগবধি আসে হরি সহিত লক্ষ্মণ।
আশ্রম দেখিয়া হন সজলনয়ন॥
রঘুরাজ নরসম বিরহে বিকল।
দুই ভাই ফিরে খোজি বিপিন সকল॥
কখন বিয়োগ যোগ নাহি হয় যাঁর।
দেখেন বিরহদুঃখ প্রকাশিত তাঁর॥

অতীব বিচিত্র হয়, রঘুবর লীলাচয়[১],
জানে তাহা অতি জ্ঞানীজন।
যারা সব মন্দমতি, বিমোহ অধীন অতি,
অন্যরূপ করিবে ধারণ[২] ॥৬২॥

দেখিলেন মহাদেব শ্রীরামে যখন।
অন্তরে উপজে হর্ষ বিশেষ তখন॥
শোভার সিন্ধুকে দেখি লোচন ভরিয়া
রহিলেন গুপ্ত মন্দসময় জানিয়া॥
জয় সতচিদানন্দ জগতপাবন।
ইহা কহি কামরিপু[৩] করেন গমন॥
যাইতে যাইতে শিব সতীর সহিত।
কৃপালয় পুন পুন হন পুলকিত॥
শম্ভুর সে দশা দেখি সতীর হৃদয়ে।
বিশেষ সন্দেহ উপজিল সে সময়ে॥
শঙ্কর জগতবন্দ্য ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর।
নত করে শির সব সুর মুনি নর॥
তিনি কেন নৃপসুতে করেন প্রণাম।
কহিয়া সচ্চিদানন্দ আর পরধাম[৪]॥
তাঁর ছবি নিরখিয়া তাহাতে মগন।
হৃদয়ের প্রীতি নাহি হয় সম্বরণ॥

ব্রহ্ম অজ সর্ব্বব্যাপ্ত, বিরজ[৫] বলিয়া খ্যাত,
কলাহীন[৬] অনীহ[৭] অভেদ[৮]।
ধারণ করিয়া দেহ, হইবে কি নর সেহ,
যাঁকে নাহি জানে চতুর্ব্বেদ ॥৬৩॥

(১) সকল (২) চিন্তন (৩) কামের রিপু মহাদেব (৪) মোক্ষধাম (৫) রজগুণাতীত, নিষ্কাম, রাগ দ্বেষাদি বিবর্জ্জিত (৬) অংশ বিহীন, অখণ্ড (৭) নিশ্চেষ্ট (৮) অবিশেষ।

মূল।

বিষ্ণু জো সুরহিত নরতনুধারী।
সোউ সর্ব্বজ্ঞ যথা ত্রিপুরারী॥
খোজত সোকি অজ্ঞইব নারী।
জ্ঞানধাম শ্রীপতি অসুরারী॥
শম্ভুগিরা[১] পুনি মৃষা[২] ন হোই।
শিব সর্ব্বজ্ঞ জান সব কোই॥
অস সংশয় মন ভয়উ অপারা।
হোইন হৃদয় প্রবোধ প্রচারা॥
যদ্যপি প্রগট ন কহেউ ভবানী।
হর অন্তর্যামী সব জানী॥
সুনহু সতী তব নারি স্বভাউ[৩]।
সংশয় অস ন ধরিয় উর কাউ॥
জাসুকথা কুম্ভজঋষি গাই।
ভক্তি জাসু মৈঁ মুনিহি সুনাই॥
সোই মম ইষ্টদেব রঘুবীরা।
সেবত জাহি সদা মুনিধীরা॥

ছন্দ:—

মুনি ধীর যোগী সন্তত[৪],
বিমল মন জেহি ধ্যাবহীঁ[৫]॥
কহি নেতি[৬] নিগম পুরাণ আগম
জাসু কীরতি গাবহীঁ॥
সোই রাম ব্যাপক ব্রহ্ম ভুবন
নিকায়[৭] মায়াপতি ধনী।
অবতরেউ অপনে ভক্তহিত
নিজতন্ত্র[৮] নিত রঘুকুলমনী॥২॥

সোঃ—

লাগ ন উর উপদেশ,
যদপি কহেউ শিব বারবহু।
বোলে বিহঁসি মহেশ,
হরিমায়াবল জানি জিয়[৯] ॥১২॥

(১) শম্ভুর বাক্য (২) মিথ্যা (৩) স্বভাব (৪) সতত (৫) ধ্যান করেন (৬) ন+ইতি অর্থাৎ যাঁহার ইতি বা শেষ নাই (৭) আলয় (৮) আপনার অধীন, স্বাধীন (৯) অন্তরে, হৃদয়ে।

বঙ্গানুবাদ।

বিষ্ণু যিনি সুরহিত নরতনুধারী॥
তিনিও সর্ব্বজ্ঞ হন যথা ত্রিপুরারী॥
খোজে সেকি অজ্ঞসম আপনার নারী।
যিনি জ্ঞান ধাম ও শ্রীপতি অসুরারী॥
শম্ভুর বচন পুন মিথ্যা না হইবে।
শঙ্কর সর্ব্বজ্ঞ বলি জানে লোক সবে॥
এরূপ সংশয় মনে হইল অপার।
হৃদয়ে প্রবোধ নাহি হয় সুপ্রচার॥
যদ্যপি প্রকাশি সতী না কহেন উহা।
অন্তর্যামী মহাদেব জানিলেন তাহা॥
শুন সতী নারীমত স্বভাবেতে কেন।
মহান সংশয় ধর অন্তরেতে হেন॥
যাঁর কথা ঋষিবর কুম্ভজ[১] গাইল।
যাঁর ভক্তি মমপাশে সে মুনি শুনিল॥
তিনি হন মম ইষ্টদেব[২] রঘুবীর।
সতত যাঁহার সেবা করে মুনিধীর॥

ধীরমুনি শুদ্ধমনে, সদা সিদ্ধ যোগীগণে,
হৃদয়ে যাঁহার করে ধ্যান।
আগম[৩] নিগম[৪] আর, পুরাণাদি শাস্ত্র সার,
যাঁর কীর্ত্তি নেতি[৫] কহি গান॥
পরব্রহ্ম বিশ্বালয়, সেই রাম বিশ্বময়,
তিনি হন মায়াপতি ধনী।
অবতীর্ণ ভক্তহিত, আপন অধীন নিত[৬]
হন প্রভু রঘুকুল-মনী॥

হৃদয়ে না লাগে বেশ, সেই মহা উপদেশ,
কহিলেও শিব বারম্বার।
কহে শম্ভু হাসি অতী, হরিমায়া বলবতী,
করি নিজ হৃদয়ে বিচার॥১২॥

(১) অগস্ত্য (২) মন্ত্রগুরু (৩) তন্ত্রশাস্ত্র (৪) বেদাদি শাস্ত্র (৫) ন+ইতি যাঁহার ইতি অর্থাৎ শেষ নাই (৬) নিত্য।

মূল।

জো তুম্হরে মন অতি সন্দেহূ।
তৌ কিন জাই পরীক্ষা লেহূ॥
তব লগি বৈঠি রহোঁ বটচ্ছাহীঁ।
জব লগি তুম ঐহহু[১] মোহিঁ পাহীঁ[২]॥
জৈসে জাহিঁ মন ভ্রম ভারী।
করহু সো যতন বিবেক বিচারী॥
চলী সতী শিব আয়সু[৩] পাই।
করহিঁ বিচার করৌঁ কা ভাই॥
য়হাঁ শম্ভু অস মন অনুমানা।
দক্ষসুতাকর নহিঁ কল্যাণা॥
মোরেহু কহে ন সংশয় জাহীঁ।
বিধি বিপরীত ভলাই নাহীঁ॥
হোইহৈ সোই জো রামরচি রাখা।
কো করি তর্ক বড়াবহিঁ[৪] শাখা॥
অস কহি জপন লগে হরিনামা।
গই সতী জহঁ প্রভু সুখধামা॥

দোহা ঃ—
পুনি পুনি হৃদয় বিচার করি,
ধরি সীতাকর রূপ।
আগে হৈব চলি পন্থ তেহি,
জ্যহি আবত সুরভূপ॥৬৪॥

লক্ষ্মণ দীখ উমাকৃত বেষা[৫]।
চকিত হৃদয় ভ্রম ভয়উ বিশেষা॥
কহি ন সকত কছু অতি গম্ভীরা।
প্রভুপ্রভাব জানত মতি ধীরা॥
সতী কপট জানেউ সুরস্বামী।
সমদর্শী সব অন্তর্যামী॥
সুমিরত জাহি মিটৈ অজ্ঞানা।
সোই সর্ব্বজ্ঞ রাম ভগবানা॥
সতী কীন্হচহ তহাঁ দুরাউ[৬]।
দেখহু নারি স্বভাব প্রভাউ[৭]॥

(১) আসিবে (২) আমার নিকটে (৩) আদেশ, আজ্ঞা (৪) বাড়াইব (৫) বেশ (৬) ভাণ, ছল (৭) প্রভাব।

বঙ্গানুবাদ।

যত্তপি তোমার মনে অতীব সন্দেহ।
তা হলে কেন না গিয়া পরীক্ষা করহ॥
তদবধি বটচ্ছায়ে[১] রহিব বসিয়া।
যদবধি তুমি নাহি আসিবে ফিরিয়া॥
যেরূপেতে যাবে তব মোহ ভ্রমভারি।
সেইরূপ যত্ন কর বিবেকে বিচারি॥
চলে সতী শিবআজ্ঞা পাইয়া ত্বরায়।
বিচার করেন মনে করি কি উপায়॥
এখানে করেন শম্ভু মনে অনুমান।
দক্ষতনয়ার নাহি হইবে কল্যাণ॥
আমার বচনে যবে না গেল সংশয়।
বিধি-বিপরীত হলে ভাল নাহি হয়॥
হইবে তাহাই রাম রচেছেন যথা।
কি হেতু করিয়া তর্ক বাড়াইব কথা॥
ইহা কহি লাগেন জপিতে হরিনাম।
গেলেন পার্ব্বতী তথা যথা সুখধাম[২]

গিয়া তথা সংগোপনে, বিচার করিয়া মনে,
ধরিলেন সীতাদেবীরূপ।
সম্মুখে সম্মুখে যান, সেই পথে করি ভাণ,
যে পথে আসেন সুরভূপ[৩]॥

লক্ষ্মণ দেখেন যবে উমাকৃত বেশ।
চকিত হৃদয় ভ্রম হইল বিশেষ॥
কহিতে না পারে কিছু অতীব গম্ভীর।
প্রভুর প্রভাব জানি সেই মতিধীর॥
সতীর কপট জানিলেন সুরস্বামী[৪]।
সমান দরশী[৫] তিনি সব অন্তর্যামী॥
স্মরণে যাঁহারে মিটে সকল অজ্ঞান।
শ্রীরাম সর্ব্বজ্ঞ তিনি হন ভগবান॥
সতী করিবারে চান তথা অতি ছল।
নারীর স্বভাব দেখ কিরূপ প্রবল॥

(১) বটবৃক্ষের ছায়ায় অর্থাৎ তলে (২) সুখালয় রামচন্দ্র (৩) সুরপতি রামচন্দ্র (৪) রামচন্দ্র (৫) সমদর্শী সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন।

মূল।

নিজ মায়াবল হৃদয় বখানী।
বোলে বিহঁসি রাম মৃদুবানী॥
জোরি পানি প্রভু কীহ্ন প্রণামূ।
পিতা সমেত লীহ্ন নিজ নামূ॥
কহেউ বহোরি[১] কহাঁ বৃষকেতু।
বিপিন অকেলি[২] ফিরহু কেহি হেতু॥

দোহা :—

রামবচন মৃদু গূঢ় সুনি,
উপজা অতি সংঙ্কোচ।
সতী সভীত মহেশ পহঁ,
চলীঁ হৃদয় বড় শোচ॥৬৫॥

মৈঁ শঙ্করকর কহা[৩] ন মানা
নিজ অজ্ঞান রাম পহঁ আনা॥
জাই উতর অব দেহোঁ কাহা।
উর উপজা অতি দারুণ দাহা॥
জানা রাম সতী দুখ পাবা।
নিজ প্রভাব কছু প্রগট জনাবা[৪]॥
সতী দীখ কৌতুক মগ[৫] জাতা।
আগে রাম সহিত সিয় ভ্রাতা॥
ফিরি চিতবা[৬] পাছে প্রভু দেখা।
সহিত বন্ধু সিয় সুন্দর বেষা॥
জহঁ চিতবহিঁ তহঁ প্রভু আসীনা।
সেবহিঁ সিদ্ধ মুনীশ প্রবীনা॥
দেখে শিব বিধি বিষ্ণু অনেকা।
অমিত প্রভাউ একতে একা॥
বন্দত চরণ করত প্রভু সেবা।
বিবিধ বেষ দেখে সব দেবা॥

দোহা :—

সতী বিধাত্রী ইন্দিরা,
দেখোঁ অমিত অনূপ[৭]।
জেহি জেহি বেষ অজাদিসুর,
তেহি তেহি তনু অনুরূপ॥৬৬॥

(১) পুনরায় (২) একাকী (৩) বাক্য, বচন (৪) জানাইলেন (৫) মার্গ, পথ (৬) দেখিলেন (৭) অনুপম।

বঙ্গানুবাদ।

আপন মায়ার বল হৃদয়ে বাখানী।
হাসিয়া, বলেন রাম অতি মৃদুবাণী॥
দুইহাত যুড়ি প্রভু করেন প্রণাম।
পিতৃনাম সহ বলিলেন নিজ নাম॥
কহিলেন পুন কোথা প্রভু বৃষকেতু[১]।
বিপিনে একাকী আগমন কিবা হেতু॥

রামের বচন শুনি, মৃদু গূঢ় মনে গুণি,
অতিশয় শঙ্কুচিত মন।
হইলেন ভীত সতী, হৃদয়েতে শোক অতী,
শিবপাশে করেন গমন॥৬৫॥

অমান্য করিয়া আমি শঙ্কর-বচন।
শ্রীরাম উপরে ধরি অজ্ঞান আপন॥
যাইয়া উত্তর এবে দিব কি তাঁহারে।
উপজে দারুণদাহ হৃদয় মাঝারে॥
জানিলেন রাম সতী-মরম-বেদন[২]।
জানান প্রকাশি কিছু প্রভাব আপন॥
কৌতুক দেখেন সতী পথ-মধ্যভাগে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা যান আগে আগে॥
পশ্চাতেও করিলেন নয়ন-গোচর।
ভ্রাতা সীতা সহ তাঁর সুবেশ সুন্দর॥
যথায় দেখেন তথা শ্রীরাম আসীন।
সেবা করে সিদ্ধগণ মুনীশ প্রবীণ॥
দেখেন শঙ্কর বিষ্ণু বিধাতা অনেক।
অমিত[৩] প্রভাবশালী এক হতে এক॥
প্রভুসেবা[৪] করে সবে বন্দিয়া চরণ।
ধরিয়া বিবিধবেশ সর্ব্বদেবগণ॥

বিধাত্রী ইন্দিরা[৫] সতী, অতুল্য অমিত[৬] অতি,
যথা তথা করেন দর্শন।
অজাদি দেবতাবরে, যে বেশ ধারণ করে,
সেই বেশ করেছে ধারণ॥৬৬॥

(১) মহাদেব (২) সতীর মর্ম্মপীড়া (৩) অপরিমিত (৪) প্রভুর অর্থাৎ রামচন্দ্রের সেবা বা পূজন (৫) রমা,লক্ষ্মী (৬) অসংখ্য।

মূল।

দেখে জহঁ তহ রঘুপতি জেতে।
শক্তিন সহিত সকল সুর তেতে ॥
জীব চরাচর জে সংসারা।
দেখে সকল অনেক প্রকারা ॥
পূজহিঁ প্রভুহিঁ দেব বহুবেষা।
রামরূপ দূসর নহিঁ দেখা ॥
অবলোকে রঘুপতি বহুতেরে।
সীতা সহিত ন বেষ ঘনেরে[১] ॥
সোই রঘুবর সোই লক্ষ্মণ সীতা।
দেখি সতী অতি ভই সভীতা ॥
হৃদয় কম্প তনু সুধি[২] কছু নাহীঁ ॥
নয়ন মুঁদি বৈঠি মগ মাহীঁ ॥
বহুরি বিলোকেউ নয়ন উঘারী[৩]।
কছু ন দীখ তহঁ দক্ষকুমারী ॥
পুনি পুনি নাই রামপদ শীশা।
চলী তহাঁ জহঁ রহে গিরীশা[৪] ॥

দোহা :—

গই সমীপ মহেশ তব,
হঁসি পূচ্ছী কুশলাত[৫]।
লীহু পরীক্ষা কবন বিধি,
কহহু সত্য সব বাত ॥৬৭॥

সতী সমুঝি রঘুবীর প্রভাউ।
ভয় বশ শিবসন কীহ্ন দুরাউ ॥
কছু ন পরীক্ষা লীহ্ন গুসাইঁ ॥
কীহ্ন প্রণাম তুম্হারিহি নাইঁ[৬] ॥
জো তুম কহা সো মৃষা ন হোই।
মোরে মন প্রতীতি অস সোই ॥
তব শঙ্কর দেখেউ ধরি ধ্যানা ॥
সতী জো কীহ্ন চরিত সব জানা ॥
বহুরি রাম মায়হি শিরনাবা।
প্রেরি সতিহি জেহি ঝুট কহাবা ॥

(১) অনেক (২) বোধ (৩) উন্মিলন করিয়া (৪) মহাদেব শিব (৫) কুশল-বার্ত্তা (৬) মত।

বঙ্গানুবাদ।

যথাতথা দেখেন যতেক রঘুপতি।
সকল দেবতা তথা সহিত শকতি[১] ॥
চরাচর জীব যত আছে এ সংসারে।
হেরিলেন সবে তথা অনেক প্রকারে ॥
বহুবেশে দেবগণ পূজিছে রামেরে।
রামরূপ অন্যরূপ কিন্তু নাহি হেরে ॥
সসীতা শ্রীরাম তথা দেখেন অনেক।
দেখিলেন তাঁহাদের বেশ কিন্তু এক ॥
সেই রাম সেই সীতা সেই সে লক্ষ্মণ।
অতি ভীত হন সতী করি দরশন ॥
শরীরে নাহিক বোধ হৃদয় কম্পিত।
পথে বসিলেন করি নয়ন মুদ্রিত ॥
পুনশ্চ দেখেন করি চক্ষু উন্মিলন।
কিছুই না দেখিলেন তথায় তখন ॥
পুন পুন, রামপদে নত করি মাথা।
গিরিশ[২] আছেন যথা চলিলেন তথা ॥

শিবপাশে যান যবে, মহেশ করেন তবে,
হাসি শুভবার্ত্তা জিজ্ঞাসন।
লইলে পরীক্ষা তবে, কি প্রকারে তুমি এবে,
কহ সত্য সমস্ত বচন ॥৬৭॥

শ্রীরাম-প্রভাব বুঝি শিবানী সকল।
ভয়বশে শিবসনে করিলেন ছল ॥
কিছুই পরীক্ষা নাহি লইলাম তত[৩]
করিলাম পরণাম আপনার মত ॥
আপনার বাক্য কখনই মিথ্যা নয়।
আমার মনেতে সদা এ প্রতীতি[৪] হয় ॥
ধ্যান করি দেখিলেন শঙ্কর তখন।
জানিলেন সমুদায় সতীর করণ ॥
রাম-মায়া-পদে[৫] শির করিলেন নত।
যাঁহার প্রেরণে[৬] সতী কহে মিথ্যা যত ॥

(১) শক্তি, শিবানী (২) শিব (৩) তথায় (৪) বিশ্বাস (৫) শ্রীরামের মায়া অর্থাৎ হরির মায়ারূপী ইচ্ছার পদে (৬) আদেশে।

মূল ।

হরি ইচ্ছা ভাবী বলবানা ।
হৃদয় বিচারত শম্ভু সুজানা ॥
সতী কীহ্ন সীতাকৃত বেষা ।
শিব উর ভয়উ বিষাদ বিশেষা ॥
জো অব করৌঁ সতীসন প্রীতি ।
মিটৈ ভক্তিপথ হোই অনীতি ॥
দোহা :—
পরম প্রেম নহিঁ জাই তজি,
কিয়ে প্রেম বড় পাপ ।
প্রগট ন কহত মহেশ কচ্ছু,
হৃদয় অধিক সন্তাপ ॥৬৮॥
তবহিঁ শম্ভু প্রভুপদ শিরনাবা ।
সুমিরত রাম হৃদয় অস আবা ॥
য়হি তনু সতিহি ভেঁট মোহিঁ নাহী ।
শিব সংকল্প কীহ্ন মন মাহীঁ ॥
অস বিচারী শঙ্কর মতিধীরা ।
চলে ভবন সুমিরত রঘুবীরা ॥
চলত গগন ভই গিরা[১] সুহাই ।
জয় মহেশ ভলি ভক্তি দৃঢ়াই ॥
অস প্রণ[২] তুম বিন করৈ কো আনা ।
রামভক্ত সমরথ ভগবানা ॥
সুনি নভগিরা[৩] সতী উর শোচূ ।
পুচ্ছা শিবহি সমেত সংকোচূ ॥
কীহ্ন কবন[৪] প্রণ কহহু কৃপালা ।
সত্য ধাম প্রভু দীনদয়ালা ॥
যদপি সত পুচ্ছা বহুভাঁতী ।
তদপি ন কহেউ ত্রিপুর অরাতী[৫] ॥
দোহা :—
সতী হৃদয় অনুমান কিয়,
সব জানা সর্ব্বজ্ঞ ।
কীহ্ন কপট মৈঁ শম্ভুসন,
নারি সহজ জড় অজ্ঞ ॥

(১) বাণী (২) পণ, প্রতিজ্ঞা (৩) আকাশবাণী (৪) কিরূপ (৫) অরাতি, শত্রু

বঙ্গানুবাদ ।

অতি বলবতী ভাবী হরির ইচ্ছায় ।
করেন বিজ্ঞানী শিব বিচার হিয়ায় ॥
করিলেন সতী যবে সীতাদেবী-বেশ ।
শিবহৃদে উপজিল বিষাদ বিশেষ ॥
যদি আমি করি এবে সতী সনে প্রীতি ।
মিটিবে ভক্তির পথ হইবে অনীতি ॥

করে প্রেম অতি যেহ, না পারে তজিতে সেহ,
করিলাম প্রেম বড় পাপ ।
মৌন হয়ে শিব রহে, প্রকাশি না কিছু কহে,
হৃদিমাঝে অধিক সন্তাপ ॥৬৮॥
তবে শিব প্রভুপদে নতকরি শির ।
হৃদয়ে স্মরিয়া রামে করিলেন স্থির ॥
সতীর এ তনু সহ আমার মিলন ।
কভু নাহি হবে শিব করেন মনন ॥
ধীরমতি শিব ইহা করি বিচারণ ।
ভবনে গেলেন রামে করিয়া স্মরণ ॥
যাইতে যাইতে পথে দৈববাণী হয় ।
সুদৃঢ় ভকতবর মহেশের জয় ॥
এ প্রতিজ্ঞা তোমা বিনা করে কে অপর ।
সমরথ[১] ভগবান রামভক্তবর ॥
দৈববাণী শুনি সতী ব্যথিত হৃদয়ে ।
জিজ্ঞাসেন মহাদেবে সঙ্কুচিত হয়ে ॥
কহ কি প্রতিজ্ঞা তুমি করিলে কৃপালু ।
সত্যধাম দীন প্রতি অতীব দয়ালু ॥
যগুপিও বহুবার জিজ্ঞাসেন সতী ।
তথাপি না কহে কিছু ত্রিপুর-অরাতি ॥

হৃদয়েতে অনুমান, করে সতী ধরি ধ্যান,
জানিলেন সব সরবজ্ঞ[২] ।
কপটতা করি মনে. ত্রিপুর-অরির সনে,
সহজেতে নারী জড় অজ্ঞ ॥৬৯॥

(১) সমর্থ, শক্তিমান (২) সর্ব্বজ্ঞ ।

মূল।

সোং—জলপয়[১] সরিস বিকায়,
দেখহু প্রীতি কি রীতি ভলি।
বিলগ[২] হোত রস[৩] জায়,
কপট খটাই[৪] পরতহী[৫] ॥১৬॥

হৃদয় শোচ সমুঝত নিজ করণী।
চিন্তা অমিত জাই নহিঁ বরণী॥
কৃপাসিন্ধু শিব পরম অগাধা।
প্রগট ন কহেউ মোর অপরাধা॥
শঙ্কর রূখ[৬] অবলোকি ভবানী।
প্রভু মোহিঁ তজেউ হৃদয় অকুলানী॥
নিজ অঘ সমুঝি ন কচ্ছু কহি জাই।
তপৈ আঁবাইব[৭] উর অধিকাই॥
সতিহি সাশোচ জানি বৃষকেতু।
কহেউ কথা সুন্দর সুখ হেতু॥
বর্ণত পন্থ বিবিধ ইতিহাসা।
বিশ্বনাথ পহুঁচে কৈলাসা॥
তহঁ পুনি শম্ভু সমূঝি প্রণ আপন।
বৈঠে বটতর করি কমলাসন॥
শঙ্কর সহজ স্বরূপ সঁভারা[৮]।
লগি সমাধি অখণ্ড অপারা॥

দোহা ঃ—
সতী বসহিঁ কৈলাস তব,
অধিক শোচ মন মাহিঁ।
মর্ম্ম ন কোউ জান কচ্ছু,
যুগসম দিবস সিরাহিঁ[৯] ॥৭০॥

নিত নব শোচ সতী উর ভারা।
কব জৈহৌঁ[১০] দুখ সাগর পারা॥
মৈঁ জো কীহ্ন রঘুপতি-অপমানা।
পুনি পতি-বচন মৃষা করি জানা॥
সোফল মোহিঁ বিধাতা দীহ্না।
জো কচ্ছু উচিত রহা সো কীহ্না॥

(১) পয়ঃ, দুগ্ধ (২) পৃথক (৩) আস্বাদ (৪) অম্ল (৫) তাহাতে পড়িলে (৬) বদন (৭) আব্, ব্রণবিশেষ (৮) ধারণ করা, ঠিক করা (৯) গত হয় (১০) যাইব।

বঙ্গানুবাদ।

দুগ্ধসনে মিশি পয়[১] সমমূল্যে ক্রীত হয়,
প্রীতির সুরীতি দেখ যাহে।
হইয়া পৃথক উহা, রসহীন[২] হয় মহা॥
পড়িলে কপট-অম্ল[৩] তাহে॥১৬॥

হৃদয়েতে শোক, বুঝি আপন করণ।
অমিত চিন্তায় মগ্ন না হয় বর্ণন॥
মহেশ্বর কৃপাসিন্ধু পরম অগাধ।
না কহেন প্রকাশিয়া মোর অপরাধ॥
শিবের বদন হেরি ভবানী ব্যাকুল।
প্রভু মোরে তজিবেন ভাবিয়া আকুল॥
আপনার দোষ বুঝি কিছু নাহি কহে।
যেন ব্রণতাপে হৃদি সদা অতি দহে॥
সতী অতি শোকান্বিত জানি বৃষকেতু।
কহেন সুন্দরকথা অতি সুখহেতু॥
বর্ণনা করিয়া পথে বহু ইতিহাস।
বিশ্বনাথ আসিলেন ভবন কৈলাস॥
তথা পুন শিব স্মরি প্রতিজ্ঞা আপন।
বটতলে বসিলেন করি পদ্মাসন॥
সহজ স্বরূপ নিজ করিয়া ধারণ।
সমাধি করিতে মন করেন লগন[৪]

কৈলাস ভবনে তবে, সতী বাস করে যবে
হয়ে অতি শোকাতুর মন।
নাহি জানে কেহ কিছু, তাহার মরম নিছু[৫]
যুগ সম দিবস যাপন।

নিত্য নব শোক হয় সতী-হৃদি ভার।
ভাবে কবে হবে দুঃখ-মহোদধি[৬] পার॥
করিলাম আমি যে শ্রীরাম-অপমান।
পুনরপি পতিবাক্য করি মিথ্যা জ্ঞান॥
তাহার উচিত ফল মোরে বিধি দিল।
যা কিছু উচিত ছিল সে সব করিল॥

(১) জল (২) আস্বাদ বিহীন (৩) কপটতারূপ অম্ল (৪) লগ্ন (৫) কেবল (৬) দুঃখরূপ মহোদধি অর্থাৎ মহাসমুদ্র।

মূল।

অব বিধি অস বুঝিয় নহিঁ তোহীঁ।
শঙ্করবিমুখ জিয়াবহু[১] মোহীঁ॥
কহি ন জাই কছু হৃদয় গলানী।
মনমহঁ রামহিঁ সুমিরি সয়ানী[২]॥
জো প্রভু দীনদয়ালু কহাবা।
আরতহরণ বেদ যশ গাবা॥
তো মৈঁ বিনয় করৌঁ করজোরী।
ছুটৈ বেগি[৩] দেহ য়হ মোরী॥
জো মোরে শিবচরণ সনেহূ।
মনক্রমবচন সত্য ব্রত য়েহূ॥
দোহা :—
তৌ সমদর্শী সুনিয় প্রভু,
করৌ সো বেগি উপাই।
হোই মরণ জেহি বিনহিঁ শ্রম,
দুঃসহ বিপতি বিহাই[৪] ॥৭১॥

য়হিবিধি দুখিত প্রজেশকুমারী।
অকথনীয় দারুণদুখ ভারী॥
বীতে[৫] সম্বত সহস সত্তাসী[৬]।
তজো সমাধি শম্ভু অবিনাশী॥
রামনাম শিব সুমিরণ লাগে।
জানেউ সতী জগতপতি জাগে॥
জাই শম্ভুপদ বন্দন কীন্হা।
সম্মুখ শঙ্কর আসন দীন্হা॥
লগে কহন হরিকথা রসালা।
দক্ষ প্রজেশ ভয়ে তেহি কালা॥
দেখা বিধি বিচারি সবলায়ক[৭]।
দক্ষহি কীন্হ প্রজাপতিনায়ক॥
বড় অধিকার দক্ষ জব পাবা।
অতি অভিমান হৃদয় তব আবা।

বঙ্গানুবাদ।

এবে বিধি তুমি নাহি এরূপ বুঝিবে।
শঙ্করে বিমুখ[১] করি জীবিত রাখিবে॥
কহা নাহি যায় কিছু হৃদয়-গলানি[২]।
মনে রামে স্মরে তবে চতুরা শিবানী॥
দীনবন্ধু আখ্যা যদি ধারণ করিবে।
আর্ত্তহারী বলি বেদ সুযশ গাইবে॥
তাহলে বিনয় আমি করি যোড়করে।
ত্যাগ যেন হয় মোর এ দেহ সত্বরে॥
যদি মোর শিব পদে সনেহ সতত।
কায়মনোবাক্যে ইহা হয় সত্যব্রত॥

তাহলে দরশীসম[৩], শুনি প্রভু বাণী মম
কর শীঘ্র তাহার উপায়।
যাহাতে মরণ হয়, বিনাশ্রমে সুনিশ্চয়,
দুঃসহ বিপত্তি নাশ পায় ॥৭১॥

এইরূপে অতি দুঃখী প্রজেশকুমারী[৪]।
অব্যক্ত দারুণ দুঃখ হয় হৃদে ভারি॥
সম্বৎসর গত সপ্তবিংশতি সহস্র।
হইলে তজেন শম্ভু সমাধি অজস্র[৫]॥
রামনাম স্মরে শিব অতি অনুরাগে।
জানিলেন সতী যবে বিশ্বপতি[৬] জাগে॥
যাইয়া শঙ্করপদ করেন বন্দন।
সম্মুখে তাঁহারে শিব দিলেন আসন॥
রসময়ী হরিকথা লাগে কহিবারে।
দক্ষ হন প্রজাপতি সেই অবসরে॥
সরবনিপুণ[৭] দক্ষে[৮] বিচারিয়া ধাতা।
করেন তাঁহাকে তিনি প্রজাপতি-নেতা[৯]॥
বড় অধিকার যবে পাইলেক দক্ষ।
হৃদয়ে আসিল তার অভিমান লক্ষ॥

(১) জীবিত রাখিবে (২) চতুরা (৩) শীঘ্র (৪) শেষ হয় (৫) গত হইলে (৬) সপ্তবিংশতি, সাত্তাইশ (৭) সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত।

(১) অপ্রসন্ন (২) হৃদয়ের গ্লানি অর্থাৎ যাতনা (৩) সমদর্শী, সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি যাঁর (৪) দক্ষকুমারী সতী (৫) নিরবচ্ছিন্ন (৬) মহাদেব (৭) সর্ব্বতোভাবে নিপুণ (৮) দক্ষকে (৯) প্রজাপতি অর্থাৎ ভূপতিগণের নেতা অর্থাৎ নায়ক।

মূল।

নহিঁ কোউ অস জন্মেউ জগমাহীঁ।
প্রভুতা পাই জাহি মদ নাহীঁ॥
দোহাঃ—
দক্ষ লিয়ে মুনি বোলি[১] তব,
করন লগে বড় যাগ[২]।
নেবতে[৩] সাদর সকল সুর,
জে পাবত[৪] মখভাগ[৫] ॥৭২॥

কিন্নর নাগ সিদ্ধ গন্ধর্ব্বা।
বধুন সমেত চলে সুর সর্ব্বা॥
বিষ্ণু বিরঞ্চি[৬] মহেশ বিহাই[৭]।
চলে সকল সুর যান বনাই॥
সতী বিলোকেউ গগন বিমানা।
জাত-চলে[৮] সুন্দর বিধি নানা॥
সুরসুন্দরী করহিঁ কলগানা।
সুনত শ্রবণ ছুটহিঁ মুনি ধ্যানা॥
পূছেউ তব শিব কহেউ বখানী।
পিতাযজ্ঞ সুনিকৈ হরষাণী॥
জো মহেশ মোহিঁ আয়সু[৯] দেহীঁ।
কছুদিন জাই রহোঁ মিসু[১০] এহীঁ॥
পতিপরিত্যাগ হৃদয় দুখ ভারী।
কহৈ ন নিজ অপরাধ বিচারী॥
বোলী সতী মনোহর বাণী।
ভয় সঙ্কোচ প্রেমরস সানী[১১]॥
দোহা :—
পিতাভবন উৎসব পরম,
জো প্রভু আয়সু হোই।
তৌ মৈঁ জাউঁ কৃপায়তন[১২],
সাদর দেখন সোই ॥৭৩॥
কহেউ নীক মোরে মন ভাবা।
য়হ অনুচিত নহি নেবত[১৩] পঠাবা॥

(১) আহ্বান করিয়া (২) যজ্ঞ (৩) নিমন্ত্রণ করিলেন (৪) পাইবে (৫) যজ্ঞের ভাগ (৬) বিধাতা (৭) ত্যাগ করিয়া (৮) যাইতে লাগিল (৯) আদেশ (১০) ছল, ভাণ (১১) মিশ্রিত (১২) কৃপালয় (১৩) নিমন্ত্রণ।

বঙ্গানুবাদ।

কেহ নাহি এইরূপ জনমে ভুবনে।
প্রভুতা পাইয়া যার মদ[১] নাহি মনে॥

দক্ষ লয়ে মুনিগণ, করি তবে আমন্ত্রণ[২],
বড় যজ্ঞ লাগে করিবারে।
সমাদরে নিমন্ত্রণ, করে সব সুরগণ,
যজ্ঞভাগ পাইতে যে পারে ॥৭২॥

কিন্নর গন্ধর্ব্ব নাগ আর সিদ্ধগণ।
সস্ত্রীক গেলেন তবে সর্ব্ব সুরগণ॥
বিধি বিষ্ণু মহাদেবে করিয়া ত্যাগন[৩]।
প্রস্তুত করিয়া যান চলে দেবগণ॥
সতী দেখিলেন বহু গগণে বিমান[৪]।
নানাবিধ মনোহর করিতে প্রস্থান॥
রূপবতী দেবনারী করে কলগান[৫]।
শুনিয়া শ্রবণে তাহা তজে মুনি ধ্যান॥
জিজ্ঞাসিলে শিব তবে কহেন বিস্তারি।
পিতা করে যজ্ঞ শুনি হরষিত ভারি॥
যদি মহেশ্বর মোরে কর আজ্ঞাদান।
কিছুদিন থাকি তথা করি এই ভাণ[৬]॥
পতি-পরিত্যাগে দুঃখ হৃদয়ে অপার।
কহে নাহি নিজদোষ করিয়া বিচার॥
বলিলেন সতী তবে বাণী সুললিত।
ভয় প্রেম রস আর সঙ্কোচ[৭] মিশ্রিত॥

পিতার ভবনে মম, যজ্ঞ হয় মহত্তম,
আদেশ হইবে তব যাহা।
তা হলে যাইব আমি, কৃপার আলয় তুমি,
দেখিবারে সমাদরে তাহা ॥৭৩॥
আমার মনেরভাব কহি সুশোভন।
গমন উচিত নয় বিনা নিমন্ত্রণ॥

(১) অহঙ্কার (২) নিমন্ত্রণ, আহ্বান (৩) পরিত্যাগ (৪) রথাদি যান (৫) মধুর-স্বরে গান (৬) ছল (৭) কাতরতা।

মূল।

দক্ষ সকল নিজ সুতা বুলাই।
হমরে বৈর তুম্‌হৈ বিসরাই[1] ॥
ব্রহ্মসভা হম সন দুখ মানা।
তেহিতে অজহুঁ করহিঁ অপমানা ॥
জো বিন বোলে জাহু ভবানী।
রহৈ ন শীল সনেহ ন কানী[2] ॥
যদপি মিত্র প্রভু পিতু গুরু গেহা।
জাইয় বিনু বোলে ন সন্দেহা ॥
তদপি বিরোধমান জহঁ কোই।
তহাঁ গয়ে কল্যাণ ন হোই ॥
ভাঁতি অনেক শম্ভু সমুঝাবা।
ভাবীবশ ন জ্ঞান উর আবা ॥
কহ প্রভু জাহু জো বিনহিঁ বুলায়ে।
নহি ভলি বাত হমারে ভায়ে ॥

দোহাঃ—
কহি দেখা হর যত্ন বহু
রহৈ ন দক্ষকুমারী।
দিয়ে মুখ্যগণ সঙ্গ তব
বিদা[3] কিয়ে[4] ত্রিপুরারী ॥৭৪॥

পিতাভবন যব গই ভবানী।
দক্ষত্রাস কাহু ন সনমানী ॥
সাদর ভলেহি মিলি ইক মাতা।
ভগিনী মিলী বহুত মুসুকাতা[5] ॥
দক্ষ ন কছু পূঁছী কুশলাতা[6]।
সতিহি বিলোকি জরে[7] সব গাতা ॥
সতী জাই দেখহু তব যাগা।
কতহুঁ ন দীখ শম্ভুকর ভাগা ॥
তব চিত চড়েউ জো শঙ্কর কহেউ।
প্রভুঅপমান সমুঝি উর দহেউ ॥
পাছিল[8] দুখ হৃদয় অস ব্যাপা।
জস য়হ ভয়উ মহা পরিতাপা ॥

(১) বিস্মরণ করিয়াছে, ভুলিয়াছে (২) বিন্দুমাত্র, এক কাণা কৌড়ি বরাবর। (৩) বিদায় (৪) করিলেন (৫) হাস্য করিল (৬) কুশল বার্ত্তা (৭) দগ্ধ হয় (৮) পুর্ব্বের।

বঙ্গানুবাদ।

স্বসুতা সকলে দক্ষ আনিতে পাঠায়।
মম প্রতি বৈর হেতু ভুলেছে তোমায় ॥
ব্রহ্মার সভায় করি তার অসম্মান।
সে জন্য অদ্যাপি করে মোরে অপমান ॥
যদি যাও তুমি শিবে বিনা নিমন্ত্রণ।
না রবে মর্য্যাদা শীল সনেহ কখন ॥
যদ্যপিও মিত্র-প্রভু-পিতৃ-গুরু-গৃহ।
বিনা নিমন্ত্রণে যাবে নাহিক সন্দেহ ॥
তথাপি বিরোধকারী যদি কেহ হয়।
তথা গেলে নাহি হয় কল্যাণ নিশ্চয় ॥
অনেক প্রকারে শম্ভু করেন প্রবোধ।
ভাবীবশে নাহি হয় অন্তরেতে বোধ ॥
প্রভু কহে যদি যাও বিনা নিমন্ত্রণে।
ভাল নাহি হবে মোর হয় ইহা মনে ॥

দেখিলেন করি হর[1], অনেক যতন বর[2]
দক্ষবালা না রহে তথায়।
সঙ্গে দিয়া মুখ্যগণ, তবে দেব পঞ্চানন
দুঃখী মনে করেন বিদায় ॥৭৪॥

ভবানী গেলেন যবে পিতার আবাস।
কেহ না সম্মানে তাঁরে দক্ষে করি ত্রাস ॥
এক মাত্র মাতা দেখি করেন আদর।
ভগিনী মিলিয়া বহু হাসে পরস্পর ॥
দক্ষ না জিজ্ঞাসে কিছু কুশল বচন।
সর্ব্ব গাত্র দহে করি সতীকে দর্শন ॥
সতী গিয়া যজ্ঞস্থল দেখেন যখন।
শম্ভুভাগ[4] কোথাও না করেন দর্শন ॥
তবে শিববাক্য চিত্তে হইল উদয়।
স্বামী-অপমান বোধে বিদগ্ধ হৃদয় ॥
শিব-পরিত্যাগে দুঃখ না ছিল সেরূপ।
এই মহা পরিতাপ হইল যেরূপ।

(১) শিব (২) যত্ন শ্রেষ্ঠ (৩) প্রধান অনুচরবর্গ (৪) শিবের সম্মানসূচক যজ্ঞে প্রদত্ত বলির ভাগ।

মূল।

যত্তপি জগ দারুণ দুখ নানা।
সবতে কঠিন জাতিঅপমানা॥
সমুঝি শোচ তিহিঁ তা অতি ক্রোধা।
বহুবিধ জননী কীহ্ন প্রবোধা॥

দোহাঃ—

শিব অপমান ন জাই সহি
হৃদয় ন হোত প্রবোধ।
সকল সভহিঁ হটি[১] হটকি[২] তব,
বোলীঁ বচন সক্রোধ॥৭৫॥

সুনহু সভাসদ সকল মুনিন্দা[৩]।
কহী সুনী জিন শঙ্করনিন্দা॥
সো ফল তুরত লহব সবকাহূ।
ভলী ভাঁতি পছিতাব[৪] পিতাহূ॥
সন্ত শম্ভু শ্রীপতি অপবাদা।
সুনিয় জহাঁ তহঁ অস মর্য্যাদা॥
কাটিয় তাসু জীভ জু[৫] বসাই[৬]।
শ্রবণ মুঁদি নহিঁ চলিয় পরাই[৭]॥
জগদাত্মা মহেশ পুরারী[৮]।
জগতজনক সবকে হিতকারী॥
পিতা মন্দমতি নিন্দত তেহী।
দক্ষশুক্রে সম্ভব য়হ দেহী[৯]॥
তজিহোঁ তুরত দেহ তেহি হেতু।
উর ধরি চন্দ্রমৌলি বৃষকেতু॥
অস কহি যোগঅগ্নি তনু জারা।
ভয়উ সকল মখ হাহাকারা॥

দোহাঃ—

সতীমরণ শুনি শম্ভুগণ[১০]
লগে করন মখখীশ[১১]।
যজ্ঞ বিধ্বংস বিলোকি ভৃগু,
রক্ষা কীহ্ন মুনীশ॥৭৬॥

(১) পরাস্ত করিয়া (২) তিরস্কার করিয়া, অপমান করিয়া (৩) মুনীন্দ্র, মুনিবর (৪) অনুতাপ করাইব (৫) যে হন (৬) বসিয়া থাকিবে (৭) পলাইয়া (৮) ত্রিপুরারি, মহাদেব (৯) দেহ (১০) শম্ভুর অনুচর (১১) যজ্ঞের ক্ষতি।

বঙ্গানুবাদ।

দারুণ বিবিধ দুঃখ যদিচ পৃথ্বীতে[১]।
জাতি-অপমান[২] বড় সকল হইতে॥
একে শোক বোধ, তাহে উপজিল ক্রোধ।
যদিও করেন মাতা বিবধ প্রবোধ॥

মহাদেব-অপমান সহিতে না পারে প্রাণ
হৃদয়েতে না হয় প্রবোধ।
সভাতে সকল দেবে, করিয়া পরাস্ত তবে,
বলিলেন বচন সক্রোধ॥৭৫॥

শুন সবে মুনিবর সভাসদগণ।
যারা করে শিবনিন্দা কথন শ্রবণ॥
তাহারা পাইবে ফল ত্বরায় তাহার।
ভালরূপ অনুতাপ হইবে পিতার॥
শ্রীপতি-শঙ্কর-সাধু-নিন্দা[৩] শুনি যথা।
এরূপ মর্য্যাদা[৪] হয় সুনিশ্চয় তথা॥
কাটিবে নিন্দক-জিহ্বা[৫] রহিলে বসিয়া।
কিম্বা কর্ণে হস্ত দিয়া যাবে পলাইয়া॥
জগতের আত্মা শিব হন ত্রিপুরারি।
জগত-জনক তিনি সর্ব্বহিতকারী॥
পিতা মম মন্দমতি তাহে নিন্দে সেহ।
দক্ষ-শুক্রে সমুদ্ভূত দেখ এই দেহ॥
সে কারণে এই দেহ ত্বরায় ত্যজিব।
চন্দ্রমৌলি[৬] বৃষকেতু[৭] হৃদয়ে ধরিব॥
ইহা কহি যোগাগ্নিতে তনু পরিহরে।
মখ[৮] মাঝে সকলেতে হাহাকার করে॥

সতী-মৃত্যু আকর্ণন[৯] করি শম্ভুচরগণ
যজ্ঞ নষ্ট করিতে লাগিল
যজ্ঞ-ধ্বংস উপক্রম, দেখি ভৃগু সসম্ভ্রম,
মুনিবর সুরক্ষা করিল॥৭৬॥

(১) পৃথিবীতে (২) জাতিগত অপমান অর্থাৎ যে যে শ্রেণীর লোক তাহার তদনুরূপ সম্মান না করা। (৩) শ্রীপতির, শঙ্করের ও সাধুর নিন্দা (৪) সম্মান (৫) নিন্দাকারীর জিহ্বা (৬) চন্দ্র; মৌলি অর্থাৎ শিরোভূষণ যাঁর, মহাদেব, (৭) বৃষধ্বজ, শিব (৮) যজ্ঞ (৯) শ্রবণ

মূল ।

সমাচার জব শঙ্কর পায়ে ।
বীরভদ্র করি কোপ পঠায়ে ॥
যজ্ঞবিধ্বংস জায় তিন্হ কীন্হা ।
সকল সুরন্হ বিধিমত ফল দীন্হা ॥
ভই জগ বিদিত দক্ষগতি সোই ।
জস কচ্ছু শম্ভুবিমুখকী[1] হোই ॥
য়হ ইতিহাস সকল জগ জানা ।
তাতে মৈঁ সংক্ষেপ বখানা ॥
সতী মরত হরিসন বর মাঁগা ।
জন্ম জন্ম শিবপদ অনুরাগা ॥
তেহি কারণ হিমগিরিগৃহ জাই ।
জন্মী পার্ব্বতীতনু পাই ॥
জবতে উমা শৈলগৃহ আই ।
সকল সিদ্ধি সম্পত্তি তহঁ চ্ছাই ॥
জহঁ তহঁ মুনিন সুআশ্রম কীন্হে ।
উচিত বাস হিমভূধর[2] দীন্হে ॥

দোহা :—

সদা সুমন[3] ফল সহিত সব,
দ্রুম নব নানা জাতি ।
প্রকটীঁ সুন্দর শৈলপর,
মণিআকর বহু ভাঁতি ॥৭৭॥

সরিতা সব পুনীত জল বহই ।
খগ মৃগ মধুপ সুখী সব রহই ॥
সহজ বৈর সব জীবন ত্যাগা ।
গিরিপর সকল করহিঁ অনুরাগা ॥
সোহ শৈল গিরিজা গৃহ আয়ে ।
জিমি নর রামভক্তিকে পায়ে ॥
নিত নূতন মঙ্গল গৃহ তাসু ।
ব্রহ্মাদিক গাবহিঁ যশ জাসু ।
নারদ সমাচার সব পায়ে ।
কৌতুক হিমগিরিগেহ সিধায়ে ॥

(১) শিবদ্বেষীর (২) হিমালয় পর্ব্বত (৩) পুষ্প ।

বঙ্গানুবাদ ।

পাইলেন সমাচার শঙ্কর যখন ।
কোপ করি বীরভদ্রে করেন প্রেরণ ॥
যজ্ঞের বিধ্বংস গিয়া সেজন করিল ।
সকল দেবেরে বিধিমত ফল দিল ॥
দক্ষের সে গতি সুবিদিত বিশ্বময় ।
শম্ভুবিমুখের[1] যাহা হয় সুনিশ্চয় ॥
জগতে সকলে জানে এই ইতিহাস ।
তাহাতে সংক্ষেপে আমি করি পরকাশ[2] ॥
হরি পাশে বর মাগে শিবানী মরণে ।
জন্মে জন্মে অনুরাগ শিবের চরণে ॥
সে কারণ হিমগিরি গৃহেতে যাইয়া ।
সতী জন্মিলেন নাম পার্ব্বতী ধরিয়া ॥
শৈলগৃহে গিয়া উমা জনমেন যবে ।
সকল সম্পত্তি সিদ্ধি ছায় তাহা তবে ॥
যথা তথা সুআশ্রম করে মুনিগণ ।
সবে দান করে গিরি উচিত ভবন ॥

ফল পুষ্প সমন্বিত, সদা সব সুশোভিত,
নানাজাতি নব দ্রুমচয়[3] ।
সুন্দর অচলোপরে, মণিখনি শোভা করে,
নানারূপে প্রকাশিত হয় ॥৭৭॥

সরিত[4] সকল সদা পূতজল বহে ।
মধুপ বিহঙ্গ মৃগ[5] সবে সুখী রহে ॥
স্বাভাবিক বৈর সর্ব্বজীব করে ত্যাগ ।
গিরির উপরে সবে করে অনুরাগ ॥
গিরিজা আসিলে গৃহে শৈল সুশোভিত ।
রামভক্তি পেয়ে যেন নর প্রফুল্লিত ॥
নিত্য নব সুমঙ্গল ভবনে তাঁহার ।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ যশ গান যাঁর ॥
এ সব সম্বাদ যবে নারদ পাইল ।
কৌতুকেতে হিমগিরি-ভবনে ধাইল ॥

(১) শম্ভু বিমুখ অর্থাৎ অপ্রসন্ন যার প্রতি (২) প্রকাশ (৩) বৃক্ষ সমূহ (৪) নদী (৫) পশু ।

মূল।

শৈলরাজ বড় আদর কীন্হা।
পদ পখারি[১] বর আসন দীন্হা॥
নারি সহিত মুনিপদ শিরনাবা।
চরণসলিল সব ভবন সিঁচাবা[২]॥
নিজ সৌভাগ্য বহুত গিরি বরণা।
সুতা বোলি মেলি মুনিচরণা॥

দোহা :—ত্রিকালজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ তুম,
গতি সর্ব্বত্র তুম্হারি।
কহহু সুতাকে দোষগুণ,
মুনিবর হৃদয় বিচারি॥৭৮॥

কহ মুনি বিহঁসি গূঢ় মৃদুবাণী।
সুতা তুম্হারি সকল গুণখানী[৩]॥
সুন্দরি সহজ সুশীল সয়ানী[৪]।
নাম উমা অম্বিকা ভবানী॥
সব লক্ষণ সম্পন্ন কুমারী।
হোইহি সন্তত পিয়হিঁ[৫] পিয়ারী[৬]॥
সদা অচল[৭] ইহিকর[৮] অহিবাতা[৯]।
ইহিতে যশ পৈহহিঁ পিতুমাতা॥
হোইহি পূজ্য সকল জগমাহীঁ।
ইহি সেবত কচ্ছু দুর্লভ নাহীঁ॥
ইহিকর নাম সুমিরি সংসারা।
তিয় চড়িহহিঁ পতিব্রত অসিধারা॥
শৈল সুলক্ষণ সুতা তুম্হারী।
সুনহু জে অব অবগুণ দুইচারী॥
অগুণ অমান মাতুপিতুহীনা।
উদাসীন সব সংশয়চ্ছীনা[১০]॥

দোহা:—
যোগী জটিল[১১] অকাম তনু,
নগ্ন অমঙ্গল ভেষ[১২]।
অস স্বামী ইহিকহঁ মিলিহি,
পরী হস্ত অস রেখ॥৭৯॥

বঙ্গানুবাদ।

শৈলরাজ[১] করিলেন অতি সমাদর।
পদধৌত করি দেন আসন সুন্দর॥
দম্পতি প্রণাম করে মুনির চরণে।
চরণ-সলিল সিঞ্চে সমস্ত ভবনে॥
বরণিয়া গিরি বহু সৌভাগ্য আপন।
সুতা সহ মুনিপদ করেন বন্দন॥

তুমি প্রভু সরবজ্ঞ, হও সদা ত্রিকালজ্ঞ,
সরবত্র গমন তোমার।
কহ মম দুহিতার, দোষগুণ দুর্নিবার
করি নিজ হৃদয়ে বিচার॥৭৮॥

হাসি মৃদু গূঢ়বাক্যে কহে মুনিবর।
তোমার তনয়া সর্ব্বগুণের আকর॥
চতুরা সুশীলা তব সুন্দরী নন্দিনী।
ইঁহার সুনাম উমা অম্বিকা ভবানী॥
সকল লক্ষণ যুত তোমার নন্দিনী।
হইবেন সদা নিজ পতি-প্রণয়িণী॥
একথা ইঁহাতে সদা প্রমাণ হইবে।
ইঁহা হতে পিতা মাতা সুযশ লভিবে॥
সকলের পূজনীয়া হইবেন ভবে।
ইঁহারে সেবিলে কিছু দুর্লভ না হবে॥
ইঁহার স্মরিয়া নাম সকলে সংসারে।
চড়িবে রমণী পতিব্রত-অসিধারে॥*
হে অচল সুলক্ষণা তনয়া তোমার।
দুই চারি অবগুণ এবে শুন তাঁর॥
নিরগুণা[২] মানহীনা[৩] মাতাপিতাহীনা।
উদাসীনা সমুদায় সংশয়-বিহীনা॥

জটাবান যোগকারী, অকাম শরীরধারী,
অমঙ্গল বেশ বিবসন[৪]।
ইঁহার এরূপ স্বামী, হইবেন জানি আমি,
হস্তে করি এ চিহ্ন দর্শন॥৭৯॥

(১) প্রক্ষালন করিয়া (২) সেচন করিলেন (৩) গুণের আকর (৪) চতুরা (৫) প্রিয়তমের অর্থাৎ পতির (৬) প্রিয়া (৭) স্থির নিশ্চয় (৮) ইঁহার সম্বন্ধে (৯) এই বাক্য (১০) সংশয় বিহীনা (১১) জটাবান (১২) বেশ।

(১) হিমালয় * অসিধারে শয়ন তুল্য সুকঠিন সতীর ধর্ম্ম পালনে সক্ষম হইবে (২) সত্ত্ব, রজ, তম ত্রয় গুণাতীত (৩) পরিমাণ বা অহঙ্কার বিহীনা (৪) বসনহীন উলঙ্গ।

মূল ।

সুনি মুনি-গিরা সত্য জিয় জানী ।
দুখ দম্পতিহি উমা হরষানী ॥
নারদহু যহ ভেদ ন জানা ।
দশা এক সমুঝত বিলগানা ॥
সকল সখী গিরিজা গিরি ময়না ।
পুলক শরীর ভরে জল নয়না ।
হোয় ন মৃষা দেবঋষিভাষা ।
উমা সো বচন হৃদয় ধরি রাখা ॥
উপজেউ শিবপদকমল সনেহূ ।
মিলন কঠিন মন ভা সন্দেহূ ॥
জানি কুঅবসর প্রীতি দুরাই[১] ।
সখিউচ্ছঙ্গ[২] বৈঠী পুনি জাই ॥
ঝুঠি ন হোই দেবঋষিবাণী ।
শোচহিঁ দম্পতি সখী সয়ানী ॥
উর ধরি ধীর[৩] কহৈ গিরিরাউ ।
কহহু নাথ কা করিয় উপাউ ॥

দোহাঃ—

কহ মুনীশ হিমবন্ত সুনু,
জো বিধি লিখা লিলার[৪] ।
দেব দনুজ নর নাগ মুনি,
কোউ ন মেটন-হার[৫] ।৮০॥

তদপি এক মৈঁ কহৌঁ উপাই ।
হোই করৈ জো দৈব সহাই ॥
জস বর মৈঁ বরণেউঁ তুমপাহীঁ ।
মিলিহি উমহিঁ কছু সংশয় নাহীঁ ॥
জে জে বরকে দোষ বখানে ।
তে সব শিবপহঁ মৈঁ অনুমানে ॥
জো বিবাহ শঙ্কর সন হোই ।
দোষৌ গুণ সম কহ সব কোই ॥

(১) গোপন করিয়া (২) সখীর উৎসঙ্গ, ক্রোড় (৩) ধৈর্য্য (৪) ললাট (৫) খণ্ডন- কারক।

বঙ্গানুবাদ ।

শুনিয়া মুনির বাক্য সত্য বলি মানী ।
দম্পতি[১] দুঃখিত অতি হর্ষিতা ভবানী ॥
নারদো এ বিভিন্নতা না করে ধারণা ।
এক রূপ দশা কিন্তু পৃথক ভাবনা ॥*
গিরিজা ময়না গিরি আর সখিগণ ।
পুলকিত-তনু সবে সজল নয়ন ॥
মিথ্যা না হইবে কভু মুনি যা বলিল ।
সেই বাক্য উমা হৃদে ধরিয়া রাখিল ॥
উপজিল শিবপদকমলে সনেহ ।
মিলন কঠিন বলি হইল সন্দেহ ॥
জানিয়া কুঅবসর প্রীতি লুকাইয়া ।
সখী-ক্রোড়ে বসিলেন পুনশ্চ যাইয়া ॥
মিথ্যা না হইবে কভু দেবঋষিবাণী ।
দম্পাতি দুঃখিত আর চতুরা সঙ্গিনী ॥
হৃদে ধরি ধৈর্য্য তবে কহে গিরিরায় ।
হে নাথ বলহ এবে কি করি উপায় ॥

কহিলেন মুনীশ্বর শুন হিম-গিরিবর
যাহা বিধি-ললাট-লিখন ।
দেবতা দনুজ নর, নাগ মুনি চরাচর,
কেহ নারে করিতে খণ্ডন ।৮০॥

কহি আমি আছে এক তথাপি উপায় ।
সফল হইবে দৈব করিলে সহায় ॥
যেরূপ বরের কথা বলি মহাশয় ।
উমায় মিলিবে কিছু না কর সংশয় ॥
বরের যে সব দোষ করি সুবাখান[২] ।
শিবের সে সব আছে মম অনুমান ॥
যদ্যপি বিবাহ ঘটে শঙ্করের সনে ।
দোষ হবে গুণ সম কহে সব জনে ॥

(১) হিমালয় ও তাঁহার পত্নী ময়না । *শরীরের দশা বা অবস্থা একরূপ অর্থাৎ পুলকিতাঙ্গ ও সজল নয়ন কিন্তু দম্পতির ও ভবানীর মনের ভাব পৃথক অর্থাৎ দম্পতির মনে দুঃখ আর ভবানীর মনে সুখ। নারদ সকলের শারীরিক অবস্থা একরূপ দেখিয়া মানসিক এই পার্থক্য লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। (২) সবিস্তার বর্ণনা।

মূল।

জো অহিসেজ[১] শয়ন হরি করহীঁ।
বুধ কচ্ছু তিনকহঁ দোষ ন ধরহীঁ॥
ভানু কৃশানু সর্ব্ব রস খাহীঁ।
তিনকহঁ মন্দ কহত কোউ নাহীঁ॥
শুভ অরু অশুভ সলিল সব বহহীঁ।
সুরসরি কোউ ন অপাবন কহহীঁ॥
সমরথকহঁ নহিঁ দোষ গুসাঁই।
রবি পাবক সুরসরিকী নাই[২]॥

দোহাঃ—
জো অস ঈর্ষা করহিঁ নর,
জড়-বিবেক অভিমান।
পরহিঁ কল্পভরি নরকমহঁ,
জীব কি ঈশ সমান॥৮১॥

সুরসরিজলকৃত বারুণি[৩] জানা।
কবহুঁ ন সন্ত করহিঁ তিহি পানা॥
সুরসরি মিলে সুপাবন জৈসে।
ঈশ অনীশহিঁ[৪] অন্তর তৈসে॥
শম্ভু সহজ সমরথ ভগবানা।
ইহি বিবাহ সববিধি কল্যাণা॥
দুরারাধ্য পৈ অহহিঁ[৫] মহেশূ।
আশুতোষ পুনি কিয়ে কলেশূ॥
জো তপ করৈ কুমারী তুম্হারী।
ভাবিউ মেটি সকৈঁ ত্রিপুরারী॥
যদ্যপি বর অনেক জগমাহীঁ।
ইহিকহঁ শিব তজি দূসর নাহীঁ॥
বরদায়ক প্রণতারতভঞ্জন।
কৃপাসিন্ধু সেবক-মন-রঞ্জন॥
ইচ্ছিত ফল বিনু শিব আরাধে।
লহই ন কোটি যোগ জপ সাধে॥

(১) নাগ-শয্যা (২) তুল্য, সমান (৩) মদিরা, মদ্য (৪) জীব (৫) ঈদৃশ।

বঙ্গানুবাদ।

অহি-শয্যা পরে হরি করেন শয়ন।
তাহে কিছু দোষ বুধ[১] না করে গ্রহণ॥
করে সর্ব্বরস ভানু[২] কৃশানু[৩] ভোজন।
তাঁহাদিকে মন্দ কেহ না কহে কখন॥
করিলেও শুভাশুভ সলিল বহন।
গঙ্গাকে কেহই নাহি কহে অপাবন॥
প্রভো দোষ নাহি বর্ত্তে সমরথ[৪] জনে।
পাবক জাহ্নবী রবি সমান ভুবনে॥

এরূপ ঈরষা করে, যে সকল নারী নরে,
জড়মতি করি অভিমান।
নরকেতে পড়ে তারা, কল্প ভরি দিশাহারা,
জীব কবে ঈশ্বর সমান॥৮০॥

গঙ্গাজলকৃত মদ্য হইলেও জ্ঞান।
সাধু তাহা কভু নাহি করিবেন পান॥
গঙ্গায় মিশিলে উহা যেন সুপাবন।
ঈশ্বর জীবেতে হয় অন্তর তেমন॥
শঙ্কর সহজে সমরথ ভগবান।
এ বিবাহে সববিধি হইবে কল্যাণ॥
যদ্যপিও দুরারাধ্য ঈদৃশ মহেশ॥
আশুতোষ পুন তিনি করিলে কলেশ[৫]॥
যদি তপ করে তব সুন্দরী কুমারী।
ভাবিও মিটাতে পারে প্রভু ত্রিপুরারী॥
যদ্যপি অনেক বর জগতমাঝার।
শিব ভিন্ন না হইবে দোসর[৬] ইহাঁর॥
বরদাতা প্রণতার্ত্তিভঞ্জনকারক[৭]।
কৃপাসিন্ধু সেবকের মনের রঞ্জক॥
শিব-আরাধনা বিনা ফলেচ্ছা করিলে।
লভিবেনা কোটি যোগ জপাদি সাধিলে॥

(১) জ্ঞানী, পণ্ডিত (২) সূর্য্য (৩) অগ্নি (৪) সমর্থ, ক্ষমতাশালী (৫) ক্লেশ (৬) অন্য (৭) প্রণত জনের পীড়ানাশক।

মূল।

দোহাঃ—

অস কহি নারদ সুমিরি হরি,
গিরিজহি দীহ্ন অশীষ[1]।
হোইহিঁ সব কল্যাণ অব,
সংশয় তজহু গিরীশ[2] ॥৮২॥

অস কহি ব্রহ্মভবন মুনি গয়উ।
আগিল চরিত শুনহু জস ভয়উ ॥
পতিহি ইকান্ত[3] পায় কহ ময়না।
নাথ ন মৈঁ সমুঝেউঁ মুনিবয়না[4] ॥
জো ঘর বরকুল হোই অনূপা।
করিয় বিবাহ সুতা অনুরূপা ॥
নতু কন্যা বরু[5] রহৈ কুমারী।
কান্ত উমা মম প্রাণপিয়ারী ॥
জো ন মিলিহি বর গিরিজহি যোগূ।
গিরি জড় সহজ কহহিঁ সব লোগূ ॥
সো বিচারি পতি করেহু বিবাহূ।
জেহি ন বহোরি হোই উরদাহূ ॥
অস কহি পরী[6] চরণ ধরি শীশা[7]।
বোলে সহিত সনেহ গিরীশা ॥
বরু পাবক প্রগটে শশীমাহীঁ।
নারদবচন অন্যথা নাহীঁ ॥

দোহাঃ—

প্রিয়া শোচ পরিহরহু সব,
সুমিরহু শ্রীভগবান।
পার্ব্বতী জিন নির্ম্ময়উ,
সোই করিহহিঁ কল্যাণ ॥৮৩॥

অব জো তুমহি সুতাপর নেহূ[8]।
তৌ অস জায় শিখাবন[9] দেহূ ॥
করৈ সো তপ জ্যাহি মিলহিঁ মহেশূ।
আন উপায় ন মিটহিঁ কলেশূ ॥

(১) আশিস, আশীর্ব্বাদ (২) হিমালয়। (৩) একান্তে, নির্জ্জনে (৪) মুনির বাক্য (৫) বরঞ্চ (৬) পড়িলেন (৭) মস্তক (৮) স্নেহ (৯) শিক্ষা।

বঙ্গানুবাদ।

ইহা কহি মুনিবর, স্মরি হরি তার পর,
গিরিজাকে দিলেন আশীষ।
হইবে কল্যাণ সব, পাবে এবে সুবিভব,
ত্যাগ কর সংশয় গিরীশ ॥৮২॥

ইহা কহি মুনি যান ব্রহ্মার ভবন।
অগ্রের চরিত্র এবে করহ শ্রবণ ॥
ময়না[1] কহিল পেয়ে পতিকে নির্জ্জনে।
হে নাথ না বুঝিলাম মুনির বচনে।
বর কুল ঘর যদি অনুপম হয়।
সুতা অনুরূপ করি কর পরিণয় ॥
নতুবা কুমারী[2] রবে বরঞ্চ তনয়া।
কান্ত উমা হয় মম অতি প্রাণপ্রিয়া ॥
গিরিজার যোগ্য বর যদি নাহি মিলে।
সহজেতে জড় গিরি কহিবে সকলে ॥
বিচার করিয়া কর কন্যা-পরিণয়[3]।
যেন পুন উর-দাহ কভু নাহি হয় ॥
মস্তক ধরিয়া পদে, ময়না পড়িল।
সনেহ সহিত তবে গিরীশ[5] বলিল।
প্রকটে[6] পাবক[7] যদি শশীর কিরণ।
অন্যথা না হবে তবু নারদ-বচন ॥

প্রিয়ে করি সুবিচার, কর শোক পরিহার[8],
ভগবানে করহ স্মরণ।
পার্ব্বতীকে যেই জন, করিলেন সিরজন[9],
শুভ করিবেন সেই জন ॥৮৩॥

আছে যদি তব এবে সুতা প্রতি স্নেহ।
তবে গিয়া এইরূপ শিক্ষা তারে দেহ।
করুক সে তপ যাহে মিলিবে মহেশ।
অপর উপায়ে নাহি মিটিবে কলেশ[10] ॥

(১) হিমালয়ের পত্নী (১) অবিবাহিতা (৩) কন্যার বিবাহ ক্রিয়া (৪) মর্ম্মবেদনা (৫) হিমালয় (৬) প্রকাশ করে বিকীর্ণ করে (৭) অগ্নি (৮) পরিত্যাগ (৯) সৃজন (১০) ক্লেশ।

মূল ।

নারদবচন সমুঝি সব হেতু ।
সুন্দর সব গুণনিধি বৃষকেতু ॥
অস বিচারি তুম তজি সব শঙ্কা ।
সরহি ভাঁতি শঙ্কর অকলঙ্কা ॥
শুনি পতিবচন হর্ষ মনমাহীঁ ।
গই তুরত[1] উঠি গিরিজাপাহীঁ ॥
উমহি বিলোকী নয়ন ভরি বারী
সহিত সনেহ গোদ[2] বৈঠারী[3] ॥
বারহিবার লেতি উর লাই ।
গদগদ কণ্ঠ ন কচ্ছু কহি জাই ॥
জগতমাতু সর্ব্বজ্ঞ ভবানী ।
মাতুসুখদ বোলি মৃদু বাণী ॥

দোহাঃ—
শুনহু মাতু মৈঁ দীখ অস,
স্বপ্ন সুনাউঁ তোহিঁ ।
সুন্দর গৌর সুবিপ্রবর,
অস উপদেশেউ মোহিঁ ॥৮৪॥

করহু জায় তপ শৈলকুমারী ।
নারদ কহা সো সত্য বিচারী ॥
মাতু পিতহি পুনি য়হ মতভাবা ।
তপ সুখপ্রদ দুখ দোষ নশাবা ॥
তপবল রচৈঁ প্রপঞ্চ[4] বিধাতা ।
তপবল বিষ্ণু সকল জগত্রাতা ॥
তপবল শম্ভু করহিঁ সংহারা ।
তপবল শেষ[5] ধরহিঁ মহিভারা ॥
তপ অধার সব সৃষ্টি ভবানী ।
করহু জাই তপ অস জিয় জানি ॥
সুনত বচন বিস্মিত মহতারী[6] ।
স্বপ্ন সুনায়উ গিরিহি হঁকারী[7] ॥
মাতু পিতুহি বহুবিধি সমুঝাই ।
চলী উমা তপহিত হরষাই ॥

(১) ত্বরায় (২) ক্রোড়ে (৩) বসাইলেন (৪) জগৎ (৫) অনন্ত নাগ (৬) মাতা (৭) চীৎকার করিয়া ।

বঙ্গানুবাদ ।

নারদ-বচন-হেতু[1] বুঝি সর্ব্ব বিধি ।
শঙ্কর সুন্দর অতি সর্ব্ব গুণনিধি
সব শঙ্কা ত্যাগ কর এরূপ বিচারে ।
অকলঙ্ক হন শিব সকল প্রকারে ॥
শুনিয়া পতির বাক্য হরষিত মন ।
গিরিজা-নিকটে শীঘ্র করেন গমন ॥
উমাকে দেখিয়া হন সজল নয়ন ।
সনেহ সহিত ক্রোড়ে বসান তখন ॥
বার বার স্নেহভরে ধরিল হিয়ায় ।
গদগদ কণ্ঠ কিছু কহা নাহি যায় ॥
সর্ব্বজ্ঞা ভবানী হন জগতের মাতা ।
মৃদু বাক্য বলি সুখী করেন স্বমাতা ॥

শুন মাতঃ আমি যেই দেখিলাম স্বপ্ন সেই
বিস্তারিয়া শুনাইব তোরে ।
যেন এক বিপ্রবর গৌরবর্ণ মনোহর,
এই উপদেশ দিল মোরে ॥৮৪॥

শৈলেশকুমারী তুমি তপ কর গিয়া ।
নারদবচন সত্য মনে বিচারিয়া ॥
পুন ইহা হবে পিতৃ-মাতৃ-মনোমত ।
দুঃখ দোষ নাশে তপ সুখদ সতত ॥
তপোবলে রচিলেন জগত বিধাতা ।
তপোবলে হন বিষ্ণু সর্ব্ব-বিশ্বত্রাতা ॥
তপোবলে মহাদেব করেন সংহার ।
তপোবলে ধরে শেষ[2] গুরু মহীভার ॥
তপস্যা আধার সর্ব্ব সৃষ্টির ভবানী ।
করহ তপস্যা গিয়া ইহা মনে জানি ॥
শুনিয়া বচন মাতা বিস্মিত হইয়া ।
গিরিকে[3] শুনান স্বপ্ন চিৎকার করিয়া ॥
নানারূপে বুঝাইয়া পিতা ও মাতারে ।
হৃষ্ট মনে গেল উমা তপ করিবারে ॥

(১) নারদের বাক্যের গূঢ় মর্ম্ম (২) অনন্ত নাগ (৩) হিমালয়কে

মূল ।

প্রিয় পরিবার পিতা অরু মাতা ।
ভয়ে বিকল মুখ আব ন বাতা ॥
দোহাঃ—
বেদশিরা মুনি আয় তব,
সবহিঁ কহা সমুঝাই ।
পার্ব্বতীমহিমা সুনত,
রহে প্রবোধহি পাই ॥৮৫॥

উর ধরি উমা প্রাণপতি-চরণা ।
জাই বিপিন লাগী তপ করণা ॥
অতি সুকুমারী ন তনু তপযোগূ ।
পতিপদ সুমিরি তজেউ সব ভোগূ ।
নিত নব চরণ উপজ অনুরাগা ।
বিসরি[১] দেহ তপহি মন লাগা ॥
সম্বত সহস মূল ফল খায়ে ।
শাক খাই শত বর্ষ গঁবায়ে[২] ॥
কচ্ছু দিন ভোজন বারি বতাসা[৩] ।
কিয়ে কঠিন কচ্ছু দিন উপবাসা ॥
বেলপাত মহীপরে সুখাই[৪] ।
তীনি সহস সম্বত সো খাই ॥
পুনি পরিহরেউ সুখানেউ পর্ণা[৫] ।
উমানাম তব ভয়উ অপর্ণা ॥
দেখি উমহিঁ তপক্ষীণ শরীরা ।
ব্রহ্মগিরা[৬] ভই গগণ গঁভীরা ॥
দোহাঃ—
ভয়উ মনোরথ সফল তব,
সুনু গিরিরাজকুমারি ।
পরিহরি দুসহ কলেশ সব,
অব মিলিহহিঁ ত্রিপুরারি ॥৮৬॥

অস তপ কাহু ন কীন্হ ভবানী ।
ভয়ে অনেক ধীর মুনি জ্ঞানী ॥

(১) বিস্মৃত হইয়া (২) যাপন করিলেন (৩) বায়ু (৪) শুষ্ক করিয়া (৫) পাতা (৬) ব্রহ্ম বাক্য, দৈববাণী ।

বঙ্গানুবাদ ।

প্রিয় পরিবার আর পিতা ও জননী ।
হইল বিকল, মুখে নাহি সরে বাণী ॥

বেদশিরা মুনি তবে, আসিয়া কহেন সবে,
বুঝাইয়া সবিশেষ তত্ত্ব ।
সুশান্ত হইল সবে, প্রবোধ পাইয়া তবে
শুনি অতি পার্ব্বতী-মহত্ত্ব ॥৮৫॥

হৃদে ধরি উমা প্রাণপতিরচরণ[১] ।
তপস্যা করেন গিয়া গহন কানন ॥
অতি সুকুমারী তনু তপযোগ্য নয় ।
পতিপদ স্মরি তজে ভোগ সমুচ্চয় ॥
নিত্য নব অনুরাগ উপজে[২] চরণে ।
তপস্যায় লগ্ন মন দেহবিস্মরণে ।
সহস্র বৎসর করে ফলমূলাশন ।
শাকাশনে শতবর্ষ করেন যাপন ॥
কিছু দিন জল বায়ু ভোজন করিল ।
কিছুদিন সুকঠিন উপবাস দিল ॥
মহিপরে শুষ্ক করি বিল্বপত্রগণ ।
ত্রিসহস্র সম্বৎসর করেন ভক্ষণ ॥
শুষ্ক অপি পত্র করিলেন পরিহার ।
অপর্ণা তাহাতে নাম হইল উমার ॥
তপস্যায় ক্ষীণ দেহ দেখিয়া উমার ।
গম্ভীর আকাশবাণী হইল প্রচার ॥

হইবে সফল তব, শুভ মনোরথ সব,
শুন গিরিরাজেরকুমারী[৩] ।
এবে পরিহর তব, দুঃসহ[৪] কলেশ[৫] সব,
এখন মিলিবে ত্রিপুরারি ॥৮৬॥

এরূপ তপস্যা কেহ না করে ভবানী ।
হইয়াছে বহু বিশ্বে ধীর মুনি জ্ঞানী ॥

(১) শিবের পাদপদ্ম (২) জন্মে (৩) গিরিরাজের অর্থাৎ হিমালয়ের কুমারী অর্থাৎ অবিবাহিতা দুহিতা (৪) অসহনীয় (৫) ক্লেশ, কষ্ট ।

মূল।

অব উর ধরহু ব্রহ্মবরবাণী।
সত্য সদা সন্তত শুচি জানী॥
আবৈঁ পিতা বুলাবন[১] জবহীঁ।
হঠ[২] পরিহরি ঘর জায়হু তবহীঁ॥
মিলহিঁ তুমহিঁ জব সপ্ত ঋষীশা।
জানেহু তব প্রমাণ[৩] বাগীশা॥
সুনত গিরা-বিধি[৪] গগণ বখানী।
পুলকি গাত গিরিজা হরষানী॥
উমাচরিত মৈঁ সুন্দর গাবা।
শুনহু শম্ভুকর চরিত সুহাবা[৫]॥
জবতে সতী জায় তনু ত্যাগা।
তবতে শিবমন ভয়উ বিরাগা॥
জপহিঁ সদা রঘুনায়কনামা।
জহঁ তহঁ সুনহি রামগুণগ্রামা॥

দোহাঃ—

চিদানন্দ সুখধাম শিব,
বিগত মোহ মদ কাম।
বিচরহিঁ মহি ধরি হৃদয় হরি
সকল লোক অভিরাম॥৮৭॥

কতহুঁ মুনিন উপদেশহিঁ জ্ঞানা।
কতহুঁ রামগুণ করহিঁ বখানা॥
যদপি অকাম তদপি ভগবানা।
ভক্তবিরহদুখ দুখিত সুজানা॥
য়েহি বিধি গয়উ কাল বহু বীতী[৬]।
নিত নব হোই রামপদ প্রীতি॥
নেম[৭] প্রেম শঙ্করকর দেখা।
অবিচল হৃদয় ভক্তিকী রেখা॥
প্রগটে রাম কৃতজ্ঞ কৃপালা।
রূপশীলনিধি তেজ বিশালা॥
বহুপ্রকার শঙ্করহি সরাহা[৮]।
তুম বিনু অস ব্রত কো নিরবাহা[৯]॥

(১) লইতে (২) এক গুঁয়েমি, জেদ (৩) প্রমাণিত, কার্য্যে পরিণত (৪) বিধি বাক্য (৫) শোভন, সুন্দর (৬) অতীত হইয়া (৭) নিয়ম, সংকল্প (৮) প্রশংসা করিলেন (৯) নির্ব্বাহ করে।

বঙ্গানুবাদ।

এবে হৃদে ধর তুমি ব্রহ্মবরবাণী।
সদা সত্য শুচি উহা অন্তরেতে জানী॥
আসিবেন তব পিতা লইতে যখন।
তপ পরিহরি ঘর যাইবে তখন॥
মিলিবে তোমায় যবে সপ্ত ঋষিবর।
জানিবে তখন প্রমাণিত বাক্যবর॥
বিধির বচন করি গগণে শ্রবণ।
পুলকিত গাত্র উমা হরষিত মন॥
উমা-লীলা গাইলাম পরম সুন্দর।
এবে শুন শিবলীলা অতি মনোহর॥
যবে সতী যান করি তনু বিসর্জ্জন।
শিব-মনে উপজিল বিরাগ তখন॥
জপ করে সদা শিব শ্রীরামের নাম।
যথা তথা ভ্রমিলেন শুনি গুণগ্রাম।

চিদানন্দ সুখধাম গত মোহ মদ কাম
মহাদেব শঙ্কর কামারি।
হৃদয়ে ধরিয়া রাম সর্ব্বলোক অভিরাম[১]
বিশ্ব মাঝে ভ্রমে ত্রিপুরারি॥৮৭॥

কোথাও করেন মুনিগণে উপদেশ।
কোথাও রামের গুণ বাখানে মহেশ॥
যদ্যপি অকাম[২] তবু শিব ভগবান।
ভক্তের বিরহদুঃখে দুঃখী জ্ঞানবান॥
এইরূপে বহুকাল হইল বিগত।
রাম-পদে নব প্রেম উপজে সতত॥
শঙ্কর-নিয়ম[৩]-প্রেম হেরে রঘুবর।
ভক্তি-চিহ্ন অবিচল হৃদয়-ভিতর॥
প্রকাশিত হন রাম কৃতজ্ঞ দয়াল।
রূপ-শীল-নিধি প্রভু তেজস্বী বিশাল॥
অনেক প্রকারে রাম প্রশংসে শঙ্করে।
তোমা বিনা এই ব্রত কে নির্ব্বাহ করে॥

(১) রমণীয় (২) বাসনা শূন্য, সুখ দুঃখাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের অনুভূতি বিরহিত (৩) সংকল্প।

মূল।

বহুবিধি রাম শিবহি সমুঝাবা।
পার্বতীকর জন্ম শুনাবা॥
অতি পুনীত গিরিজাকী করণী।
বিস্তর সহিত কৃপানিধি বরণী[1]॥
দোহা :—
অব বিনতী মম শুনহু শিব,
জো মোপর নিজ[2] নেহু[3]।
জাই বিবাহহু শৈলজহি,
য়হ মোহিঁ মাঁগে দেহু॥৮৮॥

কহ শিব যদপি উচিত অস নাহীঁ॥
নাথবচন পুনি মেটি ন জাহীঁ॥
শির ধরি আয়সু[4] করিয় তুম্হারা।
পরম ধর্ম্ম য়হ নাথ হমারা॥
মাতু পিতা গুরু প্রভুকী বাণী।
বিনহিঁ বিচার করিয় শুভ জানী॥
তুম সবভাঁতি পরম হিতকারী॥
আজ্ঞা শিরপর নাথ তুম্হারী॥
প্রভু তোষেউ[5] সুনি শঙ্করবচনা।
ভক্তি বিবেক ধর্ম্মযুত রচনা॥
কহ প্রভু হর তুম্হার প্রণ[6] রহেউ।
অব উর রাখেউ জো হম কহেউ॥
অন্তর্দ্ধান ভয়ে অস ভাষী[7]।
শঙ্কর সোই মূরতি উর রাখী॥
তবহিঁ সপ্তঋষি শিবপহঁ আয়ে।
বোলে প্রভু অস বচন সুহায়ে[8]॥
দোহা :—
পার্ব্বতীপহঁ জায় তুম,
প্রেমপরীক্ষা লেহু।
গিরিহি প্রেরি পঠবহু ভবন,
দূর করহু সন্দেহু॥৮৯॥

(১) বর্ণনা করিলেন (২) আপনার (৩) স্নেহ, প্রীতি (৪) আজ্ঞা (৫) তুষ্ট হইলেন (৬) পণ, প্রতিজ্ঞা (৭) বলিয়া (৮) সুন্দর।

বঙ্গানুবাদ।

বহুবিধি রঘুবর বুঝান মহেশে।
উমা-জন্মকথা শুনাইয়া সে উদ্দেশে॥
অতিশয় সুপবিত্র গিরিজাকরণ।
সবিস্তার কৃপানিধি করেন বর্ণন॥

এখন বিনতি মম, শুন শিব গতভ্রম[1],
যদি প্রীতি আমার উপর।
যাইয়া শৈলজা সহ, সুপরিণয় করহ,
যাচি আমি দেহ এই বর॥৮৮॥

কহে শিব যদ্যপিও ইহা অনুচিত।
প্রভুর বচন পুন না হবে খণ্ডিত॥
তব আজ্ঞা শিরে ধরি করিব করম।
হে নাথ আমার ইহা পরম ধরম॥
মাতা পিতা গুরু আর প্রভুর বচন।
শুভ জানি করিবেক বিনা বিচারণ॥
হও তুমি সর্ববিধি অতি হিতকর।
হে নাথ তোমার আজ্ঞা মম শিরোপর॥
প্রভু অতি তুষ্ট শুনি শঙ্কর-বচন।
ভক্তি-জ্ঞান-ধর্ম্মযুত সুন্দর রচন॥
রহিল প্রতিজ্ঞা তব কহিলেন স্বামী।
হৃদে ধর যাহা এবে কহিলাম আমি॥
এই উপদেশ দিয়া হন অন্তর্দ্ধান।
সেই মূর্ত্তি হৃদি মাঝে শিব করে ধ্যান॥
সপ্তঋষি শিবপাশে আইল তখন।
প্রভু বলিলেন এই সুন্দর বচন॥

তোমরা পার্ব্বতী-পাশে, যাও এবে সপ্তঋষে,
প্রেমের পরীক্ষা লও গিয়া।
গিরিকে[2] প্রেরণ করে, আনাও ভবনে তারে[3]
সকল সন্দেহ বিনাশিয়া॥৮৯॥

(১) ভ্রমহীন (২) হিমালয়কে (৩) ভবানীকে।

মূল।

স্থনি শিববচন পরম স্থখ মানী।
চলে হর্ষি জহঁ রহীঁ ভবানী॥
ঋষিন গৌরি দেখি তহঁ কৈসী।
মুরতিবন্ত তপস্যা জৈসী॥
বোলে মুনি স্থন শৈলকুমারী
করহু কবন কারণ তপভারী॥
কেহি আরাধহু কা তুম চহহু।
হমসন সত্যমর্ম্ম সব কহহু॥
স্থনত ঋষিনকে বচন ভবানী।
বোলীঁ গূঢ় মনোহর বাণী॥
কহত মর্ম্ম মন অতি সকুচাই[1]।
হঁসিহহু স্থনি হমারি জড়তাই॥
মন হঠপরা[2] ন স্থনৈ সিখাবা[3]।
চহত বারিপর[4] ভীতি[5] উঠাবা॥
নারদ কহা সত্য সোই জানা।
বিনু পংখন[6] হম চহহিঁ উড়ানা॥
দেখিয় মুনি অবিবেক হমারা।
চাহত পতি শঙ্কর অবিকারা

দোহা ঃ—

স্থনত বচন বিহঁসে ঋষয়,
গিরিসম্ভব তব দেহ।
নারদকর উপদেশ স্থনি,
কহহু বসেহু[7] কেহি গেহ ॥১০॥

দক্ষস্থতন উপদেশিন জাই।
তিন ফিরি ভবন ন দেখা আই॥
চিত্রকেতুকর ঘর উন[8] ঘালা[9]।
কণককশিপুকর পুনি অস হালা[10]॥
নারদশিখ[11] জু স্থনহিঁ নরনারী।
অবশি[12] ভবন তজি হোহিঁ ভিখারী॥
মন কপটী তন্থ সজ্জনচীহ্না।
* আপ সরিস সবহীঁ চহ কীহ্না॥

(১) সঙ্কুচিত হয় (২) একগুঁয়ে (৩) শিক্ষা দান, উপদেশ (৪) জলের উপরে (৫) ভিত্তি (৬) পক্ষ, ডানা (৭) বাস করে (৮) ঐ ব্যক্তি (৯) নষ্ট করিল (১০) দশা (১১) নারদের শিক্ষা (১২) অবশ্য।

বঙ্গানুবাদ।

শুনিয়া শিবের বাক্য অতি সুখ মানী।
হৃষ্টমনে চলে যথা আছেন ভবানী॥
গৌরীকে কিরূপ তথা দেখে ঋষিগণ।
মূরতি ধরিয়া রহে তপস্যা যেমন॥
বলে মুনিগণ শুন শৈলেশকুমারী।
কি কারণে কর তুমি এই তপভারী॥
কার কর আরাধন চাহবা কাহারে।
যথার্থ মরম বল আমাসবাকারে॥
শ্রবণ করিয়া ঋষি-বচন ভবানী।
বলিলেন এই গূঢ় মনোহরবাণী॥
কহিতে মরম অতি সঙ্কুচিতমন।
আমার জড়ত্ব[1] শুনি হাসিবে এখন॥
একগুঁয়েমন শিক্ষা না শুনে শ্রবণ।
জলের উপরে ভিত্তি করি উত্তোলন॥
নারদবচন আমি সত্য বলি ধরি।
নাহি আছে পক্ষ উড়িবারে ইচ্ছা করি॥
দেখ মুনি হয় কিবা অজ্ঞান আমার।
পতিরূপে চাহি আমি শিব অবিকার॥

তাঁহার বচন শুনি, হাস্য করে যত মুনি,
জন্ম তব জড় মহিধরে।
নারদের উপদেশ, শ্রবণ করিয়া লেশ[2],
বল কেবা গৃহে বাস করে॥

উপদেশ দিল গিয়া দক্ষের নন্দনে।
ফিরিয়া না আসে তারা তাহাতে ভবনে॥
চিত্রকেতু ঘর নষ্ট করিল সেজন।
কণককশিপুদশা[3] করিল এমন॥
নারদের শিক্ষা যে শুনিবে নরনারী।
অবশ্য ভবন ত্যজি হইবে ভিখারী॥
মনে ছল সাধুবেশ হয় অনুভব।
আপন সদৃশ চাহে করিবারে সব॥

(১) মূর্খতা (২) বিন্দুমাত্র (৩) হিরণ্যকশিপুর দশা।

মূল ।

তেহিকে বচন মানি বিশ্বাসা ।
তুম চাহহু পতি সহজ উদাসা ॥
নিগু‍র্ণ নিলজ কুবেষ[1] কপালী ।
অকুল অগেহ দিগম্বর ব্যালী ॥
কহহু কবন সুখ অস বর পায়ে ।
ভল ভুলিহু ঠগকে[2] বৌরায়ে[3] ॥
পঞ্চকহেঁ শিব সতী বিবাহী ।
পুনি অব ডেরি[4] মরাইন তাহী ॥
দোহা :—
অব সুখ সোবত[5] শোচ নহিঁ,
ভীখ মাঁগি ভব খাহিঁ ।
সহজ একাকিনকে ভবন,
কবহুঁ কি নারি খটাহিঁ ॥৭১॥

অজহুঁ মানহু কহা হমারা ।
হম তুমকহঁ বর নীক বিচারা ॥
অতি সুন্দর শুচি সুখদ সুশীলা ।
গাবহিঁ বেদ জাসু যশলীলা ॥
দূষণরহিত সকল গুণরাশী ।
শ্রীপতি পুর বৈকুণ্ঠনিবাসী ॥
অস বর তুমহিঁ মিলাউব আনী ।
সুনত বচন কহ বিহঁসি ভবানী ।
সত্য কহহু গিরিভব তনু এহা ।
হঠ ন ছুট ছুটে বরু দেহা ॥
কনকৌ পুনি পষাণতে হোই ।
জারেউ সহজ[6] ন পরিহর সোই ॥
নারদবচন ন মৈঁ পরিহরউঁ ।
উসৌ[7] ভবন উজরো[8] নহিঁ ডরউঁ ॥
গুরুকে বচন প্রতীতি ন জেহী ।
স্বপ্নেহু সুগম ন সুখসিধি তেহী ॥

(১) কুবেশ (২) ধূর্ত্তের (৩) বাতুলতা পাগলামী (৪) বিলম্বে (৫) নিদ্রামগ্ন (৬) স্বভাব (৭) উহাতে (৮) উজাড়, নির্ম্মনুষ্য, শূন্য।

বঙ্গানুবাদ ।

তাহার বচনে তুমি বিশ্বাস মানহ ।
সহজ উদাসীজনে পতিরূপে চাহ ॥
নিগু‍র্ণ নির্লজ্জ আর কুবেশ কপালী[1] ।
অকুল অগেহ তিনি দিগম্বর[2] ব্যালী[3] ॥
পাইয়া এরূপ বর[4] সুখ কবে বল ।
ধূর্ত্ত বঞ্চনায় তুমি ভুলিয়াছ ভাল ॥
পঞ্চ[5] কহে করি শিব বিবাহ সতীরে ।
বিলম্ব না করে পুন বিনাশিতে তারে ॥

সুখে নিদ্রামগ্ন নিছু, মনে শোক নাহি কিছু
ভীক্ষাকরি উদর পূরণ ।
সহজে একাকী যেহ, তাহার ভবনে কহ,
খাটিবে কি রমণী কখন ॥৭১॥

এখনো মানহ তুমি মোদের বচন ।
তোমার সুন্দর বর করি নিরূপণ ॥
সুন্দর সুখদ শুচি অতি শীলবান ।
যাঁহার সুযশ লীলা বেদ করে গান ॥
রমাপতি দোষহীন সর্ব্বগুণরাশী ।
সতত হয়েন তিনি বৈকুণ্ঠনিবাসী ॥
তোমার এরূপ বর মিলাইব আনী
শুনিয়া বচন কহে হাসিয়া ভবানী ॥
সত্য কহিয়াছ এই তনু গিরিজাত ।
না ছাড়িব তপ যদি হয় দেহপাত ॥
পাষাণ হইতে হয় পুনশ্চ কাঞ্চন ।
স্বভাব না তজে উহা করিলে জারণ[6] ॥
না করিব পরিহার নারদবচন ।
ভয় নাহি যদি তাহে ঘর উজড়ন ॥
গুরুর বচনে নাহি প্রতীতি যাহার ।
স্বপনে[7] সুগম নাহি সুখসিদ্ধি তার ॥

(১) কাপালিক, শৈব সম্প্রদায় বিশেষ ইহারা সর্ব্বদা হস্তে নর-কপালের অর্দ্ধ ভাগ ধারণ করে এবং তদ্দারা তাহাদের পান পাত্রাদির কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। (২) উলঙ্গ (৩) সর্পে বিজড়িত বা ভূষিত (৪) ভর্ত্তা, স্বামী (৫) পাঁচজনে, অধিকাংশ লোকেই (৬) দগ্ধ করণ।

মূল।

দোহা :— মহাদেব অবগুণভবন,
বিষ্ণু সকল গুণধাম।
জেহিকর মন রম[১] জাহি সন,
তাহি তাহি সন কাম ॥৯২॥

জো তুম মিলতেউ প্রথম মুনিশা।
সুনতিউঁ শিখ তুম্হারি ধরি শীশা ॥
অব মৈঁ জন্ম শম্ভুহিত হারা[২]।
কো গুণ দোষহি করৈ বিচারা ॥
জো তুম্হরে হঠ হৃদয বিশেষী।
রহি ন জাই বিনু কিয়ে বরেষী[৩] ॥
তৌ কৌতুকি অহু আলস নাহীঁ।
বরকন্যা অনেক জগ মাহীঁ ॥
জন্ম কোটি লগি বগরি[৪] হমারী।
বরৌ[৫] শম্ভু নতু রহৌ কুমারী ॥
তজৌঁ ন নারদকর উপদেশূ।
আপ কহহি শতবার মহেশূ ॥
মৈঁ পাপরোঁ[৬] কহৈ জগদম্বা।
তুম গৃহ গবনহু ভয়উ বিলম্বা ॥
দেখি প্রেম বোলে মুনি জ্ঞানী।
জয় জয় জয় জগদম্ব ভবানী ॥
দোহা :—
তুম মায়া ভগবান্ শিব,
সকল জগত-পিতু-মাত।
নায় চরণ শির মুনি চলে,
পুনি পুনি হর্ষিত গাত ॥৯৩॥
জাই মুনিন হিমবন্ত পঠায়ে।
করি বিনতী গিরিজহিঁ গৃহ লায়ে ॥
বহুরি সপ্তঋষি শিবপহঁ জাই।
কথা উমাকী সকল সুনাই ॥
ভয়ে মগ্ন শিব সুনত সনেহা।
হর্ষি সপ্তঋষি গবনে[৭] গেহা[৮] ॥

(১) রত (২) ধারণকারিক (৩) বরেশ, বরশ্রেষ্ঠ (৪) বিশেষ ইচ্ছা (৫) বরণ বা বিবাহ করিব (৬) পায়ে পড়ি (৭) গমন করিলেন (৮) গৃহ।

বঙ্গানুবাদ।

মহাদেব খ্যাত হয়, সদা অবগুণালয়,
বিষ্ণু সর্ব্ব গুণের আধার।
যার মন রত যাতে সদা কার্য্য তার সাথে[১],
গুণাগুণ কে করে বিচার ॥৯২॥

প্রথমে মিলিতে তুমি যদি মুনিবর।
শুনিতাম শিক্ষা তব ধরি শিরোপর ॥
শম্ভুর কারণে আমি জন্ম এবে ধরি।
দোষ গুণ বিচারিয়া বল কিবা করি ॥
যদি তব হৃদয়েতে সংকল্প বিশেষ ॥
থাকিতে নারিবে বিনা করিয়া বরেশ[২] ॥
তা হলে কৌতুক করি আলস্য না কর।
আছে বহু বর কন্যা জগত-ভিতর ॥
কোটি জন্ম লাগি বাঞ্ছা ইহাই আমারী।
বরিব[৩] শঙ্করে কিম্বা রহিব কুমারী ॥
ত্যাগ না করিবে নারদের উপদেশ।
নিজে শতবার শিব কবেন আদেশ ॥
পায়ে পড়ি বিশ্বমাতা কহেন তখন।
বিলম্ব হইল গৃহে করহ গমন ॥
দেখি প্রেম বলে মুনি অতিশয় জ্ঞানী।
জয় জয় জয় বিশ্বজননী ভবানী ॥

মূর্ত্তিমতি তুমি মায়া, ভগবান শিবকায়া[৪],
সর্ব্ব-বিশ্ব-মাতা-পিতা নিত[৫]।
চরণেতে নতশির, করি চলে মুনি ধীর,
পুন পুন গাত্র হরষিত ॥৯৩॥
গিয়া মুনি হিমবানে[৬] পাঠায় সেখানে।
করি নতি সেহ গিরিজাকে গৃহে আনে ॥
পুন সপ্তঋষি শিব-নিকটে যাইল।
উমার সকল কথা তাঁরে শুনাইল ॥
শুনিয়া সনেহে[৭] শিব মগন হইল।
হৃষ্ট মনে সপ্তঋষি গৃহেতে চলিল ॥

(১) সহিত (২) শ্রেষ্ঠবর বা পতি (৩) পতিরূপে বরণ করিব (৪) শিবদেহ-ধারী (৫) নিত্য, সতত (৬) হিমালয়কে (৭) প্রেমে।

মূল ।

মন থির করি তব শম্ভু সুজানা ।
লগে করন রঘুনায়কধ্যানা ॥
তারক অসুর ভয়উ তেহি কালা ।
ভুজ প্রতাপ বল তেজ বিশালা ॥
তে সবলোক লোকপতি জীতে ।
ভয়ে দেব সুখ-সম্পতি-রিতে[১] ॥
অজর অমর সো জীতি ন জাই ।
হারে সুর করি বিবিধ লরাই[২] ॥
তব বিরঞ্চিসন জাই পুকারে[৩] ।
দেখে বিধি সব দেব দুখারে ॥

দোহা ঃ—
সবসন কহা বুঝাই বিধি,
দনুজ-নিধন তব হোই ।
শম্ভু-শুক্র-সম্ভূত-সুত,
ইহি জীতৈ রণ সোই ॥৯৪॥

মোর কহা সুনি করহু উপাই ।
হোইহি ঈশ্বর করিহি সহাই ॥
সতী জো তজী দক্ষমখ দেহা ।
জনমী জাই হিমাচলগেহা ॥
তেহ্ট তপ কীহ্ন শম্ভুপতিলাগী ।
শিব সমাধি বৈঠে সব ত্যাগী ॥
যদপি অহৈ অসমঞ্জস[৪] ভারী ।
তদপি বাত ইক সুনহু হমারী ॥
পঠবহু কাম জাই শিব-পাহীঁ ।
করৈ ক্ষোভ শঙ্করমনমাহীঁ ॥
তব হম জাই শিবহিঁ শির নাই ।
করবাউব[৫] বিবাহ-বরি-আই[৬] ॥
যহিবিধি ভলে দেবহিত হোই ।
মতি অতি নীক কহা সবকোই ॥
প্রস্তুতি[৭] সুরহু কীন অতি হেতু ।
প্রগটথো[৮] বিষমবাণ[৯] বৃষকেতু[১০] ॥

(১) সুখসম্পত্তিহীন (২) লড়াই, যুদ্ধ (৩) যুদ্ধার্থে আহ্বান করে (৪) অসাদৃশ (৫) করাইব, সংগ্রহ করিব (৬)বিবাহের বরযাত্রী (৭) বিশেষ স্তব (৮) আবির্ভাব হইলেন (৯।১০) কামদেবের বিশেষণ ।

বঙ্গানুবাদ ।

সুবিজ্ঞ শঙ্কর তবে স্থিরকরি মন ।
রঘুনায়কের ধ্যানে করেন লগন ॥
সেইকালে জনমিল তারক অসুর ।
ভুজবল তেজ তার প্রতাপ প্রচুর ॥
সেহ সবলোক লোকপতি জয় করে ।
সুখঋদ্ধিহীন দেবগণ কাঁপে ডরে ॥
অজর অমর সেহ জয় অসম্ভব ।
বিবিধ সংগ্রাম করি হারে সুর সব ॥
ব্রহ্মাকে যাইয়া তবে আহ্বান করিল ।
সকল দেবতা দুঃখী বিধাতা দেখিল ॥

সান্ত্বনা করিয়া তবে, বিধাতা বুঝান সবে,
তবে হবে দনুজ[১] নিধন ।
শম্ভু-শুক্রে সমুদ্ভুত, হইবেক যেই সুত,
জিনিবে সে ইহসনে রণ ॥৯৪॥

শুনিয়া আমার কথা করহ উপায় ।
সিদ্ধ হবে কার্য্য ঈশ করিলে সহায় ॥
সতী যিনি ত্যজিলেন দক্ষমখে[২] দেহ ।
তিনিই জন্মেন গিয়া হিমাচলগেহে[৩] ॥
করেন সেহেতু তপ শম্ভুপতি তরে ।
ধ্যানমগ্ন শিব কিন্তু সব ত্যাগ করে ॥
যদ্যপিও ইহা অতি কঠিন ঘটন ।
তথাপি আমার এক শুনহ বচন ॥
যাইয়া শিবনিকটে কামে[৪] পাঠাইবে ।
সেহ শিবমনমধ্যে ক্ষোভ[৫] জন্মাইবে ॥
তবে আমি গিয়া শিবে প্রণতি করিয়া ।
করাব বিবাহ বরযাত্রী সংযোজিয়া ॥
এইরূপে হইবেক দেবের মঙ্গল ।
অতীব সুন্দর মত কহিল সকল ॥
দেবগণ করিলেন স্তুতি অতিশয় ।
তাহাতে বিষম-বাণ[৬] প্রকাশিত হয় ॥

(১) দৈত্য (২) দক্ষযজ্ঞে (৩) হিমালয়ের গৃহে (৪) কামদেবকে (৫) চিত্ত-চাঞ্চল্য (৬) কামদেব ।

মূল।

দোহাঃ—

সুরন কহী নিজ বিপতি সব,
সুনি মন কীহ্ন বিচার।
শম্ভুবিরোধ ন কুশল মোহিঁ,
বিহঁসি কহেউ অস মার[১] ॥৯৫॥

তদপি করব মৈঁ কাজ তুমহারা।
শ্রুতি কহ পরম ধর্ম্ম উপকারা॥
পরহিত লাগী তজৈ জো দেহী।
সন্তত সন্ত প্রশংসহিঁ তেহী॥
অস কহি চলেউ সবহিঁ শির নাই।
সুমন-ধনুষ[২] কর সহিত সহাই॥
চলত মার অস হৃদয় বিচারা।
শিববিরোধ ধ্রুব মরণ হমারা॥
তব আপন প্রভাব বিস্তারা।
নিজ বশ কীহ্ন সকল সংসারা॥
কোপেউ জবহিঁ বারিচরকেতু।
ক্ষণমহঁ মিটেউ সকল শ্রুতিসেতু॥
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সংযম নানা।
ধীরজ[৩] ধর্ম্ম জ্ঞান বিজ্ঞানা॥
সদাচার জপ যোগ বিরাগা।
সভয় বিবেককটক সব ভাগা[৪]॥

ছন্দঃ—

ভাগে বিবেক সহায় সহিত,
সো সুভট[৫] সংযুগ[৬] মহিমুরে[৭]।
সদ্‌গ্রন্থ পর্ব্বতকন্দরনমহঁ
জাই তেহি অবসর দূরে॥
হোনিহার[৮] কা করতার[৯] কো
রখবার[১০] জগ খরভর পরা।
দুই মাথ কেহি রতিনাথ জেহি
কহঁ কোপি ধনুশর কর ধরা॥

---

(১) কামদেব (২) পুষ্পধনু (৩) ধৈর্য্য (৪) পলাইল (৫) সুযোদ্ধা (৬) রণ (৭) মহীকে, পৃথিবীকে মুড়ে অর্থাৎ আচ্ছাদন বা বেষ্টন করে (৮) পরাজয় করিবার (৯) কে কর্ত্তা (১০) রক্ষাকর্ত্তা।

বঙ্গানুবাদ।

দেবতা কহিল তবে, আপন বিপত্তি সবে,
শুনি মনে করিল বিচার।
শিবের বিরোধে ঘোর, না হবে কুশল মোর,
হাসি ইহা কহিলেক মার[১] ॥৯৫॥

তথাপি করিব আমি তোমাদের কর্ম্ম।
শ্রুতি কহে উপকার হয় অতি ধর্ম্ম॥
পরহিত লাগি দেহ ত্যাগ হয় যার।
সতত সজ্জন করে প্রশংসা তাহার॥
ইহা কহি চলে সবে[২] পরণাম[৩] করি।
সহায় সহিত পুষ্পধনু করে ধরি॥
যাইতে যাইতে মনে করয়ে বিচার।
শিবের বিরোধে ধ্রুব[৪] মরণ আমার॥
তখন আপন শক্তি করিয়া বিস্তার।
করিল অধীন নিজ সকল সংসার॥
যখন করিল ক্রোধ বারিচরকেতু[৫]।
ক্ষণমধ্যে মিটিগেল[৬] সব শ্রুতিসেতু[৭]॥
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত আর বিবিধ সংযম।
বিজ্ঞান ধৈরজ জ্ঞান সকল ধরম॥
সদাচার জপ যোগ বিরাগ বিভব।
বিবেককটক ভয়ে পলাইল সব॥

সসৈন্যে বিবেক[৮] ধীর, পলাইলে সেই বীর[৯]
করে রণে পৃথিবী বেষ্টন।
সদ্‌গ্রন্থ সমুচ্চয়, পর্ব্বত কন্দরে[১১] লয়,
আশ্রয় করিয়া পলায়ন॥
কে করিবে পরাজয়, কেবা দিবে সু-আশ্রয়,
জগতে পড়িল খরভর[১২]।
দুই মাথা আছে কার, রতিনাথ[১৩] প্রতি যার,
কোপকরি ধরে ধনুশর॥

---

(১) কন্দর্প, মদন (২) সকলকে (৩) প্রণাম (৪) নিশ্চয় (৫) কামদেব (৬) লয় প্রাপ্ত হইল (৭) শ্রুতি বিহিত সুপথ সকল (৮) বিবেকের অর্থাৎ জ্ঞানের কটক অর্থাৎ সহায়তাকারী সৈন্যদল (৯) জ্ঞানরূপ ধীর যোদ্ধা (১০) অর্থাৎ কামদেব (১১) গুহাতে (১২) কঠিন ভার, গুরুত্ব (১৩) কামদেব।

মূল ।

দোহা :—

জো সজীব জগ অচর চর,
নারি পুরুষ অস নাম ।
তে নিজ নিজ মর্য্যাদ তজি,
ভয়ে সকল বশ কাম ॥৯৬॥

সবকে হৃদয় মদন-অভিলাষা[১] ।
লতা নিহারি নবহিঁ[২] তরুশাখা ॥
নদী উমগি[৩] অম্বুধিকহঁ ধাই ।
সঙ্গম করৈঁ তলাব তলাই[৪] ॥
জহঁ অসদশা জড়নকী বরণী ।
কো কহি সকৈ সচেতনকরণী ॥
পশু পক্ষী নভজলথলচারী ।
ভয়ে কামবশ সময় বিসারী[৫] ॥
মদন-অন্ধ[৬] ব্যাকুল সবলোকা ।
নিশিদিন নহিঁ অবলোকহিঁ কোকা ॥
দেব দনুজ নর কিন্নর ব্যালা ।
প্রেত পিশাচ ভূত বৈতালা ॥
ইনকী দশা ন কহেউঁ বখানী ।
সদা কামকে চেরে[৭] জানী ॥
সিদ্ধ বিরক্ত মহামুনি যোগী ।
তেপি কামবশ ভয়ে বিযোগী ॥

ছন্দ :—

ভয়ে কামবশ যোগীশ তাপস,
পামরনকী কো কহে ।
দেখহিঁ চরাচর নারীময় জে
ব্রহ্মময় দেখত রহে ॥
অবলা বিলোকহিঁ পুরুষময়
জগ পুরুষ সব অবলাময়ং ।
দুই দণ্ডভরি ব্রহ্মাণ্ডভিতর
কামকৃত কৌতুক অয়ং ॥৪॥

(১) রমণাভিলাষ (২) নত হয় (৩) উথলিয়া (৪) সরোবর (৫) বিস্মৃত হইয়া (৬) কামান্ধ (৭) দাস।

বঙ্গানুবাদ ।

জীবগণ বিশ্বময়, চরাচর সমুচ্চয়,
স্ত্রী পুরুষনামে অভিহিত ।
আপন আপন তবে, ত্যজিয়া মর্য্যাদা[১] ভবে,
হয় সবে কামবশীভূত ॥৯৬॥

রমণাভিলাষপূর্ণ সবার হৃদয় ।
লতাকে নেহারি তরুশাখা নত হয় ॥
নদী উথলিয়া ধায় সাগরের প্রতি
সরোবরে সরোবরে করে মিলি রতি ॥
যখন এরূপ হয় জড়ব্যবহার ।
চেতন-করণ কহে সাধ্য আছে কার ॥
পশুপক্ষী জলস্থলঅন্তরীক্ষচারী
হইল কামের বশ সময় পাসরী[২] ॥
কামান্ধ হইয়া ব্যাকুলিত সবলোকে ।
কিবা নিশি কিবা দিন কেহ না বিলোকে ॥
কিন্নর দনুজ দেব নর ব্যালচয়[৩] ।
বেতাল[৪] পিশাচ ভূত প্রেত সমুচ্চয় ॥
ইহাদের দশা নাহি কহিব বাখানী ;
সতত কামের দাস ইহাদিকে জানী ॥
সুসিদ্ধ[৫] বিরক্ত[৬] আর মহামুনি যোগী ।
তাহারাও কামবশে হইল বিযোগী[৭] ॥

হইল কামের বশ যোগীরাজ সুতাপস
পামরের কি কহিব কথা ।
চরাচর সমুচ্চয়, দেখিতেছে নারীময়,
ব্রহ্মময় দেখিতেন যথা ॥
নারী করে দরশন, নরময় ত্রিভুবন,
নারীময় পুরুষ সকল ।
দুইদণ্ড কাল ভরি, হইল ব্রহ্মাণ্ডপরি,
কামকৃত কৌতুক প্রবল ॥৪॥

(১) সীমা (২) ভুলিয়া (৩) সর্প সমূহ (৪) শিবানুচর ভূত বিশেষ (৫) সুসাধক (৬) বৈরাগী (৭) যোগভ্রষ্ট।

মূল।

সোরঠা ঃ-ধরা ন কাহু ধীর সবকে মন
মনসিজ[১] হরে॥
জেহি রাখে রঘুবীর তে উবরে[২]
তেহি কালমহঁ ॥১৪॥
উভয় ঘরী[৩] অস কৌতুক ভয়উ।
জবলগি কাম শম্ভুপহঁ গয়উ॥
শিবহি বিলোকি সশঙ্কেউ মারু[৪]।
ভয়উ যথাথিত[৫] সব সংসারু॥
ভয়ে তুরত জগজীব সুখারে।
জিমি মদ[৬] উতরি-গয়ে[৭] মতবারে[৮]॥
রুদ্রহি দেখি মদন ভয় মানা।
দুরাধর্ষ দুর্গম ভগবানা॥
ফিরত লাজ কচ্ছু কহিনহিঁ জাই।
মরণ ঠানি[৯] মন রচেসি উপাই॥
প্রগটেসি তুরত রুচির ঋতুরাজা।
কুসুমিত নবতরুরাজ বিরাজা॥
বন উপবন বাটিকা তড়াগা।
পরম সুভগ[১০] সব দিশা বিভাগা॥
জহঁ তহঁ জনু উমগত[১১] অনুরাগা।
দেখি মুয়হু[১২] মন মনসিজ[১৩] জাগা॥
ছন্দঃ—
জাগেউ মনোভব[১৪] মুয়ে[১৫] মন
বন সুভগতা[১৬] ন পরৈ কহী।
শীতল সুগন্ধ সুমন্দ মারুত
মদনঅনল সখা সহী॥
বিকসে সরনি[১৭] বহু কঞ্জ[১৮]
গুঞ্জত পুঞ্জ[১৯] মঞ্জুল[২০] মধুকরা।
কলহংস পিক শুক সরস[২১]
রব করি গান নাচহিঁ অপ্সরা ॥৫॥

বঙ্গানুবাদ।

ধৈরজ নাহিক ধরে, কাম সর্ব্ব মন হরে[১]
বিষম বিভ্রাট জনমিল।
যারে রাখে রঘুবর, সেই কালে সেই নর
কামস্রোতে নিস্তার পাইল ॥১৪॥
উভয় ঘটিকা এই কৌতুক ঘটিল।
যতক্ষণে কাম শম্ভুনিকটে যাইল॥
শিবকে দেখিয়া কাম হয় সশঙ্কিত।
সকল সংসার হয় স্থিত যথোচিত॥
জগতের জীব সুখী ত্বরায় হইল।
যেমন মাতাল মাদকতা উতরিল[২]॥
রুদ্রকে দেখিয়া কাম মানিলেক ভয়।
দুরাধর্ষ[৩] ভগবান দুর্গম নিশ্চয়॥
ফিরিলে যে লজ্জা কিছু কহা নাহি যায়।
মরণ নিশ্চয় করি রচিল উপায়॥
মনোহর ঋতুরাজ[৪] শীঘ্র প্রকাশিত।
কুসুমিত নবতরুরাজ[৫] বিরাজিত॥
বাটিকা[৬] তড়াগ আর বন উপবন।
সর্ব্বদিকে সুবিভক্ত পরম শোভন॥
যথা তথা যেন অনুরাগ উথলন।
শবমনে জাগে কাম করিয়া দর্শন*

জাগে কাম[৭] শবমনে[৮], অব্যক্ত সৌন্দর্য্য বনে
তাহাতে আবার প্রবাহিত।
শীতল সুগন্ধযুত. অতি মৃদু সুমারুত[৯],
মদন-অনল-সখা[১০] নিত[১১]॥
সরোবরে বিকসিত,[১২] বহু পদ্ম সুশোভিত
গুঞ্জে[১৩] মঞ্জু[১৪] মধুকর দল।
করে রব কলহংস,[১৫] পিক[১৬] শুক[১৭] ও সারস
নাচে গায় অপ্সরা সকল ॥৫॥

(১) কামদেব (২) রক্ষা পাইল (৩) ঘটিকা অর্থাৎ আড়াই দণ্ড কাল যাবৎ (৪) কামদেব (৫) পূর্ব্ববৎ অবস্থাপিত (৬) মাদকতা (৭) উত্তীর্ণ হইল (৮) মাতাল (৯) সংকল্প করিয়া (১০) সুদৃশ্য, শোভন (১১) উথলিত হয় (১২) মুমুর্ষুর (১৩) কাম (১৪) কাম (১৫) মৃত, প্রাণহীন (১৬) শোভা, সৌন্দর্য্য (১৭) সরোবরে (১৮) পদ্ম (১৯) সমূহ, দল (২০) সুন্দর (২১) সারস পক্ষী।

(১) হরণ করে (২) উত্তীর্ণ হইল (৩) ভয়ঙ্কর (৪) বসন্ত ঋতু (৫) নূতন শ্রেষ্ঠ তরু (৬) বাগু * উপরোক্ত নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শনে মুমুর্ষুর মনেও কামের উদ্দীপন হইল। (৭) রমণাভিলাষ (৮) মৃত, প্রাণহীন জনের মনে (৯) বায়ু (১০) মদনরূপ অনলের সখা অর্থাৎ বন্ধু বা সহায় (১১) নিত্য, সর্ব্বদা (১২) প্রস্ফুটিত (১৩) গুন গুন্ রব করে (১৪) সুন্দর (১৫) রাজহংস (১৬) কোকিল (১৭) টীয়া পাখী।

মূল ।

দোহা :—

সকল কলা কর কোটিবিধি,
হারেউ সেন সমেত ।
চলা ন অচল সমাধি শিব,
কোপেউ হৃদয়নিকেত ॥৯৭॥

দেখি রসাল বিটপবরশাখা ।
তেহিপর চঢ়েউ মদনমনমাখা[১] ॥
সুমন-চাপ[২] নিজ শর সন্ধানে ।
অতি রিসতাকি[৩] শ্রবণলগি তানে[৪] ॥
চ্ছাঁড়ে বিষম বিশিখ[৫] উর লাগে ।
চ্ছুটি সমাধি শম্ভু তব জাগে ॥
ভয়উ ঈশমন ক্ষোভ বিশেষী ।
নয়ন উঘারি[৬] সকল দিশি দেখী ॥
সৌরভ পল্লব মদন বিলোকা ।
ভয়উ কোপ কম্পেউ এয়লোকা ॥
তব শিব তীসর[৭] নয়ন উঘারা ।
চিতবত[৮] কাম ভয়উ জরি চ্ছারা ॥
হাহাকার ভয়উ জগ ভারী ।
ডরপে[৯] সুর ভয়ে অসুর সুখারী ॥
সমুঝি কামসুখ শোচহিঁ ভোগী ।
ভয়ে অকণ্টক সাধক যোগী ॥

ছন্দ :—

যোগী অকণ্টক ভয়ে পতিগতি
সুনতি রতি মূর্চ্ছিত ভই ।
রোদতি বদতি বহুভাঁতি করুণা
করতি শঙ্করপহঁ গই ॥
অতি প্রেমকরি বিনতী বিবিধ
বিধি জোরিকর সম্মুখ রহী ।
প্রভু আশুতোষ কৃপালু শিব
অবলা নিরখি বোলে সহী ॥

(১) মদনের মনরূপ মক্ষিকা (২) পুষ্পধনু (৩) ক্রোধে তাকাইয়া (৪) টানে (৫) বান (৬) উন্মিলন করিয়া (৭) তৃতীয় (৮) দেখিলে, তাকাইলে (৯) ভয় পাইল ।

বঙ্গানুবাদ ।

কোটিবিধি কলা[১] করি, সেনাসহ মানি হারি[২],
সুলজ্জিত হইল মদন ।
সমাধি না ছাড়ি শিব, স্থিরথাকি শৈলইব,
ক্রোধ করিলেন মনেমন ॥৯৭॥

রসাল[৩] বিটপীবর[৪] শাখা নিরখিল ।
মদনমক্ষিকা তার উপরে চড়িল ॥
সন্ধান করিল শর পুষ্পচাপ ধরি ।
আকর্ণ টানিয়া ক্রোধে ছাড়ে লক্ষ্য করি ॥
ছাড়িল বিষম বাণ হৃদয়ে লাগিল ।
সমাধি ছাড়িয়া শিব তখন জাগিল ॥
হইল ঈশ্বরমনে ক্ষোভ উদ্দীপন ।
সর্ব্বদিক দেখিলেন মিলিয়া নয়ন ॥
সৌরভ[৫] পল্লবে কামে করিয়া দর্শন ।
উপজিল ক্রোধ তাহে কাঁপে ত্রিভুবন ॥
তৃতীয় নয়ন শিব করে উন্মিলন ।
দরশনে ছারখার হইল মদন ॥
জগতে হইল অতি হাহাকাররব ।
অসুর হইল সুখী ভীত সুরসব ॥
কামসুখ বোধকরি শোককরে ভোগী ।
হইলেন অকণ্টক সুসাধক যোগী ॥

অকণ্টক যোগীগণ, পতিগতি আকর্ণন[৬]
করিয়া মূর্চ্ছিত হয় রতি ।
শিবের নিকটে গিয়া, অতি সকাতরহিয়া
কাঁদিতে লাগিল সেহ অতি ॥
করিয়া অতীব প্রীতি, করে অতিশয় নতি[৭]
জোড়করে সম্মুখে রহিল ।
আশুতোষ প্রভু তবে, অবলারে হেরে যবে
কৃপাকরি এই বর দিল ॥

(১) নৃত্য গীত বাদ্যাদি চৌষট্টি বিদ্যা (২) পরাজয় (৩) সরস অথবা আম্রবৃক্ষ (৪) শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ (৫) সুগন্ধী (৬) শ্রবণ (৭) বিনতি ।

মূল।

দোহাঃ—

অবতে রতি তব নাথকর,
হোইহি নাম অনঙ্গ।
বিনু বপু[১] ব্যাপিহি সবহি পুনি,
সুনু নিজ মিলন প্রসঙ্গ ॥৯৮॥

জব যদুবংশ কৃষ্ণঅবতারা।
হোইহি হরণ মহা মহিভারা ॥
কৃষ্ণতনয় হোইহি পতি তোরা।
বচন অন্যথা হোই ন মোরা ॥
রতি গমনী সুনি শঙ্করবাণী।
কথা অপর অব কহোঁ বখানী ॥
দেবন সমাচার জব পায়ে।
ব্রহ্মাদিক বৈকুণ্ঠ সিধায়ে[২] ॥
সব সুর বিষ্ণু বিরঞ্চি সমেতা।
গয়ে জহাঁ শিব কৃপানিকেতা ॥
পৃথক পৃথক তিন কীন্হ প্রশংসা।
ভয়ে প্রসন্ন চন্দ্র-অবতংসা[৩] ॥
বোলে কৃপাসিন্ধু বৃষকেতু।
কহহু অমর আয়হু কেহিহেতু ॥
কহ বিধি তুম প্রভু অন্তর্যামী।
তদপি ভক্তিবশ বিনবউঁ স্বামী ॥

দোহা ঃ—

সকল সুরনকে হৃদয় অস,
শঙ্কর পরম উচ্ছাহ[৪]।
নিজ নয়নন দেখা চহহিঁ,
নাথ তুম্হার বিবাহ ॥৯৯॥

য়হ উতসব দেখিয় ভরি লোচন।
সো কচ্ছু করিয় মদন-মদ-মোচন[৫] ॥
কাম জারি[৬] রতিকহঁ বর দীন্হা।
কৃপাসিন্ধু য়হ অতি ভল কীন্হা ॥

(১) দেহ, শরীর (২) গমন করিলেন (৩) চন্দ্র অবতংস অর্থাৎ শেখর যাঁর অর্থাৎ মহাদেব (৪) উতসাহ, অভিলাষ (৫) মদনের মদ অর্থাৎ গর্ব্ব যিনি নাশ করেন অর্থাৎ মহাদেব (৬) দগ্ধ করিয়া ভস্ম করিয়া

বঙ্গানুবাদ।

এক্ষণ হইতে রতি, হইবেক তব পতি,
সুবিখ্যাত বলিয়া অনঙ্গ।
করিয়া শরীর লয়, ব্যাপ্ত হবে বিশ্বময়,
শুন নিজ মিলনপ্রসঙ্গ[১] ॥৯৮॥

যবে যদুবংশে হবে কৃষ্ণঅবতার।
হরণ করিতে অতিশয় মহিভার ॥
তব পতি হবে তবে কৃষ্ণের তনয়।
আমার বচন কভু অন্যথা না হয় ॥
গমন করিল রতি শুনি শিববাণী।
অপর আখ্যান এবে কহিব বাখানী ॥
সেই সমাচার যবে দেবগণ পান।
ব্রহ্মাদি দেবতা সব বৈকুণ্ঠেতে যান ॥
বিধি বিষ্ণু সহ তবে সর্ব্বদেবগণ।
গেলেন তথায় যথা কৃপা-নিকেতন[২] ॥
করিলেন স্তুতি তাঁর বিভিন্ন বিভিন্ন।
শশাঙ্কশেখর হইলেন সুপ্রসন্ন ॥
কৃপাসিন্ধু বৃষকেতু[৩] বলেন তখন ॥
বল দেবগণ কি কারণ আগমন ॥
কহেন বিধাতাপ্রভু তুমি অন্তর্যামী।
তথাপি বিনয় করি ভক্তিবশে স্বামী ॥

এই সব দেবতার, হিয়ামাঝে অনিবার,
হে শঙ্কর পরম উতসাহ[৪]।
চক্ষুভরি আপনার[৫], সাধকরে দেখিবার,
হে নাথ! তোমার সুবিবাহ ॥৯৯॥

যাহে দেখি সে উতসব ভরিয়া লোচন।
তাহা এবে কর কাম-মদ-বিনাশন[৬] ॥
রতি প্রতি বরদান কাম-বিনাশন।
কৃপাসিন্ধো ইহা অতি উত্তম করণ ॥

(১) মিলনের বৃত্তান্ত (২ মহাদেব (৩) শিব (৪) অভিলাষ (৫) নিজের (৬) কামের মদ বিনাশকারী মহাদেব।

মূল ।

সাঁসতি[১] করি পুনি করহিঁ পসাউ[২] ।
নাথ প্রভুনকর সহজ স্বভাউ ॥
পার্ব্বতী তপ কীন্থ অপারা ।
করহু তাসু অব অঙ্গীকারা ॥
সুনি বিধিবচন সমুঝি প্রভুবাণী ।
ঐসোই হোউ কহা সুখমানী ॥
তব বেদন দুন্দুভী বজাই ।
বরষি সুমন জয়জয় সুরসাঁই[৩] ॥
অবসর জানি সপ্তঋসি আয়ে ।
তুরতহিঁ বিধি গিরিভবন পঠায়ে ॥
প্রথম গয়ে জহঁ রহীঁ ভবানী ।
বোলে বচন মধুর চ্ছলসানা[৪] ॥

দোহা :—
কহা হমার ন সুনেহু তব,
নারদকর উপদেশ ।
অব ভা ঝুঠ[৫] তুম্হার প্রণ ,
জারেউ[৭] কাম মহেশ ॥১০০

সুনি বোলী মুসুকায়[৮] ভবানী ।
উচিত কহেউ মুনিবর বিজ্ঞানী ॥
তুম্হারে জান[৯] কাম অব জারা ।
অবলগি শম্ভু রহে সবিকারা
হমরে জান[১০] সদা শিব যোগী ।
অজ অনবদ্য অকাম অভোগী ॥
জো মৈঁ শিব সেয়উঁ[১১] অস জানী ।
প্রীতি সমেত কর্ম্মমনবাণী ॥
তৌ হমার প্রণ সুনহু মুনীশা ।
করিহহিঁ সত্য কৃপানিধি ঈশ। ॥
তুম জো কহা হর জারেউ মারা ।
সো অতি বড় অবিবেক তুম্হারা ॥

(১) শাসন (২) প্রসাদ, অনুগ্রহ (৩) সুর অর্থাৎ দেবগণের স্বামী অর্থাৎ প্রভু (৪) মিশ্রিত করিয়া (৫) মিথ্যা (৬) পণ সঙ্কল্প (৭) ভস্ম করিলেন (৮) হাসিয়া (৯) জ্ঞান (১০) জ্ঞান (১১) সেবাকরি।

বঙ্গানুবাদ ।

করেন প্রসাদ[১] পুন করিয়া শাসন ।
সহজ স্বভাব তব জানে সর্ব্বজন ॥
করিলেন তপ অতি পর্ব্বত-নন্দিনী[২] ।
করুন তাঁহারে এবে নিজ-অর্দ্ধাঙ্গিনী ॥
শুনিয়া বিধিরবাক্য স্মরি প্রভুবাণী[৩] ।
তথাস্তু কহেন শিব অতি সুখমানী ॥
তখন দেবতা সবে দুন্দুভি[৪] বাজায় ।
পুষ্পবরষণ করি প্রভু-জয়[৫] গায় ॥
অবসর জানি সপ্তঋষিও আসিল ।
ত্বরায় বিধাতা গিরি-গৃহে[৬] পাঠাইল ॥
প্রথমে গেলেন যথা আছেন ভবানী ।
ছলকরি বলিলেন সুমধুর বাণী ॥

মম কথা না শুনিলে, সত্যবলি সম্মানিলে,
নারদ ঋষির উপদেশ ।
এবে মিথ্যা হয় তাহা, তোমার সংকল্প যাহা,
কামে ভস্ম করিল মহেশ ॥১০০॥

শুনিয়া বলেন হাসি ভবানী তখন ।
জ্ঞানী মুনিবর তব উচিত বচন ॥
এবে কাম ভস্ম জ্ঞান হইল তোমার ।
শঙ্কর ছিলেন এতদিন সবিকার[৭] ॥
আমার ইহাই জ্ঞান সদা শিব যোগী ।
অজ অনবদ্য[৮] তিনি অকামী অভোগী ॥
যদি আমি শিবসেবা করি ইহা জানী ।
সপ্রীতি অপিচ সহ কর্ম্ম-মন-বাণী[৯] ॥
তাহলে আমার পণ শুন মুনিবর ।
করিবেন সত্য দয়াসাগর ঈশ্বর ॥
তুমি যে কহিলে কামে নাশিলেন ভব[১০] ।
অতিবড় অবিবেক তাহা হয় তব ॥

(১) অনুগ্রহ (২) দুর্গা (৩) প্রভুর অর্থাৎ রামচন্দ্রের বাণী (৪) নাগরা, টিকারা (৫) প্রভুর অর্থাৎ মহাদেবের জয় (৬) হিমালয়ের গৃহে (৭) বিকারযুক্ত অর্থাৎ কামাধীন (৮) নির্দোষ, নিষ্পাপ (৯) কায়মনোবাক্যে (১০) মহাদেব ।

মূল।

তাত[১] অনলকর সহজ স্বভাউ।
হিম তেহি নিকট জাই নহিঁ কাউ॥
গয়ে সমীপ সো অবশি নশাই।
জস মন্মথ মহেশকী নাই[২]॥
দোহা:—
হিয় হর্ষে মুনি বচন সুনি,
দেখি প্রীতি বিশ্বাস।
চলে ভবানিহি নাই শির,
গয়ে হিমাচল পাস॥১০১॥

সব প্রসঙ্গ গিরি-পতিহি সুনাবা
মদনদহন সুনি অতি দুখ পাবা॥
বহুরি কহেউ রতিকর বরদানা।
সুনি হিমবন্ত বহুত সুখমানা॥
হৃদয় বিচারি শম্ভুপ্রভুতাই।
সাদর মুনিবর লিয়ে বুলাই॥
সুদিন সুনখত[৩] সুঘরী[৪] সুহাই।
বেগি[৫] বেদবিধি লগন ধরাই॥
পত্রী[৬] সপ্তঋষিন সোই দীহ্নী।
গহিপদ বিনয় হিমাচল কীহ্নী॥
জায় বিধিহি তিন দীহ্ন সোপাতী
বাঁচত[৭] প্রীতি ন হৃদয় সমাতী॥
লগন বাঁচি[৮] অজ সবহি সুনাই।
হরষে সুনি সব সুর সমুদাই॥
সুমনবৃষ্টি নভ বাজন বাজে।
মঙ্গল কলশ[৯] দশহুঁ দিশি সাজে॥
দোহা:—
লগে সবারন[১০] সকল সুর,
বাহন বিবিধ বিমান।
হোহিঁ শকুন মঙ্গল সুভগ[১১],
করহিঁ অপ্সরা গান॥১০২॥

(১) উত্তাপ (২) তুল্য (৩) সুনক্ষত্র (৪) শুভক্ষণ (৫) শীঘ্র (৬) লিপি (৭) পাঠ করিয়া (৮) পাঠ করিয়া (৯) কলস (১০) প্রস্তুত করণ (১১) সুদৃশ্য মনোহর

বঙ্গানুবাদ।

অনলে উত্তাপ হয় গুণ সাধারণ।
নিকটে না যাবে তার হিম সে কারণ॥
নিকটে যাইলে তার অবশ্য মরণ।
মহেশ নিকটে যথা হইল মদন॥

হৃদয়ে হর্ষিত মুনি, মধুর বচন শুনি
দেখিয়া সুপ্রীতি ও বিশ্বাস।
ভবানী-চরণ-তলে, নত করি মাথা, চলে,
তবে মুনি হিমাচলপাশ॥১০১॥

সে সব প্রসঙ্গ যবে গিরিকে শুনায়।
মদন-দহন শুনি সেও ব্যথা পায়॥
রতিপ্রতি বরদান পুনশ্চ কথনে।
গিরি শুনি হইলেন সুখী অতি মনে॥
শিবের প্রভুতা করি হৃদে বিচারণ।
আনাইল মুনিবরে করি নিমন্ত্রণ[১]॥
শুভদিন সুনক্ষত্র সুন্দর সুক্ষণ।
শীঘ্র বেদবিধি মতে ধরায় লগন[২]॥
সেই লিপি সপ্ত ঋষিবরে সমর্পিল।
পদে ধরি হিমাচল বিনয় করিল॥
তাঁরা গিয়া সেই লিপি দেন বিধাতারে।
পাঠ করি বিধি-হৃদে প্রীতি নাহি ধরে॥
শুনান বিধাতা সবে পড়িয়া লগন।
সকল দেবতা শুনি হরষিত মন॥
নভ[৩] হতে পুষ্পবৃষ্টি বাদ্যধ্বনি হয়।
দশদিকে শোভে শুভ কলস নিচয়[৪]॥

প্রস্তুত করিতে লাগে, সকল দেবতা আগে
বিবধ বাহন সুবিমান[৫]।
সুশকুন[৬] সুশোভন, হয় সদা দরশন
অপ্সরা করিছে কলগান[৭]॥১০২॥

(১) নিমন্ত্রণ, আহ্বান (২) লগ্ন বিবাহের কাল (৩) আকাশ (৪) সমূহ (৫) সুন্দর যান (৬) শুভ সূচক চিহ্ন (৭) মধুর গীত।

মূল ।

শিবহি শম্ভুগণ[১] করহিঁ শৃঙ্গারা[২] ।
জটা মুকুট অহি মৌর[৩] সঁবারা ॥
কুণ্ডল কঙ্কণ পহিরে[৪] ব্যালা ।
তম্নু বিভূতি পট কেহরিচ্ছালা[৫] ॥
শশি লিলাট[৬] সুন্দর শির গঙ্গা ।
নয়ন তিনি উপবীত ভুজঙ্গা ॥
গরল কণ্ঠ উর নরশিরমালা ।
অশিব ভেষ[৭] শিবধাম কৃপালা ॥
কর ত্রিশূল অরু ডমরু বিরাজা ।
চলে বসহ[৮] চঢ়ি বাজহিঁ বাজা ॥
দেখি শিবহি সুরতিয়[৯] মুস্থকাহীঁ ।
বরলায়ক[১০] তুলহিন[১১] জগনাহীঁ ॥
বিষ্ণু বিরঞ্চি আদি সুবব্রাতা[১২] ।
চঢ়ি চঢ়ি বাহন চলে বরাতা[১৩] ॥
সুরসমাজ সবভাঁতি অনুপা ।
নহিঁ বরাত দূলহ[১৪] অনুরূপা ॥

দোহা :—

বিষ্ণু কহা অস বিহঁসি তব,
বোলি সকল দিশিরাজ[১৫] ।
বিলগ[১৬] বিলগ হোই চলহু সব,
নিজ নিজ সহিত সমাজ ॥১০৩॥

বরঅনুহার[১৭] বরাত ন ভাই ।
হঁসীকরৈহহু[১৮] পরপুর জাই ॥
বিষ্ণুবচন সুনি সুর মুস্থকানে ।
নিজ নিজ সেন সহিত বিলগানে ॥
মনহীঁমন মহেশ মুস্থকাহীঁ ।
হরিকে ব্যঙ্গবচন নহিঁ জাহীঁ ॥
অতি প্রিয় বচন সুনত হরিকেবে ।
ভৃঙ্গী প্রেরি সকলগণ টেরে[১৯] ॥

(১) শিবের অনুচর (২) সজ্জিত ভূষিত (৩) মোড় মস্তকাভরণ।(৪) পরিধান করে (৫) কেশরীর চর্ম্ম (৬) ললাট (৭) বেশ (৮) বৃষ (৯) দেবনারী (১০) বরের যোগ্য (১১) কন্যা (১২) দেবতা সমূহ (১৩) বরযাত্রী (১৪) বর (১৫) দিক্‌পতি (১৬) পৃথক(১৭) বরের অনুরূপ (১৮) উপহাস করাইবে, হাস্যাস্পদ হইবে (১৯) ডাকাইল, আহ্বান করিয়া আনাইল।

বঙ্গানুবাদ ।

শিবের সুবেশ করে শম্ভুচরগণ ।
জটার মুকুট অহি মস্তকাভরণ ॥
পরিধান করে সর্প-কুণ্ডল-কঙ্কণ[১] ।
সিংহচর্ম্মাম্বর[২] অঙ্গে বিভূতি[৩] লেপন ॥
ললাটে শশাঙ্ক শিরে গঙ্গা সুশোভিত ।
ত্রিসংখ্য নয়ন তাঁর সর্প উপবীত ॥
কণ্ঠেতে গরল বক্ষে নর-শির-মাল[৪] ।
অশিব[৫] বেশেতে শিবধাম[৬] সুদয়াল ॥
করেতে ত্রিশূল আর ডমরু[৭] শোভন ।
বৃষেতে চড়িয়া চলে করিয়া বাদন[৮] ॥
শিবকে দেখিয়া সুরনারীগণ হাসে ।
বর যোগ্য কন্যা কুত্র নাহি বিশ্বাবাসে[৯] ॥
বিধি বিষ্ণু আদি করি সুর সমুচ্চয়[১০] ।
স্ব স্ব যানে চড়ি চলে বরযাত্রীচয় ॥
দেবতা-সমাজ[১১] অনুপম সর্ব্বরূপে ।
নাহি হয় বরযাত্রী বরঅনুরূপে ॥

কহিলেন বিষ্ণু তবে, হাসিয়া দেবতা সবে,
দিক্‌পতিগণে সম্বোধিয়া ঃ
হইয়া পৃথক তবে, দেবগণ চল সবে,
নিজ নিজ সমাজ[১২] লইয়া ॥

বরঅনুরূপ যদি যাত্রী না হইবে ।
পরপুরে গিয়া উপহাস করাইবে ॥
সুরগণ বিষ্ণুবাক্য শুনিয়া হাসিল ।
নিজ নিজ সেনা সহ পৃথক চলিল ॥
মনে মনে হাসিলেন মহেশ তখন ।
হরি নাহি তজিবেন বিদ্রূপবচন ॥
হরির বচন শুনি প্রিয় অতিশয় ।
ভৃঙ্গী[১৩] প্রেরি[১৪] আনাইল অনুচরচয় ॥

(১) হস্তসূত্র, হস্তাভরণ বিশেষ (২) সিংহচর্ম্মের বস্ত্র (৩) ভস্ম (৪) নরমস্তক গ্রথিত মালা (৫) অশুভ (৬) শুভালয় (৭) ডুগডুগি (৮) বাদ্য (৯) বিশ্বালয়ে (১০) সকল (১১) দেবতার দল (১২) দল (১৩) শিবানুচর বিশেষ (১৪) প্রেরণ করিয়া, পাঠাইয়া।

মূল।

শিবঅনুশাসন শুনি সব আয়ে।
প্রভুপদজলজ শীশ[১] তিন নায়ে[২] ॥
নানা বাহন নানা ভেখা[৩]।
বিহঁসে শিবসমাজ জিন দেখা ॥
কোউ মুখহীন বিপুলমুখ কাহু।
বিনু পদকর কোউ বহু পদবাহু ॥
বিপুলনয়ন কোউ নয়নবিহীনা।
হৃষ্ট পুষ্ট কোউ অতি তনুক্ষীণা ॥

ছন্দ :—

তনুক্ষীণ কোউ অতি পীন পাবন,
কোউ অপাবন গতি ধরে।
ভূষণ করাল কপাল কর সব,
সদ্য শোণিত তনু ভরে ॥
খর শ্বান সুঅর[৪] শৃগাল মূষক[৫]
ভেষ অগণিত কো গণৈ।
বহু জিনিষ প্রেত পিশাচ
যোগিনি ভাঁতি বর্ণত নহিঁ বনৈ।

সোরঠাঃ—

নাচহিঁ গাবহিঁ গীত,
পরম তরঙ্গী[৬] ভূত সব।
দেখত অতি বিপরীত,
বোলহিঁ বচন বিচিত্র বিধি ॥১৫॥
জস দূলহ তস বনী[৭] বরাতা।
কৌতুক বিবিধ হোহিঁ মগজাতা[৮] ॥
যহাঁ হিমাচল রচেউ বিতানা।
অতি বিচিত্র নহিঁ জায় বখানা ॥
শৈল সকল জহঁ লগি জগমাহীঁ।
লঘু বিশাল নহিঁ বরণি সিরাহীঁ[৯] ॥
বন সাগর সব নদী তলাবা[১০]।
হিমগিরি সবকহঁ নেবত[১১] পঠাবা ॥

(১) মস্তক (২) নত করিল (৩) বেশ (৪) শূকর (৫) মূষিক (৬) তরঙ্গিত (৭) হইল (৮) পথে যাইতে যাইতে (৯) বর্ণনা করিয়া শেষ করা (১০) পুষ্করিণী (১১) নিমন্ত্রণ।

বঙ্গানুবাদ।

শিবানুশাসন শুনি সকলে আসিল।
প্রভুপাদপদ্মমূলে সকলে নমিল[১]
বহুবিধ বেশধারী বিবিধ বাহন।
যে দেখে শিবের দল হাসে সেই জন
বিপুল আনন কারো কেহ মুখহীন ॥
কারো বহু পদ বাহু কেহ উভহীন[২] ॥
বিপুল নয়ন কারো কেহ চক্ষুহীন।
কেহ হৃষ্টপুষ্ট কেহ অতি তনুক্ষীণ ॥

কেহ অতি তনুক্ষীণ, কেহ অতিশয় পীন[৩],
শুভাশুভ গতি কেহ ধরে।
বিভূষণ বিকরাল[৪], শবকর[৫] ও কপাল,
সদ্যরক্তে সবে তনু ভরে ॥
মূষিক শূকর খর[৬], শিবা[৭] শ্বান[৮] বেশধর,
অগণিত কে করে গণনা।
পিশাচ যোগিণীগণ বহুপ্রেত সম্মিলন,
নানা রূপ না হয় বর্ণনা ॥

নাচে গান করে সবে গীতাবলী ভূত সবে
হইয়া পরম তরঙ্গিত[৯]।
বলে বাক্য চমৎকার, সুরচিয়া বারবার,
দৃশ্য হয় অতি বিপরীত ॥১৫॥
বরঅনুরূপ কিবা বরযাত্রীগণ।
কৌতুক বিবিধ পথে করিতে গমন ॥
এখানেতে হিমাচল রচিল বিতান[১০]।
অতীব বিচিত্র উহা না হয় বাখান ॥
বিশ্ব মধ্যে যেখানে যে ছিল শৈলগণ।
অতি লঘু সুবিশাল অশেষ বর্ণন ॥
কানন সাগর নদী পুষ্করিণী সকল।
পাঠাইল নিমন্ত্রণ সবে হিমাচল ॥

(১) নত করিল (২) পদ ও বাহু উভয় বিহীন (৩) স্থূল, মোটা (৪) ভয়ঙ্কর (৫) মড়ার হাত (৬) গর্দ্দভ (৭) শৃগাল (৮) কুকুর (৯) তরঙ্গযুক্ত অর্থাৎ ভঙ্গিযুক্ত (১০) চাঁদোয়া আচ্ছাদিত মণ্ডপ।

মূল।

কামরূপ সুন্দর তনুধারী।
সহিত সমাজ সহিত বরনারী॥
গে সব তুরত হিমাচলগেহা॥
গাবহিঁ মঙ্গল সহিত সনেহা॥
প্রথমহিঁ গিরি বহু গৃহ সঁবরায়ে[১]।
যথাযোগ্য জহঁ তহঁ সব চ্ছায়ে॥
পুরশোভা অবলোকি সুহাই।
লাগৈ লঘু বিরঞ্চিনিপুণাই॥

ছন্দঃ—
লঘু লাগ বিধিকী নিপুণতা
অবলোকি পুরশোভা সহী।
বন বাগ[২] কুপ তড়াগ সরিত
সুভগতা সক[৩] কো কহি॥
মঙ্গল বিপুল তোরণ পতাকা
কেতু[৪] গৃহ গৃহ সোহহীঁ[৫]।
বণিতা পুরুষ সুন্দর চতুর
ছবি দেখি মুনিমন মোহহীঁ॥

দোহাঃ— জগদম্বা জহঁ অবতরী[৬],
সো পুর বরণি ন জাই।
ঋদ্ধি সিদ্ধি সম্পতি সকল,
নিত নূতন অধিকাই॥১০৪॥

নগর নিকট বরাত জব আই।
পুরশোভা থরভর[৭] অধিকাই॥
করি বনাব সজি বাহন নানা।
চলে লেন সাদর অগবানা[৮]॥
হিয় হরষে সুরসেন নিহারী।
হরিহি দেখি অতি ভয়ে সুখারী॥
শিবসমাজ জব দেখন লাগে।
বিডরি[৯] চলে বাহন সব ভাগে॥
ধরি ধীরজ তহঁ রহে সয়ানে।
বালক সব লে জীব পরাণে[১০]॥

(১) নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন (২) বাগান (৩) সক্ষম হয় (৪) ধ্বজা (৫) শোভা পায় (৬) অবতীর্ণা হন (৭) গুরুতর (৮) অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হওন (৯) ভীত হইয়া (১০) পলায়ন করে।

বঙ্গানুবাদ।

কামরূপ তনুধারী পরম সুন্দর।
সহ বর নারী আর সহ অনুচর॥
ত্বরায় গেলেন সবে হিমাচলগেহ।
গাইলেন সুমঙ্গল সহিত স্নেহ[১]॥
প্রথমেই গিরি[২] বহু গৃহ করেছিল।
যথাযোগ্য যথা তথা সকলে ছাইল॥
পুরশোভা অবলোকি পরম সুন্দর।
বিধাতার নিপুণতা লাগে লঘুতর॥

লাগিবেক লঘুতর, বিধিশিল্প[৩] মনোহর,
পুরশোভা করিয়া দর্শন।
উপবন কাননের, কূপ নদী তড়াগের,
সুন্দরতা কে করে বর্ণন॥
সুমঙ্গল সুবিপুল[৪], তোরণ[৫] পতাকাকুল,
ধ্বজা আদি শোভে গৃহে গৃহে।
বণিতা[৬] পুরুষবর, সুচতুর মনোহর,
ছবি[৭] দেখি মুনিমন মোহে[৮]॥
জগতজননী যথা, অবতীর্ণা হন তথা,
পুরশোভা কে করে বর্ণন।
ঋদ্ধি[৯] সিদ্ধি সুরতন,[১০] সবে অতি সুশোভন,
নিত্য নিত্য অধিক নূতন॥১০৪॥

পুরপাশে বরযাত্রী আসিল যখন।
পুরশোভা গুরুতর হইল তখন॥
বাহন সজ্জিত করি বিবিধ প্রকারে।
অগ্রসর হইলেন বর আনিবারে॥
দেবসেনা নিরখিয়া হৃদে হরষিত।
হরিকে দেখিয়া হন অতি আনন্দিত॥
শিবঅনুচরে যবে করে দরশন।
বাহন পলায় সব অতি ভীত মন॥
চতুর ধৈরজ ধরি থাকিল তথায়।
বালক সকলে প্রাণ লইয়া পলায়॥

(১) প্রীতি (২) অর্থাৎ হিমালয় (৩) বিধাতার রচনা (৪) সুবৃহৎ (৫) ফটক (৬) স্ত্রী (৭) রূপ (৮) মোহিত হয় (৯) সমৃদ্ধি, ধন (১০) সুন্দর রত্ন।

মূল।

গয়ে ভবন পূঁছহিঁ পিতুমাতা।
কহহিঁ বচন ভয় কম্পিত গাতা॥
কহিয় কহা কহিজাই ন বাতা।
যমকৈধার[1] কিধৌং[2] বরিয়াতা[3]॥
বর বৌরাহ[4] বরদ[5] অসবারা[6]।
ব্যাল কপাল বিভূষণ চ্ছারা[7]॥

ছন্দ :—

তনুচ্ছার ব্যাল কপাল
ভূষণ নগন[8] জটিল ভয়ংকরা।
সঙ্গ ভূত প্রেত পিশাচ যোগিনি
বিকট মুখ রজনীচরা[9]॥
জো জিয়ত রহিহি বরাত দেখত
পুণ্যবড় তিনকর সহী।
দেখহিঁ সো উমাবিবাহ ঘর
ঘর বাত অস লরিকন[10] কহী॥

দোহা :—

সমুঝি মহেশসমাজ সব,
জননি জনক মুসুকাহিঁ।
বাল বুঝায়ে বিবিধ বিধি,
নিডর[11] হোউ ডর[12] নাহিঁ॥১০৫॥
লৈ অগবান বরাতহি আয়ে।
দিয়ে সবহি জনবাস[13] সুহায়ে॥
ময়না শুভ আরতী সঁবারী।
সঙ্গ সুমঙ্গল গাবহিঁ নারী॥
কঞ্চনথার সোহ বরপাণী।
পরিচ্ছন[14] চলীঁ হরহি হরষাণী॥
বিকট ভেষ জব রুদ্রহি দেখা।
অবলন[15] উর ভয় ভয়উ বিশেষা॥
ভাগি ভবন পৈঠীঁ[16] অতি ত্রাসা।
গয়ে মহেশ জহাঁ জনবাসা॥

(১) যমগণে ধরিয়া (২) করিয়াছে (৩) বরযাত্রী (৪) পাগল (৫) বলদে বৃষভে (৬) আরূঢ় (৭) ভস্ম (৮) নগ্ন (৯) নিশাচর রাক্ষস (১০) শিশুগণ (১১) নির্ভয় (১২) ভয় (১৩) আবাসভবন (১৪) আরতি, বন্দন (১৫) অবলাগণের (১৬) প্রবেশ করিল।

বঙ্গানুবাদ।

গৃহে গেলে পিতামাতা জিজ্ঞাসে যখন।
ভয়েতে কম্পিত গাত্র অস্ফুট বচন॥
কি কহিব কহা নাহি যায় যে বচন।
বরযাত্রী করিয়াছে ধরি যমগণ॥
বৃষভে আরূঢ় বর বিকৃত-মনন[1]।
কপালে পন্নগ[2] তার ভস্ম বিভূষণ॥

তনু ভস্মে বিলেপিত, ভাল[3] সর্পে বিভূষিত,
নগ্ন[4] জটাবান ভয়ঙ্কর।
সঙ্গে ভূত প্রেতচয়, পিশাচ যোগিনীময়,
বিকট বদন নিশাচর॥
বরযাত্রী দেখি যেহ, জীবিত রহিবে সেহ,
করিয়াছে পুণ্য অতিশয়।
ঘরে ঘরে এই কথা, কহে শিশুগণ তথা,
দেখিবে সে উমা-পরিণয়[5]॥

জনক জননী তবে, হাসিয়া কহিল সবে,
জানি শিব-অনুচরগণে।
বুঝাইল শিশুগণে, নানাবিধ সযতনে,
ভয় নাহি নির্ভয় এক্ষণে॥১০৫॥
আনিলেন বরযাত্রী হয়ে অগ্রসর।
সকলে দিলেন বাসভবন সুন্দর॥
ময়না[6] আরতি শুভ প্রস্তুত করিল।
নারীগণ সুমঙ্গল সঙ্গেতে গাইল॥
বরহস্তে[7] স্বর্ণথাল অতি সুশোভন।
হরষে চলিল হরে করিতে বন্দন॥
বিকট বেশেতে যবে রুদ্রকে দেখিল।
অবলাহৃদয়ে ভয় বিশেষ হইল॥
অতি ত্রাসে গৃহমধ্যে করিল প্রস্থান।
মহেশ গেলেন যথা ছিল বাসস্থান॥

(১) পাগল (২) সর্প (৩) কপাল, ললাট (৪) উলঙ্গ (৫) উমার পরিণয় অর্থাৎ বিবাহ (৬) হিমালয়ের পত্নী (৭) শ্রেষ্ঠ হস্তে।

মূল।

ময়নাহৃদয় ভয়ো দুখভারী।
লীহ্ণী বোলি গিরীশকুমারী॥
অধিক সনেহ গোদ[১] বৈঠারী।
শ্যাম সরোজ-নয়ন ভরি বারী॥
জেহি বিধি তুমহিঁ রূপ অস দীনা।
তেহঁ জড় বর বাউর[২] কস কীহ্ণা॥

ছন্দ :— কস কীহ্ণ বর বৌরাহ বিধি
জেহঁ তুমহিঁ সুন্দরতা দই।
জো ফল চহিয় সুরতরুহি
সো বরবশ[৩] ববূরহিঁ[৪] লাগই॥
তুম সহিত গিরিতে গিরোঁ
পাবক জরোঁ জলনিধিমহঁ পরোঁ।
ঘর বাউ অপযশ হোউ জগ
জীবত বিবাহ নহোঁ করোঁ॥১০॥

দোহা :—
ভঈঁ বিকল অবলা সকল,
দুখিত দেখি গিরিনারী।
করি বিলাপ রোদতি বদতি,
সুতাসনেহ সম্ভারী॥১০৬॥

নারদকর মৈঁ কহা বিগারা[৫]।
ভবন মোর জিন বসত উজারা[৬]।
অস উপদেশ উমহিঁ জিন দীহ্ণা।
বৌরে[৭] বরহি লাগি তপ কীহ্ণা॥
সাঁচেহু উনকে মোহ ন মায়া।
উদাসীন ধন ধাম ন জায়া॥
পরঘরঘালক[৮] লাজ ন ভীরা[৯]।
বাঁঝ[১০] কি জান প্রসবকী পীরা[১১]॥
জননিহিঁ বিকল বিলোকী ভবানী।
বোলীঁ যুতবিবেক মৃদুবাণী॥
অস বিচারি শোচহু মতি[১২] মাতা।
সো ন টরৈ জো রচেউ[১৩] বিধাতা॥

(১) ক্রোড় (২) পাগল (৩) বলপূর্ব্বক (৪) বাবলা বৃক্ষে (৫) নষ্ট করণ (৬) শূন্য করণ (৭) পাগল (৮) পরঘর বিনাশক (৯) ভয় (১০) বন্ধ্যা (১১) বেদনা (১২) নাহি (১৩) দুর্নিবার।

বঙ্গানুবাদ।

ময়না-হৃদয়ে উপজিল দুঃখ ভারী।
ডাকিয়া আনেন তবে গিরিশ-কুমারী[১]॥
অত্যধিক স্নেহভরে ক্রোড়ে বসাইল।
শ্যামবর্ণ নেত্র-পদ্ম বারিতে ভরিল॥
যে বিধাতা এতাদৃশ রূপ তোরে দিল।
বিমূঢ় পাগল বর কেন সে করিল॥

বিধাতা করিল কেন, বরকে পাগল হেন,
যেহ তোরে সুন্দরতা দিল।
যে ফল উচিত হয়, সুরতরু-শিরে রয়,
বাবলাতে তাহা লাগাইল॥
প্রবেশিব সাগরেতে, ভস্ম হব পাবকেতে,
অচলে পড়িব তব সহ।
হইলেও গৃহলয়, অপযশ বিশ্বময়,
জীবনে না দিব এ বিবাহ॥১০॥

হইল বিকল মতি, অবলা সকল অতি,
দুঃখিত দেখিয়া গিরিনারী[২]।
বিলাপ করিয়া তবে, কাঁদিতে লাগিল সবে
তনয়ার প্রতি স্নেহ ভারী॥১০৬॥

নারদে কহিয়া আমি করি কার্য্য নষ্ট।
সে আমারে করিলেক গৃহ-বাস-ভ্রষ্ট॥
এই উপদেশ উমা প্রতি যেহ দিল।
পাগল বরের তরে তপ করাইল॥
যথার্থ উহার নাহি কিছু মোহ মায়া।
উদাসীন নাহি ধন ধাম[৩] আর জায়া[৪]॥
পরঘর বিনাশক নাহি লাজ ভয়।
প্রসব-বেদনা বোধ বন্ধ্যার কি হয়॥
জননীকে সবিকল[৫] দেখিয়া ভবানী।
বিবেক সহিত বলিলেন মৃদু বাণী॥
শোক নাহি কর মাতঃ করি এ বিচার।
বিধাতা রচেন যাহা তাহা দুর্নিবার[৬]॥

(১) পার্ব্বতীকে (২) ময়নাকে (৩) গৃহ (৪) পত্নী (৫) বিহ্বলতা প্রাপ্ত (৬) নিবারণ অসাধ্য।

মূল।

কর্ম্ম লিখা জো বাবরনাহু[১]।
তৌ কত দোষ লগাইয় কাহু॥
তুমসন মিটহিঁ কি বিধিকে অঙ্কা।
মাতু ব্যর্থ জনি[২] লেহু কলঙ্কা॥

ছন্দ :—

জনি লেহু মাতু কলঙ্ক
করুণা পরিহরহু অবসর নহীঁ।
দুখ সুখ জো লিখা লিলার[৩]
হমরে জাব জহঁ পাউব তহীঁ॥
শুনি উমাবচন বিনীত কোমল
সকল অবলা শোচহীঁ।
বহুভাঁতি বিধিহিঁ লগাই দূষণ
নয়নবারি বিমোচহীঁ॥

দোহা :—

তেহি অবসর নারদ ঋষয়,
ঔ ঋষি সপ্ত সমেত।
সমাচার সুনি তুহিন-গিরি[৪],
গমনে তুরত নিকেত॥১০৭॥

তব নারদ সবহীঁ সমুঝাবা।
পূরব-কথা-প্রসঙ্গ সুনাবা॥
ময়না সত্য সুনহু মমবাণী।
জগদম্বা তব সুতা ভবানী।
অজা অনাদি-শক্তি অবিনাশিনী।
সদা-শম্ভু-অর্দ্ধঙ্গনিবাসিনী॥
জগ সম্ভব পালনলয়কারিণী।
নিজ ইচ্ছা লীলা-বপুধারিণী॥
জনমী প্রথম দক্ষগৃহ জাই।
নাম সতী সুন্দর তনু পাই॥
তহউঁ সতী শঙ্করহি বিবাহীঁ।
কথা প্রসিদ্ধ সকল জগমাহীঁ॥
একবার আবত শিবসঙ্গা।
দেখেউ রঘুকুল-কমল-পতঙ্গা[৫]॥

(১) বিধাতা (২) নাহি (৩) ললাট (৪) হিমগিরি, হিমালয় (৫) সূর্য্য।

বঙ্গানুবাদ।

বিধাতা করেন যদি কর্ম্মের লিখন।
তাহলে অপরে দোষ দাও কি কারণ॥
বিধি-অঙ্ক মিটাইতে তুমি কি পারিবে।
বৃথা তবে কেন মাতঃ কলঙ্ক লইবে॥

মাতঃ না কলঙ্ক লহ, করুণা[১] পরিহরহ,
অবসর নাহিক এথায়।
দুখ সুখ লেখা যাহা, ললাটেতে আছে তাহা,
যথা যাব পাইব তথায়॥
উমার বচনশুনি, বিনীত কোমল গুণি,
শোককরে অবলা সকল।
ববিধ প্রকারে সবে, বিধিনিন্দা করে তবে,
বিমোচন করি নেত্রজল॥

সেই অবসরে যথা, নারদ আসেন তথা,
সঙ্গে করি সপ্তঋষিগণ।
সমাচার শুনি কাণে, হিমগিরি নিকেতনে,
করিলেন ত্বরায় গমন॥১০৭॥

নারদ কহেন তবে সবে বুঝাইয়া।
পূর্ব্বের প্রসঙ্গ কথা সব শুনাইয়া॥
ময়না শুনহ সত্য হয় মম বাণী।
জগতজননী তব তনয়া ভবানী॥
জন্মহীনা আদ্যাশক্তি সদাহ বিনাশিনী[২]।
সততই শঙ্করের অর্দ্ধাঙ্গবাসিনী॥
জগতসম্ভব লয় পালনকারিণী।
আপন ইচ্ছায় লীলা-শরীর[৩] ধারিণী॥
প্রথমে দক্ষেরগৃহে জনমেন যবে।
সুতনু পাইয়া নাম সতী হয় তবে॥
শিবে পরিণয় সতী করিলেন তথা।
ভূমণ্ডলে সর্ব্বখ্যাত হয় এই কথা॥
একবার আসিতে আসিতে, শিবসঙ্গে।
দেখিলেন রঘুকুল-কমল-পতঙ্গে[৪]॥

(১) শোক, মায়া (২) নিত্য অবিনাশিনী (৩) লীলাকরণোদ্দেশে শরীর অর্থাৎ দেহ (৪) রঘুকুলরূপ পদ্ম সম্বন্ধে যিনি পতঙ্গ অর্থাৎ সূর্য্যস্বরূপ অর্থাৎ রামচন্দ্র।

মূল ।

ভয়উ মোহ শিবকহা ন কীহ্না ।
ভ্রমবশ বেষ[১] সীয়কর[২] লীহ্না ॥

ছন্দ :—

সীয়বেষ সতী জো কীহ্ন
তেহিঁ অপরাধ শঙ্কর পরিহরী ।
হরবিরহ জাই বহোরি
পিতুকে যজ্ঞ যোগানলজরী ॥
অব জনমি তুম্হরে ভবন
নিজপতি লাগি দারুণ তপ কিয়া ।
অস জানি সংশয় তজহু
গিরিজা সর্ব্বদা শঙ্করপ্রিয়া ॥১২॥

দোহা :—

সুনি নারদকে বচন তব,
সবকর মিটা বিষাদ ।
ক্ষণমহঁ ব্যাপেউ সকল পুর,
ঘর ঘর য়হ সংবাদ ॥১০৮॥

তব ময়না হিমবন্ত[৩] অনন্দে ।
পুনি পুনি পার্ব্বতী-পদ বন্দে ॥
নারি পুরুষ শিশু যুবা সয়ানে ।
নগর লোগসব অতি হরষানে ॥
লগে হোন পুর মঙ্গলগানা ।
সজে সবহিঁ হাটক[৪] ঘট নানা ॥
ভাঁতি অনেক ভই জ্যবনারা[৫] ।
সূপশাস্ত্র জস কছু ব্যবহারা ॥
সো জেবনার কি জাই বখানী ।
বসহিঁ ভবন জেহি মাতু ভবানী ॥
সাদর বোলে সকল বরাতী ।
বিষ্ণু বিরঞ্চি দেব সবজাতী ॥
বিবিধ ভাঁতি বৈঠী জেবনারা ।
লগে পরোসন[৬] নিপুণ সুয়ারা[৭] ॥
নারিবৃন্দ সুর জেঁবত[৮] জানী ।
লগীঁ দেন গারী মৃদুবাণী ॥

(১) বেশ (২) সীতার (৩) হিমালয় (৪) স্বর্ণ (৫) ভোজনউৎসব (৬) পরিবেষণ (৭) সূপকার, পাচক (৮) ভোজনে রত ।

বঙ্গানুবাদ ।

মোহবশে শিবকথা কর্ণে নাহি পশে ।
ধরিলেন জানকীর বেশ ভ্রমবশে ॥

সীতাবেশ করে সতী, সেই অপধাধে অতি,
শিব করে তাঁরে পরিহার ।
গিয়া হরবিরহেতে, পুন পিতৃ-ভবনেতে,
যোগানলে তনু করে ছার[১] ॥
জন্মি তব গৃহবরে[২], আপন পতির তরে,
করিল দারুণ তপক্রিয়া ।
জাহি ইহা সুসংশয়, তজহ. গিরিজা হয়,
সততই শঙ্করের প্রিয়া[৩] ॥

নারদবচন শুনি, সত্য বলি মনে গুণি,
সকলের মিটিল বিষাদ ।
ক্ষণমধ্যে ব্যাপ্ত হয়, সকল নগরময়,
ঘরে ঘরে এই সুসম্বাদ ॥১০৮॥

তখন ময়না গিরি[৪] আনন্দে মগন ।
পুন পুন করে উমাচরণ বন্দন ॥
চতুর যুবক শিশু আদি নরনারী ।
নগরের লোক সব হরষিত ভারি ॥
হইতে লাগিল পুরে সুমঙ্গলগান ।
বিবিধ সুবর্ণঘট সকলে সাজান ॥
অনেক প্রকারে হয় আহার বিহার ।
সূপশাস্ত্রে[৫] যাহা কিছু আছে ব্যবহার[৬] ।
ভোজন-উতসবকথা কে করে বাখান ।
যে আলয়ে অন্নপূর্ণা হন অধিষ্ঠান ॥
সাদরে আহ্বান করে বরযাত্রীগণে ।
বিধিবিষ্ণু করি সবজাতী দেবগণে ॥
বিবিধ প্রকারে বসে করিতে আহার ।
করে সুপরিবেষণ দক্ষ সূপকার[৭] ॥
নারীগণ জানি, সুর, আহারে বসিল ।
মৃদুবাক্যে গালিদিতে আরম্ভ করিল ॥

(১) ভস্ম (২) শ্রেষ্ঠগৃহে (৩) পত্নী (৪) হিমালয় (৫) পাক করিবার গ্রন্থে (৬) বিধান (৭) পাচক ।

মূল ।

ছন্দ :—

গারী মধুর স্বর দেহিঁ সুন্দরি
ব্যঙ্গবচন সুনাবহীঁ ।
ভোজন করহিঁ সুর অতি বিলম্ব
বিনোদ[১] সুনি সুখ পাবহীঁ ॥
জেঁবত জো বঢ়্যো অনন্দ সো
মুখ কোটিহু ন পরৈ কহ্যো ।
অচবাই[২] দীহ্নে পান গমনে
বাস জহঁ জাকো রহ্যো ॥১৩॥

দোহা :—

বহুরি মুনিন হিমবন্তকহঁ,
লগ্ন[৩] জনাই আই ।
সময় বিলোকি বিবাহকর,
পঠয়ে দেব বুলাই ॥১০৯॥

বোলি সকল সুর সাদর লীহ্নে ।
সবহিঁ যথোচিত আসন দীহ্নে ॥
বেদী বেদবিধান সঁবারী ।
সুভগ সুমঙ্গল গাবহিঁ নারী ॥
সিংহাসন অতি দিব্য সুহাবা ।
জাই ন বরণি বিরঞ্চি[৩] বনাবা ॥
বৈঠে শিব বিপ্রন শিরনাই ।
হৃদয় সুমিরি নিজ প্রভু রঘুরাই ॥
বহুরি মুনীশন উমা বুলাই ।
করি শৃঙ্গার[৪] সখী লৈ আই ॥
দেখত রূপ সকল সুর মোহেঁ ।
বরণৈ ছবি অস জগ কবি কোহেঁ ॥
জগদম্বিকা জানি ভব-বামা[৬] ।
সুরন মনহিঁমন কীহ্নু প্রণামা ॥
সুন্দরতাম-র্য্যাদ ভবানী ।
জাই ন কোটিহু বদন বখানী ॥

(১) আমোদ প্রমোদ (২) আচমন করিয়া আঁচাইয়া, (৩) বিধাতা (৪) বেশ-ভূষা (৫) রূপ বা শোভা (৬) ভবের বামা অর্থাৎ শিবের পত্নী।

বঙ্গানুবাদ।

দেয় গালি সুবচনে, সুন্দরী রমণীগণে,
উপহাস-বচন শুনায় ।
ভোজনেতে সুরসারি[১] করিয়া বিলম্ব ভারি,
শুনিয়া আমোদসুখ পায় ॥
বসিয়া ভোজন করে, যেরূপ আনন্দভরে,
কোটিমুখে কার সাধ্য কহে ।
আচমন করি পরে, তাম্বুল লইয়া করে,
বাসে[২] যায় যার যথা রহে ॥১৩॥

পুন মুনি সকলেতে, হিমগিরি নিকটেতে,
আসিয়া লগন[৩] জানাইল ।
বিবাহের শুভক্ষণ, করি তবে নিরীক্ষণ,
দেবগণে আহ্বান করিল ॥১০৯॥

সাদরে সকল দেবে ডাকিয়া আনিল ।
সকলেরে যথোচিত সুআসন দিন ॥
বেদবিধিমতে বেদী[৪] প্রস্তুত করিল ।
সুন্দর মঙ্গলগান রমণী গাইল ॥
অতি দিব্য সিংহাসন হয় সুশোভন ।
বিধাতানির্ম্মিত উহা না হয় বর্ণন ॥
বসিলেন শিব বিপ্রে করি পরণাম[৫] ।
হৃদয়ে স্মরণ করি নিজ প্রভু রাম ॥
পুন মুনিগণ ভবানীকে ডাকাইল ।
সুবেশ করিয়া সখী তাঁহারে আনিল ॥
দেখিয়া সেরূপ বিমোহিত দেবগণ ।
বিশ্বে কোন কবি ছবি[৬] করিবে বর্ণন ॥
ভব-বামা[৭] বিশ্বমাতা বলিয়া জানিল ।
মনে মনে দেবগণ প্রণাম করিল ॥
ভবানীর সুন্দরতা মর্য্যাদা[৮] কথন ।
পারিবে না কোটিমুখে করিতে বর্ণন ॥

(১) দেবতার শ্রেণী বা পংক্তি (২) আবাসস্থানে (৩) লগ্ন অর্থাৎ বিবাহের কাল (৪) বিবাহমঞ্চ (৫) প্রণাম (৬) পার্ব্বতীর রূপ বা শোভা (৭) শিবের পত্নী (৮) সুন্দরতার মর্য্যাদা অর্থাৎ সীমা।

মূল।

ছন্দ :—

কোটিহু বদন নহিঁ বনৈ বর্ণত
জগজননী শোভা মহা।
সকুচহিঁ[1] কহত শ্রুতি শেষ শারদ[2]
মন্দমতি তুলসী কহা ॥
ছবিখানি মাতুভবানি গমনী
মধ্যমণ্ডপ শিব জহাঁ।
অবলোকি সকহিঁ ন সকুচি
পতিপদকমল মনমধুকর তহাঁ ॥

দোহা :—

মুনিঅনুশাসন গণপতহিঁ,
পূজে শম্ভু ভবানি।
কোউ সুনি সংশয় করৈ জনি[3]
সুর অনাদি জিয়[4] জানি ॥১১০॥

জস বিবাহকী বিধি শ্রুতি গাই।
মহা মুনিন সো সব করবাই ॥
গহি গিরীশ কুশ কন্যাপানী।
শিবহি সমর্পি জানি ভবানী ॥
পাণিগ্রহণ জব কীহ্ন মহেশা।
হিয় হর্ষে তব সকল সুরেশা ॥
বেদমন্ত্র মুনিবর উচ্চরহীঁ।
জয় জয় জয় শঙ্কর সুর করহীঁ ॥
বাজহিঁ বাজন বিবিধ বিধানা।
সুমন বৃষ্টি নভ ভৈ বিধি নানা ॥
হর গিরিজাকর ভয়উ বিবাহূ।
সকল ভুবন ভরি রহা উচ্ছাহূ ॥
দাসীদাস তুরঙ্গ রথ নাগা।
ধেনু বসন মণিবস্তু বিভাগা ॥
অন্ন কণকভাজনভরি যানা।
দাইজ[5] দীহ্ন ন জাই বখানা ॥

(১) সঙ্কুচিত হয় (২) সারদা অর্থাৎ সরস্বতী (৩) নাহি (৪) মনে (৫) যৌতুক।

বঙ্গানুবাদ।

যদি কোটি সুবদন, হইবে না বরণন,
জগতজননী-শোভা অতি।
কহিবারে সঙ্কুচিত, শ্রুতি শেষ[1] বাণী নিত[2],
কবে কি তুলসী মন্দমতি ॥
উমামাতা ছবি যেন, গমন করেন হেন,
বেদী মধ্যে শিব রহে যথা ॥
সঙ্কুচিত দরশনে, পতিপাদপদ্মগণে,
মন-মধুকর[3] তাঁর তথা ॥

মুনিবর-সুআদেশে, গজানন শ্রীগণেশে
পূজিলেন শঙ্করভবানী।
শুনিয়া সংশয় মনে, না করিবে কোনজনে,
দেবতা অনাদি মনে জানী ॥১০০॥

যেরূপ বিবাহবিধি শ্রুতি গান করে।
করাইল তাহা সব মহামুনিবরে ॥
গিরীশ লইয়া কুশ তনয়ার পাণী।
শিবহস্তে সমর্পিল জানিয়া ভবানী ॥
মহেশ করেন যবে শুভপরিণয়।
হৃদয়ে হর্ষিত তবে সুরেশ নিচয় ॥
বেদমন্ত্র মুনিবর করে উচ্চারণ।
শঙ্করের জয়ধ্বনি করে দেবগণ ॥
বিবিধপ্রকার বাদ্য হইল বাদন।
আকাশ হইতে হয় পুষ্পবরষণ[4] ॥
হরগিরিজার তবে হইল বিবাহ।
সকল ভুবনভরি রহিল উতসাহ ॥
দাসদাসী তুরঙ্গম[5] রথ আর নাগ[6]।
ধেনু মণি সুবসন বস্তুর বিভাগ ॥
কণক-ভাজন[7] ভরি অন্ন আর যান।
যৌতুক যা দিল তাহা কে করে বাখান ॥

(১) অনন্তনাগ (২) নিত্য, সর্বদা (৩) মনরূপ মধুকর অর্থাৎ ভ্রমর (৪) পুষ্পবৃষ্টি (৫) ঘোটক (৬) হস্তি (৭) স্বর্ণ বিনির্ম্মিত পাত্র।

মূল।

ছন্দ :—

দাইজ দিয়ে বহুভাঁতি পুনি,
করজোরি হিমভূধর কহ্যো।
কাদেউঁ পূরণকাম শঙ্কর
চরণপঙ্কজ গহি রহ্যো॥
শিব কৃপাসাগর শ্বশুরকর।
পরিতোষ সবভাঁতিন কিয়ো।
পুনি গহেউ পদপাথোজ[১]
ময়না প্রেমপরিপূরণ হিয়ো॥

দোহা:—

নাথ উমা মম প্রাণ সম,
গৃহকিঙ্করী করেহু।
ক্ষমেহু সকল অপরাধ অব,
হোই প্রসন্ন বরদেহু॥১১১॥

বহুবিধি শম্ভু সাসু[২] সমুঝাই।
গমনী ভবন চরণ শিরনাই॥
জননী উমা বোলি তব লীহ্নী।
লৈ উছঙ্গ[৩] সুন্দর শিখ[৪] দীহ্নী॥
করেহু সদা শঙ্করপদ পূজা।
নারিধর্ম্ম পতি দেব ন দূজা[৫]॥
বচন কহতি ভরি লোচন বারী।
বহুরি লাই উর লীহ্নু কুমারী॥
কত বিধি সিরজি নারি জগমাহীঁ।
পরাধীন স্বপেহু সুখ নাহীঁ॥
ভৈ অতিপ্রেম বিকল মহতারী[৬]।
ধীরজ কীহ্নু কুসময় বিচারী॥
পুনি পুনি মিলতি পরতি গহি চরণা।
পরম প্রেম কচ্ছু জাই ন বরণা॥
সব নারিন মিলি ভেঁটি ভবানী।
জাই জননি উর পুনি লপটানী[৭]॥

(১) পদকমল (পাথঃ—জল) (২) শ্বশ্রূ, শাশুড়ী (৩) ক্রোড় (৪) শিক্ষা (৫) দ্বিতীয় অপর (৬) মাতা (৭) আলিঙ্গন করিলেন।

বঙ্গানুবাদ।

পুনশ্চ যৌতুক দিয়া, বহুরূপে সম্মানিয়া,
করযোড়ে হিমগিরি কহে।
কি দিব শঙ্কর আমি, সদা পূর্ণকাম[১] তুমি,
বলি পাদপদ্ম ধরি রহে॥
কৃপানিধি আশুতোষ, শ্বশুরের পরিতোষ,
করিলেন সরব[২] প্রকারে।
সুন্দরী ময়না পরে, চরণকমল ধরে,
প্রেমপূর্ণ হৃদয় মাঝারে॥

হে নাথ আমার উমা, প্রাণসম প্রিয়তমা,
গৃহদাসী তাহারে করহ।
ক্ষমাকর মহাশয়, অপরাধ সমুচ্চয়,[৩]
প্রসন্ন হইয়া বর দেহ॥১১১॥

শ্বশ্রূকে শঙ্কর বহুবিধি বুঝাইল।
চরণে প্রণাম করি ভবনে চলিল॥
জননী উমাকে তবে ডাকিয়া লইল।
ক্রোড়ে করি মনোহর শিক্ষা তারে দিল॥
শঙ্করচরণ সদা করিবে পূজন।
নারীধর্ম্মে পতি দেব[৪] নহে অন্যজন॥
লোচন ভরিল জলে কহিতে বচন।
পুনশ্চ হৃদয়ে ধরি করে আলিঙ্গন॥
কেন নারি সিরজিল[৫] বিধি ভূমণ্ডলে।
স্বপ্নেও নাহিক সুখ পরাধীন হলে॥
প্রেমেতে বিকল অতি জননী হইল।
কুসময় বিচারিয়া ধৈরজ ধরিল॥
পুন পুন মিলি পড়ে ধরিয়া চরণ।
পরম সনেহ কিছু না হয় বর্ণন॥
সবনারী মিলি তবে উমাকে ভেটিল[৬]।
যাইয়া জননীহৃদে পুনশ্চ ধরিল॥

(১) সকল মনোরথ (২) সর্ব্ব (৩) সকল (৪) পতি দেবতা স্বরূপ (৫) সৃজিল (৬) সাক্ষাৎ করিল।

মূল ।

ছন্দ :—

জননিহিঁ বহুরি মিলি চলী
উচিত অশীশ[১] সবকাহু দই ।
ফিরি ফিরি বিলোকতি মাতুতন[২]
সব সখী লৈ শিবপহিঁ গই ॥
যাচক সকল সন্তোষি শঙ্কর
উমাসহ ভবনহিঁ চলে ।
সব অমর হর্ষে সুমন বর্ষি
নিশান নভ বাজহিঁ ভলে ॥১৬॥

দোহা :—

চলে সঙ্গ হিমবন্ত তব,
পহুঁচাবন অতিহেতু ।
বিবিধ ভাঁতি পরিতোষ করি,
বিদা কীহ্ন বৃষকেতু[৩] ॥১১২॥

তুরত ভবন আয়ো গিরিরাই[৪] ।
সকল শৈল সর লিয়ে বুলাই ॥
আদর দান বিনয় বহুমানা ।
সবকহঁ বিদা কীহ্ন হিমবানা[৫] ॥
জবহিঁ শম্ভু কৈলাসহি আয়ে ।
সুর সব নিজ নিজ ধাম সিধায়ে ॥
জগতমাতুপিতু শম্ভু ভবানী ।
তেহি শৃঙ্গার ন কহৌঁ বখানী ॥
করহিঁ বিবিধ বিধি ভোগ বিলাসা ।
গণন[৫] সমেত বসহিঁ কৈলাসা ॥
হরগিরিজা বিহার নিত নয়উ ।
ইহি বিধি বিপুল কাল চলি গয়উ ॥
তব জম্মে ষট্‌বদন কুমারা ।
তারক অসুর সমর জিন মারা ॥
আগম নিগম প্রসিদ্ধ পুরানা ।
ষন্মুখ জন্ম কর্ম্ম জগ জানা ॥

(১) আশিস (২) মাতার দিকে (৩) মহাদেব (৪) হিমালয় (৫) অনুচরগণ ।

বঙ্গানুবাদ ।

পুনশ্চ জননী সহ, মিলি যবে চলে সেহ
উচিত আশিস[১] সবে দিল ।
ফিরিয়া ফিরিয়া চাহে, নিজ মাতাপানে চাহে,
সখী লয়ে শিবপাশে গেল ॥
যাচক মানব সবে, সন্তোষিয়া শম্ভু তবে
উমাসহ ভবনেতে চলে ।
দেবগণ হৃষ্টমন, করে পুষ্প বরষণ
নিশান বাজিল নভস্থলে ॥১৬॥

সঙ্গেতে গমন করে, পঁহুচাইবার তরে
তবে হিমবান গিরিবর ।
বিবিধ প্রকারে তবে, পরিতুষ্ট করি সবে
বিদায় করিল শ্রীশঙ্কর ॥১১২॥

গিরিরাজ শীঘ্র ফিরি ভবনে আসিল ।
শৈল সর[২] সকলেরে ডাকিয়া আনিল ॥
আদরে করিয়া দান বিনয় সম্মান ।
সকলে বিদায় করে গিরি হিমবান ॥
আসিলেন যবে শম্ভু কৈলাস ভবন ।
নিজ নিজ গৃহে সুর করিল গমন ॥
জগতের পিতামাতা শঙ্কর ভবানী ॥
সেকারণ শৃঙ্গার[৩] না কহিব বাখানী ॥
করেন বিবিধ বিধি ভোগ ও রমণ ।
বসেন কৈলাসে সহ অনুচরগণ ॥
শঙ্কর-গিরিজা-লীলা সতত নূতন ।
এইরূপে বহুকাল করিল গমন ॥
তখন জন্মিল ষটবদন[৪] কুমার ।
তারক অসুরে রণে যে করে সংহার ॥
আগমে নিগমে আর প্রসিদ্ধ পুরাণে ।
ষটমুখ-জন্মকর্ম্ম বিশ্বলোকে জানে ॥

(১) অশীর্ব্বাদ (২) সরোবর (৩) বিলাস (৪) ষড়ানন কার্ত্তিক ।

মূল।

ছন্দ :—

জগ জান ষটমুখ জন্মকর্ম্ম
প্রতাপ পুরুষারথ মহা।
তেহি হেতু মৈঁ বৃষকেতুসুতকর
চরিত সংক্ষেপহি কহা॥
য়হ উমা শম্ভু বিবাহ জে নরনারি
সুনহিঁ জে গাবহিঁ।
কল্যাণ কাজ বিবাহ মঙ্গল
সর্ব্বদা সুখ পাবহিঁ॥১৭॥

দোহা :—

চরিতসিন্ধু গিরিজারমণ,
বেদ ন পাবহিঁ পার।
বরণৈ তুলসীদাস কিমি,
অতি মতিমন্দ গঁবার[১]॥১১৩॥

শম্ভুচরিত সুনি সরস সুহাবা।
ভরদ্বাজ মুনি অতি সুখ পাবা॥
বহু লালসা কথাপর বাঢ়ী।
নয়ননীর রোমাবলি ঠাঢ়ী॥
প্রেমবিবশ মুখ আব ন বানী।
দশা দেখি হরষে মুনি জ্ঞানী॥
অহো ধন্য তব জন্ম মুনীশা।
তুমহিঁ প্রাণসম প্রিয় গৌরীশা[২]॥
শিবপদকমল জিনহিঁ রতি নাহীঁ।
রামহিঁ তে স্বপ্নেহু ন সুহাহীঁ॥
বিনুছল বিশ্বনাথপদ নেহু[৩]।
রামভক্তকর লক্ষণ য়েহু॥
শিবসম কো রঘুপতিব্রতধারী।
বিনু অঘ তজী সতী অসি নারী॥
প্রণকরি রঘুপতিভক্তি দৃঢ়াই।
কো শিবসম রামহিঁ প্রিয় ভাই॥

(১) গোঙার (২) মহাদেব (৩) স্নেহ, প্রেম।

বঙ্গানুবাদ।

ষটমুখ-জন্ম-কর্ম্ম, বিশ্বজনে জানে মর্ম্ম
পুরুষার্থ প্রতাপ মহান।
সেকারণ অতিহিত[১], শঙ্কর-সুত-চরিত[২]
সংক্ষেপেতে করিব বর্ণন॥
নরনারী যেহকেহ, উমাশিব এ বিবাহ
করে গান অপিচ শ্রবণ।
হবে শুভ কর্ম্মচয়, বিবাহ মঙ্গলময়
পাইবেক সুখ সর্ব্বক্ষণ॥১৭॥

শিবলীলা অনুপম, অগাধ সিন্ধুর সম
বেদো নাহি পায় তার পার।
বরণিবে[৩] ইতিহাস, কিরূপে তুলসীদাস
অতি মন্দমতি যে গোঙার[৪]॥১১৩॥

শিবের চরিত্র শুনি সরস সুন্দর।
ভরদ্বাজ মুনি পান সুখ গাঢ়তর।
প্রভূত লালসা কথা উপরে বাড়িল।
নয়ন সজল রোমাবলী দাঁড়াইল॥
প্রেমেতে বিবশ মুখে নাহি সরে বাণী।
দেখিয়া সেদশা হরষিত মুনি[৫] জ্ঞানী॥
অহো ধন্য তব জন্ম হয় মুনিবর।
প্রাণসম প্রিয় হন তোমার শঙ্কর॥
শিবপদ-সরোরুহে রতি নাহি যার।
সপনেও রঘুবর প্রিয় নহে তার॥
বিনাছল বিশ্বনাথপদে[৬] প্রেম হয়।
রামের ভক্তের ইহা লক্ষণ নিশ্চয়॥
শিব সম কেবা রঘুপতি-ব্রত-ধারী[৭]।
বিনাদোষে ত্যজিলেন সতী সম নারী॥
রঘুপতি প্রতি ভক্তি যাঁর দৃঢ় পণ।
শিব সম রামপ্রিয় কে আছে এমন॥

(১) অতিশয় প্রিয় বা হিতকর (২) শঙ্করের সুতের অর্থাৎ ষড়াননের চরিত্র (৩) বর্ণনা করিবে (৪) নির্বোধ (৫) বাক্য যথা (৬) মহাদেবের পদে (৭) রঘুপতির আরাধন মাত্র ব্রত ধারণ করেন যিনি।

মূল।

দোহা :—

প্রথম কহেউঁ মৈঁ শিবচরিত।
বুঝা মর্ম্ম তুম্হার।
শুচি সেবক তুম রামকে,
রহিত সমস্ত বিকার ॥১১৪॥

মৈঁ জানা তুম্হার গুণশীলা।
কহোঁ সুনহু অব রঘুপতি-লীলা ॥
সুনু মুনি আজু সমাগম তোরে।
কহি ন জাই জস সুখ মন মোরে ॥
রামচরিত অতি অমিত মুনীশা।
কহি ন সকহিঁ শতকোটি অহীশা ॥
তদপি যথা শ্রুতি কহোঁ বখানী।
সুমিরি গিরাপতি প্রভু ধনুপানী ॥
শারদ[1] দারুনারি[2] সম স্বামী।
রাম সূত্রধর অন্তর্যামী ॥
জেহিপর কৃপা করহিঁ জন[3] জানী।
কবি-উর অজির[4] নচাবহিঁ বাণী ॥
প্রণবউঁ সোই কৃপালু রঘুনাথা।
বরণোঁ বিশদ জাসু গুণগাথা ॥
পরম রম্য গিরিবর কৈলাসূ।
সদা জহাঁ শিব উমা নিবাসূ ॥

দোহা :—

সিদ্ধ তপোধন যোগিজন,
সুর কিন্নর মুনিবৃন্দ।
বসহিঁ তহাঁ সুকৃতী[5] সকল,
সেবহিঁ শিব সুখকন্দ[6] ॥১১৫॥

হরিহর-বিমুখ ধর্ম্মরত নাহীঁ।
তে নর তহাঁ ন স্বপ্নেহুঁ জাহীঁ ॥
তেহি গিরিপর বটবিটপ বিশালা।
নিত নূতন সুন্দর সবকালা ॥

(১) সারদা (২) কাঠের পুতলী (৩) দাস (৪) অঙ্গন, উঠান (৫) পুণ্যাত্মা (৬) সুখের কান্দ বা মূল।

বঙ্গানুবাদ।

কহিলাম প্রথমেতে, শিবলীলা সংক্ষেপেতে
বুঝিলাম মরম[1] তোমার।
সুসেবক সদাচারী, রাম তব প্রিয় ভারী,
তুমি সদা হও অবিকার ॥১১৪॥

গুণশীল সমুদায় জেনেছি তোমার।
কহিব শ্রীরামলীলা শুনহ এবার ॥
শুন মুনি[2] দেখি আজ তব আগমন।
কহা নাহি যায় কিবা সুখী মম মন ॥
রামলীলা অতীব অমিত মুনিবর[3]।
কহিতে অশক্ত শতকোটী অহীশ্বর[4] ॥
তথাপি কহিব যথা শ্রুতি বাখানিয়া।
গিরাপতি[5] ধনুপাণী[6] প্রভুকে স্মরিয়া ॥
কাষ্ঠের পুত্তলীসম প্রভুপাশে বাণী।
অন্তর্যামী রঘুবরে সূত্রধর জানী ॥
যাহার উপরে কৃপা হয় দাস জ্ঞানে।
বাণীকে নাচান সেই কবি-হৃদাঙ্গনে[7] ॥
দয়াল শ্রীরাম, তাঁরে প্রণাম করিব।
তাঁহার বিশদ[8] গুণগ্রাম বরণিব[9] ॥
কৈলাস পরম রমণীয় গিরিবর।
সতত নিবসে[10] যাহে উমা-মহেশ্বর ॥

তপোধন সিদ্ধগণ, আর সব যোগিজন,
মুনিবৃন্দ দেবতা কিন্নরে।
তথা করি বাসস্থান, সমুদায় পুণ্যবান,
সুখমূল শিবে সেবা করে ॥১১৫॥

হরিহর-বিমুখ[11] অধর্ম্মে রত যেহ।
সপনেও তথায় না যাইবেক সেহ ॥
সে গিরি উপরে বটবিটপ[12] বিশাল।
সতত নূতন মনোহর সবকাল ॥

(১) মর্ম্ম (২) যাজ্ঞবল্ক্য (৩) ভরদ্বাজ (৪) অনন্তনাগ (৫।৬) রামচন্দ্রের বিশেষণ (৭) কবির হৃদয়রূপ অঙ্গনে বা উঠানে (৮) নির্ম্মল (৯) বর্ণনা করিব (১০) বাসকরে (১১) হরিহর বিমুখ অর্থাৎ অপ্রসন্ন যার প্রতি (১২) বটবৃক্ষের শাখা।

মূল।

ত্রিবিধ সমীর সুশীতল চ্ছায়া।
শিব বিশ্রাম বিটপ[১] শ্রুতি গায়া॥
একবার তেহিতর[২] প্রভু গয়উ।
তরু বিলোকি উর অতি সুখ ভয়উ॥
নিজকর ডাসি[৩] নাগরিপু-চ্ছালা।
বৈঠে সহজহি[৪] শম্ভু কৃপালা॥
কুন্দ[৫] ইন্দু[৬] দর[৭] গৌর শরীরা।
ভুজ প্রলম্ব পরিধন মুনিচীরা॥
তরুণ অরুণ অম্বুজ সম চরণা।
নখদ্যুতি ভক্তহৃদয় তম হরণা॥
ভুজগ ভূতি[৮] ভূষণ ত্রিপুরারী।
আনন শরদ-চন্দ্রচ্ছবিহারী[৯]॥
দোহা :—
জটা মুকুট সুরসরিত[১০] শির,
লোচননলিন[১১] বিশাল।
নীলকণ্ঠ লাবণ্যনিধি,
সোহ বালবিধু ভাল॥১১৬॥

বৈঠে সোহ কামরিপু কৈসে।
ধরে শরীর শান্তরস জৈসে॥
পার্ব্বতী ভল অবসর জানী।
গই শম্ভুপহঁ মাতু ভবানী॥
জানি প্রিয়া আদর অতি কীন্হা।
বামভাগ আসন হর দীন্হা॥
বৈঠী শিবসমীপ হরষাই[১২]।
পূরব জন্মকথা চিত[১৩] আই॥
পতিহিয়হেতু[১৪] অধিক অনুমানী।
বিহঁসি উমা বোলী প্রিয়বাণী॥
কথা জো সকল লোকহিতকারী।
সোই পূঁচ্ছন চহৈ শৈলকুমারী॥

(১) শাখা (২) তার তলে (৩) বিছাইয়া (৪) অনায়াসে (৫) করবী, কুঁদফুল (৬) চন্দ্র (৭) শঙ্খ (৮) বিভূতি (৯) শারদীয় চন্দ্রের শোভাকে জয়কারী (১০) দেবনদী (১১) নয়ন কমল (১২) হর্ষিত হইয়া (১৩) চিত্তে, মনে (১৪) পতির হৃদয়ের ভাব।

বঙ্গানুবাদ।

ত্রিবিধ সমীর বহে ছায়া শীতবান।
শঙ্কর-বিশ্রাম-শাখা[১] বলি শ্রুতি গান॥
একবার তার তলে করেন গমন।
তরুকে বিলোকি হৃদে অতিসুখী হন॥
নিজকরে বিছাইয়া নাগ-রিপু-ছাল[২]।
বসিলেন অনায়াসে শঙ্কর দয়াল॥
কুন্দ ইন্দু দর সম সুগৌর শরীর।
লম্ববান ভুজ পরিধান মুনিচীর[৩]॥
তরুণ অরুণ সম অম্বুজচরণ।
নখদ্যুতি ভক্তহৃদে তম-বিনাশন॥
ভুজগ-বিভূতি-বিভূষিত ত্রিপুরারী।
সুবদন শারদীয় চন্দ্র-ছবি-হারী॥

জটার মুকুট করে, শোভে গঙ্গা শিরোপরে,
সুবিশাল পঙ্কজলোচন।
নীলকণ্ঠ শোভে যেন, লাবণ্যের নিধি[৪] হেন,
বালবিধু ভালে[৫] সুশোভন॥১১৬॥

বসিয়া শোভিত হন কামারি কেমন।
দেহ ধরি শান্তরস শোভিত যেমন॥
পার্ব্বতী জানিয়া তবে ভাল অবসর।
গেলেন জননী তথা যথায় শঙ্কর॥
প্রিয়া জানি করিলেন অতি সমাদর।
বামভাগে পূতাসন দিলেন শঙ্কর॥
বসিলেন শিবপাশে হয়ে হরষিত।
পূরব[৬] জন্মের কথা মনে উপস্থিত॥
পতির হৃদয়ভাব অতি অনুমানী।
হাসিয়া বলেন উমা সুমধুর বাণী॥
যে কথা হইবে সর্ব্বলোক-হিতকারী।
তাহা চাহে জিজ্ঞাসিতে শৈলেশকুমারী[৭]।

(১) শঙ্কর যে শাখাতলে বিশ্রাম করেন (২) নাগের অর্থাৎ হস্তির রিপু অর্থাৎ ব্যাঘ্র তাহার ছাল বা চর্ম্ম (৩) মুনিগণের পরিধেয় বস্ত্র (৪) সমুদ্র বা আধার (৫) কপালে (৬) পূর্ব্ব (৭) পার্ব্বতী।

মূল।

বিশ্বনাথ মম নাথ পুরারী[১]।
ত্রিভুবন মহিমা বিদিত তুম্হারী ॥
চর[২] অরু অচর[৩] নাগ নর দেবা।
সকল করহিঁ পদপঙ্কজ সেবা ॥

দোহা :—প্রভু সমর্থ সর্ব্বজ্ঞ শিব,
সকল কলাগুণধাম।
যোগ জ্ঞান বৈরাগ্য নিধি,
প্রণত[৪] কল্পতরু নাম ॥১১৭॥

জো মোপর প্রসন্ন সুখরাশী।
জানিয় সত্য মোহিঁ নিজ দাসী ॥
তৌ প্রভু হরহু মোর অজ্ঞানা।
কহি রঘুনাথকথা বিধিনানা ॥
জাসু ভবন সুরতরুতর[৫] হোই।
সহ কি দরিদ্র-জনিত দুখ সোই ॥
শশিভূষণ অস হৃদয় বিচারী।
হরহু নাথ মম মতিভ্রম ভারী ॥
প্রভু জে মুনি পরমারথ-বাদী।
কহহিঁ রামকহঁ ব্রহ্ম অনাদী ॥
শেষ শারদা বেদ পুরাণা।
সকল করহিঁ রঘুপতি-গুণ গানা ॥
তুম পুনি রামনাম দিনরাতী।
সাদর জপহু অনঙ্গ-অরাতী ॥
রাম সো অবধ-নৃপতি-সুত সোই।
কী অজ অগুণ অলখগতি কোই ॥

দোহা :—জো নৃপতনয় তো ব্রহ্ম কিমি,
নারি-বিরহ মতি ভোরি[৬]।
দেখি চরিত মহিমা সুনত,
ভ্রমিত বুদ্ধি অতি মোরি ॥১১৮॥

জো অনীহ ব্যাপক বিভু কোউ।
কহহু বুঝাই নাথ মোহিঁ সোউ ॥

(১) ত্রিপুরারি, মহাদেব (২) জঙ্গম (৩) স্থাবর (৪) দাস (৫) কল্পতরুর তলে (৬) আচ্ছন্ন।

বঙ্গানুবাদ।

ত্রিলোচন বিশ্বনাথ সুস্বামী আমার।
ত্রিভুবনে সুবিদিত মহিমা তোমার ॥
চরাচর নাগ নর আর দেবগণ।
সকলেতে করে পদ-পঙ্কজ সেবন ॥

সমরথ[১] তুমি প্রভু, সরবজ্ঞ শিব বিভু
হও সর্ব্ব কলা-গুণধাম।
সুবিদিত যোগবিধি, বিজ্ঞান-বৈরাগ্য-নিধি
দাস-কল্পতরু[৩] তব নাম ॥১১৭॥

যদি মোর প্রতি সুপ্রসন্ন সুখ-রাশী।
জানিবে যথার্থ মোরে আপনার দাসী ॥
তবে প্রভু কর মোর অজ্ঞান নাশন।
নানাবিধি রামকথা কহিয়া এখন ॥
যাহার ভবন হয় সুরতরু-তলে[৪]।
দৈন্য দুঃখ কভু কি সে সহে ভূমিতলে ॥
শশাঙ্ক-ভূষণ ইহা হৃদয়ে বিচারী।
হর নাথ মম এই মতিভ্রম ভারী ॥
হে প্রভো যে মুনি হন পরমার্থ-বাদী।
কহেন শ্রীরামে তিনি ব্রহ্ম যে অনাদী ॥
শেষ নাগ বীণাপাণি বেদ ও পুরাণ।
সকলে করেন রঘুপতি-গুণ গান ॥
প্রভো তুমি রামনাম পুন দিন রাতি।
সাদরে করহ জপ অনঙ্গ-অরাতি[৫] ॥
অযোধ্যা-নৃপতি-সুত সে রাম কি কোন।
অগুণ[৬] অলক্ষ্যগতি[৭] অজ কোন জন ॥

নৃপতি-তনয় যেহ, কিসে ব্রহ্ম হয় সেহ,
স্ত্রী-বিয়োগে মতিভ্রান্ত যার।
দেখিয়া চরিত্র এই, শুনিয়া মহিমা সেই,
বুদ্ধি-ভ্রান্তি অতীব আমার ॥

অনীহ[৮] ব্যাপক বিভু যদি অন্য কোন।
বলহ বুঝায়ে নাথ মোরে তা এখন ॥

(১) সমর্থ, শক্তিমান (২) নৃত্য গীতাদি চৌষট্টি বিদ্যা ও গুণের ধাম (৩) দাসের সম্বন্ধে কল্পতরু সদৃশ (৪) কল্পতরুর তলে (৫) অনঙ্গের অরাতি অর্থাৎ শত্রু অর্থাৎ কামারি (৬) সত্ব, রজঃ তম ত্রিগুণাতীত (৭) যাঁহার গতি জীবের অলক্ষ্য বা অদৃশ্য (৮) নিশ্চেষ্ট।

মূল।

অজ্ঞ জানি রিসি[1] জনি উর ধরহু।
জেহি বিধি মোহ মিটৈ সোই করহু॥
মৈঁ বন দীখ রাম-প্রভুতাই।
অতি ভয়-বিকল ন তুমহিঁ শুনাই॥
তদপি মলিনমন বোধ ন আবা।
সো ফল ভলী ভাঁতি মৈঁ পাবা॥
অজহুঁ কছু সংশয় মন মোরে।
করহু কৃপা বিনবউঁ করজোরে॥
প্রভু তব মোহিঁ বহুভাঁতি প্রবোধা।
নাথ সো সমুঝি করহু জনি ক্রোধা॥
তব করং[2] অস্ বিমোহ মোহিঁ নাহীঁ।
রামকথাপর রুচি মনমাহীঁ॥
কহহু পুনীত রামগুণগাথা।
ভুজগ-রাজ-ভূষণ[3] সুরনাথা॥
দোহা :—
বন্দোঁ পদধরি ধরণিশির,
বিনয় করোঁ করজোরি।
বর্ণহু রঘুবর বিশদ যশ,
শ্রুতি সিদ্ধান্ত নিচোরি[4]॥
যদপি যোষিতা অন অধিকারী।
দাসী মন-ক্রম-বচন[5] তুম্হারী॥
গূঢ়ৌ তত্ত্ব ন সাধু দুরাবহিঁ[6]।
আরত[7] অধিকারী জহঁ পাবহিঁ॥
অতি আরত পুছোঁ সুররায়া।
রঘুপতি-কথা কহহু করি দায়া॥
প্রথম সো কারণ কহহু বিচারী।
নির্গুণব্রহ্ম সগুণবপুধারী॥
পুনি প্রভু কহহু রামঅবতারা।
বালচরিত পুনি কহহু উদারা॥
কহহু যথা জানকী বিবাহা।
রাজ্য তজা সো দূষণ কাহা॥

(১) ক্রোধ (২) করণে, কার্য্যে (৩) সর্পরাজভূষণধারী (৪) নিষ্কাষিয়া, নিষ্পেষণ বা নিষ্পীড়ন করিয়া (৫) কায়মনোবাক্যে (৬) গোপন করেন (৭) আর্ত্ত।

বঙ্গানুবাদ।

অজ্ঞান জানিয়া ক্রোধ হৃদে নাহি ধর।
যেরূপে মিটিবে মোহ সেইরূপ কর॥
বনে দেখিলাম রাম-প্রভাব প্রবল।
তোমায় না বলি ভয়ে অতীব বিকল॥
তথাপি মলিনমনে বোধ না জন্মিল।
তার ফল ভালরূপে বিধি মোরে দিল॥
অদ্যাপি আমার মনে কিঞ্চিত সংশয়।
কর কৃপা করযোড়ে করি যে বিনয়॥
প্রভো দিয়াছিলে মোরে বহুরূপে বোধ।
হে নাথ স্মরিয়া তাহা না করহ ক্রোধ॥
মোর এ বিমোহ নষ্ট তোমার করণে।
রাম-কথা শুনিবারে রুচি অতি মনে॥
পূত রাম-গুণ-গাথা কর বরণন[1]।
সুর-নাথ তুমি প্রভু নাগেশ-ভূষণ[2]॥

বন্দি তব পদেধরি, ভূতলে মস্তক করি,
করযোড়ে বিনতি আমার।
কহ সব অবিকল, রাম-যশ নিরমল,
করি শ্রুতি-সিদ্ধান্ত-বিচার॥১১৯॥

যদ্যপি যোষিতা[3] বলি অনধিকারিণী।
তথাপি তোমার দাসী কায়-মন-বাণী[4]॥
গূঢ়তত্ত্ব সাধু নাহি করিবে গোপন।
আর্ত্ত[5] অধিকারী যবে হইবে প্রাপণ[6]।
সকাতরে সুররাজ[7] জিজ্ঞাসি তোমারে।
রঘুপতি-কথা কহ দয়াকরি মোরে॥
প্রথমে কারণ সেই বলহ বিচারি।
কিরূপে নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ[8] শরীরী॥
পুনঃ প্রভু কহ রাম-অবতার-কথা।
উদার বালক-লীলা কহ পুনঃ তথা॥
যেরূপে জানকী সনে হইল বিবাহ।
যে দোষে ত্যজেন রাজ্য তাহা মোরে কহ॥

(১) বর্ণন (২) নাগেশ অর্থাৎ নাগকী ভূষণ যাঁর (৩) নারী, রমণী (৪) কায় মনো বাক্যে (৫) পীড়িত, কাতর (৬) প্রাপ্ত (৭) মহাদেব (৮) সগুণ অর্থাৎ রূপ বিশিষ্টাত্মক।

মূল ।

বন বসি কীন্হেউ চরিত অপারা ।
কহহু নাথ জিমি রাবণ মারা ॥
রাজ্য বৈঠি কীন্হী বহুলীলা ।
সকল কহহু শঙ্কর সুখশীলা ॥

দোহা :—

বহুরি কহহু করুণায়তন[১],
কীন্হ জো অচরজ[২] রাম ।
প্রজা সহিত রঘুবংশমণি,
কিমি গমনে নিজধাম ॥১২০॥

পুনি প্রভু কহহু সো তত্ত্ব বখানী ।
জেহি বিজ্ঞান মগন মুনি জ্ঞানী ॥
ভক্তি জ্ঞান বিজ্ঞান বিরাগা ।
পুনি সব বর্ণহু সহিত বিভাগা ॥
ঔরৌ রামরহস্য অনেকা ।
কহহু নাথ অতি বিমলবিবেকা ॥
জো প্রভু মৈঁ পূছা নহিঁ হোই ।
সোউ দয়ালু রাখহু জনি গোই ॥
তুম ত্রিভুবন গুরু বেদ বখানা ।
আন জীব পামর কা জানা ॥
প্রশ্ন উমাকে সহজ সুহায়ে ।
চ্ছল বিহীন শুনি শিবমন ভায়ে[৩] ॥
হরিহিয় রামচরিত সব আয়ে ।
প্রেম পুলকি লোচন জল চ্ছায়ে ॥
শ্রীরঘুনাথ-রূপ উর আবা ।
পরমানন্দ অমিতসুখ পাবা ॥

দোহা :—

মগ্ন ধ্যানরস দণ্ডযুগ,
পুনি মন বাহর কীন্হ ।
রঘুপতিচরিত মহেশ তব,
হর্ষিত বরণৈ লীন্হ ॥১২১॥

ঝুঠৌ[৪] সত্য জাহি বিনু জানে ।
জিমি ভুজঙ্গ বিনু রজ্জু পহিঁচানে[৫] ॥

(১) করুণালয় (২) আশ্চর্য্য (৩) সুখী হইল (৪) মিথ্যা (৫) চিনিতে পারা।

বঙ্গানুবাদ ।

বনবাসে করিলেন চরিত্র অপার ।
বল নাথ রাবণের যেরূপে সংহার ॥
বহুলীলা করিলেন স্বরাজ্যে বসিয়া ॥
সুখ-শীলবান দেব ! বল বিবরিয়া ॥

পুনরপি মোরে বল, করুণা-আশ্রয়স্থল,
যে আশ্চর্য্য করিলেন রাম ।
প্রজার সহিত পরে, রঘুবংশমণি করে,
কিরূপে গমন নিজধাম ॥১২০॥

পুনঃ প্রভু সেই তত্ত্ব করহ বর্ণন ।
জ্ঞানী মুনি যে বিজ্ঞানে সতত মগন ॥
ভক্তি জ্ঞান আর তথা বিজ্ঞান বিরাগ ।
বরণন কর সব সহিত বিভাগ[১] ॥
শ্রীরাম-রহস্য[২] আর আছে যে অনেক ।
বল নাথ তব অতি বিমল বিবেক ॥
যদি প্রভু আমি নাহি করি জিজ্ঞাসন ।
দয়াবান তাহা নাহি করিবে গোপন ॥
তুমি ত্রিভুবনেগুরু বেদের বর্ণন ।
কি জানিবে অন্য জীবে পামর যে জন ॥
ভবানীর প্রশ্ন সব সহজ সুন্দর ।
ছলহীন শুনি তাহা অতি সুখী হর ॥
শিব-হৃদে রাম-লীলা হইল উদয় ।
প্রেমে পুলকিত দেহ চক্ষু জলময় ॥
শ্রীরামের রূপ হৃদে হইল উদয় ।
অমিত পরমানন্দ অনুভব হয় ॥

ধ্যান-রসে নিমগন[৩], যুগদণ্ড যতক্ষণ,
পুনঃ মন বাহির করিল ।
শ্রীরামচরিত সবে, বিস্তারি মহেশ তবে,
হর্ষিত হইয়া বরনিল[৪] ॥১২১॥

মিথ্যায় সত্যের ভ্রম যাঁরে না জানিলে ।
যেমন ভুজঙ্গ-বোধ রজ্জু না চিনিলে ॥

(১) বিশ্লেষণ (২) শ্রীরামের গূঢ় তত্ত্ব, যাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় না (৩)

মূল।

জেহি জানে জগ জাই হেরাই[১]।
জাগে যথা স্বপ্নভ্রম জাই॥
বন্দৌঁ বালরূপ সোই রামু।
সববিধি সুলভ জপত জেহি নামু॥
মঙ্গলভবন অমঙ্গলহারী।
দ্রবৌ[২] সো দশরথ-অজিরবিহারী॥
করি প্রণাম রামহিঁ ত্রিপুরারী।
হর্ষি সুধাসম গিরা উচারী॥
ধন্য ধন্য গিরিরাজ-কুমারী।
তুম সমান নহিঁ কোউ উপকারী॥
পূছেহু রঘুপতি-কথা-প্রসঙ্গা।
সকল লোক জগপাবনী গঙ্গা॥
তুম রঘুবীরচরণ অনুরাগী।
কীন্হেউ প্রশ্ন জগত-হিত লাগী॥

দোহাঃ—
রাম কৃপাতে পার্ব্বতি,
স্বপ্নেহু তব মনমাহিঁ।
শোক মোহ সন্দেহ ভ্রম,
মম বিচার কছু নাহিঁ॥১২২॥

তদপি অশঙ্কা কীন্হেউ সোই।
কহত সুনত সবকর হিত হোই॥
জিন হরিকথা শুনি নহিঁ কানা[৩]।
শ্রবণরন্ধ্র অহিভবন সমানা॥
নয়নন সন্তদরশ নহিঁ দেখা।
লোচন মোর[৪]-পঙ্খ[৫]-কর লেখা॥
তে শির কটু তূমর[৬] সমতুলা।
জে ন নমত হরি-গুরু-পদমূলা॥
জিন হরিভক্তি হৃদয় নহিঁ আনী।
জীবত শব সমান তে প্রাণী॥
জে নহিঁ করহিঁ রামগুণ গানা।
জীহসু[৭] দাদুরজীহ[৮] সমানা॥

(১) হারাইয়া, লোপ হইয়া (২) দয়ার্দ্র হউন বা দয়া করুন (৩) কর্ণ, কাণ (৪) ময়ূর (৫) পক্ষ, পাখা (৬) তুম্ব (৭) জিহ্বাতে (৮) দদ্দুরের মণ্ডুকের জিহ্বার।

বঙ্গানুবাদ।

যাঁহারে জানিলে বিশ্ব অস্তিত্ব হারায়।
জাগ্রত হইলে যথা স্বপ্নভ্রম জায়॥
শিশুরূপ সেই রামে করি বন্দন।
সকল সুলভ নাম করিলে জপন॥
মঙ্গলভবন তিনি অমঙ্গলহারী।
দয়াকর দশরথ-অজিরবিহারী[১]।
ত্রিপুরারি রঘুবরে প্রণাম করিয়া।
উচ্চারেন বাক্যসুধা হর্ষিত হইয়া॥
ধন্য ধন্য ভূমণ্ডলে গিরির কুমারী[২]।
তোমার সমান নাহি কেহ উপকারী॥
জিজ্ঞাসিলে তুমি যাহা রঘুপতি-কথা।
শুনি লোক পূত হবে গঙ্গাস্নানে যথা॥
তুমি রঘুবীর-পদে সদা অনুরাগী।
করিলে জিজ্ঞাসা মাত্র বিশ্বহিতলাগী॥

শ্রীরামের কৃপা যবে, পার্ব্বতি! শুনহ তবে,
সপনেও মনেতে তোমার।
শোক মোহ ভ্রম আর, সন্দেহাদি দুর্বিকার,
রবে নাহি আমার বিচার॥১২২॥

তথাপি আশঙ্কা সেই করিলে যে মনে।
করিতে সবের হিত কথনে শ্রবণে॥
শ্রবণে না শুনে যেহ হরিগুণ-গান।
তার কর্ণ-রন্ধ্র[৩] অহিভবন[৪] সমান॥
নয়নে না করে যেহ সাধু দরশন।
ময়ুর-পুচ্ছাঙ্ক[৫] সম তাহার লোচন॥
তার শির কটু[৬] তুম্ব[৭] সমতুল্য হয়।
হরি-গুরু-পদমূলে যে না নত হয়॥
যার হৃদে হরিভক্তি নাহি পায় স্থান।
জীবিতে সে প্রাণী হয় শবের[৮] সমান॥
যার জিহ্বা নাহি করে রাম-গুণ গান।
তার জিহ্বা মণ্ডুকের[৯] জিহ্বার সমান॥

(১) দশরথের অজিরে অর্থাৎ অঙ্গনে বা উঠানে বিহারকারী (২) হিমালয়ের কন্যা পার্ব্বতী (৩) বিবর, ছিদ্র (৪) সর্পালয় (৫) ময়ূরের পুচ্ছে অঙ্কিত চক্ষুর আকার চিহ্ন (৬) তিক্ত (৭) অলাবু, লাউ (৮) মৃতের (৯) ভেকের।

মুল।

কুলিশ-কঠোর নিঠুর সোই ছাতি।
সুনি হরিচরিত ন জো হরষাতি॥
গিরিজা সুনহু রাম করি লীলা।
সুরহিত দনুজ[১] বিমোহনশীলা॥

দোহাঃ—
রামকথা সুরধেনু সম,
সেবত সব সুখদানি।
সন্ত-সভা সুরলোক সম,
কো ন সুনে অস জানি॥১২৩॥

রামকথা সুন্দর করতারী[২]।
সংশয় বিহঁগ উড়াবনহারী॥
রামকথা কলি বিটপ[৩]কুঠারী।
সাদর সুনু গিরিরাজকুমারী॥
রাম-নাম-গুণ-চরিত সুহায়ে।
জন্ম কর্ম্ম অগণিত শ্রুতি গায়ে॥
যথা অনন্ত রাম ভগবানা।
তথা কথা কীরতি গুণ নানা॥
তদপি যথাশ্রুতি জস মতি মোরী।
কহিহোঁ দেখি প্রীতি অতি তোরী॥
উমা প্রশ্ন তব সহজ সুহাই।
সুখদ সন্ত-সম্মত মুহিঁ ভাই[৪]।
এক বাত নহিঁ মোহিঁ সুহানী।
যদপি মোহবশ কহেউ ভবানী॥
তুম জো কহা রাম কোউ আনা।
জেহি শ্রুতি গাব ধরহিঁ মুনি ধ্যানা॥

দোহাঃ—
কহহিঁ সুনহিঁ অস অধম নর,
গ্রসে জো মোহ-পিশাচ।
পাষণ্ডী হরিপদ-বিমুখ,
জানহি ঝুঁট ন সাঁচ॥১২৪॥

(১) দৈত্য (২) করতাল (৩) শাখা (৪) শোভিত হয়।

বঙ্গানুবাদ।

কুলিশ-কঠোর[১] সেই নিষ্ঠুর হৃদয়।
হরি-লীলা শুনি যে না হরষিত হয়॥
লীলা করি রাম শুন গিরিজা-সুন্দরি।
সুর-হিত করিলেন দৈত্যে মুগ্ধ করি॥

রামকথা অত্যুত্তমা, হয় সুর-ধেনু[২] সমা
সেবিলে সকল সুখদানী।
সাধুসভা সমুচ্চয়, সুরলোক সম হয়,
কেনা শুনে ইহা মনে জানী॥১২৩॥

রাম-কথা করতাল ধ্বনিত যথায়।
সংশয়-বিহঙ্গ[৩] তথা উড়িয়া পলায়॥
রামকথা কলি-শাখা[৪] কাটিতে কুঠার।
গিরিজে সাদরে শুন বচন আমার॥
রাম-নাম-গুণলীলা সুন্দর আখ্যান।
জন্ম কর্ম্ম অগণিত শ্রুতি করে গান॥
যেরূপ অনন্ত হন রাম ভগবান।
তথা গুণ-কীর্ত্তি-কথা বিবিধ বিধান॥
তথাপি যেরূপ শ্রুতি[৫] যথা মম মতি।
কহিব দেখিয়া তব মনে অতি প্রীতি॥
সহজ সুন্দর তব উমে প্রশ্ন যত।
সাধু-সুখপ্রদ[৬] বলি আমার সম্মত॥
নাহি লাগে ভাল মোর তব এক বাণী।
যদ্যপিও মোহবশে কহিলে ভবানী॥
তুমি যে কহিলে রাম নহে সেই জন।
মুনি ধ্যান করে যাঁরে গায় শ্রুতিগণ॥

কহে শুনে পরস্পরে, এরূপ অধম নরে,
বিমোহ-পিশাচ-গ্রসমান[৭]।
যাহারা পাষণ্ডমতি, হরিপদে নাহি রতি,
মিথ্যা বিনা সত্য নাহি জ্ঞান॥১২৪॥

(১) কুলিশের অর্থাৎ বজ্রের ন্যায় কঠোর অর্থাৎ কঠিন (২) কামধেনু (৩) সংশয়রূপ বিহঙ্গ অর্থাৎ পক্ষী (৪) কলিরূপ শাখা (৫) জনপ্রবাদ (৬) সাধুর মনে সুখদানকারী (৭) বিমোহরূপ পিশাচ কর্ত্তৃক গ্রস্ত অর্থাৎ লুপ্ত বিবেক।

মূল।

অজ্ঞ অকোবিদ[১] অন্ধ অভাগী।
কাই বিষয় মুকুরমন লাগী॥
লম্পট কপটী কুটিল বিশেষী।
স্বপ্নেহু সন্তসভা নহিঁ দেখি।
কহহিঁ তে বেদ-অসম্মত বাণী॥
জিনহিঁ ন সূঝ[৩] লাভ নহিঁ হানী॥
মুকুর মলিন অরু নয়নবিহীনা।
রামরূপ দেখহিঁ কিমি দীনা॥
জিনকে অগুণ[৪] ন সগুণ[৫] বিবেকা।
জল্পহিঁ[৬] কল্পিত বচন অনেকা॥
হরিমায়াবশ জগত ভ্রমাহীঁ।
তিনহিঁ কহত কচ্ছু অঘটিত[৬] নাহীঁ॥
বাতুল ভূতবিবশ মতবারে[৭]।
তে নহিঁ বোলহিঁ বচন সঁভারে[৮]॥
জিন কৃত মহা মোহমদ পানা।
তিনকর কহা[৯]করিয় নহিঁ কানা[১০]॥

সোরঠা ঃ—

অস নিজ হৃদয় বিচারি,
তজি সংশয় ভজ রামপদ।
শুনু গিরিরাজ-কুমারি,
ভ্রম তম রবিকর বচন মম॥১৬॥

সগুণহি অগুণহিঁ নহিঁ কচ্ছু ভেদা।
গাবহিঁ মুনি পুরাণ বুধ বেদা॥
অগুণ অরূপ অলখ[১১] অজ জোই।
ভক্তপ্রেমবশ সগুণ সো হোই॥
জো গুণরহিত সগুণ সো কৈসে।
জল হিমউপল[১২] বিলগ[১৩] নহি জৈসে।
জাসু নাম ভ্রমতিমির-পতঙ্গা।
তিহি কিমি কহিয় বিমোহ প্রসঙ্গা॥
রাম সচ্চিদানন্দ দিনেশা।
নহিঁ তহঁ মোহনিশা লবলেশা॥

(১) অপণ্ডিত (২) কাইট মলা (৩) বোধ (৪) অগুণ বিবেকী অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানী (৫) সগুণ বিবেকী অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানী (৬) অসম্ভব (৭) মাতাল (৮) যুক্তিযুক্ত (৯) বাক্য (১০) কর্ণগোচর (১১) অলক্ষ্য (১২) শিলা (১৩) পৃথক ভিন্ন।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানান্ধ অজ্ঞান অপণ্ডিত ভাগ্যহীন।
বিষয়-কাইটে[১] মন-মুকুর[২] মলীন॥
কপটী কুটিল-মন লম্পট যে জন।
সপনেও সাধু-সভা না করে দর্শন॥
কহিবে তাহারা বেদ-অসম্মত বান ।
যাহাদের নাহি বোধ লাভ কিম্বা হানী।
মলিন মন-মুকুর নয়নবিহীন।
রামরূপ দেখিবেক কি প্রকারে দীন॥
যাহার অগুণ, নহে সগুণ বিবেক।
বলে সে কল্পনা করি বচন অনেক॥
হরি-মায়া-বশে ভ্রমে জগত-মাঝার।
অসম্ভব নহে কিছু কহিতে তাহার॥
বাতুল মাতাল ভূত-বিবশ[৩] যে জন।
তাহারা না বলে যুক্তি-সংযুত বচন॥
মহা মোহ-মদ[৪] পান করে যেই জন।
তাহার বচন নাহি করিবে শ্রবণ॥

বিচারি হৃদয়ে নিজ, সংশয় ত্যজিয়া ভজ,
শ্রীরামের যুগল চরণ।
তব ভ্রম তম[৫] সম, রবিকর[৬] বাক্য মম,
মন দিয়া করহ শ্রবণ॥১৬॥

সগুণে অগুণে নাহি কিছুমাত্র ভেদ।
গান সদা পুরাণাদি মুনি বুধ[৭] বেদ॥
অগুণ অরূপ অজ অলক্ষ্য যে জন।
ভক্ত-প্রেম-বশে তিনি গুণযুত হন॥
অগুণ যেজন তিনি সগুণ কিরূপে।
জল ও তুষার-শিলা অভিন্ন যেরূপে॥
যাঁর নাম ভ্রম-তম-বিনাশী[৮] পতঙ্গ[৯]।
কিরূপে কহিব তাঁরে বিমোহ প্রসঙ্গ[১০]॥
শ্রীরাম সচ্চিদানন্দ স্বরূপে দিনেশ[১১]।
তথায় নাহিক মোহ-নিশা[১২] লবলেশ[১৩]॥

(১) বিষয়রূপ কাইটে অর্থাৎ মলায় (২) মনরূপ মুকুর অর্থাৎ দর্পণ (৩) ভূতের দ্বারা অবশীভূত বা অচেতন (৪) মোহরূপ মদিরা (৫) অন্ধকার (৬) সূর্য্যের কিরণ (৭) পণ্ডিত জ্ঞানী (৮) ভ্রমরূপ অন্ধকার নাশকারী (৯) সূর্য্য (১০) সংযুক্ত (১১) সূর্য্য (১২) বিমোহরূপ নিশা বা রাত্রি (১৩) বিন্দুমাত্র।

মূল ।

সহজ প্রকাশ রূপ ভগবানা ।
নহিঁ তহঁ পুনি বিজ্ঞান বিহানা ॥
হর্ষ বিষাদ জ্ঞান অজ্ঞানা ।
জীব-ধর্ম্ম অহমিতি অভিমানা ॥
রাম ব্রহ্ম ব্যাপক জগ জানা ।
পরমানন্দ পরেশ পুরানা ॥
দোহাঃ—
পুরুষ প্রসিদ্ধ প্রকাশ-নিধি,[১]
প্রগট পরাবর[২] নাথ ।
রঘুকুলমণি মম স্বামী সোই,
কহি শিব নায়উ মাথ ॥১২৫॥

নিজ ভ্রম নহিঁ সমুঝহিঁ অজ্ঞানী ।
প্রভুপর মোহ ধরহিঁ জড় প্রাণী ॥
যথা গগণ ঘন-পটল নিহারী ।
ঝঁপেউ[৩] ভানু কহৈঁ কুবিচারী ॥
চিতবত লোচন অঙ্গুলি লায়ে ।
প্রগট যুগল শশি তেহিকে ভায়ে ॥
উমা রাম বিষয়িক অস মোহা ।
নভ তম ধূম ধূরি জিমি সোহা ॥
বিষয় করণ সুর জীব সমেতা ।
সকল একতে এক সচেতা ॥
সবকর পরম প্রকাশক জোই ।
রাম অনাদি অবধপতি সোই ॥
জগত প্রকাশ্য প্রকাশক রামু ।
মায়াধীশ জ্ঞান-গুণ-ধামু ॥
জাসু সত্যতাতে জড় মায়া ।
ভাস[৪] সত্য ইব মোহ সহায়া ॥

(১) শোভার আগার (২) রক্ষাকর্ত্তা (৩) আচ্ছাদিত, আবৃত (৪) দীপ্তি পায় প্রকাশিত হয়

বঙ্গানুবাদ।

স্বভাবত দীপ্তিমান রাম ভগবান ।
তথায় নাহিক পুনঃ বিজ্ঞান-বিহান[১] ॥
অজ্ঞান বিষাদ হর্ষ জ্ঞান ও করম ।
অহমিতি অভিমান জীবের ধরম ॥
শ্রীরাম ব্যাপক ব্রহ্ম জগতে বিদিত ।
পুরাণ[২] পরেশ তিনি পরমানন্দিত ॥

প্রসিদ্ধ পুরুষ যিনি, শোভার আগার তিনি
রক্ষাকর্ত্তা নাথ প্রকাশিত ।
রঘু-কুল-মণি যেহ, আমার সুস্বামী সেহ
কহি শিব মাথা করে নত ॥১২৫॥

আপনার ভ্রম নাহি বুঝিয়া অজ্ঞানী ।
প্রভুর উপরে মোহ ধরে জড় প্রাণী ॥
নেহারি গগণে ঘন-পটল[৩] যেমন ।
আচ্ছাদিত ভানু কহে কুবিচারী জন ॥
লোচনে অঙ্গুলি দিয়া দেখিলে যেমন ।
দেখিবে যুগল শশি তাহার নয়ন ॥
তব এই মোহ উমে শ্রীরাম-সম্বন্ধে ।
তম ধূম ধূলি সম শোভে নভস্কন্ধে ॥*
বিষয়[৪] করণ[৫] সুর আর জীবগণ ।
এক হ'তে এক সবে হয় সচেতন ॥
সকলের আদ্য প্রকাশক হন যিনি ।
শ্রীরাম অনাদি অযোধ্যার পতি তিনি ॥
জগত প্রকাশ্য হয় প্রকাশক রাম ।
মায়ার অধীশ তিনি জ্ঞান-গুণ-ধাম ॥
যাঁহার সত্যতা হেতু জড়মায়া নিত ।
মোহের সহায়ে সত্য ইব বিভাসিত[৬] ॥

(১) বিজ্ঞানরূপ আলোকোদয় (২) পুরাতন, অনাদি (৩) মেঘরাশি * অন্ধকার, ধূম ও ধূলি যেমন আকাশকে প্রকৃত প্রস্তাবে আচ্ছাদিত না করিয়া লোকের চক্ষুমাত্র আবরণ করে সেইরূপ শ্রীরাম সম্বন্ধে তোমার এই মোহসূচক শঙ্কা বাস্তবিক তোমাকে মোহাচ্ছন্ন না করিয়া কেবলমাত্র লোকের মোহ জন্মাইতেছে । (৪) রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি (৫) ইন্দ্রিয় (৬) প্রকাশিত ।

মূল।

দোহা :—রজত সীপমহঁ[1] ভাস জিমি,
যথা ভানুকর[2] বারি।
যদপি মৃষা[3] তিহুঁ কাল সোই।
ভ্রম ন সকৈ কোউ টারি[4] ॥১২৬॥
ইহি বিধি জগ হরিআশ্রিত রহই।
যদপি অসত্য দেত দুখ অহই ॥
জ্যোঁ স্বপ্নে শির কাটে কোই।
বিনু জাগে দুখ দূরি ন হোই ॥
জাসু কৃপা অস ভ্রম মিটি জাই।
গিরিজা সোই কৃপালু রঘুরাই ॥
আদি অন্ত জাসু কোউ ন পাবা।
মতি অনুমান নিগম অস গাবা ॥
পদ বিনু চলৈ সুনৈ বিনু কানা।
কর বিনু কর্ম্ম করৈ বিধি নানা ॥
আননরহিত সকল রসভোগী।
বিনু বাণী বক্তা বড় যোগী।
তনু[5] বিনু পরশ নয়ন বিনু দেখা।
গ্রহৈ ঘ্রাণবিনু[6] বাস[7] অশেষা ॥
অস সব ভাঁতি অলৌকিক করণী।
মহিমা জাসু জায় নহি বরণী ॥

দোহা :—
জেহি ইমি গাবহিঁ বেদ বুধ,
জাহি ধরহিঁ মুনি ধ্যান।
সোই দশরথসুত ভক্তহিত,
কোশলপতি ভগবান ।১২৭॥
কাশী মরত জন্তু অবলোকী।
জাসু নামবল করোঁ বিশোকী[8]।
সোই প্রভু মোর চরাচর স্বামী।
রঘুবর সব উরঅন্তর্যামী ॥
বিবশহু জাসু নাম নর কহহীঁ।
জন্ম অনেক সঞ্চিত অঘ দহহী ॥

(১) ঝিনুকে (২) সূর্য্যের কিরণে (৩) মিথ্যা (৪) নিবারণ করিতে (৫) শরীর ত্বক (৬) নাসিকা ব্যতিরেকে (৭) গন্ধ (৮) শোকমুক্ত।

বঙ্গানুবাদ।

শুক্তি[1]মধ্যে যথা তথা, রজত[2] ভাসিত যথা,
বারিভ্রম যথা ভানুকরে[3]।
যদ্যপিও মিথ্যা মহা, ত্রিকালেতে হয় ইহা,
কে সক্ষম সেই ভ্রম হরে ।১২৬॥
এরূপে জগত রহে হরির আশ্রিত।
যদিচ অসত্য করে সতত দুঃখিত ॥
যদিচ স্বপনে শির কাটে কোন জন।
বিনা জাগরণে দুঃখ না হয় মোচন ॥
যাঁহার কৃপায় এই ভ্রম মিটে যায়।
গিরিজে কৃপালু অতি সেই রঘুরায়।
আদি অন্ত কেহ যাঁর কভু নাহি পায় ॥
মতি অনুমানে ইহা নিগমেতে গায়।
বিনা পদে চলে আর শুনে বিনা কান।
বিনা হস্তে করে কর্ম্ম বিবিধ বিধান ॥
আনন-রহিত কিন্তু সর্ব্বরসভোগী।
বাক্যহীন তথাপিচ বক্তা বড় যোগী ॥
ত্বক বিনা স্পর্শ, চক্ষু বিনা দরশন।
ঘ্রাণ[4] বিনা সর্ব্বগন্ধ করেন গ্রহণ ॥
ইহা সর্ব্বরূপে অতি অদ্ভুত করণ।
যাঁহার মহিমা নাহি যায় বরণন[6] ॥

যাঁহারে এরূপে গায়, বেদ বুধ সমুদায়,
যাঁহার করেন মুনি ধ্যান।
সেই দশরথসুত, ভক্তহিত আবির্ভূত
কোশলাধিপতি ভগবান ॥১২৭॥
কাশীমৃত জন্তুগণে করি বিলোকন।
যাঁর নাম বলে করি শোক-বিমোচন[7] ॥
মোর সেই প্রভু হন চরাচরস্বামী।
সকল হৃদয়বাসী রাম অন্তর্যামী ॥
বিবশ[8] মানব যাঁর নাম উচ্চারণে।
বহুজন্মার্জ্জিত অঘ[9] সক্ষম দাহনে[10] ॥

(১) ঝিনুক (২) রৌপ্য (৩) সূর্য্যের কিরণে (৪) স্বপ্নে (৫) ঘ্রাণেন্দ্রিয়, নাসিকা (৬) বর্ণন, কথন (৭) শোকমুক্ত (৮) অচেতন (৯) পাপ (১০) ভস্মকরণে।

মূল।

সাদর সুমিরণ জো নর করহীঁ।
ভব-বারিধি গোপদ ইব তরহীঁ॥
রাম সো পরমাত্মা ভবানী।
তহঁ ভ্রম অতি অবিহিত তব বাণী॥
অস সংশয় আনত উরমাহীঁ।
জ্ঞান বিরাগ সকল গুণ জাহীঁ॥
সুনি শিবকে ভ্রমভঞ্জন রচনা।
মিটিগই সব কুতর্ককী রচনা॥
ভই রঘুপতিপদ প্রীতি প্রতীতী।
দারুণ অসম্ভাবনা বীতী[১]॥

দোহা :—

পুনি পুনি প্রভুপদকমল গহি,
জোরি পঙ্করুহপাণি।
বোলী গিরিজা বচন বর,
মনহুঁ[২] প্রেমরস সানি॥১২৮॥

শশিকর সম শুনি গিরা তুম্হারী।
মিটা মোহ শারদাতপ[৩] ভারি॥
তুম কৃপালু সব সংশয় হরেউ।
রাম-স্বরূপ জানি মোহিঁ পরেউ॥
নাথ-কৃপা অব গয়উ বিষাদা।
সুখী ভইউঁ প্রভু-চরণ-প্রসাদা॥
অব মোহিঁ আপনি কিঙ্করী জানী।
যদপি সহজ জড় নারী অজ্ঞানী[৪]॥
প্রথম জো মৈঁ পূঁছা সো কহহূ।
জো মোপর প্রসন্ন প্রভু অহহূ॥
রাম ব্রহ্ম চিন্ময় অবিনাশী।
সর্ব্বরহিত[৫] সব উরপুরবাসী॥
নাথ ধরেউ নরতনু কেহি হেতু।
মোহিঁ সমুঝাই কহহূ বৃষকেতু॥
উমা-বচন শুনি পরম বিনীতা।
রামকথাপর প্রীতি পুনীতা॥

(১) বিগত হইল: লোপ পাইল (২) মনে লয় যেন (৩) শারদীয় উত্তাপ (৪) অজ্ঞানী (৫) বিষয় করণ প্রভৃতি সমুদায় বিহীন।

বঙ্গানুবাদ।

সাদরে স্মরণ তাহা যে নর করিবে।
গোষ্পদ সমান ভব-বারিধি[১] তরিবে॥
ভবানি! সে রাম আত্মা পরম যখন।
তব অনুচিত তথা ভ্রম আরোপন॥
হৃদয়ে আনিলে এই সংশয় নিশ্চয়।
বিরাগ বিজ্ঞান সবগুণ নষ্ট হয়॥
শুনিয়া শিবের ভ্রমভঞ্জক বচন।
মিটে গেল সমুদায় কুতর্করচন॥
শ্রীরামচরণে প্রীতি প্রীতীতি[২] জন্মিল।
অসমভাবনা[৩] গুরু বিগত হইল॥

ধরি প্রভুপাদপদ্ম, যুড়ি নিজ করপদ্ম
পুন পুন বিনতি করিয়া।
গিরিজা বলেন বাণী মনে তাহা অনুমানি
যেন প্রেমরস মিশাইয়া॥১২৮॥

শুনিয়া বচন তব শশিকর[৪] সম।
মিটে মোহ শারদীয় আতপ উপম[৫]॥
কৃপাবান তুমি সব সংশয় নাশিলে॥
শ্রীরামস্বরূপ সত্য মোরে জানাইলে॥
নাথের কৃপায় এবে বিগত বিষাদ।
হইলাম সুখী পেয়ে চরণ-প্রসাদ॥
এখন আমারে নিজ জানিবে কিঙ্করী[৬]।
যদিও সহজে জড় আমি অজ্ঞ নারী॥
আমার প্রথম প্রশ্ন করহ উত্তর।
যদিচ প্রসন্ন প্রভো আমার উপর॥
রাম ব্রহ্ম বোধময় সদা অবিনাশ।
সর্ব্বহীন সর্ব্বহৃদে করেন নিবাস॥
ধরিলেন নরতনু তিনি কিবা হেতু।
বুঝাইয়া কহ মোরে প্রভু বৃষকেতু[৭]॥
পরম বিনীত শুনি উমার বচন।
রামকথা প্রতি প্রেম দেখিয়া পাবন॥

(১) সংসাররূপ সমুদ্র (২) বিশ্বাস (৩) এক পদার্থে অন্য পদার্থ চিন্তা (৪) চন্দ্রের কিরণ (৫) শরৎকালীন উত্তাপ সদৃপ (৬) দাসী (৭) মহাদেব।

মূল।

দোহা :—হিয় হর্ষে কামারি তব,
শঙ্কর সহজ সুজান[১]।
বহুবিধি উমহিঁ প্রশংসি পুনি,
বোলে কৃপা নিধান ॥১২৯॥

সোং—
সুন শুভকথা ভবানি
রামচরিত মানস বিমল।
কহা ভুশুণ্ড বখানি,
শুনা বিহগনায়ক গরুড় ॥১৭॥
সোই সম্বাদ উদার,
জেহি বিধি ভা আগে কহব।
সুনহু রাম অবতার,
চরিত পরম সুন্দর অনঘ ॥১৮॥
হরিগুণ নাম অপার,
কথা রূপ অগণিত অমিত।
মৈঁ নিজ মতি অনুসার,
কহোঁ উমা সাদর শুনহু ॥১৯॥

শুনু গিরিজা হরিচরিত সুহায়ে।
বিপুল বিশদ নিগমাগম গায়ে ॥
হরিঅবতার হেতু জেহি হোই।
ইদমিত্থং[২] কহি জাই ন সোই ॥
রাম অতর্ক্য[৩] বুদ্ধি মন বাণী।
মত হমার অস শুনহু ভবানী ॥
তদপি সন্ত মুনি বেদ পুরাণা।
জস কচ্ছু কহহিঁ স্বমতি অনুমানা ॥
তস মৈঁ সুমুখী সুনাবোঁ তোহীঁ ॥
সমুঝি পরৈ জস কারণ মোহীঁ ॥
জব জব হোই ধর্ম্মকী হানী।
বাড়হিঁ অসুর অধম অভিমানী ॥
করহিঁ অনীতি জাই নহিঁ বরণী।
সীদহিঁ[৪] বিপ্র ধেনু সুর ধরণী ॥

(১) সুবিজ্ঞ ২) নিশ্চয় এই (৩) তর্কাতীত (৪) পীড়াদেয়।

বঙ্গানুবাদ।

হৃদয়ে হর্ষিত ভারি, হইলেন মদনারি
শঙ্কর সহজে জ্ঞানবান।
বহুবিধি প্রশংসিয়া, গিরিজাকে[১] সম্বোধিয়া
বলিলেন কৃপার নিধান ॥১২৯॥

ভবানি শুনহ যথা, কহি এবে শুভকথা
বিমল মানস রামলীলা।
ভুশুণ্ড বর্ণনা করে, গরুড় শ্রবণ করে
বিহগ-নায়ক[২] সেই লীলা ॥১৭॥
সম্বাদ উদার যাহা, যে রূপে হইল তাহা
অগ্রে আমি কহিব তোমায়।
শুন রাম-অবতার, চরিত পরম যাঁর
সুন্দর অনঘ[৩] সমুদায় ॥ ১৮ ॥
হরি-গুণ-নাম-কথা, অপার অমিত[৪] তথা
অগণিত গণনা কে করে।
করিবারে সুপ্রচার, নিজ মতি অনুসার
কহি উমে শুনহ সাদরে ॥ ১৯ ॥

শুনহ গিরিজে হরি-চরিত সুন্দর।
বিপুল বিশদ[৫] উহা গায় শাস্ত্রবর[৬] ॥
হরিঅ-বতার-হেতু[৭] যাহা যাহা হয়।
কহা নাহি যায় তাহা করিয়া নিশ্চয় ॥
অতর্কিত[৮] হন রাম বুদ্ধি-মন-বাণী[৯]।
আমার ইহাই মত শুনহ ভবানী ॥
তথাপি সজ্জন মুনি বেদ ও পুরাণ।
যাহা কিছু কহে স্ব স্ব মতি অনুমান ॥
সুমুখি! শুনাব তোরে আমি সেইরূপ।
পারিয়াছি বুঝিবারে আমি যেইরূপ ॥
যখন যখন হয় ধরমের হানী।
অধম অসুর বাড়ে অতি অভিমানী ॥
অতিব অনীতি করে না হয় বর্ণন।
বিপ্র ধেনু সুর ধরা করে প্রপীড়ন ॥

(১) পার্ব্বতীক (২) গরুড় (৩) নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক (৪) অপরিমেয় (৫) নির্ম্মল (৬) নিগম ও আগম প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র (৭) হরির অবতারের কারণ (৮) তর্ক বা বিচারের অবিষয়ীভূত (৯) বুদ্ধি মন বা বাক্যের দ্বারা।

মুল ।

তব তব প্রভু ধরি বিবিধ শরীরা ।
হরহিঁ কৃপানিধি সজ্জন-পীরা[1] ॥
দোহা :—
অসুর মারি থাপহিঁ[2] সুরন,
রাখহিঁ নিজ শ্রুতিসেতু ।
জগ বিস্তারহিঁ বিশদ যশ,
রামজন্মকর হেতু ॥১৩০॥
সোই যশ গাই ভক্ত ভব তরহীঁ ।
কৃপাসিন্ধু জনহিত তনু ধরহীঁ ॥
রামজন্মকে হেতু অনেকা ।
পরমবিচিত্র একতে একা ॥
জন্ম এক দুই কহৌঁ বখানী ।
সাবধান সুনু সুমতি ভবানী ॥
দ্বারপাল হরিকে প্রিয় দোউ ।
জয় অরু বিজয় জান সবকোউ ॥
বিপ্র শাপতে দোনোঁ ভাই ।
তামস অসুর দেহ তিন পাই ॥
কনক-কশিপু[3] অরু হাটক-লোচন[4] ।
জগত বিদিত সুরপতি-মদ-মোচন[5] ॥
বিজয়ী সমর বীর বিখ্যাতা ।
ধরি বরাহ-বপু এক নিপাতা ॥
হোই নরহরিবপু দূসর[6] মারা ।
জন[7] প্রহ্লাদ সুযশ বিস্তারা ॥
দোহা :—ভয়ে নিশাচর জাইতে,
মহাবীর বলবান ।
কুম্ভকর্ণ রাবণ সুভট[8] ॥
সুরবিজয়ী জগ জান ॥১৩১॥
মুক্ত ন ভয়উ হতে ভগবানা ।
তীনজন্ম দ্বিজবচন প্রমাণা ।
একবার তিনকে হিতলাগী ।
ধরেউ শরীর ভক্তঅনুরাগী ॥

(১) সাধুগণেরপীড়া (২) সংস্থাপন করেন (৩) হিরণ্যকশিপু (৪) হিরণ্যাক্ষ (হাটক — হিরণ্য) (৫) সুরপতি ইন্দ্রের মদ বা গর্ব্বনাশকারী (৬) অপরকে (৭) দাস (৮) সুযোদ্ধা ।

বঙ্গানুবাদ ।

তবে প্রভু নানা তনু করিয়া ধারণ ।
কৃপানিধি সাধু-পীড়া করেন হরণ ॥

বিনাশি অসুরগণে, সংস্থাপেন সুরগণে,
রক্ষাকরি নিজ-শ্রুতি-সেতু[1] ।
সুবিস্তার বিশ্বময়, বিশদ সুযশ হয়,
শ্রীরামচন্দ্রের জন্মহেতু ॥১৩০॥
সেই যশ গান করি ভক্ত ভব[2] তরে ।
কৃপাসিন্ধু জনহিত[3] নরতনু ধরে ॥
রামের জন্মের হেতু বিখ্যাত অনেক ।
পরম বিচিত্র তাহা এক হতে এক ॥
এক দুই জন্মহেতু কহিব বাখানী ।
সাবধান হয়ে শুন সুমতি ভবানী ॥
দুই প্রিয় দ্বারপাল শ্রীহরি-ভবনে ।
জয় ও বিজয় নাম সকলেই জানে ॥
বিপ্রশাপ বশে ভ্রাতা তাহারা দুজন ।
তামস অসুর-দেহ করিল ধারণ ॥
হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ অভিহিত ।
সুরপতি-দর্পহারী জগতে বিদিত ॥
সমর-বিজয়ী বীর বিখ্যাত ভুবন ।
ধরিয়া বরাহ-বপু[4] একের নিধন ॥
নরহরি-বপু[5] ধরি অন্যের সংহার ।
সুদাস প্রহ্লাদ-যশ হইল বিস্তার ॥
তাহারা হইল গিয়া, রক্ষোরূপে[6] জনমিয়া
মহাবীর অতি বলবান ।
কুম্ভকর্ণ নামধারী, রাবণ সুযোদ্ধা ভারী,
দেবজয়ী বিশ্বে খ্যাতবান ॥১৩১॥
নাশিলেও ভগবান না হয় মুকত[7] ।
দ্বিজ-অভিশাপে তিন জনম যাবত ॥
একবার তাহাদের মঙ্গল-কারণ ।
করেন ভক্তানুরাগী শরীর ধারণ ॥

(১) আপনার শ্রুতিরূপ সেতু যদ্দ্বারা ভবসমুদ্র পার হওয়া যায় (২) সংসার সমুদ্র (৩) দাসের হিতের নিমিত্ত (৪) বরাহের শরীর (৫) নৃসিংহ তনু (৬) রাক্ষসাকারে (৭) মুক্ত ।

মূল।

কশ্যপ অদিতি তহাঁ পিতু মাতা।
দশরথ কৌশল্যা বিখ্যাতা॥
এক কল্প য়হিবিধি অবতারা।
চরিত পবিত্র কিয়ে সংসারা॥
এক কল্প সুর দেখি দুখারে।
সমর জলন্ধর সন সব হারে॥
শম্ভু কীহ্ন সংগ্রাম অপারা।
দনুজ মহাবল মরৈ ন মারা॥
পরম সতী অসুরাধিপ-নারী।
তেহি বল তাহি ন জীত পুরারী॥
দোহা :—
ছলকর টারেউ[1] তাসু ব্রত,
প্রভু সুর-কারজ কীহ্ন।
জবতেহি জানেউ মর্ম্ম সব,
শাপ কোপকর দীহ্ন॥১৩২॥

তাসু শাপ হরি কীহ্ন প্রমাণা।
কৌতুকনিধি কৃপালু ভগবানা॥
তহাঁ জলন্ধর রাবণ ভয়উ।
রণ হতি রাম পরমপদ দয়উ॥
এক জন্মকর কারণ এহা।
জেহি লগি রাম ধরী নরদেহা॥
প্রতি অবতার-কথা প্রভুকেরী।
মুনি সুনু বরণী কবিন ঘনেরী[2]॥
নারদ শাপ দীহ্ন য়ক বারা।
কল্প এক তেহিলগি অবতারা॥
গিরিজা চকিত ভই সুনি বাণী।
নারদ বিষ্ণুভক্ত মুনি জ্ঞানী।
কারণ কৌন শাপ মুনি দীহ্না।
কা অপরাধ রমাপতি কীহ্না॥
য়হ প্রসঙ্গ মোহিঁ কহহু পুরারী।
মুনি মন মোহ্ন সো অচরজ[3] ভারী॥

(১) ভাজিলেন (২) অনেক (৩) আশ্চর্য্য।

বঙ্গানুবাদ।

কশ্যপ অদিতি তাহে জনক জননী।
সুবিখ্যাত দশরথ কৌশল্যা রূপিনী॥
এক কল্পে এইরূপে হন অবতার।
পবিত্র চরিত্র হয় বিদিত সংসার॥
এক কল্পে দেবগণে দেখিয়া দুঃখিত।
জলন্ধর সহ রণে সবে পরাজিত॥
শম্ভু করিলেন রণ বিপুল অপার।
মহাবল দৈত্য তাহে না হয় সংহার॥
অতিশয় পতিব্রতা দৈত্যাধিপনারী[1]।
তার বলে নাহি হন জয়ী ত্রিপুরারী॥

ভাঙ্গিলেন ছল করি, তাহার সুব্রত হরি,
সাধিলেন দেবের করম।
শাপ দিল ক্রুদ্ধ মন, হরি প্রতি সে যখন,
জানিলেক সকল মরম॥১৩২॥

তার অভিশাপ হরি করেন প্রমাণ।
কৌতুকনিধান দয়াবান ভগবান॥
সে কারণ জলন্ধর রাবণ হইল।
রণে মারি রঘুনাথ শ্রেষ্ঠপদ দিল॥
এক জন্ম হেতু ইহা হয় যে কারণ।
যেহেতু করেন রাম নৃতনু ধারণ॥
প্রতি অবতার-কথা প্রভুর যেমন।
শুন মুনে বহুবিধ বর্ণে কবিগণ॥
দিলেন নারদ অভিশাপ একবার।
সে কারণ এককল্পে প্রভু-অবতার॥
গিরিজা চকিতা হন শুনি সেই বাণী।
নারদ যে বিষ্ণুভক্ত মুনি অতি জ্ঞানী॥
কি কারণ দান করে মুনি[2] অভিশাপ।
করিলেন রমাপতি কিবা অতি পাপ॥
প্রসঙ্গ ইহার মোরে কহ ত্রিপুরারী।
মুনি-মনে মোহ তাহা অদভুত ভারি॥

(১) জলন্ধরের পত্নী (২) অর্থাৎ নারদ।

মূল ।

দোহা :— বোলে বিহঁসি মহেশ তব,
জ্ঞানী মূঢ় ন কোই ।
জেহি জস রঘুপতি করহিঁ জব,
সো তস তেহি ক্ষণ হোই ॥১৩৩॥
সোঃ :—
কহোঁ রামগুণগাথ,
ভরদ্বাজ সাদর শুনহু ।
ভবভঞ্জন রঘুনাথ,
ভজু তুলসী তজি মোহ মদ ॥২০॥
হিমগিরিগুহা এক অতি পাবনি ।
বহ সমীপ সুরসরিত সুহাবনি ।
আশ্রম পরম পুনীত সুহাবা ।
দেখি দেবঋষি মন অতি ভাবা ॥
নিরখি শৈল সরি বিপিন বিভাগা ।
ভয়উ রমাপতি-পদ অনুরাগা ॥
সুমিরত হরিহি শ্বাসগতি বাঁধী ।
সহজ বিমল মন লাগি সমাধি ॥
মুনি-গতি দেখি সুরেশ ডরানা[১] ।
কামহি বোলি কীন্হ সম্মানা ॥
সহিত সহায় জাহু মম হেতু ।
চলেউ হর্ষি হিয় জলচরকেতু ॥
সুনাসীর-মনমহঁ অতি ত্রাসা ।
চহত দেবঋষি মম পুর বাসা ॥
জে কামী লোলুপ জগমাহীঁ ।
কুটিল কাক ইব সবহিঁ ডরাহীঁ[২] ॥
দোহা :—
সূখ[৩] হাড় লে ভাগ শঠ,
শ্বান[৪] নিরখি মৃগরাজ ।
চ্ছীনি লেই জনি জান জড়,
তিমি সুরপতিহি ন লাজ ॥১৩৪॥

(১) ভীত হইলেন (২) ভয় করে (৩) শুষ্ক মাংসহীন (৪) কুকুর ।

বঙ্গানুবাদ ।

হাসি বলে কাম-অরি নারদে উদ্দেশ করি
জ্ঞানী মূঢ় কেহ নাহি হয় ।
যাহারে যেরূপ তিনি, করেন শ্রীরঘুমণি
তখন সে সেইরূপ হয় ॥১৩৩॥

ভরদ্বাজ কহি আমি, সাদরে শুনহ তুমি
রামগুণ-গাথা[২] সুখপ্রদ ।
সংসৃতিভঞ্জনকারী[৩] তুলসি ! শ্রীরাম ভারি
ভজ তাঁরে ত্যজি মোহ মদ ॥২০॥
হিমগিরি-গুহা এক অতিশয় পূত ॥
তাহার সমীপে সুরসরিত[৪] শোভিত ॥
আশ্রম পরম পূত অতি সুশোভন ।
দেখি অতি আনন্দিত দেব-ঋষি মন[৫] ॥
নিরখিয়া শৈল সরি[৬] বিপিন বিভাগ ।
হয় রমাপতি-পদে অতি অনুরাগ ॥
শ্বাস-গতি রোধি[৭] করে হরির স্মরণ ।
সহজে বিমল মন সমাধি-লগন[৮] ॥
মুনি-গতি নিরখিয়া সুরেশের ভয় ।
কামে ডাকি করে সেহ মান অতিশয় ॥
সহিত সহায় যাও তুমি মমহেতু ।
চলিল হর্ষিত মনে জলচরকেতু[৯] ॥
সুনাসীর-মন-মাঝে[১০] হয় অতি ত্রাস ।
চাহে দেবঋষি[১১] মম পুরেতে নিবাস ॥
বিশ্বমধ্যে লোভী কামী যেই জন হয় ।
কুটিল বায়স[১২] সম সবে করে ভয় ॥

শুষ্ক-অস্থি মুখে করি, কুকুর পলায় ডরি,
নিরখিয়া যেন মৃগরাজ ।
শঠ অতি অচেতন, পাছে কাড়ি লেয় মন,
তেমতি বাসবে[১৩] নাহি লাজ ॥

(১) মহাদেব (২) শ্রীরামচন্দ্রের গুণাবলী (৩) জন্ম মৃত্যুরূপ সংসৃতি নিবারণ-কারী (৪) দেবনদী, গঙ্গা (৫) দেবর্ষি নারদের মন (৬) নদী ঝরণা (৭) বদ্ধ করিয়া (৮) সমাধিতে লগ্ন (৯) কমেদেব (১০) ইন্দ্রের মনের মধ্যে (১১) নারদ (১২) কাক (১৩) ইন্দ্রে ।

মূল।

তেহি আশ্রমহিঁ মদন জব গয়উ।
নিজ মায়া বসন্ত নির্ম্ময়উ ॥
কুসুমিত বিবিধ বিটপ বহুরঙ্গা।
কুজহিঁ কোকিল গুঞ্জহিঁ ভৃঙ্গা ॥
চলী সুহাবন ত্রিবিধ বয়ারী[1]।
কামকৃশানু বঢ়াবনহারী[2] ॥
রম্ভাদিক সুরনারি নবীনা।
সকল অসমশরকলা-প্রবীণা ॥
করহিঁ গান বহুতান তরঙ্গা।
বহুবিধি ক্রীড়হিঁ পাণিপতঙ্গা ॥
দেখি সহায় মদন হরষাণা।
কীন্হেসী পুনি প্রপঞ্চ[3] বিধিনানা ॥
কামকলা কচ্ছু মুনিহি ন ব্যাপী।
নিজভয় ডরেউ মনোভব পাপী ॥
সীম[4] কি চাপি[5] সকৈ কোউ তাসূ।
বড় রখবার[6] রমাপতি জাসূ ॥
দোহা :—
সহিত সহায় সভীত অতি,
মানি হারি মনমৈন।
গহেসি জাই মুনিবরচরণ,
কহি সুঠি[7] আরত বৈন[8] ॥১৩০॥
ভয়উ ন নারদমন কচ্ছু রোষা।
কহি প্রিয়বচন কামপরিতোষা ॥
নাই[9] চরণ শির আয়সু[10] পাই।
গয়উ মদন তব সহিত সহাই ॥
মুনি সুশীলতা আপনি করণী।
সুরপতি-সভা জাই সব বরণী ॥
সুনি সবকে মন অচরজ আবা।
মুনিহিঁ প্রশংসি হরিহি শিরনাবা ॥
তব নারদ গমনে শিবপাহীঁ।
জীতি কাম অহমিতি মনমাহীঁ ॥

(১) বায়ু, পবন (২) বর্দ্ধনশীল (৩) মায়া (৪) সীমা (৫) আক্রমণ করিতে (৬) রক্ষাকর্ত্তা (৭) মৃদু মধুর (৮) বচন (৯) নত করিয়া (১৩) আজ্ঞা।

বঙ্গানুবাদ।

গেলেন আশ্রমে সেই মদন যখন।
আপন মায়ায় করে বসন্ত সৃজন ॥
পুষ্পিত বিবিধবৃক্ষ অনেক বরণ।
কোকিল কূজনকরে, গুঞ্জে অলিগণ ॥
প্রবাহিত সদা তাহে ত্রিবিধ পবন।
কামাগ্নি-বর্দ্ধনশীল অতি সুশোভন ॥
রম্ভাদিক সুর-নারী অতীব নবীন[1]।
সকলে অসমশর-কলায়[2] প্রবীণ[3] ॥
করে গান বহুতান স্বরূপ তরঙ্গে।
বহুবিধি ক্রীড়া করে সুপাণি-পতঙ্গে[4] ॥
দেখিয়া সহায় কাম হর্ষিত অপার।
করিলেক মায়া পুন বিবিধ প্রকার ॥
মুনি[5] নাহি হন মুগ্ধ কামের কলায়[6]।
পাপী মনোভব[7] মনে অতি ভয় পায় ॥
তার সীমা অতিক্রম কে করিতে পারে।
রমাপতি রক্ষা অতি করেন যাহারে ॥

সহিত সহায়গণ, অতীব সভীতমন,
পরাজয় মানি মনেমন।
যাইয়া গ্রহণ করে, মুনিবর-পদবরে[8],
কহি মৃদু আরত[9] বচন ॥১৩৫॥
না হইল নারদের মনে কিছু রোষ।
মধুরবচনে করে কামে পরিতোষ ॥
আদেশ পাইয়া নমি[10] মুনির চরণ।
সহায় সহিত তবে পলায় মদন ॥
মুনিবর সুশীলতা আপন করণ।
সুরপতি-সভা গিয়া করে বরণন[11] ॥
শুনিয়া সকলে মনে অদভূত গণে
মুনিরে প্রশংসি নমে হরির চরণে ॥
শিবের নিকটে গেল নারদ তখন।
পরাজিত কাম অহমিতি মনেমন ॥

(১) যুবতী (২) কামবিদ্যায় (৩) কুশল, অভিজ্ঞ (৪) সুন্দর করপল্লব রূপ পতঙ্গগণ (৫) নারদ (৬) কুহকে (৭) কামদেব (৮) নারদের শ্রেষ্ঠ চরণে (৯) আর্ত্ত (১০) প্রণাম করিয়া (১১) বর্ণন।

মূল ।

মারচরিত[১] শঙ্করহি শুনাবা ।
অতি প্রিয় জানি মহেশ শিখাবা[২] ॥
বার বার বিনবউঁ মুনি তোহীঁ ।
জিমি য়হ কথা শুনায়উ মোহীঁ ॥
তিমি জনি হরিহি সুনাবহু করহুঁ ।
চলেহু প্রসঙ্গ দুরায়হু তবহুঁ ॥

দোহা :—
শম্ভু দীহ্ন উশদেশ হিত,
নহিঁ নারদহি সুহান ।
ভরদ্বাজ কৌতুক সুনহু,
হরি ইচ্ছা বলবান ॥১৬৬।

রাম কীহ্ন চহৈঁ সোই হোই ।
করৈ অন্যথা অস নহিঁ কোই ॥
শম্ভু-বচন সুনি মনহিঁ ন ভায়ে।
তব বিরঞ্চিকে লোক সিধায়ে ॥
তহঁ পুনি কচ্ছুক দিবস মুনিরায়া।
রহে হৃদয় অহমিতি অধিকায়া ॥
একবার করতল বর বীণা ।
গাবত হরিগুণ-গান প্রবীণা ॥
ক্ষীরসিন্ধু গমনে মুনিনাথা ।
জহঁ বসি শ্রীনিবাস শ্রুতিমাথা ॥
হর্ষি মিলে উঠি রমা-নিকেতা ।
বৈঠে আসন ঋষিহি সমেতা ॥
বোলে বিহঁসি চরাচররায়া ।
বহুত দিনন কীহ্নী মুনি দায়া ॥
কামচরিত নারদ সব ভাষে ।
যদ্যপি প্রথম বরজি[৩] শিব রাখে ॥
অতি প্রচণ্ড রঘুপতিকী মায়া ।
জেহি ন মোহ অস কো জগ জায়া[৪] ॥

(১) মদনের, চরিত্র (২) শিক্ষা দিলেন (৩) নিষেধ করিয়া (৪) জন্মিয়াছে ।

বঙ্গানুবাদ ।

মদন-চরিত্র কহি শিবে শুনাইল ।
অতি প্রিয় জানি শিব শিক্ষা তারে দিল ॥
বিনতি তোমায় মুনে করি বারবার ।
শুনাইলে মোরে এই কথা যে প্রকার ॥
কখনো না শুনাইবে হরি-বরাবরে ।
তথাপি বলিল কথা শিব অগোচরে ॥

শম্ভু দিল উপদেশ, হিতকর সবিশেষ,
না হইল নারদের প্রীতি ।
ভরদ্বাজ শুন তাহা, কৌতুক হইল যাহা
হরি-ইচ্ছা সদা বলবতী ॥১৩৬।

রাম করিবারে চাহে অবশ্য তা হবে ।
অন্যথা করিতে পারে কেহ নাহি ভবে[১] ॥
শম্ভুর বচন শুনি ভাল নহে মন ।
প্রজাপতি-ধামে তবে করেন গমন ।
তথা পুন কিছুদিন রহে মুনিবর[১] ।
বিরাজে হৃদয়ে অহমিতি গুরুতর ॥
একবার করতলে ধরি বর বীণ ।
গান করি হরিগুণ নারদ প্রবীণ ॥
গমন করেন ক্ষীরসিন্ধু মুনিরায়[২] ।
শ্রুতি-শির[৩] শ্রীনিবাস বসেন যথায় ॥
হৃষ্টমনে মিলে উঠি রমা-নিকেতন[৪] ।
বসিলেন ঋষি সহ পাতি সুআসন ॥
চরাচরনাথ হাসি বলেন বচন ।
বহুদিনে দয়াকরি দিলে দরশন ॥
মদন-চরিত সব নারদ বলিল ।
যদ্যপি প্রথমে শিব নিষেধ করিল ॥
রঘুপতি-মায়া অতি বলবতী হন ।
মোহিত না হয় তাহে বিশ্বে কোন জন ॥

(১) জগতে (২) নারদ (৩) শ্রুতিগণের শীর্ষ বা মস্তক যিনি (৪) রমার নিকেতন বা আশ্রয়

মূল।

দোহা :—রুখ[1] বদন করি বচন মৃদু,
বোলে শ্রীভগবান।
তুম্হরে সুমিরণতে মিটহিঁ
মোহ মারমদ-মান ॥ ১৩৭॥
সুনু মুনি মোহ হোই মন তাকে।
জ্ঞান বিরাগ হৃদয় নহিঁ জাকে ॥
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত রতি মতি ধীরা।
তুমহিঁ কি করৈ মনোভব[2] পীরা[3] ॥
নারদ কহেউ সহিত অভিমানা।
কৃপা তুম্হারী সকল ভগবানা ॥
করুণানিধি মন দীখ বিচারী।
উর অঙ্কুরেউ গর্ব্বতরু ভারী ॥
বেগি সো মৈঁ ডারিহৌঁ[4] উপারী[5]।
প্রণ হমার সেবক-হিতকারী ॥
মুনিকর হিত মম কৌতুক হোই।
অবসি উপায় করব মৈঁ সোই ॥
তব নারদ হরিপদ শির নাই।
চলে হৃদয় অহমিতি অধিকাই ॥
শ্রীপতি নিজ মায়া তব প্রেরি।
সুনহু কঠিন করণি তেহিকেরী ॥
দোহা :—
বিরচেউ মগমহঁ নগর তেহি,
শতযোজন বিস্তার।
শ্রীনিবাস-পুরতে অধিক,
রচনা বিবিধ প্রকার ॥১৩৮॥
বসহিঁ নগর সুন্দর নরনারী।
জনু বহু মনসিজ রতি তনুধারী ॥
তেহি পুর বসৈ শীলনিধি রাজা।
অগণিত হয় গজ সেন সমাজা ॥
শত সুরেশ সম বিভব বিলাসা।
রূপ তেজ বল নীতি নিবাসা ॥

(১) রূক্ষ (২) কামদেব (৩) পীড়া (৪) ফেলিব (৫) উৎপাটন করিয়া।

বঙ্গানুবাদ।

রূক্ষ[1] করি সুবদন, মৃদুবাক্য উচ্চারণ
করিলেন শ্রীভগবান।
তোমার স্মরণে মুনি, নিঃসন্দেহ মিটে শুণি,
সব মোহ মার-মদ-মান[2] ॥১৩৭॥
শুন মুনে মোহ হয় মনেতে তাহার।
বিজ্ঞান বিরাগ হৃদে নাহি আছে যার ॥
ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে রত ধীর-মতি জন।
তোমায় কি করে কামপীড়[3] আলিঙ্গন ॥
নারদ কহিল তবে সহ অভিমান।
সকলি তোমার কৃপা প্রভু ভগবান ॥
কৃপানিধি দেখিলেন করিয়া বিচার।
অঙ্কুরিত হৃদিমাঝে গর্ব্বতরু তার ॥
ত্বরায় ফেলিব তাহা করি উৎপাটন।
আমার প্রতিজ্ঞা দাস-মঙ্গল-করণ ॥
মুনির হইবে হিত কৌতুক আমার।
অবশ্য উপায় সেই করি আবিষ্কার ॥
তবে মুনি[4] হরিপদ ধরি শিরোপর।
চলিলেন হৃদে অহমিতি গুরুতর ॥
শ্রীপতি আপন মায়া করেন প্রেরণ।
শুনহ তাহার সব কঠিন করণ ॥

বিরচিয়া করিলেক, সে পথে নগর এক
করি শত যোজন বিস্তার।
বৈকুণ্ঠে করিয়া জয়, শোভে তাহে অতিশয়
সুরচনা বিবিধ প্রকার ॥
বাস করে সেই পুরে রম্য নরনারী।
যেন বহু মনসিজ[5] রতি তনুধারী ॥
সেই পুরে বাস করে শীলনিধিরাজ[6]।
অগণিত হয় গজ সেনানী সমাজ[7] ॥
সুরপতি শত সম বিভব বিলাস ॥
রূপ-তেজ-বল-নীতি-সমূহ-নিবাস[8] ॥

(১) কর্কশ অপ্রসন্ন।(২) কামদেবের গর্ব্ব ও অভিমান (৩) কামের পীড়া (৪) নারদ (৫) মদন (৬) শীলনিধি নামক রাজা (৭) দল (৮) রূপ তেজ বল নীতি সকলের আধার বা আগার।

মূল।

বিশ্ব-মোহিনী তাসু কুমারী
শ্রী[১] বিমোহ জেহি রূপ নিহারী ॥
সো হরি-মায়া সবগুণ-খানী[২]।
শোভা তাসু কি জাই বখানী ॥
করৈ স্বয়ম্বর সো নৃপবালা।
আয়ে তহঁ অগণিত মহীপালা ॥
মুনি কৌতুক নগর তেহি গয়উ।
পুরবাসিন সন বুঝত ভয়উ ॥
শুনি সব চরিত ভূপ-গৃহ আয়ে।
করি পূজা নৃপ মুনি বৈঠায়ে ॥
দোহা :—
আনি দেখাই নারদহি,
ভূপতি রাজকুমারী।
কহহু নাথ দোষ গুণ সব,
ইহিকর হৃদয় বিচারী ॥১৩৯॥

দেখি রূপ মুনি বিরতি বিসারী[৩]।
বড়ীবার[৪] লগি রহে নিহারী ॥
লক্ষণ তাসু বিলোকি ভুলানে।
হৃদয় হর্ষ নহিঁ প্রগট বখানে ॥
জো ইহি বরৈ[৫] অমর সো হোই।
সমরভূমি তেহি জীত ন কোই ॥
সেবহিঁ সকল চরাচর তাহী।
বরৈ শীলনিধি-কন্যা জাহী ॥
লক্ষণ সব বিচারী উর রাখে।
কচ্ছুক বনাই ভূপ-সন ভাষে ॥
সুতা সুলক্ষণ কহি নৃপ-পাহীঁ।
নারদ চলে শোচ মন-মাহীঁ ॥
করৌঁ যাই সোই যতন বিচারী।
জেহি প্রকার মোহিঁ বরৈ কুমারী ॥
জপ তপ কচ্ছু ন হোই যহি কালা।
হে বিধি মিলৈ কবন বিধি বালা ॥

(১) লক্ষ্মী (২) সকল গুণের খণি, আকর (৩) বিস্মৃত হইলেন (৪) বহুবার (৫) বিবাহ করিবে।

বঙ্গানুবাদ।

রূপে বিশ্ববিমোহিনী তাঁহার কুমারী।
লক্ষ্মী বিমোহিত যার সেরূপ নেহারী ॥
সেহ হরিমায়া সর্ব্ব গুণের আকর।
কহা নাহি যায় তার শোভা মনোহর ॥
সেই নৃপবালা করে স্বয়ম্বর যথা।
অগণিত মহীপাল আসিলেন তথা ॥
গেলেন নগরে সেই মুনি[১] হৃষ্ট মনে।
জানিলেন সমাচার পুরবাসী সনে ॥
শুনিয়া বৃত্তান্ত সব ভূপগৃহে[২] যান ॥
পূজা করি নরপতি[৩] মুনিকে বসান ॥

আনিয়া দেখান তবে নারদ মুনিরে যবে
নরপতি[৩] আপন কুমারী ॥
মুনিকে কহেন পুন কহ সব দোষ গুণ
তনয়ার হৃদয়ে বিচারী ॥১৩৯॥

দেখিয়া সেরূপ মুনি[১] বিরতি ভুলিল।
বহুবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল ॥
দেখিয়া তাহার সুলক্ষণ বিমোহন।
প্রকাশি না কহে কিন্তু অতি হৃষ্টমন ॥
বরিবেক[৪] সেহ যারে সে হবে অমর।
তার সনে কেহ নাহি জিনিবে সমর ॥
সব চরাচর সেবা করিবে তাহার।
শীলনিধি-কন্যা সনে বিবাহ যাহার ॥
বিচারি লক্ষণ সব মনেতে রাখিল।
কল্পনা করিয়া কিছু রাজাকে বলিল ॥
সুতা সুলক্ষণা অতি কহি নৃপসনে।
গেলেন নারদ তবে শোকান্বিত মনে ॥
করি গিয়া সেই যত্ন করিয়া বিচার।
কন্যাসনে যাতে হয় বিবাহ আমার ॥
সেই কালে জপ তপ কিছু না হইল।
কিরূপে মিলিবে বালা[৫] তাহাই চিন্তিল ॥

(১) নারদ (২) শীলনিধি রাজার গৃহে (৩) শীলনিধি রাজা (৪) বিবাহ করিবেক (৫) রাজকন্যা।

মূল।

দোহা :—

ইহি অবসর চাহিয় পরম,
শোভা রূপ বিশাল।
জো বিলোকি রীঝৈ[1] কুঁবরি,
তৌ মেলৈ জয়মাল ॥১৪০॥

হরিসন মাঁগৌ সুন্দরতাই।
হোইহি জাত গহরু[2] অতি ভাই ॥
মোরে হিত[3] হরিসম নহিঁ কোউ।
ইহি অবসর সহায় সো হোউ ॥
বহুবিধি বিনয় কীন্হ তেহিকালা।
প্রগটেউ প্রভু কৌতুকী কৃপালা ॥
প্রভু বিলোকি মুনিনয়ন জুড়ানে।
হোইহি কাজ হিয়ে হরষানে ॥
অতি আরত কহি কথা সুনাই
করহু কৃপা প্রভু হোহু সহাই ॥
আপনরূপ দেব প্রভু মোহী।
আন ভাঁতি নহিঁ পাবহুঁ ওহী ॥
জেহিবিধি নাথ হোই হিত মোরা।
করৌ সো বেগি[4] দাস মৈঁ তোরা ॥
নিজমায়াবল দেখি বিশালা।
হিয় হঁসি বোলে দীনদয়ালা ॥

দোহা :—

জেহিবিধি হোইহি পরমহিত,
নারদ সুনহু তুম্হার।
সোই হম করব ন আন কছু,
বচন ন মৃষা[5] হমার ॥১৪১॥

কুপথ[6] মাঁগু রুজব্যাকুল[7] রোগী।
বৈদ্য ন দেই সুনহু মুনি যোগী ॥
য়হিবিধি হিত তুম্হার মৈঁ ঠয়উ[8]।
কহি অস অন্তরহিত[9] প্রভু ভয়উ ॥
মায়াবিবশ ভয়ে মুনি মূঢ়া।
সমুঝী নহিঁ হরিগিরা নিগূঢ়া ॥

(১) হৃষ্ট হইবে, মুগ্ধ হইবে (২) বিলম্ব (৩) হিতকর বন্ধু (৪) শীঘ্র (৫) মিথ্যা (৬) কুপথ্য (৭) রোগে ব্যাকুল (৮) স্থির করিয়াছি (৯) অন্তর্হিত, তিরোহিত।

বঙ্গানুবাদ।

চাহি এই অবসর, পরম সুমনোহর,
শোভা রূপ অতীব বিশাল।
যাহা করি বিলোকন, কুমারী মোহিতা হন,
তাহলে মিলিবে জয়মাল ॥১৪০॥

যাচিব হরির সনে রূপ মনোহর।
বিলম্ব হইবে অতি গেলে অতঃপর ॥
নাহি কেহ মোর হরিসম হিতকর।
সহায় হবেন তিনি এই অবসর ॥
বিনয় করিল বহুবিধি সেইকাল।
প্রকাশিত প্রভু তবে কৌতুকী কৃপাল ॥
প্রভুকে দেখিয়া মুনি-চক্ষু জুড়াইল।
হইবেক কার্য্য ভাবি হর্ষিত হইল ॥
অতীব আরত[1] কথা কহিয়া শুনায়।
কর কৃপা প্রভো মোর হইয়া সহায় ॥
আপনার রূপ প্রভো দাওহে আমারে।
উহাকে না পাব আমি অপরপ্রকারে ॥
যে প্রকারে নাথ! মোর হবে উপকার।
শীঘ্র তাহা কর আমি সেবক তোমার ॥
নিজ মায়া-বল দেখি অতীব বিশাল।
মনে হাসি বলিলেন দীনে[2] সুদয়াল ॥

যে রূপে সাধিত হবে, নারদ শুনহ তবে,
উপকার পরম তোমার।
তাহাই করিব নিছু[3], না করিব অন্য কিছু,
মিথ্যা নহে বচন আমার ॥১৪১॥

কুপথ্য চাহিলে ব্যাধি-ব্যাকুলিত[4] রোগী।
সুবৈদ্য না দেন তাহা শুন মুনি যোগী ॥
করিয়াছি স্থির এইরূপে তব হিত।
ইহা কহি প্রভু হইলেন তিরোহিত ॥
মায়াতে বিবশ হইলেন মুনি মূঢ়।
বুঝিতে না পারিলেন হরি-বাক্য[5]গূঢ় ॥

(১) আর্ত্ত, কাতর (২) দীনের প্রতি (৩) কেবল (৪) ব্যাধিদ্বারা ৫। বুঝিতে (৫) হরিরবাক্য।

মুল।

গমনে তুরত তহাঁ ঋষিরাই।
জহাঁ স্বয়ম্বর ভূমি বনাই ॥
নিজ নিজ আসন বৈঠে রাজা।
বহু বনায় করি সহিত সমাজা ॥
মুনিমন হর্ষ রূপ অতি মোরে।
মোহিঁ তজি আন বরিহি নহিঁ ভোরে[1] ॥
মুনিহিত কারণ কৃপা নিধানা।
দীন্থ কুরূপ ন জাই বখানা ॥
সো চরিত্র লখি কাহু ন পাবা।
নারদ জানি সবহি শির নাবা ॥

দোহা :—

রহে তহাঁ দুই রুদ্রগণ[2],
তে জানহিঁ সব ভেউ[3]।
বিপ্র-ভেষ দেখত ফিরহিঁ,
পরম কৌতুকী তেউ ॥১৪২॥

জেহি সমাজ বৈঠে মুনি জাই।
হৃদয় রূপ অহমিতি অধিকাই ॥
তহঁ বৈঠে মহেশগণ[2] দোউ।
বিপ্রভেষ গতি লখৈ ন কোউ
করহিঁ কূট[4] নারদহি সুনাই।
নীকি দীন্থ হরি সুন্দর-তাই ॥
রীঝিহি রাজকুঁবরি ছবি দেখী।
ইনহিঁ বরিহি হরি জানি বিশেখী ॥
মুনিহি মোহমন হাস্থ-পরায়ে[5]।
হঁসহি শম্ভুগণ অতি সচুপায়ে[6] ॥
যদপি শুনহিঁ মুনি অটপটি-বাণী[7]।
সমুঝি ন পরৈ বুদ্ধি ভ্রম সানী ॥
কাহু ন লখা সো চরিত বেশেখী।
সো স্বরূপ নৃপ-কন্যা[8] দেখী ॥
মর্কটবদন ভয়ঙ্কর দেহী।
দেখত হৃদয় ক্রোধ ভা তেহী ॥

(১) ভ্রমে, ভুলে, (২) শিবের চর (৩) মনোগত ভাব (৪) ছল কৌটিল্য (৫) হাস্তের আড়ালে (৬) নিঃশব্দে সংগোপনে (৭) উপহাস বাক্য অর্থহীন বাক্য (৮) শীলনিধি রাজার কন্যা।

বঙ্গানুবাদ।

ঋষিরাজ ত্বরাকরি গেলেন সেখানে।
সুরচিত স্বয়ম্বর-সভা যেই স্থানে ॥
নিজ নিজ আসনেতে বসে রাজগণ।
বহু সাজ করি, সহ অনুচরগণ ॥
ভাবি অতিরূপ মোর মুনি[1] হৃষ্টমন।
মোরে তজি বরিবেনা[2] ভুলি অন্যজন ॥
মুনি-উপকার-হেতু কৃপানিধান।
কুরূপ দিলেন অতি না যায় বাখান ॥
সে চরিত্র কেহ নাহি দেখিতে পাইল।
নারদে চিনিয়া সবে মাথা নোয়াইল ॥

রহে তথা সুগোপনে, রুদ্র-চর[3] দুই জনে,
জানে তারা সব বিবরণ।
ঘুরে বিপ্রবেশ ধরি, সভা দরশন করি
পরম কৌতুকী দুইজন ॥২৪২॥

যে সমাজে গিয়া বসিলেন মুনিবর।
রূপের গরব অতি হৃদয়-ভিতর ॥
শিব-অনুচর দুই তথায় বসিল।
বিপ্র-বেশ হেতু কেহ চিনিতে নারিল ॥
ছলকরি নারদকে শুনায় বচন।
দিয়াছেন সুন্দরতা হরি সুশোভন ॥
মুগ্ধ হবে রাজকন্যা এ ছবি দেখিয়া।
বরিবে[4] ইহাঁকে হরিবিশেষ জানিয়া ॥
মুনির মোহিত মন ভাবি শম্ভুগণ।
হস্ত-অন্তরালে হাসে করি সংগোপন ॥
উপহাসবাক্য মুনি যদিচ শুনিল।
ভ্রমযুক্ত বুদ্ধিহেতু বুঝিতে নারিল ॥
কেহ না দেখিল সেই চরিত্র বিশেষ।
সেরূপ দেখিল মাত্র কন্যা[5] সবিশেষ ॥
মর্কট-বদন[6] তার ভয়ঙ্কর দেহ।
দেখিয়া হৃদয়ে ক্রুদ্ধা হইলেক সেহ ॥

(১) নারদ (২) বরণ করিবে না, বিবাহ করিবে না (৩) শিবের দূত (৪) বরণ করিবে, বিবাহ করিবে (৫) শীলনিধি রাজার কন্যা (৬) বানরের মুখ।

মূল।

দোহা :—সখীসঙ্গ লৈ কুঁবরি[১] তব,
চলি জনু রাজ-মরাল[২]।
দেখত ফিরৈ মহীপ সব,
কর সরোজ-জয়মাল ॥১৪৩॥

জেহি দিশি বৈঠে নারদ ফূলী।
সো দিশি তেহি ন বিলোকেউ ভূলী ॥
পুনি পুনি মুনি উসকহিঁ অকুলাহীঁ।
দেখি দশা হরগণ মুসুকাহীঁ ॥
ধরি নৃপতনু তহঁ গয়উ কৃপালা।
কুঁবরি হর্ষি মেলী[৩] জয়মালা ॥
দুলহিনি[৪] লৈগয়ে লক্ষ্মি-নিবাসা[৫]।
নৃপসমাজ সব ভয়উ নিরাশা ॥
মুনি অতি বিকল মোহমতি নাঠী[৬]।
মণি গিরিগই[৭] ছূটি জনুগাঁঠী[৮] ॥
তব হরগণ বোলে মুসুকাই।
নিজমুখ মুকুর বিলোকহু জাই ॥
অস কহি দোউ ভাগে ভয়ভারী।
বদন দীখ মুনি বারি নিহারী ॥
ভেষ বিলোকি ক্রোধ অতি বাঢ়া।
তিনহিঁ শাপ দীহ্ন অতিগাঢ়া ॥

দোহা :—হোহু নিশাচর জায় তুম,
কপটী পাপী দোউ।
হঁসেহু হমহিঁ সো লেহু ফল,
বহুরি হঁসেহু মুনি কোউ ।১৪৪॥

পুনি জল দীখ রূপ নিজপাবা।
তদপি হৃদয় সন্তোষ ন আবা ॥
ফরকত[৯] অধর কোপ মনমাহীঁ।
সপদি[১০] চলে কমলাপতিপাহীঁ ॥
দেহোঁ শাপ কি মরিহোঁ জাই।
জগত মোর উপহাস করাই ॥

(১) কুমারী (২) রাজহংসী (৩) দিল (৪) কন্যা (৫) শ্রীনিবাস, ভগবান (৬) বেষ্টন করিয়াছে, আচ্ছন্ন করিয়াছে (৭) পড়িয়া গিয়াছে (৮) গ্রন্থি, বন্ধন (৯) স্ফুরিত (১০) তৎক্ষণাৎ, সত্বর।

বঙ্গানুবাদ।

সঙ্গে লয়ে সহচরী, তবে সেই সুকুমারী,
চলে যেন রাজহংস-বালা।
দেখি দেখি ফিরিতেছে, সব মহিপতি কাছে,
করপদ্মে শোভে জয়মালা ॥

যে দিকে বসিয়া আছে নারদ ফুলিয়া[১]।
বিলোকন করে না সে, সেদিকে ভুলিয়া ॥
উষকিয়া[২] উঠে মুনি আকুল অন্তরে।
দশা দেখি হরগণ[৩] মৃদুহাস্য করে ॥
নৃপ-তনু[৪] ধরি তথা গেলেন কৃপাল।
হরষে কুমারী আসি দিল জয়মাল ॥
কন্যাকে লইয়া যান তবে শ্রীনিবাস[৫]।
নৃপতি-সমাজ সব হইল নিরাশ ॥
চঞ্চল বিকল অতি মুনি[৬] মুগ্ধমন।
গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে মণি পড়িল যেমন ॥
মৃদুহাস্য করি তবে বলে হরগণ[৭]।
যাইয়া মুকুরে[৮] মুখ কর বিলোকন ॥
ইহা কহি অতি ভয়ে পলায় দুজন।
বারি-দরপণে[৯] মুনি দেখিল বদন ॥
বেশ দেখি ক্রোধ অতি বরধিত[১০] হয়।
তাহাদিকে শাপ দিল গাঢ় অতিশয় ॥

হও গিয়া নিশাচর, তোমরা পামর চর,
কপটী ও পাপী দুই জনে।
মোরে হাসি করি ছল, লও গিয়া তার ফল,
যাহে নাহি হাস[১১] মুনি আনে[১২] ॥১৩৪॥

নিজরূপ পুন প্রাপ্তি জলেতে দেখিল।
তথাপি হৃদয়ে নাহি সন্তোষ হইল ॥
স্ফুরিত[১৩] অধর, কোপ মনের ভিতর।
শ্রীপতি-নিকটে তবে চলিল সত্বর।
অভিশাপ দিব কিম্বা মরিব নিশ্চয়।
করাইল উপহাস মোরে বিশ্বময় ॥

(১) গর্বিত হইয়া (২) উঁকিয়া, আনন্দে উত্তেজিত হইয়া (৩) হরের অর্থাৎ শিবের গণ অর্থাৎ অনুচর (৪) রাজার বেশ (৫) ভগবান (৬) নারদ (৭) শিবের অনুচর (৮) দর্পণে (৯) বারি অর্থাৎ জলরূপ দর্পণে (১০) বর্দ্ধিত (১১) উপহাস কর (১২) অন্যকে (১৩) কম্পিত।

মূল ।

বীচহি[১] পন্থ মিলে দনুজারী ।
সঙ্গ রমা সোই রাজকুমারী ॥
বোলে মধুর বচন সুরসাঁই ।
মুনি কহঁ চলে বিকলকী নাই ॥
সুনত বচন উপজা অতি ক্রোধা ।
মায়াবশ ন রহা মন বোধা ॥
পর সম্পদা সকহু নহিঁ দেখী ।
তুম্হরে ইর্ষা কপট বিশেষী ॥
মথত সিন্ধু রুদ্রহি বৌরায়হু[২] ।
সুরন প্রেরি বিষ পান করায়হু ॥

দোহা :—

অসুর সুরা বিষ শঙ্করহি,
আপু রমামণি চারু ।
স্বারথ সাধক কুটিল তুম,
সদা কপট ব্যবহারু ॥১৪৫॥

পরম স্বতন্ত্র[৩] ন শিরপর কোই ।
ভাবৈ মনহিঁ করহু তুম সোই ॥
ভলেহি মন্দ মন্দহি ভল করহূ ।
বিস্ময় হর্ষ ন হিয় কছু ধরহূ ॥
ডহকি[৪] ডহকি পরকে সবকাহূ ।
অতি অশঙ্ক মন সদা উছাহূ ॥
কর্ম্ম শুভাশুভ তুমহিঁ ন বাধা ।
অবলগি তুমহিঁ ন কাহূ সাধা ॥
ভলে ভবন অব বায়ন[৫] দীহ্না ।
পাবহুগে ফল আপন কীহ্না ॥
বঞ্চেহু মোহিঁ জবন ধরি দেহা ।
সোই তনু ধরহু শাপ মম য়েহা ॥
কপি-আকৃতি তুম কীহ্ন হমারী ।
করিহহিঁ কীশ[৬] সহায় তুম্হারী ॥
মম অপকার কীহ্ন তুম ভারী ।
নারি-বিরহ তুম হোহু দুখারী ॥

(১) মধ্যে (২) পাগল করিলে (৩) স্বাধীন (৪) দহন করিয়া (৫) পূজন (৬) বানর ।

বঙ্গানুবাদ ।

পথিমধ্যে মিলিলেন প্রভু দনুজারি[১] ।
সঙ্গে রমা যিনি সেই রাজার কুমারী ॥
সুরস্বামী[২] বলিলেন বচন অমৃত ।
মুনি কোথা যাইতেছ বিকলের মত ॥
শুনিয়া বচন উপজিল অতি ক্রোধ ।
মায়াবশে না রহিল মনে কিছু বোধ ॥
পরের সম্পদ নাহি দেখিবারে পার ।
বিশেষ কপট মনে ঈরষা তোমার ॥
সিন্ধু মথি মহাদেবে পাগল করিলে ।
দেবগণে প্রেরি বিষ পান করাইলে ॥

দৈত্যগণে সুরাদান, শম্ভু করে বিষপান,
নিজে নিলে রমা-মণি-হার[৩] ।
স্বারথ[৪] সাধনকারী কুটিলতা পূর্ণ ভারী,
সদা তব ছল ব্যবহার ।১৪৫।

শিরোপরে কেহ নাহি স্বাধীন পরম ।
মনে ভাব যাহা সেই করহ করম ॥
ভালকে করহ মন্দ মন্দে ভাল কর ।
বিস্ময় হরষ[৫] কিছু হৃদে নাহি ধর ॥
অপর সকলে সদা করিয়া দহন ।
সতত উৎসাহপূর্ণ অশঙ্কিত মন ॥
শুভাশুভ কর্ম্ম বাধা না হয় তোমার ।
এ পর্য্যন্ত সাধনা[৬] না করহ কাহার ॥
ভাল গৃহ দিব এবে করিতে পূজন ।
নিজ কর্ম্ম-ফল পাও করিয়া গমন ॥
যে দেহ ধরিয়া মোরে করিলে বঞ্চন ।
মম অভিশাপে কর সে তনু ধারণ ॥
কপির আকৃতি তুমি করিলে আমার ।
করিবেক সদা কপি সহায় তোমার ॥
তুমি ভারি অপমান করিলে আমার ।
নারীর বিরহে দুঃখ হইবে তোমার ॥

(১) দনুজ অর্থাৎ দৈত্যের অরি অর্থাৎ শত্রু ভগবান (২) দেবতার প্রভু ভগবান (৩) রমা অর্থাৎ লক্ষ্মীরূপী মণির হার (৪) স্বার্থ (৫) হর্ষ (৬) আরাধনা পূজা ।

মূল।

দোহা :—শাপ শীশধরি হর্ষি হিয়,
প্রভু সুরকারজ কীহ্ন।
নিজ মায়াকী প্রবলতা,
কর্ষি[১] কৃপানিধি লীহ্ন ॥১৪৬॥

জব হরি মায়া দূরী নিবারী।
নহিঁ তহঁ রমা ন রাজকুমারী ॥
তব মুনি অতি সভীত হরিচরণা।
গহে পাহি প্রণতারতি হরণা ॥
মৃষা[২] হোহু মম শাপ কৃপালা।
মম ইচ্ছা কহ দীনদয়ালা ॥
মৈঁ দুর্বচন কহেউঁ বহুতেরে।
কহ মুনি পাপ মিটহিঁ কিমি মেরে ॥
জপহু জাই শঙ্কর-শতনামা।
হোইহি হৃদয় তুরত বিশ্রামা ॥
কোউ নহিঁ শিব সমান প্রিয় মোরে।
অস প্রতীতি ত্যাগেহু জনি ভোরে ॥
জেহিপর কৃপা ন করহিঁ পুরারী।
সো ন পাব মুনি ভক্তি হমারি ॥
অস উর ধরি মহি বিচরহু জাই।
অব ন তুমহিঁ মায়া নিয়রাই[৩] ॥

দোহা :—
বহুবিধি মুনিহি প্রবোধি প্রভু,
তব ভয়ে অন্তরধান।
সত্যলোক নারদ চলে,
করত রামগুণগান ॥১৪৭॥

হরগণ মুনিহি জাত পথ দেখী।
বিগত মোহ মন হর্ষ বিশেষী ॥
অতি সভীত নারদপহঁ আয়ে।
গহি পদ আরত বচন সুনায়ে।
হরগণ হম ন বিপ্র মুনিরায়া।
বড় অপরাধ কীহ্ন ফল পায়া ॥

(১) আকর্ষণ করিয়া (২) মিথ্যা (৩) নিকটে গমন করিবে।

বঙ্গানুবাদ।

অভিশাপ শিরে ধরি, করিলেন প্রভু হরি,
সুর-কার্য্য হৃদয়েতে হর্ষি[১]।
আপন মায়ার যাহা, প্রবলতা ছিল তাহা,
লইলেন কৃপানিধি কর্ষি[২] ॥১৪৬॥

যবে হরি নিবারণ করেন মায়ায়।
রাজবালা কিম্বা রমা না রহে তথায় ॥
সভয়ে ধরেন মুনি হরির-চরণ।
প্রণতার্ত্তি-হারি[৩]! পাহি[৪] করি উচ্চারণ ॥
মিথ্যা হোক মম অভিশাপ ভগবান।
এই বর দেহ মম ইচ্ছা দয়াবান ॥
দুর্বচন কহিলাম আমি বহুবার।
কহ শুনি কিসে পাপ মিটিবে আমার ॥
জপকর গিয়া শঙ্করের শতনাম।
হইবে হৃদয়ে তব ত্বরায়[৫] বিশ্রাম ॥
শিবসম প্রিয়মোর কেহ নাহি হয়।
এ প্রতীতি ভুলিয়া না ত্যজিবে নিশ্চয় ॥
না করেন শিব, কৃপা উপরে যাহার।
সেহ নাহি পায় মুনে ভকতি আমার ॥
ইহা হৃদে ধরি বিশ্বে কর বিচরণ।
মায়া না করিবে তব নিকটে গমন ॥

মুনিকে বিবিধ বিধি, প্রভু তবে পরবোধি[৬]
হইলেন হরি অন্তর্দ্ধান।
সত্যলোক অভিমুখে, নারদ চলিল সুখে,
করি রঘুবর-গুণ-গান ॥১৪৭॥

মুনিকে যাইতে পথে দেখে হরগণ।
গতমোহ সবিশেষ হরষিতমন ॥
সভয়ে নারদপাশে করি আগমন।
পদে ধরি শুনাইল আরত[৭] বচন ॥
হর-চর মোরা নহি বিপ্র মুনিবর।
পাইলাম ফল করি অপরাধ খর[৮] ॥

(১) হর্ষিত হইয়া (২) আকর্ষণ করিয়া (৩) প্রণতের অর্থাৎ দাসের আর্ত্তি পীড়া হরণকারী (৪) পালন করুন, রক্ষা করুন (৫) প্রান্তি শান্তি (৬) প্রবোধি অর্থাৎ প্রবোধ দিয়া (৭) আর্ত্ত বা কাতর (৮) কঠিন গুরুতর।

মূল ।

শাপ-অনুগ্রহ করহু কৃপালা ।
বোলে নারদ দীন-দয়ালা ॥
নিশিচর জাই হোউ তুম দোউ ।
বৈভব বিপুল তেজবল হোউ ॥
ভুজবল বিশ্ব জিতব তুম জহিয়া[1] ।
ধরিহৈঁ বিষ্ণু মনুজ তনু তহিয়া[2] ॥
সমর মরন হরি-হাথ তুম্হারা ।
হোইহহু মুক্ত ন পুনি সংসারা ॥
চলে যুগল মুনিপদ শির নাই ।
ভয়ে নিশাচর কালহি পাই ।
দোহা :—
এক কল্প ইহি হেতু প্রভু,
লীহ্ন মনুজ অবতার ।
সুর-রঞ্জন সজ্জন-সুখদ,
হরি ভঞ্জন ভূভার ॥১৪৮॥
ইহিবিধি জন্ম কর্ম্ম হরিকেরে ।
সুন্দর সুখদ বিচিত্র ঘনেরে[3] ॥
কল্প কল্প প্রতি প্রভু অবতরহীঁ ।
চারু চরিত নানাবিধি করহীঁ ॥
তব তব কথা মুনীশন গাই ।
পরম বিচিত্র প্রবন্ধ বনাই ॥
বিবিধ প্রসঙ্গ অনূপ বখানে ।
করহিঁ ন সুনি আশ্চর্য্য সয়ানে[4] ॥
হরি অনন্ত হরি-কথা অনন্তা ।
কহহিঁ সুনহিঁ বহুবিধি শ্রুতি সন্তা ॥
রামচন্দ্রকে চরিত সুহায়ে ।
কল্প কোটি লগি জাহিঁ ন গায়ে ॥
য়হ প্রসঙ্গ মৈঁ কহা ভবানী ।
হরিমায়া মোহহিঁ মুনি জ্ঞানী ॥
প্রভু কৌতুকী প্রণত-হিতকারী ।
সেবত সুলভ সকল দুখহারী ॥

(১) যখন (২) তখন (৩) অত্যন্ত (৪) চতুর জনে ।

বঙ্গানুবাদ ।

শাপ-অনুগ্রহ[1] কর কৃপালু এখন ।
দীনদয়াল মুনিবর বলেন বচন ॥
তোমরা দুজন গিয়া হও নিশাচর ।
তেজ বল সুঐশ্বর্য্য হউক বিস্তর ॥
ভুজ-বলে বিশ্বজেতা হইবে যখন ।
ধরিবেন বিষ্ণু গিয়া নৃতনু[2] তখন ॥
হরি-করে হইবেক সমরে মরণ ।
নাহবে জনম পুন মুকত[3] বন্ধন ॥
মুনি-পদে নমি শির চলিল উভয়[4] ।
সময় হইলে পূর্ণ নিশাচর হয় ॥

এক কল্পে একারণ, শরীর ধরিয়া হন
বিশ্বে প্রভু নরঅবতার ।
দেবতা রঞ্জন করি, সজ্জন-সুখদ হরি
ভঞ্জন করেন ভূমি-ভার ॥১৪৮॥

হরির জনম কর্ম্ম ঈদৃশ প্রকার ।
সুন্দর সুখদ উহা বিচিত্র অপার ॥
কল্পে কল্পে এইরূপে প্রভু প্রকাশিত ।
করেন বিবিধ বিধি সুচারু চরিত ॥
সেই সেই কথা গান করে মুনিগণ ।
পরম বিচিত্র গাথা করিয়া রচন ॥
অনুপম নানাবিধি প্রসঙ্গ বাখানে ।
চতুর[5] আশ্চর্য্য বলি নাহি ভাবে মনে ॥
অনন্ত শ্রীহরি, কথা অপার তাঁহার ।
কহে শুনে শ্রুতি সাধু বিবিধ প্রকারে ॥
শ্রীরামচন্দ্রের লীলা পরমা সুন্দরী ।
কোটি কল্পে শেষ নাহি হয় গানকরি ॥
এ প্রসঙ্গ কহিলাম উমে বাখানিয়া ।
তাপসে বিজ্ঞকে মুগ্ধ করে হরি-মায়া ॥
প্রভু হন সুরসিক নত-হিতকারী[6] ।
সেবিলে সুলভ সব অতি দুঃখ-হারী ॥

(১) অভিশাপ বিমোচনরূপ অনুগ্রহ (২) নরদেহ (৩) মুক্ত (৪) শিবচরদ্বয় (৫) চতুর ব্যক্তি (৬) দাসের মঙ্গলকারী ।

মূল।

সোরঠা :—

সুর নর মুনি কোউ নাহিঁ,
জেহি ন মোহ মায়া প্রবল।
অস বিচারি মনমাহিঁ,
ভজিয় মহামায়া-পতিহিঁ ॥২১॥

অপর হেতু সুনু শৈলকুমারি।
কহৌঁ বিচিত্রকথা বিস্তারি॥
জেহি কারণ অজ অগুণ অনূপা।
ব্রহ্ম ভয়ে কোশলপুর[১] ভূপা॥
জো প্রভু বিপিন ফিরত হম দেখা।
বন্ধু[২] সমেত কিয়ে মুনিবেষা॥
জাসু চরিত অবলোকি ভবানী।
সতীশরীর রহিউ বৌরাণী[৩]॥
অজহুঁ ন ছায়া[৪] মিটত তুম্হারী।
তাসু চরিত সুনু ভ্রমরুজহারী॥
লীলা কীহু জো তেহি অবতারা।
সো সব কহিহৌঁ মতি অনুসারা॥
ভরদ্বাজ সুনি শঙ্করবাণী।
সকুচি সপ্রেম উমা মুসুকানী॥
লগে বহুরি বরণৈ বৃষকেতু।
সো অবতার ভয়উ জেহিহেতু॥

দোহা :—

সো মৈঁ তুমসন কহৌঁ সব,
সুনু মুনীশ মনলাই।
রামকথা কলিমল হরণি,
মঙ্গলকরণি সুহাই ॥১৪৯॥

স্বায়ম্ভুব মনু অরু শতরূপা।
জিনতে ভৈ নরসৃষ্টি অনূপা॥
দম্পতি ধর্ম্ম আচরণ নীকা।
অজহুঁ গাব শ্রুতি জিনকী লীকা[৫]॥
নৃপ উত্তানপাদ সুত জাসূ।
ধ্রুব হরিভক্ত ভয়ে সুত তাসূ॥

(১) অযোধ্যা নগরী (২) ভ্রাতা (৩) ভ্রান্তা, সংশয়ান্বিতা (৪) ভ্রম, মোহ (৫) যশ

বঙ্গানুবাদ।

জগতে না আছে কেহ, মায়া-মুগ্ধ নহে যেহ,
সুর নর মুনি আদি করি।
এরূপ বিচারি মনে, ভজ অতি সাবধানে
সেই মহা-মায়াপতি হরি ॥২১॥

অপর কারণ শুন শৈলেশকুমারি।
কহিব বিচিত্র কথা তোমায় বিস্তারি॥
অনুপম নিরগুণ অজ যে কারণ।
পরব্রহ্ম হইলেন অযোধ্যা-রাজন॥
যে প্রভুকে দেখিয়াছি বিপিনে ভ্রমিতে।
মুনি-বেশ করি নিজ ভ্রাতার সহিতে॥
যাঁহার চরিত্র দেখি ভবানি তোমার।
সতী-দেহে জনমিল সংশয় অপার॥
অদ্যাপি সে মোহ নাহি মিটিল তোমার॥
ভ্রম-রুজ-হারী[১] লীলা শুনহ তাঁহার।
লীলা যাহা করিলেন সেই অবতারে।
সে সব কহিব আমি মতি অনুসারে॥
ভরদ্বাজ শুনি উমা শঙ্কর বচন।
মৃদু হাস্য করি প্রেমে সঙ্কুচিত হন॥
বৃষকেতু[২] লাগিলেন করিতে বর্ণন।
হইল সে অবতার যাহার কারণ॥

তাহা আমি সনে তব বিস্তারি কহিব সব
মন দিয়া শুন মুনিবর[৩]।
রাম-কথা মনোহারী, কলুষ-বিনাশকারী,
মঙ্গলকরণ মনোহর ॥১৪৯॥

স্বায়ম্ভুব মনু শতরূপা পিতা মাতা।
অনুপম নর করি সৃজিল বিধাতা।
দম্পতির ধর্ম্ম মনোহর আচরণ।
অদ্যাপি যাঁদের যশ গায় শ্রুতিগণ॥
নৃপতি উত্তানপাদ তনয় দোঁহার।
হরিভক্ত ধ্রুব সুত হইল তাঁহার॥

(১) ভ্রমরূপ রুজ বা রোগবিনাশকারী (২) মহাদেব (৩) অর্থাৎ ভরদ্বাজ।

মূল।

লঘু[1] সুত নাম প্রিয়ব্রত জাহী।
বেদ পুরাণ প্রশংসত তাহী ॥
দেবহুতী পুনি তাসু কুমারী।
জো মুনি কর্দ্দমকী প্রিয় নারী ॥
আদি দেব প্রভু দীনদয়ালা।
জঠর[2] ধরেউ জেহি কপিল কৃপালা ॥
সাংখ্য শাস্ত্র জিন প্রগট বখানা।
তত্ত্ব-বিচার-নিপুণ ভগবানা ॥
তেহি মনু রাজ কীহ্ন বহুকালা।
প্রভু আয়সু বহুবিধি প্রতিপালা ॥
সোং :—
হোই ন বিষয় বিরাগ,
ভবন বসত ভা চৌথপন[3]।
হৃদয় বহুত দুখ লাগ,
জন্ম গয়উ হরিভক্তি বিন ॥২২॥

বরবশ রাজা সুতহি তব দীহ্না।
নারী সমেত গমন বন কীহ্না ॥
তীরথ বর নৈমিষ বিখ্যাতা।
অতি পুনিত সাধক সিধিদাতা ॥
বসহিঁ তহাঁ মুনি সিদ্ধ সমাজা।
তহঁ হিয় হর্ষি চলে মনু রাজা ॥
পন্থ জাত সোহহিঁ মতি ধীরা।
জ্ঞান ভক্তি জনু ধরে শরীরা ॥
পঁহুচে যাই ধেনুমতিতীরা।
হর্ষি নহানে[4] নির্ম্মল নীরা ॥
আয়ে মিলন সিদ্ধ মুনি জ্ঞানী।
ধর্ম্ম-ধুরন্ধর ঋষি মুনি জানী ॥
জহঁ তহঁ তীরথ রহে সুহায়ে।
মুনিন সকল সাদর করবায়ে ॥
কৃশ শরীর মুনিপট[5] পরিধানা।
সন্তসভা নিত শুনহিঁ পুরাণা ॥

(১) কণিষ্ঠ (২) উদর, গর্ভ (৩) জীবনের চতুর্থাবস্থা (৪) স্নান করিলেন (৫) মুনির পরিধেয় বস্ত্র।

বঙ্গানুবাদ।

কণিষ্ঠ তনয় প্রিয়ব্রত নাম যাঁর।
বেদ ও পুরাণ করে প্রশংসা তাঁহার ॥
পুন দেবহুতি নাম তাঁহার কুমারী।
যিনি মুনি কর্দ্দমের হন প্রিয় নারী ॥
আদি দেব দয়াবান প্রভু নারায়ণ।
কপিলে করেন যিনি উদরে ধারণ ॥
সাংখ্য শাস্ত্র ব্যাখ্যা যিনি করেন প্রচার।
নিপুণতা সহ করি তত্ত্বের বিচার ॥
বহুকাল সেই মনু করেন শাসন।
করি বহুবিধি প্রভু-আদেশ পালন ॥

বিষয়-বিরাগ[1] যবে, না হইল গৃহে তবে,
পরমায়ু তিন ভাগ গত।
হৃদয়েতে দুঃখ নানা, জন্মে হরি-ভক্তি বিনা
বিফলে জনম করি গত ॥২২॥

কালবশে রাজ্য তবে সুতে সমর্পিয়া।
কাননেতে যান নৃপ নারীকে লইয়া ॥
নৈমিষ তীরথ বর সুবিখ্যাত হয়।
পবিত্র সাধক-সিদ্ধিদাতা অতিশয় ॥
বসতি করেন তথা মুনি সিদ্ধগণ।
মনু রাজা চলিলেন তথা হৃষ্ট মন ॥
যাইতে যাইতে পথে শোভে মতি ধীর।
জ্ঞান ভক্তি যেন যান ধরিয়া শরীর ॥
ধেনুমতি-তীরে তবে হন উপস্থিত।
নিরমল নীরে স্নান করি হরষিত ॥
আসিয়া সাক্ষাত করে সিদ্ধ মুনি জ্ঞানী।
ঋষি মুনি ধর্ম্ম-ধুরন্ধর[2] বলি জানি ॥
যথা তথা ছিল তীর্থ পরম সুন্দর।
দর্শন করান মুনিগণ সহাদর ॥
দুর্ব্বল শরীর মুনিবস্ত্র পরিধান।
সাধুর সভায় নিত্য শুনেন পুরাণ ॥

(১) বিষয়ে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে বিরাগ অর্থাৎ অনাশক্তি (২) ধর্ম্মরূপ ধুর অর্থাৎ ভারবহনকারী।

মূল।

দোহা :—দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্রবর,
জপহিঁ সহিত অনুরাগ।
বাসুদেবপদ-পঙ্করুহ,
দম্পতিমন অতি লাগ ॥১৫০॥

করহিঁ অহার শাক ফল কন্দা।
সুমিরহিঁ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দা ॥
পুনি হরিহেতু করণ তপ লাগে।
বারি অহার মূল ফল ত্যাগে ॥
উর অভিলাষ নিরন্তর হোই।
দেখিয়া নয়ন পরমপ্রিয় সোই ॥
অগুণ অখণ্ড অনন্ত অনাদী।
জেহি চিন্তহিঁ পরমারথবাদী ॥
নেতি নেতি জেহি বেদ নিরূপা।
চিদানন্দ নিরুপাধি অনুপা ॥
শম্ভু বিরঞ্চি[১] বিষ্ণু ভগবানা।
উপজহিঁ জাসু অংশতে নানা ॥
ঐসে প্রভু সেবকবশ অহহীঁ।
ভক্তহেতু লীলাতনু গহহীঁ ॥
জো য়হ বচন সত্যশ্রুতিভাষা।
তৌ হমার পূরহিঁ[২] অভিলাষা ॥

দোহা :—
ইহিবিধি বীতে[৩] বর্ষষট,
সহস বারি আহার।
সম্বত সপ্ত সহস্র পুনি,
রহে সমীর অধার ॥১৫১॥

বর্ষ সহস দশ ত্যাগেউ সোউ।
ঠাঢ়ে রহে একপদ দোউ ॥
বিধি হরিহর তপ দেখি অপারা।
মনু সমীপ আয়ে বহুবারা ॥

(১) ব্রহ্মা, বিধি, (২) পূর্ণ হইবে; সফল হইবে (৩) গত বা অতীত হইল।

বঙ্গানুবাদ।

দ্বাদশ অক্ষরযুত, মন্ত্রবর[১] মহা পূত
জপ করে গাঢ় অনুরাগে।
বাসুদেব-শ্রীচরণ, পঙ্করুহ[২] সুশোভন
দম্পতির মনে অতি লাগে ॥১৫০॥

করেন আহার শাক ফল আর কন্দ[৩]।
স্মরণ করেন ব্রহ্ম সচ্চিদ-আনন্দ ॥
পুন তপ হরি-হেতু[৪] আরম্ভে তখন।
ফল মূল ত্যজি বারি করিয়া গ্রহণ ॥
হৃদয়েতে অভিলাষ হয় নিরন্তর।
দেখিব নয়নে তাঁকে অতি প্রিয়তর ॥
অগুণ[৫] অখণ্ড[৬] তিনি অনন্ত অনাদি।
যাঁর ধ্যান করে সদা পরমার্থবাদী ॥
নেতি[৭] নেতি কহি বেদ করে নিরূপণ।
অনুপম নিরুপাধি[৮] চিদানন্দ হন।
ভগবান বিষ্ণু বিধি শঙ্করাদি সব।
যাঁহার বিবিধ অংশে হন সমুদ্ভব ॥
সেবকের বশ প্রভু এই রূপ হন।
ভক্ত-হেতু লীলা-তনু[৯] করেন গ্রহণ ॥
শ্রুতিতে কথিত সত্য যদি এ বচন।
তবে মোর অভিলাষ হইবে পূরণ ॥

বর্ষ ষট দশ শত, এ রূপে হইল গত,
বারি মাত্র করিয়া গ্রহণ।
সম্বত সপ্ত[১০] পুন, গত দশশতগুণ,
করিমাত্র সমীর সেবন ॥১৫১॥

বরষ সহস্র দশ তাহাও ত্যজিল।
একপদে দাঁড়াইয়া উভয়ে রহিল ॥
বিধি হরিহর তপ দেখিয়া অপার।
মনুর নিকটে আসিলেন বহুবার ॥

(১) ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় (২) কমল, পদ্ম (৩) মূল অর্থাৎ আলু, মুলা, প্রভৃতি। (৪) হরিকে পাইবার নিমিত্ত (৫) নির্গুণ, অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ তম ত্রয়গুণাতীত (৬) কলাহীন অর্থাৎ সম্পূর্ণ (৭) (ন+ইতি) অর্থাৎ যাঁহার শেষ নাই (৮) যাহাতে অন্য কোন স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায় নাই, পরিশুদ্ধ, নিঃস্বার্থ (৯) লীলাকরণার্থে তনু (১০) সপ্ত সাত।

মূল।

মাঁগহু বর বহুভাঁতি লুভায়ে।
পরম ধীর নহিঁ চলহিঁ চলায়ে ॥
অস্থিমাত্র হোর রহে শরীরা।
তদপি মনাগপি১ নহিঁ মনপীরা ॥
প্রভু সর্ব্বজ্ঞ দাস নিজ জানী।
গতি অনন্য তাপস নৃপরাণী ॥
মাঁগু মাঁগু বর ভৈ নভবানী।
পরম গঁভীর কৃপামৃত সানী ॥
মৃতক জিয়াবনি গিরা সুহাই।
শ্রাবণরন্ধ্র হোই উর জব আই ॥
হৃষ্টপুষ্ট তনু ভয়উ সুহায়ে।
মানহুঁ অবহিঁ ভবনেতে আয়ে ॥
দোহা :—
শ্রবণ সুধাসম বচন সুনি,
পুলক প্রফুল্লিত গাত।
বোলে মনু করি দণ্ডবত,
প্রেম ন হৃদয় সমাত ॥১৫২॥

সুনু সেবক সুরতরু সুরধেনু।
বিধি হরি হর বন্দিত পদরেণু ॥
সেবত সুলভ সকল সুখদায়ক।
প্রণত-পাল সচরাচর নায়ক ॥
জো অনাথহিত২ হমপর নেহু৩।
তৌ প্রসন্ন হোয় য়হ বর দেহু ॥
জো স্বরূপ বস শিবমনমাহীঁ।
জেহি কারণ মুনি যতন করাহীঁ।
জো ভুশুণ্ডি মন মানস হংসা।
সগুণ অগুণ জেহি নিগম প্রশংসা ॥
দেখহিঁ হম সোরূপ ভরি লোচন।
কৃপা করহু প্রণতারতি-মোচন ॥

বঙ্গানুবাদ।

যাচ বর বহুবিধি করেন লোভিত।
পরম সুধীর নাহি হন বিচলিত ॥
অস্থিমাত্র হয়ে রহে শরীর যদপি।
মন-পীড়া কিঞ্চিদপি না হয় তদপি ॥
সরবজ্ঞ প্রভু করি নিজ দাস জ্ঞান।
তাপস অনন্যগতি রাজারাণী ভাণ ॥*
যাচ যাচ বর, বাণী আকাশেতে হয়।
পরম গম্ভীর উহা কৃপামৃতময় ॥
মৃতসঞ্জিবনী গিরা অতি সুশোভন।
কর্ণরন্ধ্রপথে হৃদে করিলে গমন ॥
হৃষ্টপুষ্ট হয়ে তনু শোভে অতিশয়।
এই মাত্র গৃহ হ'তে আসে মনে হয় ॥

সুধা সম সে বচন, করি তবে আকর্ণন১,
গাত্র প্রফুল্লিত পুলকিত।
বলে করি পরণাম২, দণ্ডবত অবিরাম,
হৃদে প্রেম হয় উথলিত ॥১৫২॥

শুন সেবকের সুরতরু৩ সুরধেনু৪।
বিধি হরি হর তব বন্দে পদরেণু৫ ॥
সেবিলে সুলভ সব, ওহে সুখদাতা।
প্রণত-পালক তুমি চরাচর-নেতা ॥
দীনবন্ধো যদি তব মম প্রতি স্নেহ।
তাহলে প্রসন্ন হয়ে এই বর দেহ ॥
যেরূপেতে বাস তব শিব-হৃদাসনে।
যতন করান মুনি যাঁহার কারণে ॥
ভুশুণ্ডি-মন-মানসে৬ মরাল যে জন।
সগুণ অগুণ বলি বেদে প্রশংসন ॥
দেখিব সেরূপ আমি ভরিয়া লোচন।
কৃপাকর প্রভো প্রণতার্ত্তি-বিমোচন৭ ॥

---

(১) (মনাক্‌+অপি) কিঞ্চিদপি (মনাক্‌=কিঞ্চিৎ) (২) অনাথের অর্থাৎ দীনের হিত অর্থাৎ বন্ধু (৩) স্নেহ!

*অর্থাৎ রাজা ও রাণীর বেশে ভগবানকে মাত্র প্রাপ্তির আশায় তপস্যাকারী
(১) শ্রবণ (২) প্রণাম (৩) কল্পতরু (৪) কামধেনু (৫) পদরজ (৬) ভুশুণ্ডির মনরূপ মানস সরোবরে (৭) প্রণতের দাসের আর্ত্তি পীড়া বিমোচনকারী।

মূল ।

দম্পতি-বচন পরম প্রিয় লাগে ।
মৃদুল বিনীত প্রেমরস পাগে ॥
ভক্তবচ্ছল প্রভু কৃপানিধানা ।
বিশ্ববাস প্রগটে ভগবানা ॥
দোহা :—
নীলসরোরুহ নীলমণি
নীল নীরধর শ্যাম ।
লাজহিঁ তনুশোভা নিরখি,
কোটি কোটি শত কাম ॥১৫৩॥
শরদময়ঙ্ক[1] বদনচ্ছবি সীবা ।
চারু কপোল[2] চিবুক[3] দরগ্রীবা[4] ॥
অধর অরুণ[5] রদ সুন্দর নাসা ।
বিধুকরনিকর[6] বিনিন্দক হাসা ॥
নব অম্বুজ অম্বুক[7]ছবি নীকী ।
চিতবন ললিত ভাবতী[8] জীকী ॥
ভ্রূকুটি মনোজ-চাপ চ্ছবিহারী ॥
তিলক ললাটপটল[9] দ্যুতিকারী ॥
কুণ্ডল মকর মুকুট শির ভ্রাজা[10] ।
কুটিল[11] কেশ জনু মধুপসমাজা ॥
উর শ্রীবৎস রুচির বনমালা ।
পদিক হার ভূষণ মণিজালা ॥
কেহরি-কন্ধর[12] চারু জনেউ[13] ।
বাহু বিভূষণ সুন্দর তেউ ॥
করিকর সরিস[14] শুভগ ভুজদণ্ডা ।
কটি নিষঙ্গ কর শর কোদণ্ডা ॥
দোহা :
তড়িত বিনিন্দক পীত পট,
উদর রেখ[15] বর[16] তীনি ।
নাভি মনোহর লেতি জনু,
যমুনভঁবর[17] চ্ছবি চ্ছীনি ॥১৫৪॥

(১) শরচ্চন্দ্র, শারদীয় পূর্ণচন্দ্র (২) গণ্ডস্থল, গাল (৩) ওষ্ঠাধোভাগ, দাড়ি (৪) শঙ্খ তু-য গ্রীবা (৫) ঈষৎ রক্তবর্ণ (৬) জ্যোৎস্নারাশি (৭) বিনিন্দক (৮) প্রভাবতী, দীপ্তিকারিনী (৯) চাল, ছাদ (১০) শোভে (১১) কুঞ্চিত (১২) সিংহ-স্কন্ধ (১৩) উপবীত (১৪) সদৃশ (১৫) রেখা (১৬) শ্রেষ্ঠ (১৭) জলভ্রমী, জলাবর্ত্ত, জলের ঘূর্ণা ।

বঙ্গানুবাদ ।

অতি প্রিয় লাগে দম্পতির বাক্যগুলি ।
মৃদুল বিনীত অতি প্রেমরসযুত ।
ভকতবৎসল প্রভু কৃপার নিধান ।
প্রকাশিত হন বিশ্ববাস[1] ভগবান ॥

নীল সরোরুহ[2] জিনি, নীলবর্ণ নীলমণি,
ঘন[3] নীরধর[4] সম শ্যাম ।
তনু-শোভা-দরশন, করিয়া লজ্জিতমন,
হন কোটি কোটি শত কাম ॥১৫৩॥
মুখছবি শরচ্চন্দ্র সম শোভাকর ॥
কপোল চিবুক দরগ্রীবা মনোহর ॥
অরুণ অধর রদ[5] নাসা মনোহর ।
বিধুকররাশি[6] বিনিন্দক হাস্যবর ॥
নবাম্বুজ[7] বিনিন্দক ছবি সুশোভন ।
সুললিত দরশন হৃত্তম-নাশন[8] ॥
ভ্রূকুটি[9] মনোজ-চাপ[10] জিনিয়া সুন্দর ।
তিলক ললাটপরে অতি দ্যুতিকর ॥
মকর কুণ্ডল শিরে মুকুট শোভিত ।
কুঞ্চিত সুকেশ যেন মধুপমিলিত[11] ॥
হৃদয়ে শ্রীবৎস চারু বনমালা গলে ।
ভূষণ পদক মণি গাথা হার জালে ॥
মনোহর সিংহস্কন্ধে শোভে উপবীত ।
সুন্দর ভূষণ দুই বাহুতে শোভিত ॥
করিকর[12] সম শোভে শুভ ভুজদণ্ড ।
কটিতে নিষঙ্গ[13] করে শর[14] ও কোদণ্ড[15] ॥

তড়িতে[16] নিন্দন করি, পীতবস্ত্র দেহোপরি,
উদরে শোভিত রেখাত্রয় ।
মনোহর নাভি তাঁর, শোভে যেন যমুনার,
জলাবর্ত্ত-ছবি[17] কাড়ি লয় ॥১৫৪॥

(১) বিশ্বের বাস অর্থাৎ স্থিতি যাঁহাতে (২) পদ্ম (৩) গাঢ় (৪) মেঘ (৫) দন্ত (৬) জ্যোৎস্না রাশি (৭) নূতন কমল (৮) হৃদয়ের অন্ধকার অর্থাৎ অজ্ঞান নাশকারী (৯) ভ্রূভঙ্গি (১০) কামদেবের ধনু (১১) ভ্রমর একত্রিত (১২) হস্তির শুঁড় (১৩) তূণ, বাণাধার (১৪) বাণ (১৫) ধনু (১৬) বিদ্যুৎকে (১৭) জলাবর্ত্তের অর্থাৎ জলের ঘূর্ণায় ছবি অর্থাৎ শোভা ।

মূল।

পদ-রাজীব[1] বরনি নহিঁ জাহীঁ।
মুনি-মন-মধুপ[2] বসহিঁ জেহিমাহীঁ॥
বামভাগ শোভিত অনুকূলা।
আদিশক্তি ছবিনিধি জগমূলা[3]॥
জাসু অংশ উপজহিঁ গুণখানী[4]।
অগণিত উমা রমা ব্রহ্মানী॥
ভ্রুকুটি বিলাস জাসু জগ হোই।
রাম বামদিশি সীতা সেই॥
ছবি-সমুদ্র হরিরূপ বিলোকী।
ইকটক[5] রহে নয়নপট[6] রোকী॥
চিতবহিঁ সাদর রূপ অনূপা।
তৃপ্তি ন মনহিঁ মনু শতরূপা।
হর্ষ বিবশ তনু দশা ভুলানী॥
পরে দণ্ডইব গহি পদ পানী॥
শির পরসে প্রভু নিজ করকঞ্জা[7]॥
তুরত উঠায়ে করুণা পুঞ্জা।
দোহা :—
বোলে কৃপানিধান পুনি,
অতি প্রসন্ন মোহিঁ জানি,
মাঁগহু বর জোই ভাব মন,
মহাদানী অনুমানি॥১৫৫॥
সুনি প্রভুবচন জোরি যুগপানী।
ধরি ধীরজ বোলে মৃদু বাণী॥
নাথ দেখি পদকমল তুম্হারে।
অব পূরে সব কাম হমারে॥
এক লালসা বড়ি মনমাহীঁ।
সুগম অগম কহি জাত সো নাহীঁ॥
তুমহি দেত অতি সুগম গুসাঁই।
অগম লাগি মোহি নিজ কৃপণাই[8]॥
যথা দরিদ্র বিবুধ-তরু[9] যাই॥
বহু সম্পতি মাঁগত সকুচাই॥

(১) চরণকমল (২) মুনির মনরূপ মধুপ অর্থাৎ ভ্রমর (৩) জগতের মূল স্বরূপিনী অর্থাৎ বিশ্বমাতা (৪) গুণের খনি বা আকর (৫) একদৃষ্টে (৬) চক্ষুর পাতা (৭) করপদ্মে (৮) কৃপণতা (৯) কল্পতরু।

বঙ্গানুবাদ।

চরণ-কমল-শোভা না হয় বর্ণন।
যাহে বাস করে অলিরূপে মুনি-মন॥
বামভাগে সুশোভিতা অনুকূলা তিনি।
বিশ্বমাতা ছবি-নিধি[1] আদিশক্তি যিনি॥
যাঁর অংশে সমুদ্ভূতা সর্ব্বগুণকরী।
অগণিতা উমা রমা ব্রহ্মাণী সুন্দরী॥
ভ্রুকুটি-বিলাসে যাঁর পৃথিবী সৃজিতা।
রাম-বামদিশি[2] সেই সীতা সুশোভিতা॥
ছবি-নিধি হরিরূপ করি বিলোকন।
অনিমিষে দেখে তাহা মেলিয়া নয়ন॥
অনুপম রূপ করি সাদরে দর্শন।
তৃপ্ত নাহি হয় মনু-শতরূপা-মন॥
হরষে বিবশ তনু দশা বিস্মরণ।
দণ্ড সম পড়ে, করে ধরিয়া চরণ॥
প্রভু নিজ করপদ্ম শিরোপরে ধরি।
দয়ারাশি তুলিলেন অতি ত্বরা করি॥

পুনশ্চ বিনয় করি, বলেন দয়ালু হরি
অতীব প্রসন্ন মোরে জানি।
যাচ বর মম সনে, যে ভাবনা কর মনে,
মহাদানী মোরে অনুমানি॥১৫৫॥
প্রভু-বাক্য শুনি জোড় করি যুগপানি।
ধৈরজ ধরিয়া বলে অতি মৃদু বাণী॥
হে নাথ দেখিয়া তব চরণ-কমল।
এবে পূর্ণ আমাদের কামনা সকল॥
একটি লালসা বড় হয়েছে হিয়ায়।
সুলভ দুর্লভ কিনা কহা নাহি যায়॥
দান করা তব পক্ষে অতীব সুলভ।
নিজ কৃপণতা হেতু বুঝি সুদুর্লভ॥
কল্প-তরু পাশে গিয়া দরিদ্র যেমন।
যাচিতে প্রচুর বিত্ত সঙ্কুচিত মন॥

(১) শোভার আগার (২) রামের বাম দিকে।

মূল।

তাসু প্রভাব ন জানে সোই।
তথা হৃদয় মম সংশয় হো ই॥
সো তুম জানহু অন্তর্যামী।
পুরবহু[1] মোর মনোরথ স্বামী॥
সকুচ[2] বিহায়[3] মাঁগু নৃপ মোহীঁ।
মোরে নহীঁ অদেয় কছু তোহীঁ॥

দোহা :—

জ্ঞানিশিরোমণি কৃপানিধি,
নাথ কহোঁ সতভাব[4]।
চাহোঁ তুমহিঁ সমান সুত,
প্রভু সন কবন দুরাব[5]॥১৫৬॥

দেখি প্রীতি সুনি বচন অমোলে[6]।
এবমস্তু করুণানিধি বোলে॥
আপ সরিস খোজোঁ কহঁ জাই।
নৃপ তব তনয় হোব মৈঁ আই॥
শতরূপহিঁ বিলোকি করজোরে।
দেবী মাঁগ বর জো রুচি তোরে॥
জো বর নাথ চতুর নৃপ মাঁগা।
সোই কৃপালু মোহিঁ অতি প্রিয় লাগা॥
প্রভু পরন্তু সুঠি হোতি ঢিঠাই[7]।
যদপি ভক্তহিত তুমহিঁ সুহাই॥
তুম ব্রহ্মাদি জনক জগস্বামী।
ব্রহ্ম সকল উর অন্তর্যামী॥
অস সমুঝত মন সংশয় হোই।
কহা জো প্রভু প্রমাণ[8] পুনি সোই॥
জে নিজ ভক্ত নাথ তব অহহীঁ।
জো সুখ পাবহিঁ সো গতি লহহীঁ॥

দোহা :—

সোই সুখ সোই গতি সোই ভগতি[9],
সোই নিজ চরণ সনেহু।
সোই বিবেক সোই রহনি[10] প্রভু,
মোহি কৃপা করি দেহু॥১৫৭॥

(১) পূর্ণ করুন (২) সঙ্কোচ (৩) ত্যাগ করিয়া (৪) সত্য মনোভাব (৫) ছল (৬) অমূল্য (৭) ধৃষ্টতা (৮) সত্য (৯) ভক্তি (১০) স্থিতি।

বঙ্গানুবাদ।

তাহার[1] প্রভাব যেন অজ্ঞাত সে জন।
আমার হৃদয়ে হয় সংশয় তেমন॥
অন্তর্যামী তুমি প্রভু সে সব জানহ।
স্বামি! মোর মনোরথ পূরণ করহ॥
সংকোচ ত্যজিয়া নৃপ যাচ মম কাছে।
তোমাকে অদেয় মম কিছুই না আছে॥

জ্ঞানিগণ-শিরোমণি, কৃপানিধি বলি গণি,
কহি নাথ সত্য মনোভাব।
চাহি আমি তব সম, সুত এক অনুপম,
প্রভুসনে কবে ছলভাব॥১৫৬॥

দেখি অতি প্রীতি, শুনি অমূল্য বচন।
করেন দয়ালু "এবমস্তু" উচ্চারণ॥
আপনার মত কোথা যাইয়া খোজিব[2]।
নৃপ তব সুত রূপে আমি জনমিব[3]॥
যুগ্মকরা[4] শতরূপা-পানে বিলোকিয়া।
বলেন 'বাঞ্ছিত বর লহগো যাচিয়া॥
যে বর যাচেন প্রভো নৃপতি চতুর।
কৃপাবান মোরে তাহা লাগে সুমধুর॥
কিন্তু প্রভো মনে লয় বলি উপহাস।
যদিচ তোমার প্রিয় সদা তব দাস॥
ব্রহ্মাদি-জনক তুমি জগতের স্বামী।
ব্রহ্মরূপে সকলের হৃদে অন্তর্যামী॥
ইহা বুঝি মনে হয় মহান সংশয়।
প্রভো যা কহিলে পুন তাহা মিথ্যা নয়॥
হে নাথ তোমার ভক্ত যে জন ধরায়।
লাভ করে সেই গতি যাতে সুখ পায়॥

সেই সুখ সেই গতি, সুমধুরা ভক্তি
সেই তব চরণে সনেহ[5]।
সুবিবেক নিরমল, সেই স্থিতি[6] অবিচল
প্রভো মোরে কৃপা করি দেহ॥১৫৭॥

(১) অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞের (২) অন্বেষণ করিব (৩) জন্মগ্রহণ করিব (৪) যোড়-হস্ত করিয়া স্থিত।

মূল ।

শুনি মৃদু গূঢ় রুচির বর রচনা ।
কৃপাসিন্ধু বোলে মৃদু বচনা ॥
জো কছু রুচি তুম্হরে মনমাহীঁ ।
মৈঁ সো দীহ্ন সব শংসয় নাহীঁ ॥
মাতু বিবেক অলৌকিক তোরে ।
কবহুঁ ন মিটিহি অনুগ্রহ মোরে ॥
বন্দি চরণ মনু কহেউ বহোরী ।
ঔর এক বিনতী প্রভু মোরী ॥
সুত-বিষয়ক তব পদ রতি হোউ ।
মোহিঁ বরু[১] মূঢ় কহৈ কিন কোউ ॥
মণি বিনু ফণি জিমি জল বিন মীনা ।
মম জীবন তিমি তুমহিঁ অধীনা ॥
অস বর মাঁগি চরণ গহি রহেউ ।
এবমস্তু করুণানিধি কহেউ ॥
অব তুম মম অনুশাসন মানী ।
বসহ জাই সুরপতি-রজধানী ॥
সোং—
তহঁ করি ভোগ বিশাল,
তাত গয়ে কছু কাল পুনি ।
হোইহহু অবধ ভূয়াল,
তব মৈঁ হোব তুম্হার সুত ॥২৩॥

ইচ্ছাময় নরবেষ সঁবারে ।
হোইহৌঁ প্রকট নিকেত তুম্হারে ॥
অংশন সহিত দেহ ধরি তাতা ।
করিহৌঁ চরিত ভক্ত সুখদাতা ॥
জেহি সুনি সাদর নর বড় ভাগী ।
ভব তরিহহিঁ মমতা মদ ত্যাগী ॥
আদি শক্তি জেহি জগ উপজায়া[২] ।
সোউ অবতরহি মোরি য়হ মায়া ॥
পুরউব মৈঁ অভিলাষ তুম্হারা ।
সত্য সত্যপ্রণ[৩] সত্য হমারা ॥

(১) [illegible] (২) সৃষ্টি করিয়াছেন; জন্মাইয়াছেন (৩) পণ, প্রতিজ্ঞা।

বঙ্গানুবাদ ।

শুনি মৃদু গূঢ় বর[১] রুচির[২] বচন ।
কৃপাসিন্ধু বলিলেন সুমৃদু বচন ॥
তোমার যা কিছু ইচ্ছা মনোমধ্যে হয় ।
করিব সে সব পূর্ণ নাহিক সংশয় ॥
অদ্ভুত বিবেক মাতঃ হৃদয়ে তোমার ।
অনুগ্রহ মিটিবেনা[৩] কখনো আমার ॥
বন্দিয়া চরণ মনু কহিলেন পুন ।
আমার বিনতি আর এক প্রভো শুন ॥
সুত বলি তব পদে রতি হয় যেন ।
বরঞ্চ আমায় মূঢ় কহুক না কেন ॥
মণি বিনা ফণি যেন, জল বিনা মীন ।
আমার জীবন তেন তোমার অধীন ॥
এই বর যাচিয়া চরণ ধরি রহে ।
করুণার নিধি তবে "এবমস্তু" কহে ॥
আমার আদেশ তুমি মানিয়া এখন ।
ইন্দ্রপুরে গিয়া বাস কর সুখী মন ॥

করি ভোগ তথা সব, সুবিশাল সুবিভব,
কিছু কাল গত যবে হবে ।
জনমিবে অবশেষে, অযোধ্যা-নৃপতি-বেশে
হইব তোমার সুত তবে ।২৩॥

ইচ্ছাময় নরবেশ করি নিরমিত ।
তোমার ভবনে আমি হব প্রকাশিত ॥
অংশ সহ তাত ! দেহ করিয়া ধারণ ।
করিব ভক্তের সুখকর আচরণ ॥
সাদরে শুনিয়া যাহা নর ভাগ্যবান ।
তরিবেক[৪] ভব[৫] তজি মমতা ও মান ॥
আদি শক্তি এই বিশ্ব সৃজিত যাঁহার ।
মোর এই মায়া সেহ হবে অবতার ॥
পুরাইব অভিলাষ আমিহ তোমার ।
সত্য সত্য সদা সত্য প্রতিজ্ঞা আমার ॥

(১) শ্রেষ্ঠ (২) মনোজ্ঞ মধুর (৩) লুপ্ত হইবেনা, শেষ হইবেনা (৪) উত্তীর্ণ হইবেক, পার হইবেক (৫) সংসাররূপ সমুদ্র।

মূল।

পুনি পুনি অস কহি কৃপানিধানা।
অন্তর্দ্ধান ভয়ে ভগবানা॥
দম্পতি উর ধরি ভক্তি কৃপালা।
তেহি আশ্রম নিবসে কচ্ছু কালা॥
সময় পায তনু তজি অনয়াসা।
জাই কীন্হ অমরাবতী বাসা॥

দোহাঃ— য়হ ইতিহাস পুনিত অতি,
উমহিঁ কহেউ বৃষকেতু।
ভরদ্বাজ সুন অপর পুনি,
রামজন্মকর হেতু।১৫৮।

সুনু মুনি কথা পুনীত পুরাণী॥
জো গিরিজা প্রতি শম্ভু বখানী॥
বিশ্ব-বিদিত ইক কেকয় দেশূ।
সত্যকেতু তহঁ বসৈ নরেশূ॥
ধর্ম্মধুরন্ধর নীতি-নিধানা।
তেজ প্রতাপ শীল বলবানা॥
তেহিকে ভয়ে যুগল সুত বীরা।
সব গুণধাম মহারণধীরা॥
রজধানী জেঠেসুত[১] আহী।
নাম প্রতাপভানু অস তাহী॥
অপর সুতহি অরিমর্দ্দন নামা।
ভুজবল অতুল অচল সংগ্রামা॥
ভাইহি ভাইহি পরম সুনীতি।
সকল দোষ ছল বর্জ্জিত প্রীতি।
জেঠে সুতহি রাজ্য নৃপ দীন্হা।
হরিহিত আপু গবন বন কীন্হা॥

দোহাঃ— জব প্রতাপরবি ভয়উ নৃপ,
ফিরী দোহাই দেশ।
প্রজা পাল অতি বেদ বিধি,
কতহুঁ নহীঁ অঘলেশ॥১৫৯॥

(১) জ্যেষ্ঠপুত্র।

বঙ্গানুবাদ।

পুন পুন ইহা কহি কৃপার নিধান।
অন্তর্দ্ধান হইলেন প্রভু ভগবান॥
দম্পতি ধরিয়া হৃদে কৃপালু-ভকতি[১]।
কিছু কাল সে আশ্রমে করেন বসতি॥
অনায়াসে তনু তজি সময় পাইয়া।
অমরাবতীতে[২] বাস করিলেন গিয়া॥

এই ইতিহাস হয়, সুপবিত্র অতিশয়
উমাকে কহেন বৃষকেতু।
ভরদ্বাজ এবে শুন, সাদরে অপর পুন,
রঘুবর জনমের হেতু॥১৫৮॥

শুন মুনে সেই কথা পূত পুরাতন।
গিরিজা নিকটে শম্ভু করেন বর্ণন॥
বিশ্বে সুবিদিত এক কেকয় প্রদেশ।
সত্যকেতু তথা বাস করেন নরেশ॥
ধর্ম্ম ধুরন্ধর তিনি নীতির নিধান।
তেজস্বী প্রতাপশীল অতি বলবান॥
তাঁহার হইল দুই সুত মহাবীর।
সর্ব্ব-গুণ-ধাম তাঁরা মহা রণ-ধীর[৩]॥
অগ্রজ তনয় সেহ রজোগুণাধার[৪]।
সেহেতু প্রতাপভানু[৫] উপাধি তাহার॥
অরাতি-মর্দ্দন[৬] অন্য সুত অভিহিত।
সংগ্রামে অচল ভুজবলে অতুলিত॥
ভ্রাতায় ভ্রাতায় করে পরমা সুনীতি।
সব দোষ বিবর্জ্জিত অকপট প্রীতি।
অগ্রজ তনয়ে করি রাজ্য সমর্পণ।
হরি-প্রিয়[৭] নৃপ বনে করেন গমন॥

পরতাপভানু যবে, নরপাল হন তবে
তাঁহার দোহাই ফিরে দেশ।
বেদ বিধি সুবিধানে, পালেন পরজাগণে[৮]
কোথাও না রহে অঘলেশ[৯]॥১৫৯॥

(১) কৃপালু ভগবানের প্রতি ভক্তি (২) ইন্দ্রপুরে (৩) রণে ধীর অর্থাৎ অবিচলিত চিত্ত (৪) রজঃগুণের আধার অর্থাৎ বীর্য্যশালী (৫) প্রতাপে তেজে ভানু অর্থাৎ সূর্য্য সদৃশ (৬) অরাতি অর্থাৎ শত্রুর মর্দ্দন অর্থাৎ দমনকারী (৭) হরির প্রিয় বা হরি প্রিয় যার (৮) প্রজাগণে (৯) বিন্দুমাত্র পাপ।

মূল ।

নৃপহিতকারক সচিব সুজ্ঞানা ।
নাম ধর্ম্মরুচি শুক্র[১] সমানা ॥
সচিব সয়ান বন্ধু[২] বলবীরা ।
আপু প্রতাপপুঞ্জ রণধীরা ॥
সেন সঙ্গ চতুরঙ্গ অপারা ।
অমিত সুভট সব সমর জুঝারা ॥
সেন বিলোকী রাউ হরষানা ।
অরু বাজে গহগহে[৩] নিশানা ।
বিজয় হেতু কটকাই[৪] বনাই ।
সুদিন শোধি[৫] নৃপ চল্যো বজাই ॥
জহঁ তহঁ পরী[৬] অনেক লডাই[৭] ।
জীতে সকল ভূপ বরিয়াই[৮] ॥
সপ্তদ্বীপ ভুজবল বশ কীহ্না ।
লৈ লৈ দণ্ড চ্ছাঁড়ি নৃপ দীহ্না ॥
সকল অবনিমণ্ডল তেহি কালা ।
এক প্রতাপভানু মহীপালা ॥
দোহাঃ—
স্ববশ বিশ্ব করি বাহুবল,
নিজপুর কীহ্ন প্রবেশ ।
অর্থ ধর্ম্ম কামাদি সুখ,
সেবহিঁ সবৈ নরেশ ॥২৬০।
ভূপ প্রতাপভানু-বল পাই ।
কামধেনু ভৈ ভূমি সুহাই ॥
সব দুখ বর্জ্জিত প্রজা সুখারী ।
ধর্ম্মশীল সুন্দর নর নারী ॥
সচিব ধর্ম্মরুচি হরিপদ প্রীতি ।
নৃপহিত হেতু শিখাবত[৯] নীতি ॥
গুরু সুর সন্ত পিতর মহিদেবা[১০] ।
করৈঁ সদা নৃপ সবকী সেবা ॥
ভূপধর্ম্ম যে বেদ বখানে ।
সকল করৈঁ সাদর সুখ মানে ॥

(১) শুক্রাচার্য্য, দৈত্যগুরু (২) ভ্রাতা (৩) সময়ে সময়ে (৪) সৈন্যের ছাউনি (৫) জানিয়া (৬) পড়িল অর্থাৎ হইল (৭) যুদ্ধ (৮) শ্রেষ্ঠ, মহান (৯) শিক্ষা দিলেন (১০) ব্রাহ্মণ।

বঙ্গানুবাদ ।

নৃপ-হিতকারী মন্ত্রী সুবিজ্ঞ মহান ।
ধর্ম্মরুচি নাম তাঁর ভার্গব[১] সমান ॥
সচিব চতুর, ভ্রাতা বলে মহাবীর ।
আপনে প্রতাপরাশি সংগ্রামেতে ধীর ॥
চতুরঙ্গ সেনা সঙ্গে অপার প্রবল ।
অমিত সুযোদ্ধা সবে সমর-কুশল ॥
সেনা বিলোকিয়া রাজা অতি হর্ষমান ।
সময়ে সময়ে বাজে বিবিধ নিশান ॥
বিজয়ের হেতু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ।
বাদ্য করি চলে নৃপ সুদিন জানিয়া ॥
যথা তথা হয় তবে অনেক আহব[২] ।
সুমহান নরপতি জিনিলেন সব ॥
সপ্তদ্বীপ বশ করিলেন ভুজবলে ।
দণ্ড লয়ে নৃপ[৩] ছাড়ি দিলেন সকলে ॥
অবনীমণ্ডল মধ্যে রহে সেই কাল ।
পরতাপভানু একমাত্র মহীপাল ॥

বিশ্ব করি বশ অতি, বাহুবলে নরপতি,
নিজপুরে করেন প্রবেশ ।
অরথ ধরম কাম, আদি করি সুখ-ধাম,
সেবিলেন[৪] সকলে নরেশ ॥১৬০॥
নৃপতি-প্রতাপভানু-বলেতে তখন ।
কামধেনু হয়ে ভূমি সুশোভিতা হন ॥
সমুদায় দুঃখহীন প্রজা সুখীমন ।
ধর্ম্মশীল মনোহর নরনারী গণ ॥
ধর্ম্মরুচি মন্ত্রীবর হরিপদে প্রীতি ।
নৃপ-হিত-হেতু সবে শিক্ষা দেন নীতি ॥
গুরু সুর সাধু পিতা আর বিপ্রগণ ।
করেন সতত নৃপ[৩] সকলে পূজন ॥
নৃপতির ধর্ম্ম যাহা বেদেতে কথিত ।
করেন সাদরে সব হয়ে আনন্দিত ॥

(১) শুক্রাচার্য্য (২) যুদ্ধ (৩) অর্থাৎ প্রতাপভানু (৪) উপভোগ করিলেন।

মূল।

দিন প্রতি দেই বিবিধ বিধি দানা।
সুনৈ শাস্ত্রবর বেদ পুরানা॥
নানা বাপী কূপ তড়াগা।
সুমন[1] বাটিকা সুন্দর বাগা[2]॥
বিপ্রভবন সুরভবন সুহায়ে।
সব তীরথন বিচিত্র বনায়ে॥

দোহাঃ— জইলগি কহে পুরাণ শ্রুতি,
এক এক সব যাগ।
বার সহস্র সহস্র নৃপ,
কিয়ে সহিত অনুরাগ॥১৬১॥

হৃদয় ন কছু ফল অনুসন্ধানা।
ভূপ বিবেকী পরম সুজানা॥
করৈ জো ধর্ম্ম কর্ম্মমনবাণী।
বাসুদেব অর্পিত নৃপ জ্ঞানী।
চড়ি বর বাজি[3] বার ইক,রাজা।
মৃগয়াকর সব সাজ সমাজা॥
বিন্ধ্যাচল গঁভীর বন গয়উ।
মৃগ পুনীত বহু মারত ভয়উ॥
ফিরত বিপিন নৃপ দীখ বরাহু।
জনু বন দুরেউ শশিহিঁ গ্রসি রাহু॥
বড়বিধু নহিঁ সমাত মুখমাহীঁ।
মনহুঁ ক্রোধবশ উগিলত[4] তাহীঁ।
কোল[5] করাল দশনচ্ছবি গাই॥
তনু বিশাল পীবর অধিকাই॥
ঘুরঘুরাত[6] হয়[7] আরব[8] পায়ে।
চকিত বিলোকত কান[9] উঠায়ে॥

দোহাঃ— নীল মহীধর[10] শিখর[11] সম,
দেখি বিশাল বরাহ।
চপরি[12] চলেউ হয় সুঠিক নৃপ,
হাঁকি ন হোই নিবাহ॥১৬২॥

(১) পুষ্প (২) কুঞ্জবন (৩) অশ্ব (৪) উগরণ বা বমন করিতেছে (৫) শূকর বরাহ (৬) ঘুরিয়া ঘুরিয়া (৭) অশ্ব (৮) ধ্বনি, শব্দ (৯) কর্ণ (১০) পর্ব্বত (১১) চড়া (১২) দ্রুতবেগে।

বঙ্গানুবাদ।

প্রতিদিন দেন নানা বিধিমতে দান।
শুনেন শাস্ত্র[1] বর[2] বেদ ও পুরাণ॥
নানা বাপী[3] কূপ শোভে তড়াগ[4] সুন্দর।
পুষ্পবাটী কুঞ্জবন অতি মনোহর॥
বিপ্র-বাটী দেবালয় অতি শোভমান।
বিচিত্র তীরথ[5] সব করে নিরমাণ॥

করে যাহা বরণন, শ্রুতি ও পুরাণগণ,
একে একে সে সকল যাগ[6]।
সহস্র সহস্র বার, নরপতি[7] সদাচার,
করিলেন সহ অনুরাগ॥১৬১॥

হৃদয়ে না করে কিছু ফলানুসন্ধান।
পরম বিবেকী ভূপ অতি জ্ঞানবান॥
কায়মনোবাক্যে করে ধর্ম্ম কর্ম্ম যাহা।
বাসুদেবে সমর্পণ করে নৃপ[7] তাহা॥
চড়ি রাজা একবার বর অশ্বোপরি।
মৃগয়া করণে যান সাজসজ্জা করি॥
ঘন[8] বিন্ধ্যাচলবনে করেন গমন।
পূত বন্যপশু বহু করেন নিধন॥
দেখেন বরাহ এক ভ্রমিয়া কাননে।
গ্রাসিছে শশিকে রাহু যেন দূরবনে॥
অতি বড় বিধু[9] তার মুখে নাহি ধরে।
মনে হয় উগরিছে[10] যেন ক্রোধভরে॥
বরাহ-দশন-ছবি[11] অতি ভয়ঙ্কর।
তনু তার অতিশয় বিশাল পীবর[12]॥
অশ্ব-পদ-ধ্বনি শুনি ঘুরিয়া তখন।
কর্ণ তুলি চমকিত করে বিলোকন॥

নীলাদ্রি-শিখর[13] সম সুবিশাল অনুপম,
বরাহে করিয়া দরশন।
দ্রুতবেগে চলে হয়[14], নৃপ তাহে ঠিক রয়,
হাঁকে নাহি হয় নিবারণ॥১৬২॥

(১) শাস্ত্র (২) শ্রেষ্ঠ (৩) বৃহৎ জলাশয়বিশেষ (৪) বৃহৎ ও গভীর পুষ্করিণী (৫) তীর্থ (৬) যজ্ঞ (৭) প্রতাপশালী (৮) নিবিড় (৯) চন্দ্র (১০) উদগীরণ বা বমন করিতেছে (১১) বরাহের দশনের অর্থাৎ দন্তের ছবি বা শোভা (১২) স্থূল, মোটা (১৩) নীলবর্ণ পর্ব্বতের চূড়া (১৪) অশ্ব

মূল ।

আবত দেখি অধিক রব বাজী ।
চলা বরাহ মরুতগতি ভাজী[1] ॥
তুরত কীহ্ন নৃপ শর সন্ধানা ।
মহি মিলি গয়উ বিলোকত বানা ॥
তকি তকি তীর মহীশ[2] চলাবা ।
করি ছল সুয়র শরীর বচাবা ॥
প্রগটত দুরত যাই মৃগ ভাগা ।
রিস বশ ভূপ চলেউ সঁগ লাগা ॥
গয়েউ দূরী বন গহন বরাহূ ।
জহাঁ নহিঁ গজ বাজি নিবাহূ ॥
অতি অকেল[3] বন বিপুল কলেশূ ।
তদপি ন মৃগ-মগ[4] তজে নরেশূ ॥
কোল[5] বিলোকি ভূপ বড় ধীরা ।
ভাগি পৈঠু[6] গিরিগুহা গঁভীরা ॥
অগম দেখি নৃপ অতি পছিতাই ।
ফিরেউ মহাবন পরেউ ভুলাই ॥
দোহাঃ—
খেদ[7] খিন্ন[8] তৃষিত ক্ষুধিত,
রাজা বাজি সমেত ।
খোজত ব্যাকুল সরিত[9] সর[10],
জলবিনু ভয়উ অচেত ॥১৬৩॥
ফিরত বিপিন আশ্রম ইক দেখা ।
তহঁ বস নৃপতি কপট মুনিবেষা ॥
জাসু দেশ নৃপ লীহ্ন ছুড়াই ।
সমর সেন গয়উ পরাই ॥
সময় প্রতাপভানুকর জানী ।
আপন অতি অসময় অনুমানী ॥
গয়উ ন গৃহ মন বহুত গলানী ।
মিলা ন রাজহি নৃপ অভিমানী ॥

বঙ্গানুবাদ ।

বাজিকে[1] অধিক রবে[2] আসিতে দেখিয়া ।
মরুত-গতিতে[3] বরা[4] যায় পলাইয়া ॥
শরের সন্ধান নৃপ করেন ত্বরায় ।
দেখিয়া সে বাণ বরা মহী-মিলি-যায়[6] ॥
তাকি তাকি তীর নৃপ[5] করেন ক্ষেপণ ।
ছল করি বরা করে শরীর রক্ষণ ॥
দূর হ'তে দেখি মৃগ[7] করে পলায়ন ॥
ক্রোধবশে নৃপ[5] করে পশ্চাতে গমন ॥
সুদূর গহন বনে বরা[4] চলি যায় ।
গজ বাজি লয়ে কার্য্য না হয় যথায় ॥
অতি অসহায় বনে বিপুল কলেশ ।
মৃগানুসরণ তবু না ত্যজে নরেশ ॥
বড় ধীর নৃপতিকে বরাহ দেখিয়া ।
গভীর পর্ব্বত-গুহা প্রবেশিল গিয়া ॥
নৃপ[5] অতি দুঃখী, গুহা অগম্য দেখিয়া ।
ভ্রমেন গহন বনে পথ হারাইয়া ॥

পরিশ্রমে বিষাদিত, তৃষ্ণাতুর ক্ষুধান্বিত,
বাজি সহ হইল রাজন ।
ব্যাকুলিত অন্বেষণ, করে সর[8] নির্ঝরণ[9],
জল বিনা হয় অচেতন ॥১৬৩॥
আশ্রম দেখেন এক বনে ভ্রমি যথা ।
মুনি-বেশে এক নৃপ বাস করে তথা ॥
করিয়াছিলেন রাজ্য অধিকার যার ।
পলাইয়া গেল সেনা রণে যবে তার ॥
প্রতাপভানুর জানি অতি সুসময় ।
আপনার অনুমানি অতি কুসময় ॥
গৃহে নাহি গেল মনে বহুত গলানি[10] ।
মিলিল না রাজা[11] সনে নৃপ[12] অভিমানী ॥

(১) পলাইয়া (২) ভূপতি প্রতাপভানু (৩) একক, অসহায় (৪) মৃগের অর্থাৎ বরাহের মার্গ বা পথ (৫) বরাহ (৬) প্রবেশ করিল (৭) পরিশ্রম (৮) দুঃখিত (৯) নদী (১০) সরোবর।

(১) অশ্বকে (২) শব্দে (৩) মরুত অর্থাৎ বায়ুর ন্যায় গতিতে (৪) শূকর, বরাহ (৫) প্রতাপভানু রাজা (৬) অর্থাৎ ভূমিতে মিলিয়া বা সংলগ্ন হইয়া বাণের আঘাত হইতে নিজ শরীরকে রক্ষা করে (৭) পশু অর্থাৎ বরাহ (৮) সরোবর (৯) ঝরণা বা নদী (১০) গ্লানি, দুঃখ (১১) অর্থাৎ প্রতাপভানু (১২) অর্থাৎ মুনিবেশধারী সেই রাজা।

মূল।

রিসি উর ভারি রহ জিমি রাজা।
বিপিন বসৈ তাপসকে সাজা॥
তাসু সমীপ গমন নৃপ কীহ্না।
য়হ প্রতাপরবি[১] তেইঁ তব চীহ্না॥
রাউ তৃষিত নহিঁ সো পহিচানা[২]।
দেখি সুবেষ মহামুনি জানা॥
উতরি তুরঁগতে[৩] কীহ্ন প্রণামা।
পরম চতুর ন কহেউ নিজনামা॥

দোহা :—
ভূপতি তৃষিত বিলোকি তেইঁ,
সরবর দীহ্ন দিখাই।
মজ্জনপান সমেত হয়,
কীহ্ন নৃপতি হরষাই[৪]॥১৬৪॥

গৈ শ্রম সকল সুখী নৃপ ভয়উ।
নিজ আশ্রম তাপস লৈ গয়উ॥
আসন দীহ্ন অস্ত রবি জানী।
পুনি তাপস বোলা মৃদুবাণী॥
কো তুম কস বন ফিরহু অকেলে[৫]।
সুন্দর যুবা জীবপর[৬] হেলে[৭]॥
চক্রবর্ত্তিকে লক্ষণ তোরে।
দেখত দয়া লাগি অতি মোরে॥
নাম প্রতাপভানু অবনীশা।
তাসু সচিব মৈঁ সুনহু মুনীশা॥
ফিরত অহেরহি[৮] পরেউঁ ভুলাই।
বড়ে ভাগ্য দেখেউঁ পদ আই॥
হমকহঁ দুর্লভ দরশ[৯] তুম্হারা।
জানত হোঁ কছু ভল হোনহারা[১০]॥
কহ মুনি তাত ভয়উ অঁধিয়ারা[১১]।
যোজন সত্তর নগর তুম্হারা॥

(১) প্রতাপভানু রাজা (২) চিনিতে পারা (৩) অশ্ব হইতে (৪) হর্ষিত হইয়া (৫) একাকী (৬) জীবনকে (৭) হেলা করিয়া অগ্রাহ্য করিয়া (৮) মৃগয়া বা শীকার করণোদ্দেশে (৯) দর্শন (১০) হইবার সম্ভব (১১) অন্ধকার।

বঙ্গানুবাদ।

হৃদয়ে ঈর্ষা ভারি কিন্তু রঙ্ক[১] যেন।
বিপিনে বসতি করে মুনিবেশে হেন॥
তাহার সমীপে নৃপ করিলে গমন।
প্রতাপভানুকে সেহ চিনিল তখন॥
তৃষিত নৃপতি নারে তারে চিনিবারে।
দেখিয়া সুবেশ মহামুনি জ্ঞান করে॥
উতরিয়া[২] অশ্ব হ'তে করেন প্রণাম।
পরম চতুর নাহি কহে নিজ নাম॥

ভূপতিকে[৩] তৃষ্ণাতুর, বিলোকিয়া সে চতুর,
সরোবর দিল দেখাইয়া।
করেন মজ্জনপান, বাজি[৩] সহ সাবধান,
নরপতি হর্ষিত হইয়া॥১৬৪॥

গেল শ্রম সব, নৃপ অতি সুখীমন।
তাপস লইয়া চলে আশ্রমে আপন॥
রবি অস্ত জানি দিল বসিতে আসন।
পুনশ্চ তাপস বলে সুমৃদু বচন॥
কে তুমি কি হেতু ভ্রম একাকী কাননে।
সুন্দর যুবক হেলা করিয়া জীবনে॥
চক্রবর্ত্তী-সুলক্ষণ[৪] সকল তোমার।
দেখি দয়া লাগে মনে অতীব আমার॥
পরতাপভানু[৫] নাম যিনি অবনীশ।
তাঁহার সচিব আমি শুনহ মুনীশ॥
মৃগয়া করিতে আসি ভ্রমেতে পড়িয়া।
বড় ভাগ্যে দেখিলাম চরণ আসিয়া॥
মোদের দুর্লভ দরশন আপনার।
জানিতেছি ভাল কিছু হইবে আমার॥
মুনি কহে তাত! হইয়াছে অন্ধকার।
সত্তরযোজন দূর নগর তোমার॥

(১) দীন, দরিদ্র (২) অবতরণ করিয়া, নামিয়া (৩) অশ্ব (৪) চক্রবর্ত্তী অর্থাৎ একছত্রী রাজার শুভলক্ষণ সকল (৫) প্রতাপভানু

মূল।

দোহা :—নিশা ঘোর গংভীরবন,
পন্থ ন সুঝ[১] সুজান।
বসহু আজু অস জানি তুম,
জায়হু হোত বিহান ॥১৬৫॥
তুলসি জস ভবিতব্যতা[২],
তৈসিহি মিলৈ সহায়।
আপু ন আবৈ তাহিপহঁ,
তাহি তহাঁ লৈ জায় ॥১৬॥
ভলেহি নাথ আয়সু ধরি সীশা।
বাঁধি তুরঁগ তরু বৈঠ মহীশা ॥
নৃপ সবভাঁতি প্রশংসেউ তাহী।
চরণ বন্দ্য নিজ ভাগ্য সরাহী[৩] ॥
পুনি বোলে মৃদুগিরা সুহাই।
জানি পিতা প্রভু করোঁ ঢিঠাই[৪] ॥
মোহিঁ মুনীশ সুত সেবক জানী।
নাথ নাম নিজ কহহু বখানী ॥
তেহি ন জান নৃপ নৃপহি সো জানা।
ভূপ সুহৃদয় সো কপট সয়ানা ॥
বৈরি পুনি ক্ষত্রিয় পুনি রাজা।
ছল বল কীন্হ চহৈ নিজ কাজা ॥
সমুঝি রাজ্যসুখ দুখিত অরাতী[৫]।
অবা[৬]অনল ইব জরে সুচ্ছাতী ॥
সরল বচন নৃপকে সুনি কানা।
বৈর সঁভারি[৭] হৃদয় হরষানা ॥
দোহা :—
কপট বোরি[৮] বাণী মৃদুল,
বোলেউ যুক্তি সমেত।
নাম হমার ভিখারি অব,
নিরধন রহিত নিকেত ॥১৬৭॥
কহ নৃপ জে বিজ্ঞান-নিধানা।
তুম সারিখে[৯] গলিত[১০] অভিমানা ॥

(১) বুঝিতে পারা অর্থাৎ চিনিতে পারা (২) ভাবী (৩) প্রশংসা করিলেন (৪) শিশুপণা, আবদার (৫) শত্রু (৬) অলন্ত, প্রকাণ্ড (৭) সাধন করিয়া (৮) রঞ্জিত করিয়া (৯) সদৃশ (১০) চ্যুত, বিগত।

বঙ্গানুবাদ।

ঘোর নিশা আগমন, অতীব গম্ভীরবন,
সুবিজ্ঞ না হবে পথ জ্ঞান।
ইহা বুঝি নিজমনে, রহ অদ্য এ ভবনে,
যাবে যবে হইবে বিহান[১] ॥
তুলসি! কপালে যাহা, আছে লেখা হয় তাহা,
সেইরূপ মিলয়ে সহায়[২]।
সহায় নাহিক আসে সাহায্য প্রার্থীর পাশে
নিজ পাশে তারে লয়ে যায় ॥১৬৬॥
'ভাল নাথ!' কহি শিরে ধরিয়া আদেশ।
তরুতলে অশ্ব বাঁধি বসেন নরেশ[৩] ॥
নৃপ[৩] সর্ব্বরূপে করে প্রশংসা তাহার।
পদ বন্দি মানে বড় ভাগ্য আপনার ॥
পুনশ্চ বলেন মৃদু সুমধুর বাণী।
শিশুপণা করি প্রভো পিতা বলি জানি ॥
মুনীশ! আমাকে সুত সুসেবক জানি।
বল নাথ! নিজ নাম বিস্তারি বাখানি ॥
সে জানে নৃপকে নৃপ[৩] তারে না জানিল।
ভূপ[৩] সুহৃদয়, সেই চতুর কুটিল ॥
ক্ষত্রিয় পুনশ্চ বৈরি রাজা পুন তাহে।
ছল বলে নিজ কাজ করিবারে চাহে ॥
রাজ্য-সুখ বুঝি রিপু দুঃখী অতিশয়।
জ্বলন্ত অনলে যেন দহিছে হৃদয় ॥
শুনি নৃপতির[৩] সেই সরল বচন।
শত্রুতা সাধন করি সেহ হৃষ্ট মন ॥

কপটে রঞ্জিত করি, বলে বাক্য মৃদু ভারি,
অতিশয় যুক্তির সহিত।
ভিখারী আমার নাম, বনে থাকি অবিরাম
নিরধন[৪] নিকেত[৫] রহিত ॥১৬৭॥
কহে নৃপ[৩] যেই জন বিজ্ঞান-নিধান।
তোমার সদৃশ তার চ্যুত অভিমান ॥

(১) প্রাতঃকাল (২) সাহায্য বা আনুকূল্যকারী (৩) অর্থাৎ প্রতাপভানু রাজা (৪) নির্ধন, ধনহীন (৫) গৃহ।

মূল।

সদা অপন পৈ-রহহিঁ[১] দুরায়েং[২]।
সব বিধি কুশল কুভেষ বনায়ে ॥
তেহিতে কহহিঁ সন্ত শ্রুতি টেরে[৩]।
পরম অকিঞ্চন প্রিয় হরিকেরে ॥
তুম সম অধন ভিখারী[৪] অগেহা।
হোত বিরঞ্চি শিবহি সন্দেহা ॥
যোসি সোসি তব চরণ নমামী।
মোপর কৃপা করিয় অব স্বামী ॥
সহজ প্রীতি ভূপতিকী দেখী।
আপ বিষে বিশ্বাস বিশেষী ॥
সব প্রকার রাজহিঁ অপনাই।
বোলেউ অধিক সনেহ জনাই ॥
সুন সতিভাব[৫] কহোঁ মহিপালা।
য়হাঁ বসত বীতে বহুকালা ॥

দোহাঃ— অব লগি মোহিঁ ন মিলেউ কোউ,
মৈঁ ন জনায়উ কাহু।
লোক-মান্যতা অনল সম
করি তপ-কানন দাহু ॥১৬৮॥

সোং
তুলসী দেখি সুবেষ,
ভূলৈঁ মূঢ় ন চতুর নর।
সুন্দর কেকী[৬]পেখ[৭],
বচন সুধা সম অশন[৮] অহি ॥২৪॥

তাতে গুপ্ত রহোঁ জগ মাহীঁ।
হরি তজি কিমপি প্রয়োজন নাহীঁ ॥
প্রভু জানত সব বিনহিঁ জনায়ে।
কহহু কবন সিধি লোক রিঝায়ে[৯] ॥
তুম শুচি সুমতি পরম প্রিয় মোরে।
প্রীতি প্রতীতি মোহিঁপর তোরে ॥
অব জো তাত দুরাবোঁ[১০] তোহীঁ।
দারুণ দোষ বঢ়ৈ অতি মোহীঁ :

(১) অনুচরকে (২) গোপন করিয়া (৩) সঙ্কেতে (৪) ভিখারী, ভিক্ষুক (৫) সাধুভাবে, সরলভাবে (৬) ময়ূর (৭) পক্ষ, পুচ্ছ (৮) খাদ্য (৯) সন্তুষ্ট করণে (১০) গোপন করিব, বঞ্চনা করিব।

বঙ্গানুবাদ।

নিজানুচরেও সদা করিয়া গোপন।
সর্ব্বরূপে শুভকর কুবেশ ধারণ ॥
সঙ্কেতে কহেন শ্রুতি সাধু সে কারণ।
হরির পরম প্রিয় সদা অকিঞ্চন[১]।
তব সম নিরধন ভিখারী অগেহ[২] ॥
হন কিনা ধাতা শিব তাহাতে সন্দেহ ॥
যে হও সে হও তব চরণে প্রণতি।
এখন করহ স্বামী কৃপা মোর প্রতি।
দেখে সেহ ভূপতির[৩] স্বাভাবিক প্রীতি ॥
বিশেষতঃ নিজ বিষে অতীব প্রতীতি[৪] ॥
সকল প্রকারে নৃপে[৩] আপন করিয়া।
বলে সেহ অতিশয় স্নেহ জানাইয়া ॥
সাধুভাবে কহি আমি শুন মহিপাল[৩]।
এখানে বসিয়া মম গত বহুকাল।

এ পর্য্যন্ত মোর কাছে, কেহ নাহি আসিয়াছে
বিদিত না করি কোন জনে।
লোকেদের সুসম্মান, অগ্নিসম করি জ্ঞান,
দগ্ধ করে তপস্যা-কাননে[৫] ॥১৬৮॥

তুলসি! বিচার কর, দেখিলে সুবেশ নর,
ভুলে মূঢ়, নহে সুচতুর।
সুন্দর যদিও হয়, ময়ূরের পক্ষচয়
অহি[৬] খাদ্য বচন মধুর ॥

বিশ্বমাঝে গুপ্ত রহি আমি সে কারণ।
হরি তজি কিছুতেই নাহি প্রয়োজন ॥
বিনা বিজ্ঞাপনে প্রভু জানেন সকল।
লোকের সন্তোষে সিদ্ধি কবে হবে বল ॥
তুমি শুচি প্রিয় তব পরম সুমতি।
তোমার প্রতীতি[৩] প্রীতি মোর প্রতি অতি।
এবে যদি করি তাত! তোমায় গোপন।
হইবে দারুণ দোষ মোতে[৭] বরধন[৮] ॥

(১) দরিদ্র, ধনহীন (২) গৃহ বিহীন (৩) অর্থাৎ প্রতাপভানু রাজা (৪) বিশ্বাস (৫) তপস্যারূপ কাননকে (৬) সর্প (৭) আমাতে (৮) বর্দ্ধন।

মূল।

জিমি জিমি তাপস কথৈ উদাসা।
তিমি তিমি নৃপহি হোই বিশ্বাসা॥
দেখা স্ববশ কর্ম্ম-মন-বাণী[১]।
তব বোলা তাপস বক ধ্যানী॥
নাম হমার একতনু ভাই।
সুনি নৃপ বোলেউ পদ শির নাই॥
কহহু নামকর অর্থ বখানী।
মোহিঁ সেবক অতি আপন জানী॥

দোহা :—
আদি সৃষ্টি উপজী[২] জবৈ,
তব উৎপত্তি ভই মোরী।
নাম একতনু হেতু ত্যহি,
দেহ ন ধরী বহোরি॥১৬৯॥

জনি আশ্চর্য্য করহু মনমাহীঁ।
সুত তপতে দুর্লভ কচ্ছু নাহীঁ॥
তপবলতে জগ সৃজৈ বিধাতা।
তপবল বিষ্ণু ভয়ে পরিত্রাতা॥
তপবল শম্ভু করহিঁ সংহারা।
তপবল শেষ ধরৈ মহীভারা॥
তপ অধার সব সৃষ্টি ভুয়ারা[৩]।
তপতে অগম ন কচ্ছু সংসারা॥
ভয়েউ নৃপতি শুনি অতি অনুরাগা।
কথা পুরাতন কহৈ সো লাগা॥
কর্ম্ম ধর্ম্ম ইতিহাস অনেকা।
করৈ নিরূপণ বিরতি বিবেকা॥
উদ্ভব পালন প্রলয় কহানী।
কহেসি অমিত আশ্চর্য্য বখানী॥
সুনি মহীশ তাপসবশ ভয়েউ।
আপন নাম কহন তব লয়েউ॥
কহ তাপস নৃপ জানৌঁ তোহীঁ।
কীন্হেউ কপট লাগু ভল মোহীঁ॥

(১) কায়মনোবাক্যে (২) উপজিল, উদ্ভব হইল (৩) অসার, মিথ্যা।

বঙ্গানুবাদ।

যত যত কহে মুনি[১] বচন উদাস[২]।
তত তত নৃপমনে[৩] হইল বিশ্বাস॥
দেখি কায়-মনো-বাক্যে অধীন আপন।
ধ্যানী বক সম মুনি[১] বলিল তখন॥
'একতনু' নাম মম করিয়াছি স্থির।
শুনি নৃপ বলে পদে নত করি শির॥
বলহ নামের অর্থ বাখানি এখন।
আমায় সেবক অতি জানিয়া আপন॥

প্রথমেতে সিরজন[৪], যবে হয় জীবগণ
মম জন্ম হইল তখন।
একতনু নাম হয়, সে কারণ মহাশয়,
পুন দেহ না করি ধারণ॥১৬৯॥

মনে না গণিহ ইহা বলি অদ্ভুত।
তপস্যাতে সুদুর্লভ কিছু নহে সুত॥
তপোবলে সৃজিলেন জগত বিধাতা।
তপোবলে হইলেন বিষ্ণু পরিত্রাতা॥
তপস্যার বলে শিব করেন সংহার।
তপোবলে ধরে শেষ[৫] গুরু মহিভার॥
অসার সকল সৃষ্টি, তপস্যা-আধারে।
তপেতে দুর্লভ নহে কিছুই সংসারে॥
শুনি অতি অনুরাগ নৃপের হইল।
পুরাতন কথা সেহ কহিতে লাগিল॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম ইতিহাস কহিল অনেক।
করে পুন নিরূপণ বিরতি বিবেক॥
উদ্ভব পালন লয় প্রসঙ্গে কাহিনী।
অমিত আশ্চর্য্য অতি কহিল বাখানী॥
শুনি মহীপতি[৬] বশ মুনির হইল।
আপনার নাম তবে কহিতে লাগিল॥
কহে মুনি জানি নৃপ আমিহ তোমায়।
করিলে কপট, ভাল লাগিল আমায়॥

(১) অর্থাৎ মুনিবেশধারী রাজা (২) বিরাগী (৩) অর্থাৎ প্রতাপভানু রাজার মনে (৪) সৃজন (৫) অনন্ত নাগ (৬) প্রতাপভানু।

মূল।

সোং— সুনু মহীশ অস নীতি,
জহঁ তহঁ নাম ন কহহিঁ নৃপ।
মোহিঁ তোহিঁপর অতি প্রীতি,
পরম চতুরতা নিরখি তব ॥২৫॥
নাম তুম্হার প্রতাপ-দিনেশা[১]।
সত্যকেতু তব পিতা নরেশা ॥
গুরুপ্রসাদ সব জানোঁ রাজা।
কহোঁ ন আপন জানি অকাজা ॥
দেখি তাত তব সহজ সুধাই[২]।
প্রীতি প্রতীতি নীতি নিপুণাই ॥
উপজিপরী মমতা মন মোরে।
কহেউঁ কথা নিজ[৩] বুঝে তোরে ॥
অব প্রসন্ন মৈঁ সংশয় নাহীঁ।
মাঁগু জো ভূপ ভাব মনমাহীঁ ॥
শুনি সুবচন ভূপতি হরষাণা।
গহি পদ বিনয কীন্থ বিধিনানা ॥
কৃপাসিন্ধু মুনি দরশন তোরে।
চারি পদারথ করতল মোরে ॥
প্রভুহি তথাপি প্রসন্ন বিলোকী।
মাঁগি অগম বর হোউঁ বিশোকী[৪] ॥
দোহা :—
জরা মরণ দুখ রহিত তনু,
সমর ন জীতৈ কোউ।
একচ্ছত্র রিপুহীন মহি,
রাজ্য কল্পশত হোউ ॥১৭০॥
কহ তাপস নৃপ ঐসহি হোউ।
কারণ এক কঠিণ সুন সোউ ॥
কালৌ তব পদ নাইহি শীশা।
এক বিপ্রকুল ছাঁড়ি মহীশা ॥
তপবল বিপ্র সদা বরিয়ারা[৫]।
তিনকে কোপ ন কোউ রখবারা[৬]।

(১) প্রতাপভানু (দিনেশ—ভানু, সূর্য্য) (২) মধুরতা, মাধুর্য্য (৩) আপনার অর্থাৎ বন্ধু (৪) শোকমুক্ত (৫) গরীয়ান (৬) রক্ষাকর্ত্তা।

বঙ্গানুবাদ।

শুন নৃপ নীতি-কথা, নিজনাম যথা তথা,
নৃপ না কহিবে প্রকাশিয়া।
আমার তোমার প্রতি, হইয়াছে প্রীতি অতি,
তব চতুরতা নিরখিয়া ॥২৫॥
জানি আমি তব নাম প্রতাপ-দিনেশ[১]।
তব পিতা সত্যকেতু বিখ্যাত নরেশ ॥
গুরুর প্রসাদে রাজা জানি সমুচ্চয়[২]।
নাহি কহি জানি নিজ ক্ষতি অতিশয় ॥
দেখি তাত! তব স্বাভাবিক মধুরতা।
প্রতীতি সুনীতি প্রীতি আর নিপুণতা ॥
জন্মিয়াছে মোর অতি মমতা হিয়ায়।
কহিলাম কথা, বন্ধু বুঝিয়া তোমায় ॥
এখন প্রসন্ন আমি নাহিক সংশয়।
যাচ ভূপ যাহা তব মনোভাব হয় ॥
শুনিয়া বচন, ভূপ হরষিত হয়।
পদেধরি নানাবিধ করিল বিনয় ॥
কৃপাসিন্ধো তব দরশনে যথারথ[৩]।
করতলগত মোর চারি পদারথ[৪] ॥
তথাপি প্রভুকে করি প্রসন্ন দর্শন।
যাচিয়া দুর্লভ বর হব সুখীমন ॥

জরা ও মরণ বিনা, যাতে কায়া দুঃখহীনা,
রণে কেহ নারে জিনিবারে।
একছত্র[৫] বিনা অরি, কল্পশত মহিপরি,
পারি যেন রাজ্য করিবারে ॥১৭০॥
মুনি কহে হবে তাহা যাচিয়াছ যাহা।
কারণ কঠিন কিন্তু শুন এবে তাহা ॥
কালো সদা তবপদে করিবে প্রণতি।
একমাত্র বিপ্রকুল তজি মহিপতি ॥
সদা গরিয়ান বিপ্র তপস্যার বলে।
কেহ না রাখিতে পারে তাঁর কোপানলে ॥

(১) প্রতাপভানু (২) সমুদায় (৩) যথার্থ (৪) পদার্থ (৫) সার্ব্বভৌম অর্থাৎ সসাগরা ধরার অধীশ্বর।

মূল ।

জো বিপ্রন বশ করহু নরেশা ।
তৌ তববশ বিধি-বিষ্ণু-মহেশা ॥
চল ন ব্রহ্মকুলসে বরিয়াই[১] ।
সত্য কহোঁ দোউ ভুজা উঠাই ॥
বিপ্রশাপ বিনু সুনু মহিপালা ।
তোর নাশ নহিঁ কবনিহুঁ কালা ॥
হরষেউ রাউ বচন সুনি তাসূ ।
নাথ ন হোই মোর অব নাসূ ॥
তব প্রসাদ প্রভু কৃপানিধানা ।
মোকহঁ সর্ব্বকাল কল্যাণা ॥

দোহা :—

এবমস্তু কহি কপট মুনি,
বোলা কুটিল বহোরি ।
মিলন হমার ভুয়াল[২] জনি[৩],
কহহু তো মোরি ন খোরী[৪] ॥১৭১॥

তাতে মৈঁ তোহিঁ বরজোঁ[৫] রাজা ।
কহে কথা তব পরম অকাজা ॥
চ্ছটেঁ[৬] শ্রবণ[৭] য়হ পরত কহানী ।
নাশ তুম্হার সত্য মমবাণী ॥
অহ প্রকটে অথবা দ্বিজশাপা ।
নাশ তোব সুনু ভানুপ্রতাপা ॥
আন উপায় নিধন তব নাহীঁ ।
জো হরিহর কোপহিঁ মনমাহীঁ ॥
সত্য নাথ পদগহি নৃপ ভাষা[৮] ।
দ্বিজগুরুকোপ কহহু কো রাখা ॥
রাখৈ গুরু জো কোপ বিধাতা ।
গুরুবিরোধ নহিঁ কোউ জগ ত্রাতা ॥
জো ন চলব হম কহে[৯] তুম্হারে ।
হোই নাশ নহিঁ শোচ হমারে ॥
একহি ডর ডরপত মন মোরা ।
প্রভু মহিদেবশাপ[১০] অতি ঘোরা ॥

(১) শ্রেষ্ঠত্ব, শ্রেয়ঃ (২) ভূপাল, রাজা (৩) নিষেধ সূচক, না (৪) দোষ (৫) বর্জ্জন করিব পরিত্যাগ করিব (৬) ষষ্ঠ (৭) কর্ণে (৮) বলিলেন (৯) কথাতে (১০) ব্রাহ্মণের অভিশাপ ।

বঙ্গানুবাদ ।

যদ্যপি বিপ্রকে বশ করহ নরেশ ।
তবে তব বশ বিষ্ণু বিধাতা মহেশ ॥
ব্রহ্মকুল হ'তে শ্রেয়ঃ[১] না যাবে চলিয়া ।
কহিলাম সত্য ইহা দুবাহু তুলিয়া ॥
ব্রাহ্মণের শাপ বিনা শুন মহিপাল ।
তোমার বিনাশ নাহি হবে কোন কাল ॥
হরষিত রাজা শুনি বচন তাহার ।
তা হলে বিনাশ মম না হবে আমার ॥
তোমার প্রসাদে প্রভো কৃপার নিধান ।
হইবে আমার সর্ব্বসময়ে কল্যাণ ॥

'এবমস্তু' কহে শুনি, কপট করিয়া মুনি
কুটিলবচন পুন বলে ।
মিলন আমার সহ, নৃপতি যদ্যপি কহ,
নাহি দোষ আমার তাহলে ॥১৭১॥

তাহলে তোমাকে রাজা করিব বর্জ্জন ।
হইবে অকাজ তব কহিলে বচন ॥
ষষ্ঠকর্ণে এ সম্বাদ পড়িলে রাজন ।
হবে তব নাশ, সত্য আমার বচন ॥
দ্বিজশাপে কিম্বা ইহা করিলে প্রকাশ ।
শুনহ প্রতাপভানু তোমার বিনাশ ॥
অপর উপায়ে তব না হবে নিধন ।
হরিহর হইলেও অতি ক্রুদ্ধমন ।
সত্য নাথ ! কহি নৃপ[২] মুনি-পদ[৩] ধরে ।
দ্বিজ-গুরু-কোপে বল কেবা রক্ষা করে ॥
রাখিবেন গুরু, যবে কুপিত বিধাতা ।
গুরুর বিরোধে নাহি কেহ বিশ্বে ত্রাতা ॥
যদি নাহি চলি আমি তোমার কথায় ।
হউক বিনাশ নাহি শোক মম তায় ॥
একমাত্র ভয়ে ভীত হয় মন মোর ।
ব্রাহ্মণের শাপ প্রভো জানি অতি ঘোর ॥

(১) শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব (২) প্রতাপভানু (৩) কপট মুনিবেশধারী রাজার চরণ ।

মূল।

দোহা :—

হোহিঁ বিপ্র বশ কবন বিধি,
কহহু কৃপাকরি সোউ।
তুম তজি দীনদয়ালু নিজ,
হিতূ[১] ন দেখোঁ কোউ ॥১৭২॥

সুনু নৃপ বিবিধ যতন জগমাহীঁ।
কষ্টসাধ্য পুনি হোহিঁ কি নাহীঁ ॥
অহৈ এক অতি সুগম উপাই।
তহাঁ পরন্তু এক কঠিনাই ॥
মম অধীন যুক্তি নৃপ সোই।
মোর জাব[২] তব নগর ন হোই ॥
আজু লগে অরু জবতে ভয়উঁ।
কাহুকে গৃহ গ্রাম ন গয়উঁ ॥
জো ন জাব তৌ হোই অকাজূ।
বনা আই[৩] অসমঞ্জস আজূ ॥
সুনি মহীপ বোলে মৃদুবাণী।
নাথ নিগম অস নীতি বখানী ॥
বড়ে[৪] সনেহ লঘুনপর করহীঁ।
গিরি নিজ শিরন সদা তৃণ ধরহীঁ ॥
জলধি অগাধ মৌলি[৫] বহ ফেনূ।
সন্তত ধরণি ধরত শির রেনূ[৬] ॥

দোহা :—

অস কহি গহে নরেশ পদ,
স্বামী হোউ কৃপালু।
মোহিঁলগি দুখ সহিয় প্রভু,
সজ্জন দীনদয়ালু ॥১৭৩॥

জানি নৃপহিঁ আপন অধীনা।
বোলা তাপস কপট প্রবীণা ॥
সত্য কহোঁ ভূপতি সুনু তোহীঁ ॥
জগমহঁ নাহিঁ দুর্লভ কচ্ছু মোহীঁ ॥

(১) বন্ধু (২) গমন (৩) সৃজিত হইয়া আসিল অর্থাৎ উদ্ভব হইল (৪) জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি (৫) শিরে, মস্তকে (৬) ধূলি।

বঙ্গানুবাদ।

হইবেন বিপ্রগণ, কিরূপে প্রসন্ন-মন,
কহ করি কৃপা বিতরণ।
তোমা বিনা এ সময়, আপনার[১] কৃপালয়,
বন্ধু নাহি দেখি কোনজন ॥১৭২॥

বিশ্বমধ্যে নানারূপ চেষ্টা আছে শুন।
সিদ্ধ হয় কি না তাহা কষ্টসাধ্য পুন ॥
আছে এক অতিশয় সুগম[২] উপায়।
এক কঠিনতা কিন্তু আছয়ে তাহায় ॥
সে উপায় মমাধীন কিন্তু হে রাজন।
তোমার নগরে কিন্তু-না হবে গমন ॥
অদ্যাবধি যতদিন জনম আমার।
গমন না করি গ্রামে ভবনে কাহার ॥
যদি নাহি যাই তবে হইবে অকাজ।
সমঞ্জস[৩] নাহি হয় তাহা মম আজ ॥
শুনিয়া মহীপ[৪] বলে অতি মৃদুবাণী।
নাথ! এই নীতি কহে নিগম বাখানী ॥
বড়[৫] লঘুপরে[৬] সদা অতি স্নেহ করে।
তাহে গিরি নিজশিরে সদা তৃণ ধরে ॥
অগাধ জলধি সদা ফেণা শিরে বহে।
ধরণি সতত ধুলি শিরে ধরি রহে ॥

এইরূপ উক্তি করি, নরেশ চরণে ধরি,
কহে স্বামি! হও কৃপাবান।
এক্ষণে আমার লাগি, হও প্রভু দুঃখভাগী,
সাধু তুমি দীনে দয়াবান ॥১৭৩॥

জানিয়া নৃপকে তবে আপন অধীন।
বলিল তাপস[৭] অতি কপট প্রবীণ ॥
শুনহ ভূপতি সত্য কহিব এবার।
বিশ্বমাঝে নাহি কিছুদুর্লভ আমার ॥

(১) নিজের (২) সুলভ, সহজ (৩) উচিত, ন্যায় (৪) প্রতাপভানু রাজা (৫) জ্যেষ্ঠ বস্তু বা ব্যক্তি (৬) লঘু অর্থাৎ ক্ষুদ্র বস্তু বা ব্যক্তির উপরে বা প্রতি (৭) কপট তাপসবেশধারী রাজা।

মূল।

অবশি কাজ মৈঁ করিহোঁ তোরা।
মনক্রমবচন ভক্ত তৈঁ মোরা ॥
যোগ যুক্তি তপ মন্ত্র প্রভাউ।
ফলৈ তবহিঁ জব করিয় দুরাউ[১] ॥
জো নরেশ মৈঁ করউঁ রসোই[২]।
তুম পরসহু[৩] মোহিঁ জান ন কোই ॥
অন্ন সো জোই জোই ভোজন করই।
সোই সোই তব আয়সু অনুসরই ॥
পুনি তিনকে গৃহ জেবৈঁ[৪] জোই।
তব বশ হোয় ভূপ সুনু সোই ॥
জাই উপায় রচহু নৃপ যেহু।
সম্বত ভরি সঙ্কল্প করেহু ॥

দোহা :—নিত নূতন দ্বিজ সহস-শত[৫],
বরেহু[৬] সহিত পরিবার।
মৈঁ তুমহরে সঙ্কল্প লগি,
দিনহিঁ করব জেবনার ॥১৭৪॥

ইহি বিধি ভূপ কষ্ট অতি থোরে।
হোইহহিঁ সকল বিপ্র বশ তোরে ॥
করিহহিঁ বিপ্র হোম মখ[৭] সেবা।
তেহি প্রসঙ্গ[৮] সহজহিঁ বশ দেবা ॥
ঔর এক তোহিঁ কহোঁ লখাউ[৯]।
মৈঁ যহি ভেষ[১০] ন আউব কাউ ॥
তুমহরে উপরোহিতকহঁ[১১] রায়া।
হরি আনব মৈঁ করি নিজ মায়া ॥
তপবল তেহি করি আপু সমানা।
রাখিহোঁ ইহাঁ বর্ষ পরমানা[১২] ॥
মৈঁ ধরি তাসু বেষ[১৩] সুনু রাজা।
সব বিধি তোর সঁবারব[১৪] কাজা ॥
গৈ নিশি বহুত শয়ন অব কীজৈ।
মোহিঁ তোহিঁ ভূপ ভেট[১৫] দিন তীজৈ[১৬] ॥

(১) গোপন (২) রন্ধন (৩) পরিবেষণ করিবে (৪) খাইবে, ভোজন করিবে (৫) [illegible] (৬) বরণ করিবে অর্থাৎ সসম্মান নিমন্ত্রণ করিবে (৭) যজ্ঞ (৮) কারণ (৯) [illegible] সঙ্কেত (১০) বেশ (১১) পুরোহিতকে (১২) পরিমাণ (১৩) বেশ (১৪) সমাধা করিব (১৫) সাক্ষাৎ (১৬) তিন।

বঙ্গানুবাদ।

অবশ্য করিব আমি কর্ম্ম তোমার।
কায়মনোবাক্যে তুমি ভকত আমার ॥
যোগ-যুক্তি-তপ-মন্ত্র-প্রভাব শোভন।
ফলিবে তখন যবে করিবে গোপন ॥
যদ্যপি নরেশ আমি করি সুরন্ধন।
মোরে গুপ্ত রাখি কর সুপরিবেষণ ॥
সেই অন্ন যে যে জন করিবে ভোজন।
সে সে জন তব আজ্ঞা করিবে পালন ॥
পুনশ্চ তাহার গৃহে যে জন খাইবে।
শুন ভূপ সেহ তব অধীন হইবে ॥
নৃপ তুমি গিয়া এই সদুপায় কর।
সংকল্প করিয়া ভরি একটি বৎসর ॥

নব নব প্রতিদিনে কর লক্ষ দ্বিজগণে,
পরিবার সহিতে বরণ[১]।
আমিহ করিব তব, পূরণ[২] সংকল্প সব,
প্রতিদিন করাব ভোজন ॥১৭৪॥

অতি অল্প কষ্ট করি এরূপে রাজন।
হইবে তোমার বশ সকল ব্রাহ্মণ ॥
করেন ব্রাহ্মণ যাগ যজ্ঞ আচরণ।
সে কারণ সহজেই বশ দেবগণ ॥
তোমায় অপর এক কহিব লক্ষণ[৩]
আমি এই বেশে নাহি যাব কদাচন।
তব পুরোহিতে তবে শুনহ রাজন।
প্রকাশিয়া মায়া নিজ করিব হরণ ॥
তপোবলে করি তারে[৪] আপন সমান।
রাখিব এখানে আমি বর্ষ পরিমাণ ॥
তার বেশ ধরি আমি শুনহ রাজন।
সর্ব্বরূপে তব কার্য্য করিব সাধন ॥
হইল অধিক রাত্রি করহ শয়ন।
তিন দিনে তব সঙ্গে হইবে মিলন ॥

(১) সসম্মান নিমন্ত্রণ (২) পূর্ণ, সফল (৩) সঙ্কেত (৪) অর্থাৎ পুরোহিতকে।

মূল।

মৈঁ তপবল তোহি তুরঙ্গ সমেতা।
পহুঁচৈহৌঁ সোবতহিঁ[১] নিকেতা॥

দোহা ঃ—মৈঁ আউব সোই বেষধরি,
পহিচানেহু[২] তব মোহিঁ।
জব একান্ত[৩] বুলাই সব,
কথা সুনাউঁ তোহিঁ॥১৭৫॥

শয়ন কীহ্ন নৃপ আয়সু মানী।
আসন জাই বৈঠ ছছলজ্ঞানী॥
অমিত ভূপনিদ্রা অতি আই।
সো কিমি সোব[৪] শোচ অধিকাই॥
কালকেতু নিশিচর তহঁ আবা।
জেহি শূকর হোই নৃপহি ভুলাবা॥
পরম মিত্র তাপস নৃপকেরা।
জানৈ সো অতি কপট ঘনেরা[৫]॥
তেহিকে শত সুত অরু দশ ভাই।
খল অতি অজয় দেবদুখ দাই॥
প্রথমহিঁ ভূপ সমর সব মারে।
বিপ্র সন্ত সুর দেখি দুখারে[৬]॥
তেহি খল পাছিল বৈর সঁভারা।
তাপস নৃপ মিলি মন্ত্র বিচারা॥
জেহি রিপুক্ষয় সোই রচেসি উপাউ।
ভাবীবশ ন জান কছু রাউ॥

দোহা ঃ—রিপু তেজসী অকেল[৭] অতি,
লঘুকরি গণিয় ন তাহু।
অজহুঁ দেত দুখ রবি শশিহিঁ,
শির-অবশেষিত[৮] রাহু॥১৭৬॥

তাপস-নৃপ[৯] নিজ সখহিঁ নিহারী।
হরষি মিলেউ উঠি ভয়উ সুখারী॥
মিত্রহি কহি সব কথা সুনাই।
যাতুধান বোলা সুখ পাই॥

(১) নিদ্রিতাবস্থায় (২) চিনিবে (৩) নিভৃতে নির্জ্জনে (৪) শয়ন করিবে, নিদ্রা যাইবে (৫) অত্যন্ত অত্যধিক (৬) দুঃখিত (৭) একাকী (৮) কায়াহীন মস্তক মাত্র অবশিষ্ট আছে যার (৯) কপট তাপসবেশধারী রাজা।

বঙ্গানুবাদ।

তোমাকে তপস্যাবলে তুরঙ্গ সমেত।
নিদ্রিতাবস্থায় লয়ে যাইব নিকেত॥

আমিহ যাইব যবে, সে বেশ ধরিয়া তবে,
চিনিবারে পারিবে আমায়।
একান্তে[১] পাইয়া যবে, আহ্বান করিব তবে,
সব কথা শুনাব তোমায়॥১৭৫।

শয়ন করিল নৃপ[২] আদেশ মানিয়া।
বসিল আসনে নিজ ভণ্ডজ্ঞানী গিয়া॥
হইলেন নিদ্রামগ্ন নৃপ অতিশয়।
সেহ না ঘুমায়, শোকে দহিছে হৃদয়॥
কালকেতু নিশিচর তথায় আসিল।
শূকর হইয়া যেহ নৃপে ভুলাইল॥
তাপস-নৃপের[৩] সেহ অতি মিত্র হয়॥
জানে সেহ কপটতা গাঢ় অতিশয়॥
ছিল তার শত সুত আর দশ ভ্রাতা।
অতীব অজেয় খল দেব-দুখ-দাতা[৪]॥
প্রথমেই নরপতি সমরেতে মারে।
দুঃখিত-অন্তর দেখি বিপ্র-সাধু-সুরে॥
সেই খল পূর্ব্ববৈর করে নির্যাতন।
তাপস-নৃপতি সহ করিয়া মন্ত্রণ[৫]॥
যাহে রিপু-ক্ষয় সেই উপায় রচিল।
ভাবীবশে রাজা[৬] তাহা কিছু না জানিল॥

তেজস্বী রিপুকে কভু, একাকী হলেও তবু,
লঘু করি না কর গণনা।
অদ্যাবধি পীড়া করে, রবি আর শশধরে,
রাহু শিরাবশিষ্ট[৭] দেখনা॥১৭৪॥

তাপস-নৃপতি[৮] নিজ সখাকে দেখিয়া।
উঠিয়া মিলিল অতি হর্ষিত হইয়া॥
মিত্রকে কহিল সব কথা শুনাইয়া।
যাতুধান[৯] বলিলেক আনন্দ পাইয়া॥

(১) নিভৃতে নির্জ্জনে (২) প্রতাপভানু রাজা (৩) কপট তাপসবেশধারী রাজার (৪) দেবগণের পীড়াদায়ক (৫) পরামর্শ (৬) প্রতাপভানু রাজা (৭) কায়াহীন হইয়া কেবলমাত্র মস্তক অবশিষ্ট থাকাতেও রাহু চন্দ্র সূর্য্যকে অদ্যাবধি পীড়া দিতেছে (৮) কপট তাপসবেশধারী রাজা (৯) নিশাচর অর্থাৎ কালকেতু নামক রাক্ষস।

মূল ।

অব সাধেউঁ[1] রিপু সুনহু নরেশা ।
জো তুম কীন্হ মোর উপদেশা ॥
পরিহরি শোচ রহহু তুম সোই ।
বিনু ঔষধহিঁ ব্যাধি বিধি খোই[2] ॥
কুল সমেত রিপুমূল বহাই[3] ।
চৌথে[4] দিবস মিলব মৈঁ আই ॥
তাপস নৃপহি বহুত পরিতোষী ।
চলা মহা কপটী অতি রোষী ॥
ভানুপ্রতাপহিঁ বাজি সমেতা ।
পহুঁচায়সি সোবতহিঁ নেকেতা ॥
নৃপহি নারিপহঁ শয়ন করাই ।
হয় গৃহ বাঁধেসি বাজি বনাই ॥
দোহাঃ—
রাজাকে উপরোহিতহিঁ,
হরি লেগয়উ বহোরি ।
লৈ রাখেসি গিরিখোহমহঁ[5],
মায়া করি মতি ভোরি ॥১৭৭॥
আপু বিরচি উপরোহিতরূপা ।
পরা জায় তেহি সেজ অনূপা ॥
জাগেউ নৃপ অনুভয়উ[6] বিহানা[7] ।
দেখি ভবন অতি অচরজ[8] মানা ॥
মুনিমহিমা মনমহঁ অনুমানী ।
উঠে গবহিঁ জেহি জান ন রাণী ॥
কানন গয়উ বাজিচড়ি তেহী ।
পুর নরনারি ন জানেউ কেহী ॥
গয়ে যাম[9] যুগ ভূপতি আবা ।
ঘর ঘর উতসব বাজু বধাবা[10] ॥
উপরোহিতহি দীখ জব রাজা ।
চকিত বিলোকি সুমিরি সোই কাজা ॥
যুগ সম নৃপহিঁ গয়ে দিন তীনী ।
কপটী মুনি নৃপমতি হরিলীনী ॥

(১) বিনাশ করিব (২) ক্ষয় করিবেন (৩) কালস্রোতে বহন করাইয়া অর্থাৎ বিনাশ করিয়া (৪) চতুর্থ (৫) পর্ব্বতের গুহায় (৬) পরে হইল (৭) প্রাতঃকাল (৮) আশ্চর্য্য (৯) প্রহর পরিমাণকাল (১০) আনন্দগীত ।

বঙ্গানুবাদ ।

এবারে নাশিব রিপু শুনহ নরেশ ।
যে হেতু মানিলে তুমি মোর উপদেশ ॥
শোক পরিহরি থাক করিয়া শয়ন ।
বিধি বিনৌষধে ব্যাধি করিবে হরণ ॥
সহকুল রিপু-মূল করি উৎপাটন ।
চতুর্থ দিবসে আসি করিব মিলন ॥
তাপস-নৃপকে করি বহু পরিতোষ ।
চলিল কপটী মহা, করি অতি রোষ ॥
বাজি সহ পরতাপভানুকে সে জন ।
নিদ্রিতাবস্থায় লয়ে গেল নিকেতন ॥
নৃপকে নারীর পাশে করায়ে শয়ন ।
অশ্বশালে অশ্ব সেহ করিল বন্ধন ॥

রাজাকে রাখিয়া শুন, তাঁর পুরোহিতে পুন,
লয়ে গেল করিয়া হরণ ।
গুপ্ত করি রাখে তারে, গিরি-গুহা-অভ্যন্তরে.
মায়াবলে করি অচেতন ॥১৭৭॥
নিজে পুরোহিত-রূপ করিয়া ধারণ ।
তাহার[1] শয্যায় গিয়া করিল শয়ন ॥
জাগিল নৃপতি[2], পরে প্রভাত হইল ।
ভবন দেখিয়া অতি আশ্চর্য্য মানিল ॥
মুনির[3] মহিমা মনমধ্যে অনুমানী ।
উঠিয়া চলিল যাতে নাহি জানে রাণী ॥
অশ্বে চড়ি রাজা তবে কাননে চলিল ।
পুরনরনারী তাহা কেহ না জানিল ॥
দ্বিপ্রহর গত হ'লে ভূপতি আসিল ।
ঘরে ঘরে মহোতসব-বাজনা বাজিল ॥
পুরোহিতে দেখিলেন নৃপতি যখন ।
মুনি-বাক্য স্মরি করে চকিতে দর্শন ॥
নৃপতির যুগসম তিনদিন গেল ।
কপট তাপস-নৃপ মতি হরি নিল ॥

(১) প্রতাপভানু রাজার পুরোহিতের (২) প্রতাপভানু রাজা (৩) কপট তাপসবেশধারী রাজার ।

মূল।

সময় জানি উপরোহিত আবা।
নৃপহি মতো সব কহি সমুঝাবা॥

দোহাঃ— নৃপ হর্ষে পহিচানি[১] গুরু,
ভ্রমবশ রহা ন চেত।
বরে তুরত শত সহস বরং,
বিপ্র কুটুম্ব সমেত॥১৭৮॥

উপরোহিত জেবনার[৩] বনাই।
ছরস চারিবিধি জস শ্রুতি গাই॥
মায়াময় তেহিঁ কীন্হি রসোই॥
ব্যঞ্জন বহু গণি সকৈ ন কোই॥
বিবিধ মৃগনকর আমিষ রাঁধা।
তেহিমহঁ বিপ্রমাংস খল সাঁধা[৪]॥
ভোজনকহঁ সব বিপ্র বুলায়ে।
পদ পখারি সাদর বৈঠায়ে॥
পরসন[৫] লাগ জবহিঁ মহীপালা।
ভই অকাশবাণী তেহি কালা॥
বিপ্রবৃন্দ উঠি উঠি গৃহ জাহু।
হৈ বড়ি হানি অন্ন জনি খাহু॥
ভয়উ রসোঁই ভূসুর[৬] মাঁসু।
সব দ্বিজ উঠে মানি বিশ্বাসু॥
ভূপ বিকলমতি মোহ ভুলানী।
ভাবী বশ ন আব মুখ বাণী॥

দোহাঃ— বোলে বিপ্র সকোপ তব,
নহিঁ কছু কীন্হ বিচার।
জাই নিশাচর হোহু নৃপ,
মূঢ় সহিত পরিবার॥১৭৯॥

ক্ষত্রি বন্ধু তৈঁ বিপ্র বুলাই।
ঘালৈ লিয়ে সহিত সমুদাই॥
ঈশ্বর রাখা ধর্ম্ম হমারা।
জৈহসি তৈঁ সমেত পরিবারা॥

(১) চিনিতে পারিয়া (২) শ্রেষ্ঠ (৩) ভোজন সামগ্রী (৪) প্রবেশ করাইল অর্থাৎ মিশ্রিত করিল (৫) পরিবেশণ করিতে (৬) ব্রাহ্মণের।

বঙ্গানুবাদ।

কাল জানি পুরোহিত করে আগমন[১]।
নৃপকে বুঝায় সব কহিয়া মনন[২]॥

নৃপতি হর্ষিত মনে, গুরু বলি তাঁকে[৩] চেনে
ভ্রম বশে না রহে চেতন।
ত্বরা করে নিমন্ত্রণ, শত সহস্র জন
কুটুম্ব সমেত বিপ্রগণ॥১৭৮॥

পুরোধা[৩] করিল পাক ভক্ষ্যদ্রব্য যেন।
চারিবিধি[৪] ছয়রস[৫] শ্রুতি গায় যেন॥
মায়াময় সেহ, তাহে করিল রন্ধন।
ব্যঞ্জন অনেক, সংখ্যা করে কোন জন॥
বিবিধ মৃগের[৬] করে আমিষ[৭] রন্ধন।
তার মধ্যে বিপ্রমাংস করিল মিশ্রণ॥
ভোজন করিতে সব ব্রাহ্মণে ডাকিল।
পদ ধৌত করি সমাদরে বসাইল॥
করান পরিবেষণ যবে মহীপাল[৮]।
হইল আকাশবাণী তথা সেই কাল॥
বিপ্রবৃন্দ! উঠি উঠি গৃহ যাও সবে।
নাহি খাও অন্ন, তাহে বড় হানি হবে॥
ব্রাহ্মণের মাংস ইথে হয়েছে রন্ধন।
বিশ্বাস মানিয়া উঠে সর্ব্ব দ্বিজগণ॥
ভূপতি বিকল-মতি ভ্রান্ত মোহভরে।
ভাবীবশে মুখে তাঁর বাক্য নাহি সরে॥

বলিলেন বিপ্রগণ, অতিশয় ক্রুদ্ধ মন
কিছু মাত্র না করি বিচার।
গিয়া এবে নিশাচর, হও তুমি নৃপবর
বিমূঢ়! সহিত পরিবার॥১৭৯॥

ডাকিয়া ক্ষত্রিয় বন্ধু বিপ্র সবাকারে।
আনিলে সকলে পাপপঙ্কে ফেলিবারে॥
আমাদের ধর্ম্মরক্ষা করেন ঈশ্বর।
পরিবার সহ তুমি যাও যমঘর॥

(১) মনের ভাব সংকল্প (২) পুরোহিতের বেশধারী কালকেতু নিশিচরকে (৩) অর্থাৎ পুরোধার বেশধারী কালকেতু নিশাচর (৪) অর্থাৎ চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় (৫) অর্থাৎ কটু, তিক্ত, লবণ, অম্ল, মধুর, ক্ষার (৬) পশুর (৭) মাংস (৮) প্রজাপালক রাজা।

মূল।

সম্বতমধ্য নাশ তব হোউ।
জলদাতা ন রহহি কুল কোউ॥
নৃপ সুনি শাপ বিকল অতি ত্রাসা।
ভই বহোরি বরগিরা অকাশা॥
বিপ্রহু শাপ বিচারি ন দীহ্না॥
নহিঁ অপরাধ ভূপ কছু কীহ্না।
চকিত বিপ্র সব সুনি নভবানী।
ভূপ গয়ে জহঁ ভোজন-খানী[১]॥
তহঁ ন অশন[২] নহিঁ বিপ্রসুয়ারা[৩]।
ফিরেউ রাউ মন শোচ অপারা॥
সব প্রসঙ্গ মহিসুরন[৪] সুনাই।
ত্রসিত পরেউ অবনী অকুলাই॥

দোহা :—

ভূপতি ভাবী মিটৈ নহিঁ,
যদপি ন দূষণ তোর।
কিয়ে অন্যথা হোই নহিঁ,
বিপ্রশাপ অতি ঘোর॥১৮০॥

জো করি কপট চছলে জগকাহু।
দেইহি ঈশ অধমগতি তাহূ॥
বিপ্রবচন সুনি নৃপ অকুলানা।
উঠি পুনি বিনয কীহ্ন বিধি নানা॥
পুনি পুনি পদগহি কহেউ ভুয়ালা[৫]।
শাপঅনুগ্রহ করহু কৃপালা॥
জব তুম হোব নিশাচর জাই।
ব্রহ্মবংশ তামস তনু পাই॥
অজর অমর অতুলিত প্রভুতাই।
জগবিখ্যাত বীর দোউ ভাই॥
হোইহি জবহি পরাভব চারী।
তব তুম সেউব[৬] দেব পুরারী[৭]॥
শিবপ্রসাদ বর পাই বহোরী।
হোইহৈ সব জগ প্রভুতা তোরী॥

(১) রন্ধনশালা (২) খাদ্যদ্রব্য (৩) সূপকার ব্রাহ্মণ (৪) ব্রাহ্মণগণকে (৫) ভূপাল (৬) সেবিবে, পূজা করিবে (৭) ত্রিপুরারি, মহাদেব।

বঙ্গানুবাদ।

সম্বৎসর মধ্যে তব হউক সংহার।
কুলে কেহ জলদাতা না রবে তোমার॥
শুনি অভিশাপ নৃপ[১] বিকলিত ত্রাসে।
হইল পুনশ্চ বর[২] বচন আকাশে।
বিপ্রগণ অভিশাপ অবিচারে দিল।
কিছুমাত্র অপরাধ ভূপ[১] না করিল॥
চকিত ব্রাহ্মণ সব শুনি নভ-বাণী[৩]।
রন্ধনশালায় যান নৃপ[১] দুঃখ মানী॥
তথা নাহি খাদ্য, নাহি বিপ্র-সূপকার[৪]।
ফিরিলেন রাজা[১] মনে বিষাদ অপার॥
সকল প্রসঙ্গ বিপ্রগণে শুনাইয়া।
ত্রাসিত পড়েন ভূমে আকুল হইয়া॥

বিধির লিখন যাহা মিটে নাহি কভু তাহা,
যদ্যপিও কিছু নাহি পাপ।
করিলেও যত্নচয়, অন্যথা নাহিক হয়,
অতিশয় ঘোর বিপ্র-শাপ॥১৮০॥

যদি কেহ ছল করি ছলে অন্যে কারে।
ঈশ্বর অধমগতি দেন সদা তারে॥
বিপ্র-বাক্য শুনি নৃপ[১] আকুলিত-মতি।
নানাবিধি করিলেন উঠিয়া বিনতি॥
কহেন ভূপতি[১] পুন পুন পদেধরি।
অভিশাপ-মুক্ত কিসে কহ কৃপাকরি॥
যখন হইবে তুমি নিশাচর গিয়া।
ব্রহ্মবংশে তামসিক[৫] শরীর পাইয়া।
অতুল প্রভুতা হবে অজর অমর।
বিশ্বে খ্যাত হবে দুই ভাই বীরবর[৬]॥
পরাভব চারিবার হইবে যখন।
মহাদেবে গিয়া তুমি সেবিবে তখন॥
শিবের প্রসাদে বর পেয়ে পুনর্ব্বার।
সমস্ত জগতে হবে প্রভুতা তোমার॥

(১) প্রতাপভানু রাজা (২) শ্রেষ্ঠ (৩) আকাশবাণী (৪) বিপ্রের অর্থাৎ পুরোহিতের বেশধারী পাচক কালকেতু নিশাচর (৫) তমঃগুণ প্রধান (৬) বীরশ্রেষ্ঠ।

মূল।

মিলহিঁ তোহিঁ জব সনতকুমারা।
তব তুম সমুঝব শাপ হমারা॥

দো ঃ—

তুম পুচ্ছব নিস্তার নিজ,
সাদর শুনহু নরেশ।
সব পরিবার উধার[1] তব,
হোইহৈ মুনিউপদেশ॥১৮১॥

অস কহি সব মহিদেব[2] সিধায়ে।
সমাচার পুরলোগন পায়ে॥
শোচহিঁ দূষণ দৈবহিঁ দেহীঁ।
বিবচত হংস কাক কিয় জেহীঁ॥
উপরোহিতহি ভবন পহুঁচাই।
অসুর তাপসিহি খবর জনাই॥
তেহি খল জহঁ তহঁ পত্র পঠায়ে।
সজি সজি সেন ভূপ সব আয়ে॥
ঘেরিহ্নি নগর নিশান বজাই।
বিবিধ ভাঁতি নিত হোই লরাই॥
জুঝে সকল সুভট[3] করি করণী।
বন্ধু সমেত পরে নৃপ ধরণী॥
সত্যকেতুকুল কোই ন বাঁচা।
বিপ্রশাপ কিমি হোই অসাঁচা॥
বিপুহি জীতি নৃপ নগর বসাই।
নিজ নিজ পুব গে জয় যশ পাই॥

দোঃ—

ভরদ্বাজ সুনু জাহি জব,
হোত বিধাতা বাম।
ধূরি[4] মেরু সম জনক যম,
তাহি ব্যাল সম দাম॥১৮২॥

কাল পাই মুনি সুনু সোই রাজা।
ভয়উ নিশাচর সহিত সমাজা॥

(১) উদ্ধার (২) ব্রাহ্মণ (৩) সুযোদ্ধা (৪) ধূলি।

বঙ্গানুবাদ।

সনতকুমার সনে হইলে মিলন।
আমাদের অভিশাপ বুঝিবে তখন॥

জিজ্ঞাসিলে তুমি যাহা, আপন নিস্তার তাহা
সমাদরে শুনহ নরেশ[1]।
পরিবার তব সবে, তখন উদ্ধার হবে
যবে দিবে মুনি[2] উপদেশ ১৮১॥

ইহা কহি বিপ্রগণ করিল গমন।
সমাচার পাইলেক পুরলোকগণ॥
অনুতাপ করি দোষ দেয় বিধাতারে।
রচিতে রচিতে হংস কাক করে তারে॥
পুরোহিতে স্বভবনে রাখিয়া আসিল।
তাপসে[3] সম্বাদ সেই দৈত্য[4] জানাইল॥
যথা তথা সেই খল লিপি পাঠাইল।
সজ্জা করি ভূপ সব সসৈন্যে আসিল॥
নিশান বাজায়ে পুর করিল বেষ্টন।
বিবিধ প্রকারে নিত্য হয় মহারণ॥
জুঝিলেক সকলেতে শূরকার্য্য করি।
বন্ধু[5] সহ ভূপ পড়ে ধরণী উপরি॥
সত্যকেতুকুলে না বাঁচিল কোন জন।
বিপ্রশাপ অসত্য কি হয় কদাচন॥
রিপুজিনি[6] নৃপে[7] করি নগরে স্থাপন।
জয় যশ লভি করে স্বপুরে গমন॥

ভরদ্বাজ! শুন তবে, ভাবীবশে হন যবে,
বিধাতা যাহার প্রতি বাম।
ধূলি হয় মেরু সম, জন্মদাতা যমোপম
তার পক্ষে ব্যাল[8] সম দাম[9]॥১৮২॥

কাল পেয়ে মুনে[10] শুন সেই নৃপবর[11]।
সমাজ[12] সহিত হইলেন নিশাচর॥

(১) প্রতাপভানু রাজা (২) সনৎকুমার (৩) কপট তাপসবেশধারী রাজাকে (৪) পুরোহিত বেশধারী কালকেতু নিশাচর (৫) ভ্রাতা (৬) রিপুকে অর্থাৎ প্রতাপভানু রাজাকে পরাজয় করিয়া (৭) নৃপকে অর্থাৎ তাপসবেশধারী রাজাকে (৮) সর্প (৯) রজ্জু (১০) ভরদ্বাজকে সম্বোধন করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য কহিতেছেন (১১) প্রতাপভানু রাজা (১২) দল, পরিবার।

মূল।

দশশির তাহি বীস ভুজদণ্ডা।
রাবণ নাম বীর বরিবণ্ডা[1] ॥
ভূপঅনুজ অরিমর্দ্দন নামা।
ভয়উ সো কুম্ভকর্ণ বলধামা ॥
সচিব জো রহা ধর্ম্ম রুচি জাসূ।
ভয়উ বিমাত্র বন্ধু লঘু তাসূ।
নাম বিভীষণ জেহি জগ জানা।
বিষ্ণুভক্ত বিজ্ঞান নিধানা।
রহে জে সুত সেবক নৃপকেরে।
ভয়ে নিশাচর ঘোর ঘনেরে[2] ॥
কামরূপ খল জিনিস[3] অনেকা।
কুটিল ভয়ঙ্কর বিগত বিবেকা ॥
কৃপা রহিত হিংসক সব পাপী।
বরনি ন জাই বিশ্ব পরিতাপী ॥

দোহাঃ—

উপজে যদপি পুলস্ত্য কুল,
পাবন অমল অনূপ।
তদপি মহীসুরশাপ[4] বশ,
ভয়ে সকল অঘরূপ ॥ ১৮৩ ॥

কীন্হ বিবিধ- তপ তীনোঁ ভাই।
পরম উগ্র সো বরণি ন জাই ॥
গয়উ নিকট তপ দেখি বিধাতা।
মাঁগহু বর প্রসন্ন মৈঁ তাতা ॥
করি বিনতি পদ গহি দশশীশা।
বোলেউ বচন সুনহু জগদীশা ॥
হম কাহুকর মরহিঁ ন মারে।
বানর মনুজজাতি দুই বারে[5] ॥
এবমস্তু তুম বড় তপকীন্হা।
মৈঁ ব্রহ্মা মিলি তেহিঁ বর দীন্হা ॥
পুনি প্রভু কুম্ভকর্ণপহঁ গয়উ।
তেহি বিলোকি মন বিস্ময় ভয়উ ॥

(১) অতি প্রচণ্ড (২) অনেক (৩) সম্পত্তি (৪) ব্রহ্মশাপ (৫) বর্জ্জন করিয়া।

বঙ্গানুবাদ।

হইল বিংশতি ভুজদণ্ড দশশির।
রাবণ হইল নাম অতিবড় বীর ॥
অরাতিমর্দ্দন নাম নৃপের কণিষ্ঠ।
হইল সে কুম্ভকর্ণ অতীব বলিষ্ঠ ॥
সচিব যে ছিল অতি ধর্ম্মে রুচি যার।
বৈমাত্র কণিষ্ঠ ভ্রাতা হইল তাহার ॥
নাম বিভীষণ যার জগতে বিদিত।
বিজ্ঞান-নিধান সেহ বিষ্ণুর ভকত ॥
নৃপতির ছিল যারা সেবক তনয়।
বহু ঘোর নিশাচর তারা সবে হয় ॥
কামরূপ খলভাব সম্পত্তি অনেক।
অতীব কুটিল তারা বিগত-বিবেক ॥
কৃপাহীন বিহিংসক অতি পাপীজন।
বিশ্ব-পরিতাপী[1] সবে না হয় বর্ণন ॥

যদিও জনমে সবে, পুলস্ত্যকুলেতে তবে,
অনুপম পবিত্র অমল।
তথাপি না লভে যশ, ব্রাহ্মণের শাপবশ,
অঘরূপী[2] হইল সকল ॥১৮৩॥

করিল বিবিধ তপ তিন ভ্রাতৃবর।
বর্ণনা না হয় তাহা অতি উগ্রতর ॥
গেলেন নিকটে বিধি দেখি তপবর[3]।
বলেন প্রসন্ন হয়ে যাচ তাত! বর[4] ॥
পদে ধরি দশশির বিনতি করিয়া।
বলিল বচন বিধাতারে শুনাইয়া ॥
কাহারো করেতে মম না হবে মরণ।
বানর মানব দুই করিয়া বর্জ্জন ॥
করিলে তপস্যা বড় তুমি, সে কারণ।
উহাই দিলাম বর তোমায় এখন ॥
কুম্ভকর্ণপাশে প্রভু[5] করেন গমন।
দেখিয়া তাহাকে হন সবিস্ময় মন ॥

(১ বিশ্বের পরিতাপজনক (২) পাপরূপী (৩) মহান, শ্রেষ্ঠ (৪) অভীষ্ট আশীর্বাদ (৫) অর্থাৎ বিধাতা।

মূল।

জো য়হ খল নিত করব অহারা।
হোইহি সব উজারি[১] সংবারা॥
শারদ[২] প্রেরি তাসু মতি ফেরী।
মাঁগেসি নীঁদ মাস ষটকেরী॥
দোহা :—
গয়উ বিভীষণ পাস তব,
কহা পুত্র বর মাঁগ।
তেহি মাঁগেউ ভগবন্তপদ,
কমল অমল অনুরাগ॥১৮৪॥

তিনহিঁ দেই বর ব্রহ্ম সিধায়ে।
হর্ষিত তে অপনে গৃহ আয়ে॥
ময়তনুজা[৩] মন্দোদরি নামা।
পরম সুন্দরী নারি ললামা॥
সোই ময় দীন্হ রাবণহিঁ আনী।
হুই সো যাতুধানপতি[৪] রাণী॥
হর্ষিত ভয়উ নারি ভলি পাই।
পুনি দোউ বন্ধু বিবাহেসি জাই॥
গিরি ত্রিকূট ইক সিন্ধুমঁঝারী।
বিধিনির্ম্মিত দুর্গম অতি ভারী॥
সোই ময়দানব বহুরি সঁবারা।
কণকরচিত-মণিভবন অপারা॥
ভোগবতী জস অহিকুল-বাসা।
অমরাবতি জস শক্রনিবাসা[৫]॥
তিনতে অধিক রম্য অতি বঙ্কা[৬]।
জগ বিখ্যাত নাম তেহি লঙ্কা॥
দোহা :—
খাঈঁ[৭] সিন্ধু গভীর অতি,
চারিহু দিশি ফির আব।
কণককোট[৮] মণি খচিত দৃঢ়,
বরণি ন জায় বনাব॥১৮৫॥

বঙ্গানুবাদ।

যদি এই খল নিত্য করয়ে আহার।
হইবেক শূন্য ভবে সকল সংসার॥
সারদাকে[১] প্রেরি তার মতি ফিরাইল।
ষটমাস ব্যাপী নিদ্রা তাহে সে যাচিল

তারে করি বরদান, বিভীষণ-পাশে যান,
কহিলেন পুত্র! বর মাগ।
বর যাচি কহে সেহ হরি-পাদপদ্মে দেহ,
অতি নিরমল অনুরাগ॥১৮৪॥

তাহাদিকে বরদিয়া বিধাতা যাইল।
তাহারা হর্ষিত হয়ে ভবনে আসিল॥
ময়দানবের কন্যা মন্দোদরী নাম।
পরমাসুন্দরী সেহ রমণী ললাম[২]॥
রাবণে বিবাহ ময়[৩] দিল তারে আনী।
তাহাতে হইল সেহ রক্ষোপতিরাণী॥
পাইয়া রমণী ভাল হইল হর্ষিত।
পুন গিয়া করে ভ্রাতৃদ্বয়ে বিবাহিত॥
ত্রিকূট পর্ব্বত এক সিন্ধুমধ্যে রয়।
বিধাতা নির্মিত দুরগম অতিশয়॥
তাহাতে ময়দানব করিল আবার।
স্বর্ণ-মণি-বিরচিত ভবন অপার॥
অহিকুল-বাসস্থান যেন ভোগবতী[৪]।
বাসব-নিবাস[৫] রম্য যথাঽমরাবতী॥
হইলেও বক্র তদপেক্ষা মনোহর।
লঙ্কা নামে খ্যাত উহা জগতভিতর॥

সিন্ধু-খাদ সুগভীর, ঘুরাইল মহাবীর,
চারিদিকে করিয়া বেষ্টন
স্বর্ণ-মণি-সুখচিত, দৃঢ়দুর্গ বিনির্ম্মিত,
রচনা না হয় বরণন[৬]॥১৮৫॥

(১) উজাড়, শূন্য (২) সরস্বতী (৩) ময় নামক দানবের কন্যা (৪) যাতুধানপতি (৫) ইন্দ্রের নিবাস (৬) বঙ্ক (৭) খাঁই (৮) স্বর্ণের গড়, দুর্গ।

(১) সরস্বতীকে (২) শ্রেষ্ঠ রমণী (৩) ময় নামক দানব (৪) নাগপুরী, পাতালগঙ্গা (৫) ইন্দ্রের আলয় (৬) বর্ণনা।

মূল।

হরিপ্রেরিত তেহি কল্প জোই,
যাতুধানপতি হোয়।
শূর প্রতাপী অতুলবল,
দল সমেত বস সোয় ॥১৮৬॥

রহে তহাঁ নিশিচর ভট[১] ভারে[২]।
তে সব সুরন সমর সংহারে ॥
অব তহঁ রহহিঁ শক্রকে প্রেরে।
রক্ষক কোটি যক্ষপতিকেরে ॥
দশমুখ কতহুঁ খবর আসি পাই।
সেন সাজি গড় ঘেরিসি জাই ॥
দেখি বিকট ভট বড়ি কটকাই[৩]
যক্ষ জীব লৈ চলে পরাই[৪] ॥
ফিরি সব নগর দশানন দেখা।
গয়উ শোচ সুখ ভয়উ বিশেষা ॥
সুন্দর সহজ অগম অনুমানী।
কীহ্ন তহাঁ রাবণ রজধানী ॥
জ্যাহি জসযোগ বাঁটি গৃহ দীহ্নে।
সুখী সকল রজনীচর কীহ্নে ॥
একবার কুবেরপহঁ ধাবা।
পুষ্পকযান জীতি লৈ আবা ॥
দোহা :—
কৌতুকহী কৈলাস তব,
লীহ্নেসি জাই উঠাই।
মনহুঁ[৫] তৌলি ভট বাহুবল,
চলা অধিক সুখ পাই ॥১৮৭॥
সুখ সম্পতি সুত সেন সহাই।
জয় প্রতাপ বল বুদ্ধি বড়াই ॥
নিত নূতন সব বাঢ়ত জাই।
জিমি প্রতিলাভ লোভ অধিকাই ॥
অতিবল কুম্ভকর্ণ অস ভ্রাতা।
জ্যাহিকহঁ নহিঁ প্রতিভট[৬] জগ জাতা ॥

(১) যোদ্ধা (২) পরিপূর্ণ (৩) সৈন্যের ছাউনী (৪) পলাইয়া (৫) যেন মন (৬) প্রতিযোদ্ধা, সমকক্ষ।

বঙ্গানুবাদ।

হরির প্রেরণে যেহ, সেই কল্পে ধরে দেহ,
যাতুধানপতি[১] বলবান।
পরতাপী[২] যোদ্ধা মহা, বলশালী তার উহা,
দল সহ হয় বাসস্থান ॥১৮৬॥

ছিল তথা অতি যোদ্ধা বহু নিশাচর।
দেবগণ মারে সবে করিয়া সমর ॥
ইন্দ্রের প্রেরিত তথা ছিল যে তখন।
যক্ষপতি-সুরক্ষক কোটী যক্ষগণ ॥
দশানন কোনরূপে সংবাদ পাইয়া।
সসৈন্য সাজিয়া গড় ঘেরিলেক গিয়া ॥
দেখিয়া বিকট যোদ্ধা বহু সেনাগণ।
যক্ষপতি পলাইল লইয়া জীবন ॥
সমস্ত নগর ভ্রমি দেখিল রাবণ।
শোক দূরে গেল তার সুখী অতি মন ॥
সহজে অগম্য উহা, রম্য অনুমানী।
করিল তথায় দশানন রাজধানী ॥
যে যেরূপ যোগ্য তারে সেরূপ ভবন।
দিয়া সুখী করিলেক নিশাচরগণ ॥
একবার কুবেরের নিকটে ধাইল।
পুষ্পকবিমান তার জিনিয়া আনিল ॥

গিয়া অতি মহোল্লাসে, কৈলাসপর্ব্বত পাশে,
উঠাইয়া লইল তাহায়।
মনে লয় তৌলি বীর, নিজ বাহুবল ধীর,
অতি সুখীমনে চলি যায় ॥১৮৭॥
সহায় সম্পত্তি সেনা সুখ সুতচয়।
বিজয় প্রতাপ বুদ্ধি বল অতিশয় ॥
নিত্যই নূতন সব বাড়ে অতিশয়।
প্রতিলাভে লোভ যেন বরধিত[৩] হয় ॥
তার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ অতি বলবান।
জগতে ন জাত যোদ্ধা তাহার সমান ॥

(১) রক্ষোপতি (২) প্রতাপী, প্রতাপশালী (৩) বর্দ্ধিত।

মূল।

করি মদপান সোব[১] ষটমাসা।
জাগত হোই তিহুঁপুর ত্রাসা॥
জো দিনপ্রতি অহার করু সোই।
বিশ্ব বেগি সব চৌপট[২] হোই॥
সমরধীর নহিঁ জাই বখানা।
ত্যাহি সম অধিক ন কোউ বলবানা॥
বারিদনাদ[৩] জেঠ সুত তাসু।
ভটমহঁ প্রথম লীক[৪] জগ জাসু॥
জেহি ন হোই রণ সম্মুখ কোই।
সুরপুর তিনহিঁ পরাব[৫] ন হোই॥

দোহা:—
কুমুখ অকম্পন কুলিশরদ[৬],
ধূম্রকেতু অতিকায়।
এক এক জগ জীতি সক,
ঐসে সুভট নিকায়॥১৮৮॥

কামরূপ জানহিঁ সব মায়া।
স্বপ্নেহুঁ জিনকে ধর্ম্ম ন দায়া॥
দশমুখ বৈঠি সভা ইকবারা।
দেখি অমিত আপন পরিবারা॥
সুত সমূহ জন পরিজন নাতী।
গনৈ কো পার নিশাচরজাতী॥
সেন বিলোকি সহজ অভিমানী।
বোলা বচন ক্রোধ মদ সানী[৭]॥
সুনহু সকল রজনীচরযূথা।
হমরে বৈরী বিবুধবরূথা॥
তে সম্মুখ নহিঁ করহিঁ লরাই[৮]
দেখি সকল রিপু জাহিঁ পরাই[৯]॥
তিনকর মরণ একবিধি হোই।
কহোঁ বুঝাই সুনহু অব সোই॥
দ্বিজভোজন মখ হোম সরাধা[১০]।
সবকর জাই করহু তুম বাধা॥

(১) নিদ্রাভঙ্গ-হইলে শয়ন করে (২) ধ্বংস (৩) মেঘনাদ (৪) লেখা গণনা (৫) সমকক্ষ (৬) বজ্রদন্ত (৭) মিশ্রিত করিয়া (৮) লড়াই, যুদ্ধ (৯) পলাইয়া (১০) শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া।

বঙ্গানুবাদ।

মদপান করি নিদ্রা যায় ষটমাস।
জাগ্রত হইলে জম্মে ত্রিভুবনে ত্রাস॥
আহার যদ্যপি সেহ করে প্রতিদিন।
সমস্ত জগত শীঘ্র হবে প্রাণীহীন॥
সমরে ধৈরজ তার না যায় বাখান।
তার সম কেহ নাহি অতি বলবান॥
মেঘনাদ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাবণ-নন্দন।
বীর মধ্যে বিশ্বে যার প্রথমে গণন।
সম্মুখীন কেহ নাহি হয় রণে যার।
সুরপুরে সমকক্ষ না ছিল তাহার॥

কুমুখ ও অকম্পন, বজ্রদন্ত কুদর্শন,
ধূম্রকেতু আর অতিকায়।
একাএকা সবে পারে, বিশ্বজয় করিবারে,
এইরূপ সুযোদ্ধা নিকায়[১]॥১৮৮॥

কামরূপ সবে, জানে মায়া অতিশয়।
দয়া ধর্ম্ম যাহাদের সপনে[২] ন রয়॥
দশানন সভামধ্যে বসি একবার।
দেখিল অমিত অতি নিজ পরিবার॥
তনয় সমূহ জন[৩] পরিজন নাতি।
কে পারে গণিতে সব নিশাচরজাতি॥
স্বাভাবিক অভিমানী দেখি সেনাগণ।
ক্রোধ-মদ-বিমিশ্রিত বলিল বচন॥
শ্রবণ করহ সবে নিশাচর-যূথ[৪]।
মম শত্রু হয় সব বিবুধ-বরূথ[৫]॥
সম্মুখীন হয়ে তারা নাহি করে রণ।
দেখিয়া সকল রিপু করে পলায়ন॥
একরূপে হইবেক তাদের মরণ।
বুঝাইয়া কহি তাহা শুনহ এখন॥
মখ[৬] হোম আর শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণ-ভোজন।
সকলের কর গিয়া বাধা বিঘটন॥

(১) সমূহ (২) স্বপ্নে (৩) দাস (৪) সমূহ (৫) বিবুধের অর্থাৎ দেবতার, বরূথ অর্থাৎ সেনা। (৬) যজ্ঞ।

মূল।

দোহা :— ক্ষুধাক্ষীণ বলহীন সুর,
সহজহিঁ মিলিহহিঁ আই।
তব মারিহোঁ কি ছাঁড়িহোঁ,
ভলী ভাঁতি অপনাই ॥১৮৯॥

মেঘনাদকহঁ পুনি হঁকরাবা[১]।
দীহ্ন সীখ[২] বল বৈর বঢ়াবা ॥
জে সুর সমর ধীর বলবানা।
জিনকে লরিবে-কর[৩] অভিমানা ॥
তিনহিঁ জীতি রণ আনিসি বাঁধী।
উঠি সুত পিতু অনুশাসন সাধী[৪] ॥
ইহি বিধি সবহীঁ আজ্ঞা দীহ্না।
আপুন চলেউ গদা কর লীহ্না ॥
চলত দশানন ডোলত[৫] অবনী।
গর্জ্জত গর্ভ স্রবত[৬] সুব রবনী[৭] ॥
রাবণ আবত সুনেউ সকোহা[৮]।
দেবন তকেউ[৯] মেরুগিরি খোহা[১০] ॥
দিগপালনকে লোক সিধায়ে।
সূনে সকল দশানন পায়ে ॥
পুনি পুনি সিংহনাদ করি ভারী।
দেই দেবতন গারী প্রচারী ॥
রণমদমত্ত ফিরৈ জগ ধাবা।
প্রতিভট খোজত কতহুঁ ন পাবা ॥
রবি শশি পবন বরুণ ধনুধারী।
অগ্নি কাল যম সব অধিকারী ॥
কিন্নর সিদ্ধ মনুজ সুর নাগা।
হঠি সবহীকে পন্থহি লাগা ॥
ব্রহ্মসৃষ্টি জহঁলগি তনুধারী।
দশমুখ বশবর্ত্তী নর নারী ॥
আয়সু করহিঁ সকল ভয়ভীতা।
নবহিঁ আই নিত চরণ বিনীতা ॥

(১) আহ্বান করিল (২) শিক্ষা (৩) যুদ্ধ করণে (৪) সম্পাদন করিল, সাধন করিল (৫) দোলায়মান, কম্পিত (৬) স্রাব করে (৭) রমণী (৮) সক্রোধে (৯) তাকায় অন্বেষণ করে (১০) গুহা।

বঙ্গানুবাদ।

ক্ষুধাক্ষীণ হয়ে তবে, বলহীন সুর সবে,
সহজেতে মিলিবে আসিয়া।
করিবে সংহার তবে, অথবা ছাড়িয়া দিবে
নিজ হিতাহিত বিচারিয়া ॥১৮৯॥

পুনরপি মেঘনাদে করিয়া আহ্বান।
বল-বৈর-উত্তেজক শিক্ষা করে দান ॥
যে দেবতা রণে ধীর আর বলবান।
সমর করণে যার আছে অভিমান ॥
রণে জিনি আন তারে করিয়া বন্ধন।
উঠে সুত পিতৃআজ্ঞা করিতে সাধন ॥
আজ্ঞাদান করি তবে এরূপে সকলে।
করেতে লইয়া গদা সেহ নিজে চলে ॥
ধরণি চঞ্চলা দশানন-পদভরে।
নাদ শুনি সুরনারী গর্ভস্রাব করে ॥
ক্রোধভরে দশানন আসিছে শুনিয়া।
মেরু-গিরি-গুহা তাকে সুর পলাইয়া ॥
দিকপাল-লোকোদ্দেশে[১] করিল গমন।
যাহাদের নাম শুনিলেক দশানন ॥
পুন পুন সিংহনাদ করি সেহ ভারি।
গালি দেয় দেবগণে সর্ব্বত্র প্রচারি ॥
রণ-মদে মত্ত, বিশ্বে ভ্রমিয়া বেড়ায়।
কোথাও খোজিয়া প্রতি যোদ্ধা নাহি পায় ॥
রবি শশি বরুণ পবন ধনুধারী।
অগ্নি কাল যম আর সব অধিকারী ॥
কিন্নর মনুজ সিদ্ধ সুব নাগ সব।
পথে পেয়ে সকলেরে করে পরাভব ॥
বিধাতা-সৃজিত যদবধি তনুধারী।
দশানন-বশবর্ত্তী হয় নর নারী ॥
আজ্ঞা পালে সকলেতে হয়ে ভয়ে ভীত।
আসিয়া প্রণমে নিত্য চরণে বিনীত ॥

(১) দিকপালগণের লোক অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ভূঃ, ভুবঃ, স্ব, মহঃ জনঃ, তপঃ, সত্য তাহাদের উদ্দেশে।

মূল।

দোহাঃ—

ভুজবল বিশ্ব বশ্য করি,
রাখেসি কোউ ন স্বতন্ত্র।
মণ্ডলীক মহি রাবণ,
রাজ্য করৈ নিজমন্ত্র ॥১৯০॥
দেব যক্ষ গন্ধর্ব্ব নর,
কিন্নর নাগ কুমারী।
জীতি বরেঁ[১] নিজ বাহুবল,
বহু সুন্দরী বর নারী ॥১৯১॥

ইন্দ্রজীত সন জো কছু কহেউ।
সো সব জনু পহিলে করি রহেউ ॥
প্রথমহিঁ জিনকহঁ আয়সু দীহ্না।
তিনকে চরিত সুনহু জো কীহ্না ॥
দেখত ভীমরূপ সব পাপী।
নিশিচর নিকর[২] দেবপরিতাপী ॥
করহিঁ উপদ্রব অসুরনিকায়া।
নানারূপ ধরহিঁ করি মায়া ॥
জ্যহিবিধি হোই ধর্ম্ম নির্ম্মূলা।
সো সব করহিঁ বেদপ্রতিকূলা ॥
জ্যহি জ্যহি দেশ ধেনু দ্বিজ পাবহীঁ।
নগর গ্রাম পুর আগি[৩] লগাবহীঁ ॥
শুভ আচরণ কতহুঁ নহিঁ হোই।
বেদ বিপ্র গুরু মান ন কোই ॥
নহিঁ হরিভক্তি যজ্ঞ জপ দানা।
স্বপ্নেহুঁ সুনিয় ন বেদ পুরাণা ॥

ছন্দ—

জপ যোগ বিরাগা, তপ মখ ভাগা[৪],
শ্রবণ সুনৈ দশশীশা।
আপু ন উঠি ধাবৈ, রহৈ ন পাবৈ,
ধরি সব ঘালৈ-খীসা[৫] ॥

বঙ্গানুবাদ।

ভুজ বলে করে জয়, সকল ব্রহ্মাণ্ডময়
কারেও না স্বতন্ত্র[১] রাখিল।
মণ্ডলেশ[২] দশানন, জিনে কত সর্ব্বজন
স্বেচ্ছামতে রাজত্ব করিল ॥১৯০॥
দেব যক্ষ নাগবর, গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর,
তাহাদের অতি সুকুমারী।
বাহুবলে জিনি আনী, সকলেরে করে রাণী,
অনেক সুন্দরী বরনারী ॥১৯১॥

যাহা কিছু ইন্দ্রজিত-প্রতি আদেশিল।
প্রথমেই সেহ তাহা করিয়া বসিল ॥
প্রথমত যাহাদিকে আদেশ করিল।
তাদের চরিত্র শুন যে যাহা করিল ॥
দেখিতে ভীষণরূপ তারা সব পাপী।
নিশাচরগণ সদা দেব-পরিতাপী[৩] ॥
উপদ্রব করে অতি নিশাচরগণ।
মায়া করি নানারূপ করিয়া ধারণ ॥
যেরূপে হইবে ধর্ম্ম সকল নির্ম্মূল।
সেই সব করে সদা বেদ-প্রতিকূল ॥
যেই যেই দেশে ধেনু দ্বিজ খোজি পায়
নগর গরাম[৪] পুরে অগনি[৫] লাগায় ॥
কোথাও নাহিক হয় শুভ আচরণ।
বেদ বিপ্র গুরু নাহি মানে কোনজন ॥
নাহি হরিপ্রতি ভক্তি যজ্ঞ জপ দান।
সপনে না শুনে কেহ বেদ ও পুরাণ ॥

সুবিরাগ যোগ জপ, পলায়ন করে তপ,
দশানন-নাম[৬] শুনে যবে।
নিজে না পলায় যেহ, রহিতে না পারে সেহ
নষ্ট করি ফেলে ধরি সবে ॥

---

(১) বলে জয় করিয়া বিবাহ করিল (২) সমুহ (৩) অগ্নি (৪) পলায়ন করিল (৫) নষ্ট করিয়া ফেলিল।।

(১) স্বাধীন (২) চক্রবর্ত্তী রাজা, সম্রাট (৩) দেবগণের পরিতাপকারী বা দুঃখ-দায়ক (৪) গ্রাম (৫) অগ্নি (৬) দশাননের নাম।

মূল।

অতি ভ্রষ্ট অচারা ভা সংসারা,
ধর্ম্ম সুনৈ নহিঁ কানা।
তেহি বহুবিধি ত্রাসৈ, দেশ নিকাসৈ[১],
জো কহ বেদ পুরাণা ॥১৮॥

সোং—
বরণি ন জায় অনীতি,
ঘোর নিশাচর জো করহিঁ।
হিংসাপর অতি প্রীতি,
তিনকে পাপহি কবন মিতি[২] ॥২৬॥

বাড়ে বহুখল চোর জুয়ারী[৩]।
জে লম্পট[৪] পরধন পরনারী ॥
মানহিঁ মাতুপিতা নহিঁ দেবা।
সাধুনসোঁ করবাবহিঁ সেবা ॥
জিনকে যহ আচরণ ভবানী।
তে জানহু নিশিচর সম প্রাণী ॥
অতিশয় দেখি ধর্ম্মকী গ্লানি।
পরম সভীত ধরা অকুলানী ॥
গিরি সর সিন্ধু ভার নহিঁ মোহী।
জস মোহিঁ গরুয়[৫] এক পরদ্রোহী ॥
সকল ধর্ম্ম দেখহিঁ বিপরীতা।
কহি ন সকৈঁ রাবণভয় ভীতা ॥
ধেনুরূপ ধরি হৃদয় বিচারী।
গই তহাঁ জহঁ সুরমুনিঝারী[৬] ॥
নিজ সন্তাপ সুনায়সি রোই[৭]।
কাহুতে কছু কাজ ন হোই ॥

ছন্দ :—
সুর মুনি গন্ধর্ব্বা, মিলি করি সর্ব্বা,
গয়ে বিরঞ্চিকে লোকা।
সঁগ গোতনুধারী, ভূমি বিচারী,
পরম বিকল ভয় শোকা ॥

(১) দেশ হইতে দূর করিয়া বহিষ্কারিত, তাড়াইয়া দিয়া (২) পরিমাণ (৩) অক্ষ-ক্রীড়াকারী (৪) আসক্ত (৫) গুরু, ভারী (৬) সমূহ (৭) রোদন করিয়া।

বঙ্গানুবাদ।

ভ্রষ্টাচার অতিশয়, হইল সংসারময়,
ধর্ম্মকথা শুনে নাহি কেহ।
বিবিধ দেখায়ে ভয়, দেশ হতে নিঃসারয়[১],
বেদ ও পুরাণ কহে যেহ ॥১৮॥

বরণন[২] নাহি হয় তাদের অনীতিচয়,
যাহা করে ঘোর নিশাচর।
তাহাদের পাপরীতি, কিরূপে করিব মিতি[৩],
প্রীতি অতি হিংসার উপর ॥২৬।

বাড়ে বহু খল চোর অক্ষ-ক্রীড়া-সক্ত।
পরধন পরনারী প্রতি যে আসক্ত ॥
নাহি মানে পিতামাতা কিম্বা দেবগণ।
সাধুকে করায় তারা আপন পূজন ॥
ভবানি! যাদের আচরণ এইরূপ।
তাদিকে জানিবে প্রাণী রাক্ষস স্বরূপ ॥
ধর্ম্মগ্লানি অতিশয় দেখিয়া তখন।
পরম সভীত ধরা ব্যাকুলিত মন ॥
গিরিসরসিন্ধু[৪] ভার[৫] না হয় আমার
একমাত্র পরদ্রোহী গুরু যে প্রকার ॥
সকল ধরম দেখে অতি বিপরীত।
কহিতে না পারে দশানন ভয়ে ভীত ॥
বিচারি ধেনুর রূপ করিয়া ধারণ।
যান তথা যথা ছিল সুর মুনিগণ ॥
শুনান সন্তাপ নিজ করিয়া রোদন।
কেহ নাহি করে মোর কার্য্যের সাধন ॥

সুর মুনি সর্ব্বজন, মিলিয়া গন্ধর্ব্বগণ,
ব্রহ্মলোকে গেলেন তখন।
ধেনুরূপ ধরি ধরা সঙ্গে যান করি ত্বরা,
ভয় শোকে ব্যাকুলিত-মন।

(১) বহিষ্কৃত করে (২) বর্ণন (৩) পরিমাণ (৪) সরোবর (৫) বোঝা।

মূল।

ব্রহ্মা সব জানা, মন অনুমানা
মেরো কছু ন বসাই[১]।
জাকরি তৈঁ দাসী, সো অবিনাশী,
হমরো তোর সহাই ॥১৯॥
দোঃ
ধরণি ধরহু মন ধীর,
কহ বিরঞ্চি হরিপদ সুমিরি।
জানত জনকীং[২] পীর[৩],
প্রভু ভঞ্জহিঁ দারুণ বিপতি ॥২৭॥

বৈঠে সুরসব করহিঁ বিচারা।
কহঁ পাইয় প্রভু করিয় পুকারা[৪] ॥
পুর বৈকুণ্ঠ জান কহ কোই।
কোই কহ পয়নিধিমহঁ বস সোই ॥
জাকে হৃদয় ভক্তি জস প্রীতি।
প্রভু তেহি প্রগট সদা য়হ রীতি ॥
তেহি সমাজ গিরিজা মৈঁ রহউঁ।
অবসর পায় বচন ইক কহউঁ ॥
হরি ব্যাপক সর্ব্বত্র সমানা।
প্রেমতে প্রকট হোহিঁ মৈঁ জানা ॥
দেশকাল দিশি বিদিশিহুমাহীঁ।
কহহু সো কহাঁ জহাঁ প্রভু নাহীঁ ॥
অগজগময় সবরহিত বিরাগী।
প্রেমতে প্রভু প্রগটৈঁ জিমি আগী[৫] ॥
মোর বচন সবকে মন মানা।
সাধু সাধু করি ব্রহ্ম বখানা ॥
দোহা :—
সুনি বিরঞ্চি মন হর্ষ তনু,
পুলকি নয়ন বহ নীর।
অস্তুতি করত সজোরি[৬] কর[৭],
সাবধান মতিধীর ॥১৯২॥

(১) কথাটা (২) জনের, দাসের (৩) পীড়া (৪) আহ্বান সম্বোধন (৫) অগ্নি (৬) যোড় করিয়া (৭) হস্ত।

বঙ্গানুবাদ।

জানিলেন প্রজাপতি, অনুমানি নিজমতি,
সাধ্য কিছু নাহিক আমার।
যাঁর তুমি হও দাসী, হইবে সে অবিনাশী,
সুসহায় আমার তোমার ॥১৯॥

ধর ধরা ধৈর্য্য মনে, স্মরি হরি-শ্রীচরণে,
কহিলেন বিধাতা তখন।
দাসপীড়া অনুভবে, দারুণ বিপত্তি সবে,
প্রভু সদা করেন ভঞ্জন ॥২৭॥

বিচার করেন সবে বসি দেবগণ।
প্রভুকে কোথায় প্যাব করি সম্বোধন ॥
কেহ কহে জানি তাঁর বৈকুণ্ঠে ভবন।
কেহ কহে পয়োনিধি-বাসী তিনি হন ॥
যাহার হৃদয়ে ভক্তি যেইরূপ প্রীতি।
প্রকাশিত প্রভু তাহে সদা এই রীতি ॥
গিরিজে ছিলাম সেই সমাজে[১] তখন।
কহিলাম অবসর পাইয়া বচন।
শ্রীহরি ব্যাপক হন সর্ব্বত্র সমান।
প্রকাশিত হন প্রেমে মম ইহা জ্ঞান ॥
দেশকাল-দিগ্বিদিক করি সমুদায়।
কহ তাহা কোথা, প্রভু নাহিক যথায় ॥
চরাচর-ব্যাপী তিনি রাগাদি রহিত।
প্রেমে প্রভু অগ্নিসম হন প্রকাশিত ॥
সকলে মানিল মনে আমার বচন।
সাধু সাধু কহি ব্রহ্মা বলেন তখন ॥

বিধি করি শরবণ[২], হরষিত তনু মন,
পুলকি নয়নে বহে নীর।
করিলেন স্তুতিবর, যুগ্ম করি দুই কর,
অতি সাবধানে মতিধীর ॥১৯২॥

(১) দলে সভায় (২) শ্রবণ

মূল।

ছন্দ ঃ—

জয় জয় সুরনায়ক, জন[1] সুখদায়ক,
প্রণতপাল ভগবন্তা।
গো দ্বিজ হিতকারী, জয় অসুরারী,
সিন্ধুসুতা প্রিয়কন্তা॥
পালন সুর ধরণী, অদ্ভুতকরণী,
মর্ম্ম ন জানৈ কোই।
জো সহজ কৃপালা, দীনদয়ালা,
কর অনুগ্রহ সোই॥২০॥

জয় জয় অবিনাশী, সব ঘটবাসী,
ব্যাপক পরমানন্দা।
অবিগত গোতীতা[2], চরিত পুনীতা,
মায়া রহিত মুকুন্দা॥
জেহি লাগি বিরাগী, অতি অনুরাগী,
বিগত মোহ মুনিবৃন্দা।
নিশিবাসর[3] ধ্যাবহিঁ, হরিগুণ গাবহিঁ,
জয়তি সচ্চিদানন্দা॥২১॥

জেহি সৃষ্টি উপাই, ত্রিবিধ বনাই,
সঙ্গ সহায় ন দূজা[4]।
সো করহু অধারী, চিন্ত হমারী,
জানিয় ভক্তি ন পূজা॥
জো ভবভয় ভঞ্জন, জন মনরঞ্জন,
গঞ্জন[5] বিপতি বরূথা[6]।
মন বপুক্রমবাণী, ছাঁড়ি সয়ানী[7],
শরণ সকল সুরযূথা॥২২॥
শারদ শ্রুতি শেষা, ঋষয় অশেষা,
জাকহঁ কোউ ন জানা।
জেহি দীন পিয়ারে, বেদ পুকারে,
দ্রবো সো শ্রীভগবানা॥

(১) দাস (২) বাক্য বা চক্ষুর অতীত (গো—বাক্য, চক্ষু) (৩) দিবা (৪) দোসর (৫) দুঃখকরণ (৬) দৈত্য (৭) কপটতা।

বঙ্গানুবাদ।

জয় জয় সুরকর্ত্তা, নিজ দাস-দুখ-হর্ত্তা,
ঈশ্বর প্রণতপাল অতি।
গো-ব্রাহ্মণ-হিতকারী, জয় জয় অসুরারি,
উদধি-তনয়া-প্রিয়-পতি[1]॥
ধরাদেবে সুপালন, অদভুত সুকরণ,
মরম নাহিক জানে কেহ।
সহজে কৃপালু যিনি, দীনে দয়াবান তিনি,
করিবেন অনুগ্রহ সেহ॥২০॥

জয় জয় অবিনাশী, সমুদায় ঘটবাসী,
ব্যাপক পরমানন্দময়।
বাক্যাতীত অবিগত[2], চরিত অতীব পূত,
মুকুন্দ রহিত-মায়া-ভয়॥
যাঁর তরে সুবিরাগী, অতিশয় অনুরাগী,
গতমোহ মুনি সমুচ্চয়।
দিবানিশি হরিধ্যান, করে তাঁর গুণগান,
জয় সত-চিদানন্দময়॥২১॥

করেন সৃজনোপায়, ত্রিবিধ করিয়া তায়,
সঙ্গে নাহি দোসর সহায়।
করুন আধার তিনি, মমচিত্ত চিন্তামণি,
ভক্তি পূজা না জানি কথায়॥
ভব-ভয়-নিবারণ, দাসমন-সুরঞ্জন'
করেন বিপত্তি বিনাশন।
কায়মনোবাক্যে তবে, কপটতা ছাড়ি সবে,
শরণ লইল দেবগণ॥
শ্রুতি শেষ[3] সরস্বতি, অশেষ তাপস যতি[4]
নাহি জানে কেহই যাঁহায়।
দীনবন্ধু ভগবান, বলি বেদ করে গান,
দ্রবীভূত হউন দয়ায়॥

(১) উদধিতনয়া অর্থাৎ রমা, তাহার প্রিয়পতি (২) অবিষয় (৩) অনন্তনাগ (৪) মুনি, পরিব্রাজক।

মূল।

ভব বারিধ মন্দর, সববিধি সুন্দর,
গুণমন্দির সুখপুঞ্জ[১]।
মুনিসিদ্ধ সকল সুর, পরম ভয়াতুর,
নমত নাথপদ কঞ্জ[২] ॥২৩॥

দোহা :—
জানি সভয় সুর ভূমি মুনি,
বচন সমেত সনেহ।
গগনগিরা গঁভীর ভই,
হরণি শোক সন্দেহ ॥১৯৩॥
জনি ডরপহু মুনি সিদ্ধ সুরেশা।
তুমহিঁ লাগি ধরিহোঁ নর ভেশা[৩] ॥
অংশনি সহিত মনুজ অবতারা।
লেহোঁ দিনকর বংশ উদারা ॥
কশ্যপ অদিতি মহাতপ কীহ্না।
তিনকহঁ মৈঁ পূরব[৪] বর দীহ্না ॥
তে দশরথ কৌশল্যা রূপা।
কোশলপুরী প্রগট নরভূপা ॥
তিনকে গৃহ অবতরিহোঁ জাই।
রঘুকুলতিলক সো চারিউ ভাই ॥
নারদবচন সত্য সব করিহোঁ।
পরম শক্তি সমেত অবতরিহোঁ ॥
হরিহোঁ সকল ভূমিগরুয়াই[৫]।
নির্ভয় হোহু দেব সমুদাই ॥
গগন ব্রহ্মবানী সুনি কানা।
তুরত ফিরে সুর হৃদয় জুড়ানা ॥
তব ব্রহ্মা ধরণিহি সমুঝাবা।
অভয় ভই ভরোস[৬] জিয় আবা ॥

দোহা : -
নিজ লোকহি বিরঞ্চি গয়ে,
দেবহু ইহৈ সিখায়।
বানর তনু ধরি ধরণীমহঁ,
হরিপদ সেবহু জায় ॥১৯৪॥

(১) রাশি (২) করুণ, পদ (৩) বেশ (৪) পূর্ব্বে (৫) ভূমির ভার (৬) ভরসা।

বঙ্গানুবাদ।

সংসার বারিধি যেন, তাহাতে মন্দর হেন,
সুখরাশি গুণের মন্দির।
মুনি সিদ্ধ সব সুর, হয়ে অতি ভয়াতুর,
নাথ-পাদ-পদ্মে নমে শির ॥২৩॥

জানি সুরগণে ভীত, ভূমি ও মুনি সহিত,
বলিলেন সস্নেহ বচন।
হইল আকাশ-বাণী, সুগম্ভীর অনুমানী,
করে শোক সন্দেহ হরণ ॥১৯৩॥
ভয় নাহি কর মুনি সিদ্ধ ও সুরেশ।
তব হেতু জনমিব ধরি নর-বেশ ॥
অংশের সহিত হব নর অবতার।
দিনকরকুলে[১], যাহা সুবংশ উদার ॥
মহাতপ করিলেন কশ্যপ অদিতি।
পূর্ব্বেই দিয়াছি বর তাঁহাদিকে ইতি[২] ॥
তাঁহারা কৌশল্যা আর দশরথরূপে।
প্রকাশ কোশল-পুরে[৩] রাণী নৃপরূপে ॥
তাঁহাদের গৃহে অবতরণ করিব।
রঘুকুলে চারি ভাই তিলক[৪] হইব ॥
করিব প্রমাণ নারদের বাক্য সব।
সহিত পরমাশক্তি অবতীর্ণ হব ॥
ভূমি-গুরুভার সব করিব হরণ।
নির্ভয় হইবে সমুদায় দেবগণ।
গগনেতে ব্রহ্মবাক্য[৫] শুনিয়া শ্রবণে।
ত্বরায় ফিরিল দেবগণ সুখীমনে ॥
তখন বিধাতা ধরণীকে বুঝাইল।
অভয় হইল, হৃদে ভরসা আসিল ॥

নিজ লোকে সেইক্ষণ, বিধি করে আগমন,
দেবগণে ইহা শিখাইয়া।
বানরের তনু ধরি, এবে ধরাতলোপরি,
হরিপদ সেবা কর গিয়া ॥১৯৪॥

(১) সূর্য্যবংশে (২) এই (৩) অযোধ্যানগরে (৪) ভূষণ, শ্রেষ্ঠ (৫) ব্রহ্মবাণী।

মূল ।

গয়ে দেব সব নিজ নিজ ধামা ।
ভূমি সহিত পায়ে বিশ্রামা ॥
জো কছু আয়সু[১] ব্রহ্মৈ দীহ্না ।
হর্ষে দেব বিলম্ব ন কীহ্না ॥
বনচরদেহ ধরি ক্ষীতিমাহীঁ ।
অতুলিত বল প্রতাপ তিন পাহীঁ ॥
গিরিতরুনখ আয়ুধ[২] সব বীরা ।
হরিমারগ চিতবহিঁ[৩] রণধীরা ॥
গিরি কানন জহঁ তহঁ ভরিপূরী ।
রহ নিজ নিজ অনীক[৪] রচি রুরী[৫] ॥
অবধ-পুরী[৬] রঘুকুলমণি রাউ ।
বেদ বিদিত তেহি দশরথ নাউঁ[৭] ॥
ধর্ম্ম ধুরন্ধর গুণনিধি জ্ঞানী ।
হৃদয় ভক্তি মতি সারঙ্গ-পানী ॥

দোহা :—
কৌশল্যাদিক নারী প্রিয়,
সব আচরণ পুনীত ।
পতিঅনুকুল প্রেম দৃঢ়,
হরিপদকমল বিনীত ॥১৯৫॥

একবার ভূপতি মনমাহীঁ ।
ভৈগলানি মোরে সুত নাহীঁ ॥
গুরুগৃহ গয়ে তুরত মহিপালা ।
চরণ লাগি করি বিনয় বিশালা ॥
নিজ দুখ সুখ নৃপ গুরুহিঁ সুনায়ে ।
কহি বশিষ্ঠ বহুবিধি সমুঝায়ে ॥
ধরহু ধীর হোইহৈঁ সুত চারি ।
ত্রিভুবন বিদিত ভক্তভয়হারী ।
শৃঙ্গী ঋষিহিঁ বশিষ্ঠ বুলাবা ।
পুত্র লাগি শুভ যজ্ঞ করাবা ॥
ভক্তি সহিত মুনি আহুতি দীহ্নে ।
প্রগটে অগিনি চারুচরু লীহ্নে ॥

(১) আদেশ (২) অস্ত্র (৩) তাকাইতে লাগিল (৪) সৈন্য (৫) সুন্দর (৬) অযোধ্যাপুরী (৭) নাম ।

বঙ্গানুবাদ ।

গেলেন দেবতাগণ নিজ নিজ ধাম ।
ধরণি সহিত তবে পাইয়া বিশ্রাম[১] ॥
যা কিছু আদেশ ব্রহ্মা দিলেন তখন ।
অবিলম্বে করিলেন হর্ষে দেবগণ ॥
ক্ষিতিতলে বনচর শরীর ধরিল ।
অতুল প্রতাপ বল তাহারা পাইল ॥
গিরি-তরু-নখঅস্ত্রধারী[২] সব বীর ।
হরি-পথ পানে চাহি রহে রণ-ধীর ॥
গিরিবন যথা তথা পূরণ করিয়া ।
রহে নিজ নিজ সেনা সুন্দর রচিয়া ॥
অযোধ্যাপুরীতে রাজা রঘু-কুল-মণি ।
দশরথ নাম তাঁর বেদ মধ্যে গণি ॥
ধর্ম্ম ধুরন্ধর[৩] গুণ-নিধি জ্ঞানী অতি।
হৃদয়ে সারঙ্গপাণি[৪] প্রতি ভক্তি মতি ॥

কৌশল্যাদি নারীচয়, প্রিয়তমা অতিশয়,
সুপবিত্র আচরণ যত ।
পতি প্রতি অনুকূল, প্রেম অতি দৃঢ়মূল,
হরি-পাদপদ্মে সদা নত ॥১৯৫॥

একবার ভূপতির মনের ভিতর ।
হইল গলানি[৫] মোর নাহি সুতবর ॥
গুরু-গৃহে যান তবে ত্বরা মহিপাল
পদে পড়ি করিলেন বিনয় বিশাল ॥
নিজ দুখ সুখ নৃপ[৬] গুরুকে শুনায় ।
বশিষ্ঠ কহিয়া বহু প্রকারে বুঝায় ॥
ধরহ ধৈরজ হইবেক সুত চারি ।
ত্রিভুবনে সুবিদিত ভক্ত-ভয়হারী ॥
ঋষ্যশৃঙ্গে করিলেন বশিষ্ঠ আহ্বান ।
করান পুত্রের হেতু যজ্ঞ অনুষ্ঠান ।
আহুতি দিলেন মুনি ভক্তিযুক্ত হয়ে।
যজ্ঞে প্রকাশিত অগ্নি চারুচরু[৭] লয়ে ॥

(১) আরাম, শান্তি (২) গিরি, তরু ও নখরূপ অস্ত্রধারী (৩) ধর্ম্মরূপ ধুরের অর্থাৎ ভারের বাহক (৪) ধনুষ্পাণি ভগবান (সারঙ্গ — ধনুঃ) (৫) গ্লানি (৬) রাজা দশরথ (৭) হব্যান্ন ।

মূল।

জো বশিষ্ঠ কচ্ছু হৃদয় বিচারা।
সকল কাজ ভা সিদ্ধ তুমহারা॥
য়হ হবি বাঁটি দেহু নৃপ জাই।
যথাযোগ্য জেহি ভাগ বনাই॥
দোহা :—
তব অদৃশ্য পাবক ভয়ে,
সকল সভহি সমুঝায়।
পারমানন্দ মগন নৃপ,
হর্ষ ন হৃদয় সমায়॥১৯৬॥
গুরুপদ বন্দি ভূপগৃহ আয়ে।
মঞ্জুল মঙ্গল মোদ বধায়ে১॥
তবহিঁ রাউ প্রিয় নারী বুলাইঁ।
কৌশল্যাদি তহাঁ চলি আইঁ॥
অর্দ্ধভাগ কৌশল্যহিঁ দীহ্না
উভয় ভাগ আধে কর কীহ্না॥
কৈকেয়ী কহঁ নৃপ লৈ দয়উ।
রহেউ সো উভয় ভাগ পুনি ভয়উ॥
কৈশল্যা কৈকয়ীহাথ ধরি।
দীহ্নু সুমিত্রহি মন প্রসন্ন করি।
ইহি বিধি গর্ভ সহিত সব নারী।
ভয়উ হৃদয় হর্ষিত সুখ ভারী॥
জা দিনতে হরি গর্ভহি আয়ে।
সকল লোক সুখ সম্পতি চ্ছায়ে॥
মন্দিরমহঁ সব রাজহিঁ২ রাণী।
শোভাশীল তেজকী খানী॥
সুখযুত কচ্ছুক কাল চলি গয়উ।
জেহি প্রভু প্রগট সো অবসর ভয়উ॥
দোহা :—
যোগলগ্ন গ্রহ বার তিথি,
সকল ভয়ে অনুকূল।
চর অরু অচর হর্ষযুত,
রামজন্ম সুখমুল॥১৯৭॥

(১) আনন্দসূচক গীতবাদ্য (২) শোভা পায়।

বঙ্গানুবাদ।

কহেন বশিষ্ঠ মনে করিয়া বিচার।
হইল সকল কাজ সুসিদ্ধ তোমার॥
এই হবি বাঁটি দেহ নৃপতি যাইয়া।
যথাযোগ্য ভাগ সব প্রস্তুত করিয়া॥

যজ্ঞানল সুপাবন, হইলেন অদর্শন,
প্রবোধিয়া সভাস্থ সবারে।
হইলেন নরপতি, আনন্দে মগন অতি,
হরষ হৃদয়ে নাহি ধরে॥১৯৬॥

গুরু-পদ বন্দি ভূপ ভবনে আসিল।
মঞ্জুল মঙ্গল-মোদ-বাজনা১ বাজিল॥
করে নৃপ প্রিয়নারীগণে সম্বোধন।
কৌশল্যাদি আসিলেন তথায় তখন॥
কৌশল্যাকে অর্দ্ধভাগ করেন প্রদান॥
অর্দ্ধার্দ্ধি করিয়া তবে দ্বিভাগ সমান॥
কৈকেয়ীকে নরপতি লয়ে তবে দিল।
যাহা ছিল তাহা পুন দ্বিভাগ হইল॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী হাত ধরিয়া তখন।
সুমিত্রাকে দান করে সুপ্রসন্ন মন॥
এইরূপে গর্ভান্বিত সব নারীগণ।
হর্ষিত-হৃদয় সবে অতি সুখীমন॥
যেদিন হইতে গর্ভে আসিলেন হরি।
ছাইল সম্পত্তিসুখ সর্ব্বলোক ভরি॥
শোভাপান রাণীসব মন্দির ভিতর।
শোভাশীলবতী সবে তেজের আকর॥
সুখ সহ কিছুকাল হইলে বিগত।
যহে প্রভু প্রকাশিত সে কাল আগত॥

যোগলগ্ন গ্রহ বার, তিথি আদি দুর্নিবার,
সকল হইল অনুকূল।
চরাচর সমুচ্চয়, সকলে হরষময়,
রামের জনম সুখমূল॥১৯৭॥

(১) শুভ ও আনন্দ সূচক বাদ্য।

মূল ।

নবমী তিথি মধুমাস পুণীতা ।
শুক্লপক্ষ অভিজিত হরিপ্রীতা ॥
মধ্য দিবস অতি শীত ন ঘামা[১] ।
পাবন কাল লোক বিশ্রামা ॥
শীতল মন্দ সুরভি বহ বাউ ।
হর্ষিত সুর সন্তন মন চাউ[২] ॥
বন কুসুমিত গিরিগণ মণিয়ারা[৩] ।
স্রবহিঁ[৪] সকল সরিতামৃত ধারা ॥
সো অবসর বিরঞ্চি জব জানা ।
চলে সকল সুর সাজি বিমানা ॥
গগণ বিমল সংকুল সুর যূথা ।
গাবহিঁ গুণ গন্ধর্ব্ব বরূথা ॥
বর্ষহিঁ সুমন সুঅঞ্জলি সাজী ।
গহগহ[৫] গগণ দুন্দুভী বাজী ॥
অস্তুতি করহিঁ নাগ মুনি দেবা ।
বহুবিধি লাবহিঁ নিজ নিজ সেবা ॥

দোহা :—

সুর সমূহ বিনতি করী,
পহুঁচে নিজ নিজ ধাম ।
জগনিবাস প্রভু প্রগটে,
অখিল লোক বিশ্রাম ॥ ১৯৮॥

ছন্দ :—

ভয়ে প্রকট কৃপালা, দীনদয়ালা,
কৌশল্যাহিতকারী ।
হর্ষিত মহতারী[৬], মুনিমনহারী,
অদভূত রূপ নিহারী ॥
লোচন অভিরামা, তনু ঘনশ্যামা,
নিজ আয়ুধ ভুজ চারি ।
ভূষণ বনমালা, নয়ন বিশালা,
শোভাসিন্ধু খরারি ।২৪॥

(১) গ্রীষ্ম (২) সুখী (৩) মণিযুত (৪) স্রাব করে, ক্ষরণ করে (৫) সময়ে সময়ে (৬) মাতা ।

বঙ্গানুবাদ ।

পবিত্রা নবমী তিথি আর মধুমাসে[১] ।
শুক্লপক্ষে হরিপ্রিয় অভিজিত[২] ভাসে[৩] ॥
মধ্যম দিবস নাতি শীত-গ্রীষ্ম-কারী ।
সুপবিত্র কাল সদা লোক-শ্রম-হারী ॥
শীতল সুরভি[৪] মন্দ বায়ু প্রবাহিত ।
দেবতা-সজ্জন-মন করি হরষিত ॥
গিরিগণ মণিযুত বন কুসুমিত ।
অমৃতের ধারা ক্ষরে সকল সরিত[৫] ॥
সেই অবসর যবে বিধাতা জানিল ;
সাজাইয়া যান সুর সকলে চলিল ॥
সুরগণে সমাকীর্ণ গগণ বিমল ।
গান করে গুণগণ গন্ধর্ব সকল ॥
পুষ্প বরষণ করে অঞ্জলি সাজিয়া ।
গগণে দুন্দুভি ঘন ঘন বাজাইয়া ॥
স্তুতি করে অতি নাগ মুনি দেবগণ ।
পৃথক পৃথক করে বিবিধ পূজন ॥

সুরগণ শুদ্ধমতি. বিনতি করিয়া অতি
আসিলেন নিজ নিজ ধাম ।
জগত-নিবাস[৬] বিভু, প্রকাশিত যবে প্রভু,
বিশ্বলোকে লভিল বিশ্রাম ॥১৯৮॥

প্রকাশিত কৃপাবান. দীনবন্ধু ভগবান,
কৌশল্যার অতিহিত-কারী ।
মাতা হরষিত হন, মুনি-মন-বিমোহন,
অদভূত স্বরূপ নেহারি ॥
দরশন অভিরাম[৭], তনু অতি ঘনশ্যাম,
নিজ-অস্ত্র[৮] ধরি ভুজে চারি ।
বনমালা বিভূষণ, সুবিশাল সুনয়ন,
শোভা-সিন্ধু গভীর খরারি[৯] ॥২৪॥

(১) চৈত্রমাসে (২) নক্ষত্র বিশেষ (৩) দীপ্তি পায় (৪) সুগন্ধ যুক্ত (৫) নদী (৬) জগতের আধার বা আশ্রয় (৭) মনোহর, রমণীয় (৮) শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম (৯) খর অর্থাৎ দৈত্য বা রাক্ষস বিশেষের অরি বা শত্রু ।

মূল।

কহ দুহুঁ কর জোরি, অস্তুতি তোরি
কেহি বিধি করৌঁ অনন্তা।
মায়া গুণ জ্ঞানা, অতীত অমানা,
বেদ পুরাণ ভনন্তা[1] ॥
করুণা সুখ সাগর, সব গুণ আগর,
জ্যহি গাবহিঁ শ্রুতি সন্তা।
সো মমহিত লাগী, জন অনুরাগী,
প্রগট ভয়ে শ্রীকন্তা ॥২৫॥
ব্রহ্মাণ্ড নিকায়া,[2] নির্মিত মায়া,
রোম রোম প্রতি বেদ কহৈ।
মম উর সো বাসী, য়হ উপহাসী,
সুনত ধীরমতি থির ন রহৈ ॥
উপজা জব জ্ঞানা, প্রভু মুসকানা[3],
চরিত বহুত বিধি কীন্থ চহৈ।
কহি কথা সুনাই, মাতু বুঝাই,
জেহি প্রকার সুতপ্রেম লহৈ ॥২৬॥
মাতা পুনি বোলী, সো মতি ডোলী,
তজহু তাত য়হ রূপা।
কীজৈ শিশুলীলা, অতি প্রিয় শীলা,
য়হ সুখ পরম অনূপা ॥
সুনি বচন সুজানা[4] রোদন ঠানা[5],
হোই বালক সুরভূপা।
য়হ চরিত জে গাবহিঁ, হরিপদ পাবহিঁ,
তে ন পরহিঁ ভবকূপা ॥২৭॥

দোহা :—
বিপ্র ধেনু সুর সন্ত হিত,
লীন্থ মনুজ অবতার।
নিজ ইচ্ছা নির্ম্মিত তনু,
মায়া গুণ গোপার[6] ॥১৯৯॥

সুনি শিশুরুদন পরম প্রিয় বাণী।
সম্ভ্রম চলি আইঁ সব রাণী ॥

বঙ্গানুবাদ।

কহে যুড়ি দুই কর, তব স্তুতি মনোহর,
অন্তহীন করিব কেমনে।
মায়া-গুণ-জ্ঞানাতীত, অমেয় বলিয়া নিত,
বেদ ও পুরাণ সদা ভণে ॥
সুখাম্বুধি দয়াময়, যাঁকে সর্ব্বগুণালয়,
বলি গায় শ্রুতি ও সজ্জন।
তিনি মম হিত লাগী, দাসপ্রতি অনুরাগী,
রমাপতি প্রকাশিত হন ॥২৫॥
জগত ব্রহ্মাণ্ড চয়, মায়াকৃত সমুচ্চয়,
লোমে লোমে আছে বেদ কহে।
মম হৃদে তাঁর বাস, ইহা অতি উপহাস,
ধীর-মতি শুনি স্থির নহে ॥
জ্ঞান উপজিল যবে, প্রভু হাস্য করে তবে,
বহুলীলা চান করিবারে।
কহি কথা শুনাইল, জননীরে বুঝাইল,
সুত-প্রেম[2] লাভ যে প্রকারে ॥২৬॥
বলে মাতা পুনরায়, সেই মতি যবে যায়,
তাত! এই রূপ ত্যাগ কর।
কর শিশু-লীলাগণ, অতি প্রিয় আচরণ
তাহা অনুপম সুখকর ॥
শুনি বিজ্ঞ সুবচন, করে শিশু-সুরোদন,
বালক হইয়া সুর-ভূপে।
এ চরিত যারা গায়, তারা হরিপদ পায়,
পড়ে নাহি কভু ভব-কূপে ॥২৭॥

বিপ্র ধেনু সুরগণে, সুখ দিতে সাধু-মনে,
হইলেন নরঅবতার।
নিরমিত স্বইচ্ছায়, যাঁর তনু শোভা পায়,
যিনি মায়া-গুণ বাক্য-পার ॥১৯৯॥

বালক-রোদন শুনি অতি প্রিয়বাণী।
সসম্ভ্রমে আসিলেন সমুদায় রাণী ॥—

(১) ভণিত বা বর্ণিত (২) সমূহ (৩) হাস্য করিলেন (৪) সুবিজ্ঞ (৫) ইচ্ছা করিলেন (৬) গো অর্থাৎ বাক্য বা চক্ষুর অতীত।

(১) নিত্য (২) সুতরূপী ঈশ্বরের প্রতি প্রেম বা স্নেহ।

মূল।

হর্ষিত জহঁ তহঁ ধাই দাসী।
আনঁদ মগন সকল পুরবাসী ॥
দশরথপুত্রজন্ম সুনি কানা।
মানহুঁ ব্রহ্মানন্দ সমানা ॥
পরমপ্রেম মন পুলক শরীরা।
চাহত উঠন করত মতিধীরা ॥
জাকর নাম সুনত শুভ হোই।
মোরে গৃহ আবা প্রভু সোই ॥
পরমানন্দ পূরি মন রাজা।
কহা বুলাই বজাবহু বাজা ॥
গুরু বশিষ্ঠকহঁ গয়উ হঁকারা।
আয়ে দ্বিজন সহিত নৃপদ্বারা ॥
অনুপম বালক দেখি ন জাই।
রূপরাশি গুণ কহি ন সিরাই[১] ॥

দোহা :—

তব নাঁদীমুখ শ্রাদ্ধ করি,
জাতকর্ম্ম সব কীন্হ।
হাটক[২] ধেনু বসন মণি,
ভূপ বিপ্রনকহঁ দীন্হ ॥২০০॥

ধ্বজ পতাক তোরণ পুর চ্ছাবা।
কহি ন জায় জ্যহিভাঁতি বনাবা ॥
সুমনবৃষ্টি আকাশতে হোই।
ব্রহ্মানন্দ মগন সবকোই ॥
বৃন্দ বৃন্দ সব চলি লুগাই[৩]।
সহজ শৃঁগার[৪] কিয়ে উঠি ধাই ॥
কনককলস মঙ্গল[৫] ভরি থারা[৬]।
গাবত পৈঠাহিঁ[৭] ভূপ দুআরা ॥
করি আরতী নিচ্ছাবরি[৮] করহীঁ।
বার বার শিশুচরণনপরহী ॥
মাগধ সূত বন্দি গুণগায়ক।
পাবন গুণ গাবহিঁ রঘুনায়ক ॥

(১) শেষ হয় (২) স্বর্ণ (৩) স্ত্রীলোক সকল (৪) শৃঙ্গার অর্থাৎ বেশভূষা (৫) মাঙ্গলিক দ্রব্য (৬) থালা (৭) প্রবেশ করিল (৮) সন্তুষ্ট করণ।

বঙ্গানুবাদ।

যথা তথা ধায় দাসী অতি হৃষ্টমন।
সমুদায় পুরবাসী আনন্দে মগন ॥
দশরথ শুনি তবে পুত্রের উদ্ভব।
করিলেন মনে ব্রহ্মানন্দ অনুভব ॥
অতি প্রেম-পূর্ণমন পুলক শরীর।
চাহিলেন উঠিবারে মতি করি স্থির ॥
যাঁহার শুনিলে নাম সদা শুভ হয়।
সেই প্রভু আসিলেন আমার আলয় ॥
পরম আনন্দে পূর্ণ নৃপতির মন।
সম্বোধিয়া করিলেন করিতে বাজন ॥
বশিষ্ঠ গুরুকে গেল আনিতে তখন।
আসিলেন দ্বিজ সহ নৃপতি-ভবন ॥
শিশুরূপ[১] অনুপম দেখা নাহি যায়।
রূপরাশি গুণ কহি কভু না ফুরায় ॥

তখন মানস ভরি, নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করি,
জাত-কর্ম্ম সকল করিল।
স্বর্ণ ধেনু সুবসন, মণি করি সমর্পণ,
বিপ্রগণে বহু দান দিল ॥২০০॥

তোরণ[২] পতাকা ধ্বজা নগর ছাইল।
কহা নাহি যায় উহা যেরূপে করিল ॥
পুষ্প-বৃষ্টি নভ[৩] হ'তে হইল তখন।
সকলেই ব্রহ্মানন্দে হইল মগন ॥
যূথে[৪] যূথে নারীগণ সকলে চলিল।
সহজ সুবেশ করি উঠিয়া ধাইল ॥
হৈমঘট[৫] থালা শুভদ্রব্যে পূর্ণ করি।
ভূপতির দ্বারে প্রবেশিল গান করি ॥
আরত্রিক করি করে বিবিধ স্তবন।
বার বার পড়ে ধরি শিশুর চরণ ॥
গুণ-গান-কারী মাগধাদি বন্দি সূত[৬]।
গানকরে রঘুনায়কের গুণ পূত ॥

(১) শিশুর অর্থাৎ রামচন্দ্রের রূপ (২) কটক (৩) আকাশ (৪) দলে (৫) স্বর্ণ নির্ম্মিত ঘট।

মূল।

সর্ব্বস দান দীহ্ন সবকাহূ।
জ্যাহি পাবা রাখা নহিঁ তাহূ॥
মৃগমদ চন্দন কুঙ্কুম সীঁচা[১]।
মচী[২] সকল বীথিন বিচ কীচা[৩]॥

দোহা :—

গৃহ গৃহ বাজ বধাব[৪] শুভ,
প্রগট ভয়ে সুখকন্দ[৫]।
হর্ষবন্ত সব জহঁ তহঁ,
নগর নারি নরবৃন্দ॥২০১॥

কেকয়সুতা সুমিত্রা দোউ।
সুন্দর সুত জন্মত ভইঁ সোউ॥
বহু সুখ সম্পতি সময় সমাজা।
কহি ন সকৈঁ শারদ অহিরাজা॥
অবধপুরী সোহৈ ইহিভাঁতি।
প্রভুহি মিলন আই জনু রাতি॥
দেখি ভানু জনু মন সকুচানী।
তদপি বনী সন্ধ্যা অনুমানী॥
অগর[৬] ধূপ জনু বহু অঁধিয়ারী।
উড়ৈ অবীর[৭] মনহুঁ অরুণারী॥
মন্দির মণি সমূহ জনু তারা।
নৃপগৃহ কলশ সো ইন্দু উদারা॥
ভবন বেদধ্বনি অতি মৃদুবানী।
জনু খগ মুখর সময় সুখসানী॥
কৌতুক দেখি পতঙ্গ[৮] ভুলানা।
একমাস তেহি জাত ন জানা॥

দোহা :—

মাস দিবসকা দিবস ভা,
মর্ম্ম ন জানৈ কোই।
রথ সমেত রবি থাকেউ,
নিশা কৌন বিধি হোই॥২০২॥

(১) সিঞ্চন করিল, ছড়াইল (২) মুছিয়া, পরিষ্কার করিয়া (৩) কর্দ্দম (৪) আনন্দ সূচক গীতবাদ্য (৫) মূল (৬) অগুরু (৭) আবির রক্তবর্ণ গুড়া বিশেষ। (৮) সূর্য্য।

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বজনে সম্প্রদান সর্ব্বস্ব করিল।
যা পাইল তাহা দিল কিছু না রাখিল॥
ছড়াইল মৃগমদ কুঙ্কুম চন্দন।
বীথি[১]-মধ্যে করদম[২] করিয়া মুচন[৩]॥

গৃহে গৃহে বাদ্য বাজে, শুভচিহ্ন সব রাজে[৪],
সুখমূল প্রকাশিত হন।
হয়ে সবে হর্যমান, যথা তথা বিদ্যমান,
নগরের নরনারীগণ॥২০১॥

সুমিত্রা কেকয়-সুতা তাঁহারা দুজন।
করিলেন সুপ্রসব সুন্দর নন্দন॥
এই সুখ সুসম্পত্তি সময় সমাজ।
কহিবারে নাহি পারে বাণী অহিরাজ॥
এইরূপ শোভা পায় অযোধ্যানগরী।
প্রভুকে দেখিতে যেন রাত্রি অগ্রসরী॥
ভানুকে দেখিয়া যেন মন সন্দিহান।
তথাপি আসিল সন্ধ্যা করে অনুমান॥
অগুরুর ধূপে যেন হয় তমোময়।
উড়ে ফাগ[৬] অরুণারি[৭] বলি মনে লয়॥
মন্দিরের মণি সব যেন তারাগণ।
ভূপগৃহে ঘট শোভে পূর্ণেন্দু যেমন॥
বেদধ্বনি মৃদুবাণী নৃপতি-ভবনে।
বিহঙ্গ মুখর[৮] যেন সন্ধ্যা আগমনে॥
কৌতুক দেখিয়া রবি নাহি হন অস্ত।
না জানিল কেহ তাহে একমাস গত॥

মাসভরি দিনমান, একদিন হয় জ্ঞান,
কেহ না জানিল সে মরম।
রথ সহ দিবাকর, স্থির রহে নভোপর,
কিরূপে হইবে নিশাগম॥২০২॥

(১) পথ (২) কর্দ্দম (৩) পরিকরণ (৪) শোভা পায় (৫) [illegible] (৬) আবির (৭) সন্ধ্যারাগ (৮) শব্দায়মান বাচাল।

মূল।	বঙ্গানুবাদ।
য়হ রহস্য কাহু নহিঁ জানা।	কাহারো রহস্য এই নাহি হয় জ্ঞান।
দিনমণি চলে করত গুণগানা।	দিনমণি চলিলেন করি গুণগান॥
দেখি মহোতসব সুর মুনি নাগা	মহোৎসব দেখি সুর নিমু নাগগণ।
চলে ভবন বর্ণত নিজ ভাগা[১] ॥	নিজ ভাগ্য প্রশংশিয়া চলিল ভবন
ঔরৌ এক কহৌ নিজ চোরী।	কহি আরো এক চৌর্য্য-করণ আপন।
সুনু গিরিজা অতি দৃঢ় মতি তোরী॥	শুনহ গিরিজে তব অতি দৃঢ় মন॥
কাক ভুশুণ্ডি সঙ্গ হম দোউ।	কাকভূশুণ্ডির সঙ্গে আমি সেই স্থানে।
মনুজ রূপ জানৈ নহিঁ কোউ॥	ছিলাম মানবরূপে কেহ নাহি জানে॥
পরমানন্দ প্রেম সুখ ফুলে।	পরম আনন্দ প্রেম সুখেতে ফুলিয়া।
বীথিন ফিরহিঁ মগন মন ভূলে॥	পথে ভ্রমি মগ্ন-মনে আপন ভুলিয়া॥
য়হ সব চরিত জানপৈ সোই।	এ সব চরিত্র সেই জানিবারে পারে।
কৃপা রামকী জাপর হোই॥	শ্রীরামের কৃপা হয় যাহার উপরে॥
তাহি অবসর জো জ্যহিবিধি আবা।	সেই অবসরে যেবা যেরূপে আসিল।
দীহ্ন ভূপ জো জ্যহি মন ভাবা॥	দিলেন ভূপতি যেবা যা মনে ভাবিল॥
গজ রথ তুরঙ্গ হেম গো হীরা।	গজ রথ গো তুরঙ্গ[১] হীরক কাঞ্চন।
দীহ্নে নৃপ নানাবিধি চীরা[২] ॥	দিলেন নৃপতি নানাবিধি সুবসন॥

দোহা :—

মূল।	বঙ্গানুবাদ।
মন সন্তোষ সবনকে, জহঁ তহঁ দেহিঁ অশীশ। সকল তনয় চির জীবহু, তুলসীদাসকে ঈশ॥২০৩॥	সন্তুষ্ট হইয়া মনে, অভ্যাগত সর্ব্বজনে, যথা তথা আশীর্ব্বাদ দিল। সকল তনয় তবে, চিরজীবী হোক সবে, তুলসীদাসের ঈশ[২] কিল[৩]॥২০৩॥

মূল।	বঙ্গানুবাদ।
কচ্ছুক দিবস বীতে[৩] য়হিভাঁতী।	হইল যাপন কিছু দিন এইরূপে।
জাত ন জানহিঁ দিন অরু রাতী॥	দিন কিম্বা রাত্রি যায় না জানে কিরূপে।
নামকরণকর অবসর জানী।	নাম-করণের তরে জানি অবসর।
ভূপ বোলি পঠয়ে মুনি জ্ঞানী॥	পাঠাইল আনিবারে জ্ঞানী মুনিবর॥
করি পূজা ভূপতি অস ভাষা।	পূজিয়া ভূপতি[৪] বলে রাখ সেই নাম॥
ধরিয় নাম জো মুনি গুণি রাখা॥	শুনিয়া রেখেছে মুনি[৫] পূর্ব্বেই যে নাম॥
ইনকে নাম অনেক অনূপা।	অনুপম নাম আছে অনেক ইঁহার।
মৈঁ নৃপ কহব স্বমতি অনুরূপা॥	নৃপ কহিতেছি মাত্র মতি-অনুসার॥
জো আনন্দ সিন্ধু সুখ রাশী।	সুখরাশি হয়-সিন্ধু যাঁহার বিকাশ।
সীঁকরতে[৪] ত্রৈলোক্য প্রকাশী॥	জলকণা হ'তে করে ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ॥

(১) ভাগ্য (২) বসন (৩) গতে (৪) জল কণা হইতে।

(১) অশ্ব (২) ঈশ্বর, প্রভু (৩) নিশ্চয় (৪) রাজা দশরথ (৫) বাল্মীক মুনি।

মূল।

সো সুখধাম রাম অস নামা।
অখিল লোক দায়ক বিশ্রামা॥
বিশ্ব ভরণ পোষণ কর জোই।
তাকর নাম ভরত অস হোই॥
জাকে সুমিরণতে রিপু নাশা।
নাম শত্রুহন বেদ প্রকাশা॥
দোহা :—
লক্ষণধাম রামপ্রিয়,
সকল জগতআধার।
গুরু বশিষ্ঠ ত্যহি রাখ্যউ,
লক্ষ্মণ নাম উদার॥ ২০৪॥
ধর্যউ[১] নাম গুরু হৃদয় বিচারী।
বেদতত্ব নৃপ তব সুত চারী॥
মুনিজনধন সর্ব্বস[২] শিবপ্রাণা।
বালকেলিরস তেহি সুখ মানা।
বারেহিতে[৩] নিজ হিত পতি জানী।
লক্ষ্মণ রামচরণ রতি মানী॥
ভরত শত্রুহন দোনোঁ ভাই।
প্রভু সেবক জস প্রীতি বড়াই॥
শ্যাম গৌর সুন্দর দোউ জোরী।
নিরখহিঁ ছবি জননী তৃণ তোরী[৪]॥
চারিউঁ শীলরূপগুণধামা।
তদপি অধিক সুখসাগর রামা॥
হৃদয় অনুগ্রহ ইন্দু প্রকাশা।
সূচত কিরণ মনোহর হাসা॥
কবহুঁ উচ্ছঙ্গ[৫] কবহুঁ কর-পলনা[৬]।
মাতু দুলার[৭] করাই প্রিয় ললনা॥
দোহা :—ব্যাপক ব্রহ্ম নিরঞ্জন,
নির্গুণ বিগত বিনোদ[৮]।
সো অজ প্রেমভক্তিবশ,
কৌশল্যাকী গোদ॥২০৫॥

(১) রাখিলেন (২) সর্ব্বস্ব (৩) বাল্যকাল হইতে (৪) তুলিয়া, ছিঁড়িয়া (৫) ক্রোড় (৬) কর অর্থাৎ হস্ত রূপ আস্তরণে (৭) সোহাগ (৮) হর্ষ।

বঙ্গানুবাদ।

সেই সুখ-ধাম, তাঁর রাম এই নাম।
যা হ'তে অখিল-লোক লভিবে বিশ্রাম॥
ভরণ পোষণ বিশ্ব করেন যে জন।
তাঁহার ভরত নাম হইল এখন।
স্মরণ করিলে যাঁকে হয় রিপু-নাশ।
শত্রুঘ্ন তাঁহার নাম বেদেতে প্রকাশ॥

মঙ্গল লক্ষণালয়, রাম-প্রিয় অতিশয়,
সমুদায় জগত-আধার।
শ্রীগুরু বশিষ্ঠ তাঁর, মনে করি সুবিচার,
নাম দিল লক্ষ্মণ উদার॥২০৪॥
গুরু রাখিলেন নাম হৃদয়ে বিচারি।
নৃপ! বেদ-তত্ত্ব-রূপ[১] তব সুত চারি॥
মুনি-জন-সরবস্ব[২] শিবের পরাণ।
বাল-কেলি-রসে তাহে তাঁরা সুখ পান॥
বাল্য হ'তে নিজ হিতপতি[৩] করি জ্ঞান।
লক্ষ্মণ শ্রীরাম-পদে অতি রতিমান॥
ভরত শত্রুঘ্ন অপি ভাই দুইজন।
অতি প্রীতি করি সেবে প্রভুর চরণ॥
শ্যাম গৌর তৃণ তুলি যুগল সুন্দর।
দেখেন জননী ছবি অতি মনোহর॥
চারি ভ্রাতা সবে শীল-রূপ-গুণ-ধাম।
তথাপি সরব শ্রেষ্ঠ সুখাম্বুধি রাম॥
হৃদয়ে করুণা-ইন্দু[৪] অতি প্রভাকর।
কিরণ সূচনা করে হাস্য মনোহর॥
কভু ক্রোড়ে কভু করে করিয়া ধারণ।
সোহাগ করেন মাতা প্রিয় নারীগণ॥
যে ব্রহ্ম ব্যাপক হন, নিরগুণ নিরঞ্জন[৫],
নাহি হন হর্ষাদি বিশিষ্ট।
সেই অজ দেহ ধরি, প্রেমভক্তিবশে হরি,
কৌশল্যার ক্রোড়ে উপবিষ্ট॥২০৫॥

(১) বেদোক্ত মূল প্রকৃতি (২) মুনি ও জন অর্থাৎ দাসের সর্ব্বস্ব ধন (৩) হিত অর্থাৎ উপকারক বন্ধু এবং পতি অর্থাৎ প্রভু (৪) করুণা রূপী ইন্দু অর্থাৎ চন্দ্র (৫) নিরঞ্জন, অবিদ্যা দোষ রহিত, রাগাদি বর্জ্জিত।

মূল।

কাম কোটী চ্ছবি শ্যাম-শরীরা।
নীলকঞ্জ[১] বারিদ গম্ভীরা॥
অরুণ চরণ পঙ্কজ নখ জোতী।
কমল-দলন বৈঠে জনু মোতী॥
রেখ[২] কুলিশ[৩] ধ্বজ অঙ্কুশ সোহৈ।
নূপুর-ধ্বনি সুনি মুনিমন মোহৈ॥
কটি কিঙ্কিণী উদর ত্রয় রেখা।
নাভি গঁভীর জান জেহি দেখা॥
ভুজ বিশাল ভূষণযুত ভূরী।
হিয় হরিনখশোভা[৪] অতিরূরী[৫]॥
উর মণিহার পদিককী[৬] শোভা।
বিপ্রচরণ দেখত মনলোভা।
কম্বুকণ্ঠ অতি চিবুক সুহাই[৭]।
আনন অমিত মদনচ্ছবি চ্ছাই॥
দুই দুই দশন অধর অরুণারে।
নাসাতিলক কো বরণৈ পারে॥
সুন্দর শ্রবণ সুচারু কপোলা।
অতি প্রিয় মধুর সুতোতরি[৮] বোলা॥
নীল কমল দোউ নয়ন বিশালা।
বিকট ভ্রুকুটি লটকন বর ভালা॥
চিক্কন কচ[৯] কুঞ্চিত গভুয়ারে[১০]।
বহুপ্রকার রচি মাতু সঁবারে॥
পীত ঝিঁগুলিয়া তনু পহিরায়ে।
জানুপাণি বিচরত মহি ভায়ে॥
রূপ সকহিঁ নহিঁ কহি শ্রুতিশেষা।
সো জানে স্বপ্নেহু জিহু দেখা॥

দোহা :—সুখসন্দোহ[১১] মোহপর,
জ্ঞানগিরা গোতীত।
দম্পতি পরম প্রেম বশ,
করি শিশুচরিত পুনীত॥২০৬॥

(১) পদ্ম (২) রেখা (৩) বজ্র (৪) সিংহনখের শোভা (৫) মনোহারী (৬) পদকের (৭) শোভন, সুন্দর (৮) তোতলা (৯) কেশ (১০) মনোরম (১১) সুখরাশি।

বঙ্গানুবাদ।

কোটি কাম জিনি ছবি[১] শ্যামল শরীর।
শোভে জিনি নীলপদ্ম বারিদ গম্ভীর॥
অরুণ[২] চরণ-পদ্ম তাহে নখ-জ্যোতি।
কমলদলেতে যেন বসিয়াছে মতি[৩]॥
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-রেখা কিবা সুশোভন।
শুনিয়া নূপুর-ধ্বনি মুগ্ধ মুনি-মন॥
কটিতে কিঙ্কিণী[৪] ত্রয়রেখা উদরেতে।
নাভি সুগভীর, জানে, যে পায় দেখিতে॥
ভূষণ বিশাল ভুজে সংযুত বিস্তর।
হৃদয়ে হরির[৫] নখ শোভে মনোহর॥
হৃদয়ে মণিরহার পদকের শোভা।
বিপ্র-পদ-চিহ্ন[৬] দেখিবারে মনোলোভা॥
কম্বুকণ্ঠ[৭] অতিশয় চিবুক[৮] শোভন।
মুখ-ছবি জয় করে অসংখ্য মদন॥
দুই দুই দন্ত শোভে অরুণ[৯] অধরে।
নাসিকা-তিলক-শোভা কে বর্ণিতে পারে॥
সুচারু কপোল[১০] কিবা সুন্দর শ্রবণ[১১]।
অতীব মধুর প্রিয় অস্ফুট বচন॥
নীলপদ্ম সম দুই নয়ন বিশাল।
বিকট ভ্রুকুটি সুশোভিত বর[১২] ভাল[১৩]॥
কুঞ্চিত চিক্কণ কেশে শিখা[১৪] সুশোভন।
করিলেন মাতা বহু প্রকারে রচন॥
অঙ্গে পরাইল কিবা সুপীত বসন।
জানু-পাণি-ভরে মহি করে বিচরণ॥
রূপ কহিবারে নারে শেষ[১৫] শ্রুতিগণ।
সপনেও দেখে যেহ জানে সেইজন॥

সুখরাশি মনোহর, সদা হন মোহপর[১৬],
জ্ঞান-গিরা-গোঅতীত[১৭] শ্রীহরি।
দম্পতির[১৮] অতিশয়, প্রেমে বশীভূত হয়,
বালক-চরিত পূত করি॥২০৬॥

(১) সৌন্দর্য্য, শোভা (২) ঈষৎ রক্তবর্ণ (৩) মুক্তা (৪) ঘুঙুর (৫) সিংহের (৬) ভৃগুমুনির পদচিহ্ন (৭) কম্বুব, অর্থাৎ শঙ্খের ন্যায় রেখাঙ্কিত গলদেশ (৮) দাড়ি ওষ্ঠাধোভাগ (৯) ঈষৎ রক্তবর্ণ (১০) গণ্ডদেশ, গাল (১১) কর্ণ (১২) শ্রেষ্ঠ (১৩) ললাট (১৪) টিকি (১৫) সহস্র বদন অনন্তনাগ (১৬) মোহ-মুক্ত (১৭) জ্ঞান এবং গিরা অর্থাৎ বাক্য ও গো অর্থাৎ চক্ষু তাহার অতীত (১৮) দশরথ ও কৌশল্যার।

মূল।

ইহি বিধি রাম জগতপিতুমাতা।
কোশলপুরবাসিন সুখদাতা ॥
জিন রঘুনাথ চরণ রতি মানী।
তিনকী য়হ গতি প্রগট ভবানী ॥
রঘুপতিবিমুখ যতন কর কোরী[১]।
কব ন সকৈ ভববন্ধন ছোরী ॥
জীব চরাচর বশ করি রাখে।
সো মায়া প্রভুসো ভয় ভাখে[২] ॥
ভ্রূকুটি বিলাস ন চাবৈ তাহী।
অস প্রভু চ্ছাঁড়ি ভজিয় কহুকাহী ॥
মনক্রমবচন চ্ছাঁড়ি চতুরাই।
ভজতহিঁ কৃপা করৈঁ রঘুরাই ॥
ইহিবিধি শিশুবিনোদ[৩] প্রভু কীহ্না।
সকল নগরবাসিহ্ন সুখ দীহ্না ॥
লৈ উচ্ছঙ্গ কবহুঁ হুলরাবৈঁ[৪]।
কবহুঁ পালনে[৫] ঘালি[৬] ঝুলাবৈঁ ॥
দোহা :—
প্রেমমগন কৌশল্যা,
নিশিদিন জাত ন জান।
সুতসনেহবশ মাতু সব,
বালচরিত কুর গান ॥২০৭॥
একবার জননী অহ্নবায়ে[৭]।
করি শৃঙ্গার[৮] পলঁগ পৌঢ়ায়ে[৯] ॥
নিজকুলইষ্টদেব ভগবানা।
পূজা হেতু কীহ্ন পকবানা[১০] ॥
করি পূজা নৈবেদ্য চঢ়াবা।
আপু গই জহঁ পাক বনাবা ॥
বহুরি মাতু তহঁবা চলি আই।
ভোজন করত দীখ রঘুরাই ॥
গই জননী শিশুপহঁ ভয়ভীতা।
দেখা বাল তহাঁ পুনি সূতা[১১] ॥

(১) ক্রোর, কোটী (২) কথা কয়, বলে (৩) ক্রীড়া, লীলা (৪) আনন্দে মগ্ন হয় (৫) দোলাতে (৬) ফেলিয়া (৭) স্নান করাইয়া (৮) বেশভূষা (৯) শায়িতা করিলেন (১০) রন্ধন (১১) শায়িত।

বঙ্গানুবাদ।

এইরূপে রঘুবর বিশ্বপিতামাতা।
কোশলনগরবাসীগণ[১] সুখদাতা ॥
যার রঘুনাথপদে রত সদা মতি।
ভবানি! প্রকাশ তাহে এইরূপ গতি[২] ॥
শ্রীরামবিমুখ কোটি করিলে যতন।
না পারে করিতে ছিন্ন ভবের বন্ধন।
চরাচর জীবে বশ করি রাখে যেহ।
প্রভুকে সভয়ে বাক্য কহে মায়া সেহ ॥
ভ্রূকুটিবিলাসে[৩] নৃত্য করান তাহারে।
এরূপ প্রভু ছাড়িয়া ভজ তুমি কারে ॥
কায়মনোবাক্যে ছাড়ি চতুরতা অতি।
ভজিলে করেন কৃপা সদা রঘুপতি ॥
এইরূপে শিশুলীলা করি ভগবান।
করেন নগরবাসীজনে সুখদান ॥
ক্রোড়ে লয়ে কখনো বা আনন্দে নাচায়।
কখনো দোলাতে ফেলি দোলায় তাঁহায় ॥

সুতপ্রেমে নিমগন[৪] সদা কৌশল্যার মন,
দিবানিশি গত নাহি জ্ঞান।
তনয় সনেহ বশে, মাতা সব নির্বিশেষে,
শিশুলীলা করে সদা গান ॥২০৭॥
মাতা একবার রামে স্নান করাইয়া।
বেশ করি পালঙ্কেতে রাখে শুয়াইয়া ॥
নিজকুল ইষ্টদেব ঈশ্বর পূজন।
করিবার হেতু করে অন্নাদি রন্ধন ॥
পূজা করি করিলেন নৈবেদ্য অর্পণ।
রন্ধনশালাতে নিজে করেন গমন ॥
পুন আসিলেন মাতা তথায় যখন।
দেখিলেন রঘুপতি করিছে ভোজন ॥
যান মাতা শিশুপাশে হয়ে ভয়ে ভীত।
দেখেন বালকে তথা পুনশ্চ শায়িত ॥

(১) অযোধ্যা পুরবাসীগণের (২) দশা (৩) ভাব ভঙ্গীতে (৪) নিমগ্ন।

মূল।

বহুরি আই দেখা সুত সোই।
হৃদয় কম্প মন ধীর ন হোই॥
য়হাঁ বহাঁ দুই বালক দেখা।
মতিভ্রম মোরি কি আন বিশেষা॥
দেখি রাম জননী অকুলানী।
প্রভু হঁসি দীন মধুর মুস্থকানী॥

দোহা :—

দিখরাবা মাতহি নিজ,
অদ্ভুতরূপ অখণ্ড।
রোম রোম প্রতি রাজহিঁ,
কোটি কোটি ব্রহ্মণ্ড॥২০৮॥

অগণিত রবি শশি শিব চতুরানন।
বহু গিরি সরিতসিন্ধু মহী কানন॥
কাল কর্ম্ম গুণ দোষ স্বভাউ।
সো দেখা জো সুনা ন কাউ॥
দেখী মায়া সববিধি গাঢ়ী।
অতি সভীত জোরে-কর[১] ঠাঢ়ী॥
দেখা জীব নচাবৈ জাহীং[২]।
দেখী ভক্তি জো ছোরৈ তাহী॥
তনু পুলকিত মুখ বচন ন আবা।
নয়ন মুঁদি চরণন শিরনাবা॥
বিস্ময়বন্ত দেখি মহতারী[৩]।
ভয়ে বহুরি শিশুরূপ খরারী॥
অস্তুতি করি ন জায় ভয়মানা।
জগত পিতা মৈঁ সুত করি জানা॥
হরি জননিহি বহুবিধি সমুঝাই।
য়হ জনি কতহুঁ কহসি সুনুমাই॥

দোহা :—

বার বার কৌশল্যা,
বিনয় কবৈ করজোরি।
অব জনি কবহুঁ ব্যাপই,
প্রভু মোহিঁ মায়া তোরি॥২০৯॥

(১) করযোড়ে (২) যে অ'াং মায়া (৩) মাতা।

বঙ্গানুবাদ।

পুন আসি দেখিলেন সেই সে তনয়।
হৃদয় কম্পিত মনে ধৈরজ না হয়॥
এথা তথা দেখিলাম যে দুই বালক।
মোর মতিভ্রম নাকি বিশেষে পৃথক॥
শ্রীরাম মাতাকে দেখি অতি আকুলিত।
করিলেন সুমধুর ঈষদ হসিত॥

মাতাকে দেখান প্রভু, নিজ বিশ্বরূপ বিভু[১],
অনন্ত অখণ্ড[২] চমৎকার।
লোমে লোমে বিরাজিত. দেখে মাতা হয়ে ভীত,
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড অপার॥২০৮॥

অগণিত রবি শশি শিবধাতাগণ।
বহু গিরি নদী সিন্ধু পৃথিবী কানন॥
কাল কর্ম্ম স্বভাবের দোষগুণগণ।
দেখে তাহা, যাহা কেহ না করে শ্রবণ॥
গভীর অপার মায়াসিন্ধু নিরখিয়া।
করযোড় করি রহে ভয়ে দাঁড়াইয়া॥
দেখে মায়া জীবগণে যদিচ না চায়।
কিন্তু যার দেখে ভক্তি ছাড়য়ে তাহায়॥
তনু পুলকিত মুখে না সরে বচন।
পদে নত করে শির, মুদিয়া নয়ন॥
বিস্ময়াভিভূত দেখি জননীকে ভারি।
শিশুরূপ ধরিলেন পুনশ্চ খরারি॥
করিলেও স্তুতি, মনে নাহি যায় ভয়।
জগতপিতাকে বলি আপন তনয়॥
জননীকে বহুবিধি শ্রীহরি বুঝান।
কোথাও না কহ মাতা এ সব আখ্যান॥

করযোড়ে করি নতি[৩], করিয়া বিনয় অতি,
কহেন কৌশল্যা বার বার।
এবে নাহি হোক কভু, ব্যাপ্ত তব মায়া প্রভু,
ভুলিয়াও হৃদয়ে আমার॥২০৯॥

(১) নারায়ণ (২) খণ্ড রহীত, পূর্ণ (৩) নমস্কার

মূল।

বালচরিত হরি বহুবিধি কীন্হা।
অতি আনন্দ দাসনকহঁ দীন্হা।
কচ্ছুক কাল বীতে সব ভাই।
বড়ে ভয়ে পরিজন সুখদাই॥
চুড়াকরণ কীন্হ গুরু আই।
বিপ্রন্হ বহুত দক্ষিণা পাই॥
পরম মনোহর চরিত অপারা।
করত ফিরত চারিউ সুকুমারা॥
মনক্রমবচন অগোচর জোই।
দশরথ অজির বিচর প্রভু সোই॥
ভোজন করত বুলাবত রাজা।
নহিঁ আবহিঁ তজি বালসমাজা॥
কৌশল্যা জব বোলন জাই।
ঠুমকি[১] ঠুমকি প্রভু চলহিঁ পরাই॥
নিগম নেতি[২] শিব অন্ত ন পাবা।
তাহি ধরে জননী হঠি[৩] ধাবা॥
ধূসর ধূরি ভরে তনু আয়ে।
ভূপতি বিহঁসি গোদ[৪] বৈঠায়ে॥
দোহা :—
ভোজন করত চপলচিত,
ইতউস[৫] অবসর পাই।
ভাজি চলেঁ কিলকাত[৬] মুখ,
দধি ওদন[৭] লপটাই॥২১০॥

বালচরিত অতি সরল সুহায়ে।
শারদশেষ শম্ভু শ্রুতিগায়ে॥
জিনকর মন ইনসন নহিঁ রাতা।
তে জগবঞ্চক কিয়ে বিধাতা॥
ভয়ে কুমার জবহিঁ সব ভ্রাত
দীন্হ জনেউ[৮] গুরু পিতুমাতা॥

(১) ঠমকি (২) অশেষ (ন+ইতি অর্থাৎ শেষ) (৩) পশ্চাতে (৪) ক্রোড় (৫) যখন তখন (৬) ভজি করি (৭) অন্ন (৮) উপবীত।

বঙ্গানুবাদ।

করেন শ্রীহরি বহু বালকচরিত।
দাসগণমন করি অতি আনন্দিত॥
কিছুকাল গতে তবে সমুদায় ভ্রাতা।
হইলেন অতি পরিজনসুখদাতা॥
গুরু আসি করে চূড়াকরণ[১] যখন।
প্রচুর দক্ষিণা তবে পান বিপ্রগণ॥
অতি মনোহর বালচরিত অপার।
করিয়া ফিরেন সদা চারি সুকুমার॥
মন-ক্রম-বচনের[২] অগোচর যিনি।
দশরথঅজিরেতে[৩] বিচরেন তিনি॥
ভোজন করিতে রাজা করিলে আহ্বান।
বালকসমাজ ছাড়ি কভু নাহি যান॥
কৌশল্যা যখন যান আনিবার তরে।
ঠমকি[৪] ঠমকি প্রভু পলায়ন করে॥
নিগমে অশেষ, শিব অন্ত নাহি পান।
তাঁরে ধরিবারে মাতা পশ্চাতেতে ধান॥
ধূলিধূসরিততনু আসেন যখন।
ভূপতি করিয়া ক্রোড়ে বসান তখন॥

খাইতে খাইতে তবে, অবসর পান যবে,
উঠি যান সচঞ্চল মনে।
পলায়ন করে হরি, বহু মুখভঙ্গি করি,
দধি অন্ন সংযুত বদনে॥২১০॥

সরল বালকলীলা অতি সুশোভন।
গানকরে শেষ শম্ভুবাণী শ্রুতিগণ॥
যাহার মানস ইথে রত না হইল।
জগতে বঞ্চক বিধি তাহাকে করিল॥
ভ্রাতাগণ সবে যবে কুমার হইল।
গুরু পিতা মাতা তবে উপবীত দিল।

(১) দশবিধ সংস্কারান্তর্গত সংস্কার বিশেষ এই সংস্কারে সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করিয়া মধ্যস্থলে শিখা রাখিয়া দেয় (২) কায়মনোবাক্যের (৩) দশরথের উঠানেতে (৪) ঠমক অর্থাৎ দ্রেমাকী বা হাবভাব করিয়া

মূল ।

গুরুগৃহ গয়ে পড়ন রঘুরাই।
অল্পকাল বিদ্যা সব পাই ॥
জাকী সহজ শ্বাস শ্রুতি চারী।
সো হরি পড় য়হ কৌতুক ভারী ॥
বিদ্যা বিনয় নিপুণ গুণ শীলা।
খেলহিঁ খেল সকল নৃপ লীলা ॥
করতল বাণ ধনুষ অতি সোহা।
দেখত রূপ চরাচর মোহা ॥
জেহিঃবীথিন বিচরহিঁ সব ভাই।
থকিত[১] হোহিঁ লখি লোগ লুগাই[২] ॥
দোহা :—
কোশলপুরবাসী নর,
নারিবৃন্দ অরু বাল।
প্রাণহুঁতে প্রিয় লাগহীঁ,
সবকহঁ রাম কৃপাল ॥২১১॥

বন্ধু[৩] সখা সব লেহিঁ বুলাই।
বন মৃগয়া নিত খেলহিঁ জাই ॥
পাবন মৃগ মারহিঁ জিয় জানী।
দিন-প্রতি[৪] নৃপহি দেখাবহিঁ আনী ॥
জে মৃগঃরামবাণকে মারে।
তে তনু তজি সুরলোক সিধারে ॥
অনুজ সখা সঁগ ভোজন করহীঁ।
মাতুপিতা-আজ্ঞা অনুসরহীঁ ॥
জ্যহি বিধি সুখী হোহিঁ পুরলোগা।
করহিঁ কৃপানিধি সোই সংযোগা[৫] ॥
বেদঃপুরাণ সুনহিঁ মন লাই।
আপু কহহিঁ অনুজহি সমুঝাই ॥
প্রাতকাল উঠিকৈ রঘুনাথা।
মাতু পিতা গুরু নাবহিঁ মাথা ॥
আয়সু মাঁগি করহিঁ পুরকাজা।
দেখি চরিত হর্ষহিঁ মন রাজা ॥

(১) স্থির (২) স্ত্রীলোক (৩) ভ্রাতা (৪) প্রতিদিন (৫) আচরণ।

বঙ্গানুবাদ।

গুরুগৃহে যান রাম পড়িবার তরে।
অতি অল্পকালে সব বিদ্যালাভ ক রে
যাঁহার সহজ শ্বাসে হয় শ্রুতি চারি।
সে হরি পড়েন ইহা কুতূহল ভারি ॥
বিদ্যায় নিপুণ, নম্র গুণশীলবান।
নৃপলীলা[১] সব খেলা করে ভগবান ॥
করতলে ধনুশর অতি সুশোভিত।
সুরূপ দেখিয়া চর অচর মোহিত ॥
যে পথে বিচরে মিলি সর্ব্ব ভ্রাতাগণ।
স্থির নেত্রে হেরে সব নরনারীগণ ॥

পুরবাসী নারী-নর, সকলেই মনোহর,
কিবা বৃদ্ধ কিবা যুবা বাল[২]।
সকলেরি রঘুবর, প্রাণ চেয়ে প্রিয়তর,
দশরথনন্দন দয়াল ॥২১১॥

ভ্রাতা সখাগণে প্রভু করিয়া আহ্বান।
মৃগয়া খেলিতে নিত্য কাননেতে যান ॥
মারেন পাবন মৃগ[৩] মনে বিচারিয়া।
প্রতিদিন নৃপতিকে দেখান আনিয়া ॥
যে মৃগ রামের বাণে প্রাপ্ত হয় নাশ।
সে তনু তজিয়া করে সুরপুরে বাস ॥
অনুজ সখার সঙ্গে করেন ভোজন।
পিতা-মাতা-আজ্ঞা সদা করেন পালন ॥
যে রূপেতে সুখী হয় পুরবাসী জন।
করেন করুণানিধি সেই আচরণ ॥
শুনেন পুরাণ বেদ অতি মন দিয়া।
অনুজে কহেন নিজে তাহা বুঝাইয়া ॥
প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করি রঘুবীর।
মাতাপিতাগুরুপদে নত করে শির ॥
পুর কাজ করে সব যাচিয়া আদেশ।
দেখিয়া চরিত্র মনে হর্ষিত নরেশ[৪] ॥

(১) রাজোচিত কার্য্য সকল (২) শিশু (৩) পশু (৪) রাজা দশরথ।

মূল।

দোহা ঃ—ব্যাপক অকল[১] অনীহ[২] অজ,
নির্গুণ নাম ন রূপ।
ভক্তহেতু নানাবিধিহি,
করত চরিত্র অনূপ ॥২১২॥
য়হ সব চরিত কহা মৈঁ গাই।
আগিল কথা শুনহু মন লাই ॥
বিশ্বামিত্র মহামুনি জ্ঞানী।
বসহিঁ বিপিন শুভ আশ্রম জানি ॥
তহঁ জপ যজ্ঞ যোগ মুনি করহীঁ।
অতি মারীচ সুবাহুহি ডরহীঁ ॥
দেখত যজ্ঞ নিশাচর ধাবহিঁ[৩]।
করহিঁ উপদ্রব মুনি দুখ পাবহিঁ ॥
গাধিতনয়মন চিন্তা ব্যাপী।
হরি বিনু মরহিঁ ন নিশিচর পাপী ॥
তব মুনিবর মন কীন্হ বিচারা।
প্রভু অবতরেউ হরণ মহীভারা ॥
য়হি মিসু[৩] দেখোঁ প্রভুপদ যাই।
করি বিনতী আনৌঁ দোউ ভাই ॥
জ্ঞান বিরাগ সকল গুণ অয়না।
সো প্রভু মৈঁ দেখব ভরি নয়না ॥
দোহা ঃ—
বহুবিধি করত মনোরথ,
জাত ন লাগি বার[৪]।
করি মজ্জন সরযূসলিল,
গয়ে ভূপদরবার ॥২১৩॥
মুনিআগমন সুনা জব রাজা।
মিলন গয়উ লৈ বিপ্রসমাজা ॥
করি দণ্ডবত মুনিহি সনমানী।
নিজ আসন বৈঠারে আনী ॥
চরণ পখারি[৫] কীন্হ অতি পূজা।
মো সম ধন্য আজু নহি দুজা[৬] ॥

(১) কলাহীন, সম্পূর্ণ (২) নিশ্চেষ্ট (৩) ছলে (৪) ক্ষণ, সময় (৫) প্রক্ষালন করিয়া (৬) অন্য অপর।

বঙ্গানুবাদ।

ব্যাপক সম্পূর্ণ অজ, নিশ্চেষ্ট নাহিক কাজ,
নিরগুণ অরূপ অনাম।
ভক্তহেতু দয়াবান, নানাবিধ অনুষ্ঠান,
করিলেন অনুপম রাম ॥২১২॥
এ সব চরিত্র গীত হইল এখন।
অগ্রের বৃত্তান্ত এবে শুন দিয়া মন ॥
বিশ্বামিত্র মহামুনি অতিশয় জ্ঞানী।
বসেন বিপিনে শুভ সুআশ্রম জানি ॥
তথা যপ যজ্ঞ যোগ করে মুনিবর।
সুবাহু মারীচে করি অতিশয় ডর ॥
দেখি যজ্ঞ নিশাচর দ্রুতবেগে ধায়।
উপদ্রব করে, মুনি তাহে দুখ পায় ॥
গাধিসুতমনে[১] চিন্তা ব্যাপ্ত গুরুতর।
হরি বিনা মরিবেনা পাপী নিশাচর ॥
তবে মুনিবর মনে করিল বিচার ঃ
প্রভু অবতীর্ণ এবে হরিতে ভূভার ॥
এই ছলে দেখি গিয়া প্রভুর চরণ।
আনিব বিনতি করি ভ্রাতা দুই জন ॥
জ্ঞান ও বিরাগ সব গুণের অয়ন[২]।
সে প্রভু দেখিব আমি ভরিয়া নয়ন ॥

চলিতে চলিতে পথ, করে বহু মনোরথ,
যাইতে না লাগে বহুক্ষণ।
সরযূর পূত নীরে, মজ্জন করিয়া ধীরে,
যাইলেন ভূপতি-ভবন ॥২১৩॥
যবে রাজা শুনিলেন মুনিআগমন।
বিপ্রগণ লয়ে যান করিতে মিলন ॥
মুনিকে প্রণাম করি সন্তুষ্ট করিয়া।
বসান আসনে নিজ সাদরে আনিয়া ॥
পদ প্রক্ষালণ করি করেন পূজন।
আমা সম ধন্য আজ নহে অন্যজন ॥

(১) বিশ্বামিত্র মুনির মনে (২) আশ্রয়।

মূল ।

বিবিধ ভাঁতি ভোজন করবাবা ।
মুনিবর হৃদয় হর্ষ অতি চাবা ॥
পুনি চরণন মেলে সুত চারী ।
রাম দেখি মুনি দেহ বিসারী[১] ॥
ভয়ে মগন দেখত মুখশোভা ।
জনু চকোর পূরণ শশিলোভা ॥
তব মন হর্ষ বচন কহ রাউ ।
মুনি অস কৃপা কীহু নহিঁ কাউ ॥
কেহি কারণ আগমন তুম্হারা ।
কহহু সো করত ন লাউব বারা[২] ॥
অসুর সমুহ সতাবহিঁ[৩] মোহীঁ ।
মৈঁ যাঁচন আয়উ নৃপ তোহীঁ ॥
অনুজ সমেত দেহু রঘুনাথা ।
নিশিচর বধ মৈঁ হোব সনাথা ॥
দোহা ঃ—
দেহু ভূপ মন হর্ষিত,
তজহু মোহ অজ্ঞান ।
ধর্ম্ম সুযশ নৃপ তুমকহঁ,
ইনকহঁ অতি কল্যাণ ॥২১৪॥
সুনি রাজা অতি অপ্রিয় বাণী ।
হৃদয় কম্প মুখদ্যুতি কুঁভিলাণী[৪] ॥
চৌথেপন[৫] পায়উঁ সুতচারী ।
বিপ্র বচন নহিঁ কহেউ বিচারী ॥
মাঁগহু ভূমি ধেনু ধন কোষা ।
সর্ব্বস দেউঁ আজু স-হরোষা[৬] ।
দেহ প্রাণতে প্রিয় কচ্ছু নাহীঁ ।
সোউ মুনি দেউঁ নিমিষ ইকমাহীঁ ॥
সব সুত প্রিয় মোহিঁ প্রাণকী নাইঁ[৭] ।
রাম দেত নহিঁ বনৈ গুসাইঁ ॥
কহঁ নিশিচর অতি ঘোর কঠোরা ।
কহঁ সুন্দর সুত পরম কিশোরা ॥

(১) বিস্মৃত হইলেন (২) ক্ষণ, সময় (৩) পীড়ন করিতেছে (৪) মলিন হইল (৫) চতুর্থাবস্থায় অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থায় (৬) হর্ষের সহিত (৭) তুল্য ।

বঙ্গানুবাদ ।

বিবিধ প্রকারে তবে করান ভোজন ।
মুনিবর হৃদে অতি হরষিত হন ॥
চারি সুতে আনি পুন চরণে মিলায় ।
রামে দেখি মুনিবর দেহ ভুলি যায় ॥
শ্রীমুখের শোভা দেখি হইল মগন ।
পূর্ণ শশি দেখে লোভে চকোর যেমন ॥
তবে হৃষ্টমনে কহিলেন নৃপবর ।
কাহাকেও মুনে কৃপা এরূপ না কর ॥
আপনার আগমন কিসের কারণ ।
কহ, তাহা সম্পাদিতে না লাগিবে ক্ষণ ॥
অসুর সমুহ নিত্য পীড়িছে আমায় ।
এসেছি নৃপতি আমি যাচিতে হেথায় ॥
অনুজ সহিত মোরে দেহ রঘুনাথ ।
নিশাচর বধে আমি হইব সনাথ ॥

ভূপ হৃষ্টমনে অতি, দেহ মোরে রঘুপতি,
ত্যাগ কর মোহ ও অজ্ঞান ।
ধরম সুযশ সব, হইবেক নৃপ তব,
হবে অতি ইঁহার কল্যাণ ॥২১৪॥

শুনি রাজা অতিশয় অপ্রিয় বচন ।
হৃদয় কম্পিত তাঁর মলিন বদন ॥
জীবনের চতুর্থাংশে[১] প্রাপ্ত সুত চারি ।
বিপ্র ! বাক্য না কহিলে হৃদয়ে বিচারি ॥
যাচ ভূমি ধেনু ধন যা আছে ভবনে ।
সর্ব্বস্ব করিব দান অদ্য হৃষ্ট মনে ॥
দেহ প্রাণ হ'তে কিছু নহে প্রিয়তর ।
তাহা মুনে দিব আমি নিমেষ ভিতর ॥
সর্ব্ব সুত প্রিয় মোর প্রাণের দোসর ।
প্রভো না পারিব দিতে কভু রঘুবর ॥
কোথা নিশাচর অতি করাল কঠোর ।
কোথা মনোহর সুত পরম কিশোর ॥

(১) অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থায় ।

মূল।

শুনি নৃপগিরা প্রেমরস সানী[১]।
হৃদয় হর্ষ মানা মুনি জ্ঞানী ॥
তব বশিষ্ঠ বহুবিধি সমুঝাবা।
নৃপসন্দেহ নাশকহঁ পাবা ॥
অভি আদর দোউ তনয় বুলায়ে।
হৃদয় লাই বহু ভাঁতি সিখায়ে ॥
মেরে প্রাণনাথ সুত দোউ।
তুম মুনি পিতা আন নহিঁ কোউ ॥

দোহা :—
সৌঁপে[২] ভূপতি ঋষিহি সুত,
বহুবিধি দেই অশীষ।
জননীভবন গয়ে প্রভু,
চলে নাই[৩] পদ শীষ ॥২১৫॥

সোং :—
পুরুষসিংহ দোউ বীর,
হর্ষি চলে মুনিভয়হরণ।
কৃপাসিন্ধু মতি ধীর,
অখিল বিশ্ব কারণ করণ[৪] ॥২৮॥

অরুণ নয়ন উর বাহু বিশালা।
নীল জলজতনু শ্যাম তমালা ॥
কটি পট[৫]পীত কসে[৬] বর ভাথা[৭]।
রুচির চাপ[৮] সায়ক[৯] দুহুঁ হাথা ॥
শ্যাম গৌর সুন্দর দোউ ভাই।
বিশ্বামিত্র মহানিধি পাই ॥
প্রভু ব্রহ্মণ্যদেব মৈঁ জানা।
মোহিঁহিত পিতা তজে ভগবানা ॥
চলে জাত মুনি দীহ্ন দিখাই।
শুনি তাড়কা ক্রোধ করি ধাই ॥
একহি বাণ প্রাণ হরি লীহ্না।
দীন জানি ত্যহি নিজপদ দীহ্না ॥

(১) সিঞ্চিত (২) স`পিলেন, সমর্পণ করিলেন (৩) নত করিয়া নমিয়া (৪) কারক, কর্ত্তা (কারণ করণ—মূল কারণ বা কর্ত্তা) (৫) চেলি (৬) দৃঢ় করিয়া বন্ধন করে (৭) তূণ (৮) ধনু (৯) বাণ।

বঙ্গানুবাদ।

প্রেমরসযুত শুনি নৃপের বচন।
জ্ঞানী মুনি[১] হৃদে অতি হরষিত হন
তখন বশিষ্ঠ বহুবিধি বুঝাইল।
নৃপতি-সন্দেহ[২] নাশ তাহাতে হইল ॥
ডাকিয়া তনয়ে দুই অতি সমাদরে।
হৃদে ধরি বহুবিধ শিক্ষা দান করে ॥
হে নাথ আমার প্রাণ এ দুই নন্দন।
তুমি মুনে পিতা সম নহ অন্য জন ॥

সঁপিলেন নরপতি ঋষিকে তনয় অতি,
সুআশীষ বহুবিধ দিয়া।
মাতার ভবনে গিয়া জননীরে প্রবোধিয়া,
চলিলেন চরণে নমিয়া ॥২১৪॥

নরসিংহ বাহুবলে, দুই বীর হর্ষে চলে,
মুনিভয়[৩] করিতে হরণ।
কৃপাসিন্ধু মতিধীর, সততই রঘুবীর,
ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম কারণ ॥২৮॥

অরুণ নয়ন, উর বাহু সুবিশাল।
তনু শ্যাম যেন নীল জলজ তমাল ॥
কটিদেশে পীত চেলি শোভে তূণবর ॥
দুই করে ধনুর্বাণ অতি মনোহর ॥
শ্যাম গৌর মনোহর ভাই দুইজন।
বিশ্বামিত্র মহানিধি পাইল যেমন ॥
প্রভু যে ব্রহ্মণ্যদেব আছে মম জ্ঞান।
মোর হিতহেতু পিতা তজে ভগবান ॥
চলিয়া যাইতে মুনি দেখাইয়া দিল।
শুনিয়া তাড়কা ক্রোধ করিয়া ধাইল ॥
একমাত্র বাণে তার প্রাণ হরি নিল।
দীন জানি তারে প্রভু নিজপদ দিল ॥

(১) বিশ্বামিত্র (২) নৃপতির অর্থাৎ রাজা দশরথের সন্দেহ (৩) মুনিগণের ভয়।

মূল ।

তব ঋষি নিজ নাথহিঁ জিয় চীহ্না ।
বিদ্যানিধিকহঁ বিদ্যা দীহ্না ॥
জাতে লাগি ন ক্ষুধা পিয়াসা ।
অতুলিত বল তনু তেজ প্রকাশা ॥
দোহা :—
আয়ুধ সকল সমর্পিকৈ,
প্রভু নিজ আশ্রম আনি ।
কন্দমূল ফল ভোজন,
দিয়ে ভক্তহিত জানি ॥২১৬॥

প্রাত কহা মুনিসন রঘুরাই ।
নির্ভয় যজ্ঞ করহু তুম জাই ॥
হোম করণ লাগে মুনিঝারী[1] ।
আপু রহে মখকী রখবারী[2] ॥
সুনি মারীচ নিশাচর কোহী[3] ।
লৈ সহায় ধাবা মুনিদ্রোহী ।
বিনুফর[4] বাণ রাম তেহি মারা ।
শত যোজন গা সাগর পারা ॥
পাবক শর সুবাহু পুনি মারা ।
অনুজ নিশাচর কটক সংহারা ॥
মারি অসুর দ্বিজ নির্ভয়কারী ।
অস্তুতি করহিঁ দেব মুনিঝারী ॥
তহঁ পুনি কচ্ছুক দিবস রঘুরায়া ।
রহে কীন বিপ্রনপর দায়া ॥
ভক্তিহেতু বহুকথা পুরাণা ।
কহৈঁ বিপ্র যদ্যপি প্রভু জানা ॥
তব মুনি সাদর কহা বুঝাই ।
চরিত এক প্রভু দেখিয় জাই ॥
ধনুষযজ্ঞ সুনি রঘুকুলনাথা ।
হর্ষি চলে মুনিবরকে সাথা ॥

(১) সমূহ, সকল (২) রক্ষক (৩) ক্রুদ্ধ (৪) ফলক ।

বঙ্গানুবাদ ।

তবে ঋষি নিজ নাথে হৃদয়ে চিনিল ।
বিদ্যার সাগর যিনি তাঁরে বিদ্যা দিল ॥
যাইতে যাইতে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি হয় ।
অতুলিত বল তেজ শরীরে উদয় ॥

করিলেন সমর্পণ, শর আদি অস্ত্রগণ,
আপানার আশ্রমেতে আনি ।
কন্দমূল ফলাশন, করিলেন সমর্পণ,
ভক্ত[1] হিত[2] বলি মনে জানি ॥২১৬॥

মুনিকে কহেন প্রাতঃকালে রঘুরাজ ।
নির্ভরে করুন গিয়া যজ্ঞ আদি কাজ ॥
হোম করিবারে লাগে তাপস সকল ।
নিজে রহে রক্ষা করিবারে যজ্ঞস্থল ॥
মারীচ রাক্ষস ক্রোধে শুনিতে পাইয়া ।
সসহায়[3] মুনিদ্রোহী আসিল ধাইয়া ॥
ফলক[4] বিহীন বাণ রাম তারে মারে ।
শতেক যোজন গেল সাগরের পারে ॥
অগ্নিবাণ সুবাহুকে পুনশ্চ মারিল ।
লক্ষ্মণ রাক্ষসসেনা সবে সংহারিল ॥
অসুর মারিয়া দ্বিজে করেন নির্ভয় ।
স্তুতি করে দেবগণ আর মুনিচয় ॥
পুনরায় কিছুদিন তথা রঘুবর ।
রহিলেন করি দয়া বিপ্রের উপর ॥
ভক্তিহেতু বহুকথা অতি পুরাতন ।
যদ্যপি জানেন প্রভু, কহে বিপ্রগণ ॥
তবে মুনি[5] কহে সমাদরে বুঝাইয়া ।
প্রভো এক লীলা চল দেখিবে যাইয়া ॥
ধনুষযজ্ঞ কথা শুনি রঘুকুলনাথ ।
হৃষ্টমনে চলিলেন মুনিবরসাথ ॥

(১) এক অর্থে খাদ্য অপরার্থে সেবক (২) এক অর্থে উপকারী, অনুকূল, প্রিয় অপরার্থে যোগ্য (১।২) এক অর্থে ভক্তের যোগ্য অপরার্থে অনুকূল বা প্রিয়খাদ্য (৩) সহায় সহিত, সসৈন্যে (৪) বাণাদির অগ্রস্থিত লৌহ (৫) বিশ্বামিত্র ।

মূল।

আশ্রম এক দীখ মগমাহীঁ।
খগ মৃগ জীব জন্তু তহঁ নাহীঁ॥
পুচ্ছা মুনিহিঁ শিলা প্রভু দেখী।
সকল কথা ঋষি কহী বিশেষী॥

দোহা :—
গৌতমনারী শাপ বশ,
উপলদেহ[১] ধরি ধীর।
চরণকমলরজ চাহতী,
কৃপা করহু রঘুবীর॥২১৬॥

ছন্দ :—
পরশত[২] পদ পাবন, শোক নশাবন,
প্রগট ভই তপপুঞ্জ সহী।
দেখত রঘুনায়ক, জনসুখদায়ক
সম্মুখ হোই করজোরি রহী॥
অতি প্রেম অধীরা, পুলক শরীরা,
মুখ নহিঁ আবৈ বচন কহী।
অতিশয় বড়ভাগী, চরণন লাগী,
যুগল নয়ন জলধার বহী॥২৮॥

ধীরজ মন কীন্হা, প্রভুকহঁ চীন্হা,
রঘুপতি কৃপা ভক্তি পাই।
অতি নির্ম্মল বাণী, অস্তুতি ঠানী[৩],
জ্ঞানগম্য জয় রঘুরাই॥
মৈঁ নারি অপাবন, প্রভু জগপাবন,
রাবণ-রিপু জন-সুখদাই।
রাজীব বিলোচন, ভবভয় মোচন,
পাহি পাহি শরণহি আই॥২৯॥
মুনি শাপ জো দীন্হা, অতি ভল কীন্হা,
পরম অনুগ্রহ মৈঁ মানা।
দেখেউঁ ভরি লোচন, হরি ভব-মোচন,
য়হৈ লাভ শঙ্কর জানা॥

(১) শিলাময়দেহ (২) স্পর্শ করিয়া (৩) করিতে লাগিল।

বঙ্গানুবাদ।

পথেতে আশ্রম এক করেন দর্শন।
তথা নাহি জীবজন্তু মৃগ খগগণ॥
জিজ্ঞাসে মুনিকে প্রভু দেখিয়া প্রস্তর।
সবকথা সবিশেষ কহে মুনিবর॥

এই যে গৌতমনারী অভিশাপ-বশে ভারী,
শিলাদেহ ধরি রহে ধীর।
চরণ-কমল-রজ[১], চাহিতেছে তব অজ,
কৃপাকর এবে রঘুবীর॥২১৬॥

স্পর্শি পদ সুপাবন, শোকরাশি বিনাশন,
তপপুঞ্জ[২] হইল উদয়।
রঘুবরে দরশনে, সুখদাতা দাসমনে,
সম্মুখেতে করযোড়ে রয়॥
অধীরা প্রেমেতে সেহ, পুলকিত সর্ব্বদেহ,
মুখে নাহি সরিছে বচন।
ভাগ্য তার অতিশয়, চরণে লগন হয়,
ধারাপূর্ণ যুগল নয়ন॥২৮॥

ধৈরজ ধরিল মনে, প্রভুকে তখন চেনে,
পাইল রামের কৃপা-ভক্তি[৩]।
বাণী[৪] অতি নিরমল, করে স্তুতি অবিরল,
জয় জ্ঞানগম্য রঘুপতি॥
অপাবনী নারী আমি, জগৎ-পাবন[৫] তুমি,
রাবণারি জন-সুখদাতা[৬]।
সুরাজীব[৭] বিলোচন, ভবভয়[৮] বিমোচন[৯],
পাহি[১০] পাহি শরণে আগতা॥২৯॥
মুনি শাপ দিয়া ঘোর, করিলেন হিত মোর,
অতি অনুগ্রহ মানি তাহা।
দেখিলাম চক্ষুভরি, ভব-মুক্তিকারী হরি,
শিব জানে লাভ অতি ইহা॥

(১) ধূলি (২) রাশি (৩) শ্রীরামের কৃপা ও তাঁহার প্রতি ভক্তি (৪) বাক্য (৫) জগৎকে পবিত্রকারক (৬) দাসের সুখদানকারী (৭) পদ্ম (৮) ভবের অর্থাৎ জন্ম মরণাদির ভয় (৯) মোচনকারক (১০) রক্ষা করুন।

মূল।

ছন্দঃ—

বিনতী প্রভু মোরী, মৈঁ মতি ভোরী[১],
নাথ ন মাঁগৌ বর আনা[২]।
পদকমল পরাগা, রস অনুরাগা,
মম মন মধুপ[৩] করৈ পানা ॥৩০॥
জেহি পদ সুর-সরিতা পরম পুনীতা,
প্রগট ভই শিব শীশ ধরী।
সোই পদপঙ্কজ, জ্যাহি পূজত অজ[৫],
মম শির ধরেউ কৃপালু হরী।
ইহি ভাঁতি সিধারী[৬], গৌতম নারী,
বার বার হরিচরণ পরী।
জো অতি মন ভাবা, সো বর পাবা,
গই পতিলোক আনন্দ ভরী ॥৩১॥

দোহা ঃ—
অস প্রভু দীনবন্ধু হরি,
কারণ রহিত কৃপাল।
তুলসিদাস শঠ তাহি ভজ,
চ্ছাঁড়ি কপট জঞ্জাল ॥২১৭॥

চলে রাম লক্ষ্মণ মুনি সঙ্গা।
গয়ে জহাঁ জগ পাবনি গঙ্গা ॥
অনুজ সহিত প্রভু কীন্হ প্রণামা।
বহু প্রকার সুখ পায়উ রামা ॥
পুনি সুর-সরি[৪] উৎপত্তি রঘুরাই।
কৌশিক[৭] সন পূচ্ছা শির নাই ॥
গাধিতনয়[৭] সব কথা শুনাই।
জ্যাহি প্রকার সুর-সরি[৪]মহি আই
তব প্রভু ঋষিন্হ সমেত নহায়ে[৮]।
বিবিধ দান মহিদেবন[৯] পায়ে ॥
হর্ষি চলে মুনিবৃন্দসহায়া।
বেগি বিদেহ-নগর[১০] নিয়রায়া ॥

(১) ভ্রান্ত (২) অন্য (৩) অলি, ভ্রমর (৪) দেবনদী, গঙ্গা (৫) ব্রহ্মা, বিধাতা (৬) গমন করিল (৭) বিশ্বামিত্র (৮) স্নান করিলেন (৯) ব্রাহ্মণগণে (১০) জনকপুরী মিথিলা।

বঙ্গানুবাদ।

বিনতি আমার স্বামি, মতিভ্রমে যেন আমি,
নাথ! নাহি যাচি অন্যবর।
পাদ-পদ্ম-সুপরাগে[১], রসপান অনুরাগে,
করে যেন মন-মধুকর[২] ॥৩০॥
যে পদ হইতে পূতা, দেবসরি[৩] বিনিঃসৃতা,
হইলে শঙ্কর শিরে ধরে।
চরণ-কমল তাহা, বিধাতা পূজেন যাহা,
দেহ শিরে কৃপাবান হরে[৪]॥
এরূপে গমন করে, গৌতম-রমণী[৫] পরে,
বার বার পড়িয়া চরণে।
মনোভাব ছিল যাহা, ইষ্টবর পেয়ে মহা,
পতিলোকে গেল হৃষ্টমনে ॥৩১॥

এই রামরূপ ধরি, প্রভু দীনবন্ধু হরি,
বিনাহেতু পরম দয়াল।
ধূরত[৬] তুলসীদাস, ভজ তাঁরে বিনা আশ,
ছাড়ি সব কপট জঞ্জাল।২১৭

মুনিসঙ্গে চলিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
জাহ্নবীর কূলে গিয়া উপনীত হন ॥
অনুজ সহিত প্রভু করেন প্রণাম।
অনেক প্রকার সুখ পাইলেন রাম ॥
পুনশ্চ গঙ্গার উতপত্তি রঘুবীর।
বিশ্বামিত্রে জিজ্ঞাসেন নত করি শির ॥
সব কথা শুনাইল গাধির নন্দন।
যেরূপে গঙ্গার মহীতলে আগমন ॥
তবে প্রভু ঋষি[৭] সহ করিলেন স্নান।
বিপ্রগণ পাইলেন বহুবিধ দান ॥
হৃষ্টমনে চলিলেন মুনির সহায়।
বিদেহনগর[৮] পাশে আসেন ত্বরায় ॥

(১) পুষ্পরেণু (২) মনরূপ ভ্রমর (৩) দেবনদী, গঙ্গা (৪) হরির সম্বোধনে (৫) অহল্যা (৬) ধূর্ত্ত (৭) বিশ্বামিত্র (৮) জনকপুরী, মিথিলা।

মূল।

পুর রম্যতা রাম জব দেখী ॥
হর্ষে অনুজ সমেত বিশেষী ॥
বাপী কূপ সরিত[১] সর[২] নানা।
সলিল সুধা সম মণি সোপানা ॥
গুঞ্জত মঞ্জু মত্ত রস ভৃঙ্গা[৩]।
কূজত কল[৪] বহুবরণ বিহঙ্গা ॥
বরণ বরণ বিকসে জল-জাতা[৫]।
ত্রিবিধ সমীর সদা সুখদাতা।

দোহা ঃ—
সুমন[৬] বাটিকা[৭] বাগবন[৮],
বিপুল বিহঙ্গ নিবাস।
ফূলত[৯] ফলত[১০] সুপল্লবিত,
সোহত পুর চহুঁ পাস ॥২১৮॥

বনৈ ন বর্ণত নগর নিকাই[১১]।
জহাঁ জাই মন তহাঁ লুভাই ॥
চারু বজার বিচিত্র অটারী[১২]।
মণিময় বিধি জনু স্বকর সঁবারী[১৩] ॥
চৌহট সুন্দর গলী সুহাই।
সন্তত রহহিঁ সুগন্ধ সিচাই ॥
ধনিক বনিক বর ধনদ সমানা।
বৈঠে সকল বস্তু লে নানা ॥
মঙ্গলময় মন্দির সবকেরে।
চিত্রিত জনু রতিনাথ চিতেরে[১৪] ॥
পুর নর নারী শুভগ শুচি সন্তা।
ধর্ম্মশীল জ্ঞানী গুণবন্তা ॥
অতি অনূপ জহঁ জনক নিবাসূ।
বিথকহিঁ[১৫] বিবুধ বিলোকি বিলাসূ ॥
হোত চকিত চিত কোট[১৬] বিলোকী।
সকল ভুবন শোভা জনু রোকী[১৭] ॥

(১) নদী (২) সরোবর (৩) ভ্রমর (৪) মধুর (৫) পদ্মসমূহ (৬) পুষ্প (৭) ক্ষুদ্র বাটী (৮) উপবন (৯) পুষ্পিত (১০) ফলিত (১১) শোভা, সৌন্দর্য্য (১২) অট্টালিকা (১৩) নির্ম্মাণ করিয়াছেন (১৪) চিত্রিত করিয়াছে (১৫) স্তম্ভিত হন (১৬) গড়, দুর্গ (১৭) একত্রিত করিয়াছে।

বঙ্গানুবাদ।

নগরের শোভা রাম দেখেন যখন।
অনুজ সহিত হন অতি হৃষ্ট মন ॥
বাপী[১] কূপ নদী আর নানা সরোবর।
বারি সুধা সম মণি-সোপান[২] সুন্দর ॥
গুঞ্জে[৩] মঞ্জু[৪] রসমত্ত মধুকরগণ।
বহুবর্ণ পক্ষী করে মধুর কূজন[৫] ॥
বিবিধ বরণ বিকসিত পদ্মগণ।
সদা সুখদাতা বহে ত্রিবিধ পবন ॥

ক্ষুদ্র পুষ্পবাটিগণে, সমুদায় উপবনে,
বহুতর বিহঙ্গ-নিবাস[৬]।
পুষ্পিত ফলিত হয়, পল্লবিত সদা রয়,
শোভে নগরের চারি পাশ ॥২১৮॥

বর্ণিতে না পারা যায় নগরের শোভা।
যথা যাই তাহা দেখি অতি মনোলোভা ॥
বাজার বিচিত্র চারু মণির ভবন।
বিধাতা স্বকরে যেন করেছে রচন ॥
চৌহট সুন্দর গলি অতি সুশোভন।
সতত করিছে তাহে সুগন্ধ সিঞ্চন ॥
ধনিক[৭] বণিকবর ধনদ[৮] সমান।
বসে সবে লয়ে বস্তু বিবিধ বিধান ॥
অতি সুমঙ্গলময় সকল সদন।
চিত্রিত করেছে যেন স্বকরে মদন ॥
পুর-নরনারী শুচি সুদৃশ্য সজ্জন।
ধর্ম্মশীল জ্ঞানী গুণবান বিলক্ষণ ॥
অতি অনুপম যথা জনক-নিবাস।
স্তম্ভিত বিবুধগণ দেখিয়া বিলাস[৯] ॥
গড় দেখি চিত্ত হয় অতি চমকিত।
সকল ভুবন-শোভা যেন একত্রিত ॥

(১) বৃহৎ জলাশয় বিশেষ (২) মণিময় সোপান বা সিঁড়ি (৩) গুণ্ গুণ্ শব্দ করে (৪) সুন্দর (৫) পক্ষীর রব বা শব্দ (৬) বিহঙ্গের অর্থাৎ পক্ষীর বাসা (৭) ধনশালী (৮) কুবের (৯) শোভা।

মূল ।

দোহা :—

ধবলধাম মণি পুরট[১] পটু[২],
সুঘটিত[৩] নানা ভাঁতি ।
সিয়নিবাস সুন্দর সদন,
শোভা কিমি কহি জাতি ॥২১৯॥

সুভগ দ্বার সব কুলিশ কপাটা ।
ভূপ ভীর[৪] নট মাগধ ভাটা ॥
বনী বিশাল বাজিগজশালা ॥
হয় গজ রথ সঙ্কুল[৫] সব কালা ॥
শূর সচিব সেনপ[৬] বহুতেরে ॥
নৃপগৃহ সরিস সদন সবকেরে ॥
পুরবাহর সব সরিত সমীপা ।
উতরে জহঁ তহঁ বিপুল মহীপা ॥
দেখি অনূপ এক অমরাই[৭] ।
সব সুপাস[৮] সব ভাঁতি সুহাই ॥
কৌশিক কহেউ মোর মন মানা ।
ইহাঁ রহিয় রঘুবীর সুজানা ॥
ভলেহি নাথ কহি কৃপানিকেতা ।
উতরে তহঁ মুনিবৃন্দ সমেতা ॥
বিশ্বামিত্র মহামুনি আয়ে ।
সমাচার মিথিলাপতি পায়ে ॥

দোহা :—

সঙ্গ সচিব শুচি ভূরি ভট[৯],
ভূসুর[১০] বর গুরু জ্ঞাতি ।
চলে মিলন মুনিনায়কহিঁ,
মুদিত রাউ ইহি ভাঁতি ॥২২০॥

কীহ্ন প্রণাম ধরণি ধরি মাথা ।
দীহ্ন অশীশ মুদিত মুনিনাথা ॥
বিপ্রবৃন্দ সব সাদর বন্দে ।
জানি ভাগ্য বড়ি রাউ অনন্দে ॥

(১) স্বর্ণ (২) উজ্জ্বল (৩) সুশোভিত, মিলিত (৪) জনতা (৫) পরিপূর্ণ (৬) সেনাপতি (৭) আম্রের বাগান (৮) সন্নিকট (৯) সৈনিক (১০) ব্রাহ্মণ।

বঙ্গানুবাদ ।

ধাম সব সুধবল, মণি স্বর্ণ সমুজ্জ্বল,
সংযোজিত বিবিধ প্রকার ।
সীতার আবাস যাহা, সুরম্য সদন[১] তাহা,
শোভা কহিবারে সাধ্য কার ॥২১৯॥

সুদৃশ্য সকল দ্বার কুলিশ কপাট ।
জনতা করিল অতি ভূপ নট ভাট ॥
বাজি-গজ-শালা নিরমিত সুবিশাল ।
হয় গজ রথে পরিপূর্ণ সবকাল ॥
সাহসী সচিব সেনাপতি বহুতর ।
সকলের গৃহ নৃপগৃহ বরাবর[২] ॥
নগর বাহিরে সবে সরিত[৩] সমীপ ।
উতরিল[৪] যথা তথা বিপুল মহীপ ॥
দেখি এক অনুপম আম্রের বাগান ।
সকলের সন্নিকট অতি শোভমান ॥
কৌশিক কহেন মোর এই অভিপ্রায় ।
সুবিজ্ঞ শ্রীরাম মোরা রহিব এথায় ॥
ভাল নাথ ! কহি তবে কৃপা-নিকেতন[৫] ।
উতরেন তথা সহ সর্ব্ব মুনিগণ ॥
বিশ্বামিত্র মহামুনি করে আগমন ।
মিথিলাধিপতি তাহা করিল শ্রবণ ॥

সঙ্গে মন্ত্রী শুদ্ধমতি, সৈনিক প্রচুর অতি
গুরু জ্ঞাতি বর[৬] বিপ্রগণ ।
সাক্ষাত করিতে চলে, মুনি[৭] সহ কুতুহলে,
এই রূপে জনক রাজন ॥২২০॥

প্রণমে মস্তক ধরি ভূমির উপর ।
দিলেন আশিস হৃষ্টমনে মুনিবর ॥
সাদরে সকল বিপ্রে করেন বন্দন ।
বড় ভাগ্য জানি রাজা[৮] হরষিত মন ॥

(১) আলয় (২) তুল্য, সদৃশ (৩) নদী (৪) অবতরণ করিল (৫) কৃপার আলয় শ্রীরামচন্দ্র (৬) শ্রেষ্ঠ (৭) বিশ্বামিত্র মুনি (৮) জনক রাজা।

মূল।

কুশল প্রশ্ন কহি বারহিঁ বারা।
বিশ্বামিত্র নৃপহি বৈঠারা॥
তেহি অবসর আয়েউ দোউ ভাই।
গয়ে রহে দেখন ফুলবাই[১]।
শ্যাম গৌর মৃদু বয়স কিশোরা।
লোচন সুখদ বিশ্বচিতচোরা॥
উঠে সকল জব রঘুপতি আয়ে।
বিশ্বামিত্র নিকট বৈঠায়ে॥
ভে সব সুখী দেখি দোউ ভ্রাতা।
বারি বিলোচন পুলকিত গাতা॥
মুরতি মধুর মনোহর দেখি।
ভয়উ বিদেহ[২] বিদেহ[৩] বিশেষী॥

দোহা:—

প্রেম মগন মন জানি নৃপ,
করি বিবেক[৪] ধরি ধীর।
বোলেউ মুনিপদ নাই শির,
গদগদ গিরা গঁভীর॥২২১॥

কহহু নাথ সুন্দর দোউ বালক।
মুনিকুল-তিলক কি নৃপকুল-পালক॥
ব্রহ্ম জো নিগম[৫] নেতি কহি গাবা।
উভয় ভেষ[৬] ধরি কো স্বই আবা॥
সহজ বিরাগ রূপ মন মোরা।
থকিত[৭] হোত জিমি চন্দ্র চকোরা॥
তাতে প্রভু পুছোঁ সদভাউ[৮]॥
কহহু নাথ জনি করহু দুরাউ[৯]।
ইনহি বিলোকত অতি অনুরাগা।
বরবশ ব্রহ্মসুখহিঁ মন ত্যাগা॥
কহ মুনি বিহঁসি কহেউ নৃপ নীকা।
বচন তুম্হার ন হোই অলীকা॥
য়ে প্রিয় সবহিঁ জহাঁলগি প্রাণী।
মন মুস্কাহিঁ রাম সুনি বাণী॥

(১) পুষ্পের উদ্যান, ফুল বাগিচা (২) দেহ জ্ঞানশূন্য (৩) জনক রাজা (৪) বিচার (৫) বেদাদি শাস্ত্র (৬) বেশ (৭) স্থির (৮) সদ্ভাবে (৯) গোপন।

বঙ্গানুবাদ।

বার বার কুশলতা পুছি পরস্পর।
নৃপকে বসান বিশ্বামিত্র মুনিবর॥
সেই অবসরে আসে ভ্রাতা দুই জন।
গিয়াছিল দেখিবারে ফুল-উপবন[১]॥
শ্যাম গৌর মৃদু উভে বয়সে কিশোর[২]॥
লোচন সুখদ অতি বিশ্ব-চিত-চোর[৩]॥
উঠেন সকলে যবে রঘুপতি আসে।
বসাইল বিশ্বামিত্র আপনার পাশে॥
ভ্রাতা দুই জনে দেখি সবে হরষিত।
বারিপূর্ণ বিলোচন গাত্র পুলকিত॥
মধুর মুরতি দেখি অতি সুশোভন।
নিজ দেহ ভুলি যান বিদেহ-রাজন॥

প্রেমে মগ্ন মন অতি, জানি তবে নরপতি,
ধৈর্য্য ধরি করি বিচারণ।
মুনিপদে নমি শির, বলিলেন হয়ে স্থির,
গদ গদ গম্ভীর বচন॥২২১॥

বল নাথ! এই দুই বালক সুন্দর।
মুনি-কুল-তিলক[৪] কি নৃপ-বংশধর॥
ব্রহ্ম যাঁরে 'নেতি'[৫] কহি গান বেদগণ।
এ উভ বেশেতে কি তাঁহার আগমন॥
রূপ হেরি সহজ বিরাগী মন মোর।
স্থির হয় যেন চন্দ্রে নিরখি চকোর॥
সদ্ভাবে জিজ্ঞাসি প্রভো আমি সে কারণ।
বল নাথ! না করিহ কদাচ গোপন॥
ইহাঁকে দেখিলে জন্মে অতি অনুরাগ।
সহজেই ব্রহ্মসুখ মন করে ত্যাগ॥
হাসি মুনি কহে, নৃপ! বলিলেহে ঠিক।
তোমার বচন কভু না হয় অলীক[৬]॥
ইনি প্রিয় সকলের যদবধি প্রাণী।
মনে মনে হাসে রাম শুনি মুনি-বাণী॥

(১) পুষ্পের উদ্যান, ফুল বাগিচা (২) যুবা (৩) বিশ্বজনের চিত্তহরণকারী (৪) মুনিকুলের তিলক অর্থাৎ ভূষণ (৫) অনন্ত, অশেষ (ন+ইতি অর্থাৎ শেষ)। (৬) মিথ্যা।

মূল।

রঘুকুলমণি দশরথকে জায়ে।
মম হিতলাগি নরেশ পঠায়ে॥

দোহা ঃ—
রাম লষণ দোউ বন্ধুবর,
রূপশীল-বলধাম।
মখ রাখেউ সব সাখি[1] জগ,
জীতি অসুর সংগ্রাম॥২২২॥
মুনি তব চরণ দেখি কহ রাউ।
কহিন সকোঁ নিজ পুণ্য প্রভাউ॥
সুন্দর শ্যাম গৌর দোউ ভ্রাতা।
আনঁদহুকে আনঁদদাতা॥
ইনকী প্রীতি পরস্পর পাবনি।
কহি ন জাই মনভাব সুহাবনি॥
সুনহু নাথ কহ মুদিত বিদেহূ।
ব্রহ্ম জীব সম সহজ সনেহূ॥
পুনি পুনি প্রভুহি চিতব[2] নরনাহূ[3]।
পুলক গাত উর অধিক উচ্ছাহূ[4]॥
মুনিহিঁ প্রশংসি নাই পদ শীশা।
চলে লিবাই[5] নগর অবনীশা॥
সুন্দর সদন সুখদ সব কালা।
তহাঁ বাস লৈ দীহ্ন ভূয়ালা॥
করি পূজা সববিধি সেবকাই।
গয়উ রাউ গৃহ বিদা করাই॥

দোহা ঃ—
ঋষয় সঙ্গ রঘুবংশমনি,
করি ভোজন বিশ্রাম।
বৈঠে প্রভু ভ্রাতা সহিত,
দিবস রহা ভরি যাম॥২২৩॥
লষণ হৃদয় লালসা বিশেষী।
জাই জনকপুর আইয় দেখী॥

(১) সাক্ষী (২) দেখিতে লাগিলেন (৩) নরনাথ (৪) উৎসাহ, আনন্দ।

বঙ্গানুবাদ।

রঘুকুলমণি দশরথের নন্দন।
মম হিতহেতু নৃপ[1] করেন প্রেরণ॥

রঘুবর শ্রীলক্ষ্মণ, বন্ধুবর[2] দুইজন,
রূপ-শীলবান শক্তিধর।
করে মখ[3] সুরক্ষণ, দেখে সব বিশ্বজন,
সংগ্রামে জিনিয়া নিশাচর॥২২২॥
রাজা কহে মুনে তব দেখিয়া চরণ।
কহিতে না পারি পুণ্য-প্রভাব আপন॥
পরম সুন্দর শ্যাম গৌর দুই ভ্রাতা।
মূর্ত্তিমান আনন্দের আনন্দপ্রদাতা॥
ইহাঁদের পরস্পর প্রণয় পাবন।
কহা নাহি জায় মনোভাব সুশোভন॥
শুন নাথ কহে তবে মুদিত[4] বিদেহ[5]।
ব্রহ্ম জীব সম উভে সহজ সনেহ[6]॥
নরনাথ পুন পুন প্রভু পানে চায়।
পুলকিত গাত্র অতি উৎসাহ হিয়ায়॥
প্রণাম করিয়া প্রশংসিয়া মুনিবরে।
লইয়া গেলেন নৃপ নগর ভিতরে॥
সুন্দর সদন সুখপ্রদ সব কাল।
তথায় লইয়া বাসা দিলেন ভূপাল॥
সববিধি পূজা করি দাসের সমান।
বিদায় যাচিয়া গৃহে করেন প্রয়াণ॥

ঋষিগণে সঙ্গে করি, রঘুবংশ-মণি হরি
করিলেন ভোজন বিশ্রাম।
বসিলেন প্রভু তবে, ভ্রাতার সহিত যবে,
দিনমান রহে ভরি যাম[7]॥২২৩॥
লক্ষ্মণ করিল বাঞ্ছা মনের ভিতর।
যাইয়া দেখিয়া আসি জনক-নগর॥

(১) রাজা দশরথ (২) ভ্রাতৃবর (৩) যজ্ঞ (৪) আনন্দিত, হৃষ্ট (৫) জনক রাজা (৬) স্নেহ, প্রীতি (৭) প্রহর পরিমিত কাল।

মূল।

প্রভুভয় বহুরি মুনিহি সকুচাহী॑।
প্রকট ন কহহিঁ মনহিঁ মুসুকাহী॑ ॥
রাম অনুজমনকী গতি জানী।
ভক্তবচ্ছলতা হিয় হুলসানী[১] ॥
পরম বিনীত সকুচি মুসুকাই।
বোলে গুরুঅনুশাসন পাই ॥
নাথ লষণ পুর দেখন চহহীঁ।
প্রভুসকোচডর প্রগট ন কহহী॑ ॥
জো রাউর[২] অনুশাসন পাউঁ।
নগর দেখাই তুরত লৈ আউঁ ॥
সুনি মুনীশ কহ বচন সপ্রীতি।
কস ন রাম রাঁখহু তুম নীতি ॥
ধর্ম্মসেতুপালক তুম তাতা।
প্রেম বিবশ সেবক সুখদাতা ॥

দোহা :—
জাই দেখি আবহু নগর,
সুখনিধান দোউ ভাই।
করহু সফল সবকে নয়ন,
সুন্দর বদন দিখাই ॥২২৪॥

মুনিপদকমল বন্দি দোউ ভ্রাতা।
চলে লোকলোচন-সুখদাতা ॥
বালকবৃন্দ দেখি অতি শোভা।
লগে সঙ্গ লোচনমনলোভা ॥
পীতবসন পরিকর কটি ভাথা[৩]।
চারু চাপ শর সোহত হাথা ॥
তনু অনুহরত সুচন্দন খোরী[৪]।
শ্যামল গৌর মনোহর জোরী[৫] ॥
কেহরিকন্ধর[৬] বাহু বিশালা।
উর অতি রুচির নাগ-মণিমালা[৭] ॥

(১) হর্ষিত হইলেন (২) আপনার (৩) তূণ, বাণাধার (৪) খোলে, শোভা পায় (৫) যুগল (৬) সিংহ স্কন্ধ (৭) গজমুক্তার মালা।

বঙ্গানুবাদ।

প্রভু-ভয়ে মুনিকে কহিতে সঙ্কুচিত।
প্রকাশি না কহে মনে রাখে লুক্কায়িত ॥
শ্রীরাম অনুজ-মন হইয়া বিদিত।
ভক্ত-বৎসলতা হেতু মনে হরষিত ॥
পরম বিনীতভাবে কুণ্ঠিত হইয়া।
বলিলেন গুরু-অনুশাসন[১] পাইয়া ॥
নগর দেখিতে লক্ষ্মণের অভিলাষ।
প্রভু-ভয়ে[২] সঙ্কুচিত না করে প্রকাশ ॥
যদি আপনার আজ্ঞা পাই এই ক্ষণে।
নগর দেখায়ে শীঘ্র আনিব এখানে ॥
শুনিয়া মুনীশ[৩] কহে বচন সপ্রীতি ॥
কেনন৷ করিবে রক্ষা তুমি সব নীতি ॥
তুমি তাত! সদা ধর্ম্ম-সেতুর পালক।
সুখী কর নিজ প্রেমে-বিবশ-সেবক[৪] ॥

নগর যাইয়া এবে, দেখিয়া আসহ তবে,
সুখালয় ভাই দুই জন।
করহ সফল ভবে পুরবাসী-চক্ষু সবে,
দেখাইয়া সুন্দর বদন ॥২২৪॥

মুনি-পদ্ম-কমম বন্দিয়া দুই ভ্রাতা।
চলিলেন সর্ব্ব-লোক-নেত্র-সুখদাতা[৫] ॥
চক্ষু-মনলোভা[৬] রূপ অতি সুশোভন।
দেখি শিশুগণ সঙ্গে করিল গমন ॥
কটিদেশে তূণ পীতবস্ত্র পরিকর[৭]।
দুই করে শোভে অতি চারু চাপশর ॥
তনু অনুসারে শোভা পায় সুচন্দন।
শ্যামল সুগৌর রম্য যুগল বরণ[৮]।
বাহু অতি সুবিশাল কেশরী-কন্ধর[৯] ॥
গজ-মুক্তা-মাল৷ শোভে হৃদে মনোহর[১০]

(১) গুরু বিশ্বামিত্রের অনুশাসন অর্থাৎ আদেশ (২) প্রভুর অর্থাৎ আপনার ভয়ে (৩) বিশ্বামিত্র (৪) প্রেমাধীন দাসকে (৫) সর্ব্বলোকের নেত্রে সুখদানকারী (৬) চক্ষু ও মনমুগ্ধকারী (৭) বাঁকা (৮) বর্ণ, রং (৯) কেশরীর অর্থাৎ সিংহের কন্ধর অর্থাৎ গ্রীবা সদৃশ গ্রীবা যাঁর।

মূল ।

শুভগ শ্রবণ সরসীরুহ[1]লোচন ।
বদন ময়ঙ্ক[2] তাপত্রয় মোচন ।
কানন[3] কণকফুল চ্ছবি দেহী ।
চিতবত চিত্তচোর জনু লেহী ॥
চিতবনি চারু ভ্রুকুটিবর বাঁকী ।
তিলকরেখশোভা জনু চাকী[4] ॥

দোহা :—রুচির চৌতনী[5] সুভগ শির,
মেচক[6] কুঞ্চিত কেশ ।
নখশিখ সুন্দর বন্ধু দোউ,
শোভা সকল সুদেশ[7] ॥২২৫॥

দেখন নগর ভূপসুত আয়ে ।
সমাচার পুরবাসিন পায়ে ॥
ধায়ে ধাম কাম সব ত্যাগে ।
মনহুঁ রঙ্ক নিধি লুটন লাগে ॥
নিরখি সহজ সুন্দর দোউ ভাই ।
হোহিঁ সুখী লোচন ফল পাই ॥
যুবতী ভবন-ঝরোখনি[8] লাগী ।
নিরখহিঁ রামরূপ অনুরাগী ॥
কহহিঁ পরস্পর বচন সপ্রীতি ।
সখি ইন কোটি কামচ্ছবি জীতি ॥
সুর নর অসুর নাগ মুনিমাহীঁ ।
শোভা অসি কহুঁ সুনিয়ত নাহীঁ ॥
বিষ্ণু চারিভুজ বিধি মুখ চারী ।
বিকট ভেখ[9] মুখ পঞ্চ পুরারী[10] ॥
অপর দেব অস কো জগ আহী ।
ইহি বিধি চ্ছবি পটতরিয়ে[11] জাহী ॥

দোহা :—বয় কিশোর সুষমা[12] সদন,
শ্যাম গৌর সুখধাম ।
অঙ্গ অঙ্গ পর বারিয়ে[13],
কোটি কোটি শত কাম[14] ॥২২৬॥

(১) পঙ্কজ (২) চন্দ্রমা (৩) কর্ণেতে (৪) আস্বাদন করে (৫) শিখা, শিরো-[illegible] কেশ, চুটিকা (৬) কৃষ্ণবর্ণ, কাল (৭) অঙ্গ (৮) ভবনের গবাক্ষে (৯) বেশ (১০) ত্রিপুরারী, মহাদেব (১১) তুলনা করিবে (১২) সৌন্দর্য্য (১৩) অর্পিতেছে, শোভা পাইতেছে (১৪) কামদেব ।

বঙ্গানুবাদ ।

শোভন শ্রবণদ্বয় পঙ্কজ-লোচন ।
বদন-চন্দ্রমা করে ত্রিতাপ[1] নাশন ॥
কর্ণেতে কণক-ফুল[2] অতি সুশোভন ।
দেখি চিত্ত-চোর যেন করিছে হরণ ॥
বঙ্কিম ভ্রুকুটি চারু চাহিলে যেমন ।
তিলক-রেখার শোভা করে আস্বাদন ॥

মনোহর শিখাবর সুদৃশ্য মস্তকোপর
কৃষ্ণবর্ণ চিকুর[3] কুঞ্চিত ।
নখশিখ[4] মনোহর, কিবা দুই ভ্রাতৃবর,
সরবাঙ্গে পরম শোভিত ।২২৫॥

নগর দেখিতে আসে নৃপ-সুত[5] যবে ।
পাইলেক সমাচার পুরবাসী সবে ॥
আলয় করম ত্যজি করিল গমন ।
রঙ্ক[6] যেন যায় নিধি[7] করিতে লুণ্ঠন ॥
নিরখিয়া দুই ভাই সহজ সুন্দর ।
নেত্রফল লভি হয় হর্ষিত অন্তর ॥
ভবন-গবাক্ষে লাগি রমণী যুবতী ।
দেখে রামরূপ হয়ে অনুরাগী অতি ॥
পরস্পর কহে তারা সপ্রীতি বচন ।
সখি ! এরা, কোটি কাম জিনি সুশোভন ॥
সুর নর নাগ মুনি অসুর ভিতর ।
কখনো নাহিক শুনি এরূপ সুন্দর ॥
চতুর্ভুজ বিষ্ণু, বিধি চতুর্মুখ হন ।
বিকট আকৃতি পঞ্চমুখ ত্রিলোচন ॥
অপর দেবতা বিশ্বে আছে আর কেবা ।
এই রূপ শোভাকর হইবেক যেবা ॥

বয়সে কিশোর[8] হন, শ্যামবর্ণ সুবরণ,[9]
সুখ-ধাম সুষমা-আগার[10] ।
অঙ্গ অঙ্গ পরে যেন, বোধ করি মনে হেন,
শোভে কোটি কোটি শত মার[11] ॥২২৬॥

(১) আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপ বা পীড়া (২) কণক অর্থাৎ স্বর্ণ নির্ম্মিত ফুল (৩) কেশ (৪) আপাদমস্তক (৫) দশরথরাজার পুত্র শ্রীরাম লক্ষ্মণ (৬) দরিদ্র (৭) রত্নাগার (৮) যুবা (৯) সুন্দর বর্ণ বা রং (১০) সৌন্দর্য্যের আলয় (১১) কন্দর্প, মদন ।

মূল।

কহহু সখী অস কো তনুধারী।
জো ন মোহ য়হ রূপ নিহারী॥
কোউ সপ্রেম বোলী মৃদুবাণী।
জো মৈঁ সুনা সো সুনহু সয়ানী[১]॥
য়ে দোউ নৃপ দশরথকে টোটা[২]।
বাল[৩] মরালনকে-কল[৪] জোটা[৫]॥
মুনি কৌশিক মখকে রখবারে।
জিন রণ অজয় নিশাচর মারে॥
শ্যাম গাত কল[৬] কঞ্জ[৭] বিলোচন।
জো মারীচ-সুভুজ-মদ-মোচন॥
কৌশল্যা-সুত সো সুখ-খানী[৮]।
নাম রাম ধনু শায়ক[৯] পানী॥
গৌর কিশোর ভেষ বর কাছে।
কর শর চাপ রামকে পাছে॥
লক্ষ্মণ নাম রাম লঘু[১০] ভ্রাতা।
সুনু সখি তাসু সুমিত্রা মাতা॥

দোহা:—

বিপ্রকাজ করি বন্ধু দোউ,
মগ[১১] মুনিবধূ উধারি[১২]।
আয়ে দেখন চাপমখ,
সুনি হরষীঁ সব নারি॥২২৭॥

দেখি রামচ্ছবি সখি য়ক কহই।
যোগ্য জানকী য়হ বর অহই॥
জো সখি ইনহিঁ দেখি নরনাহু।
প্রণ[১৩] পরিহরি হঠি[১৪] করহি বিবাহু॥
কোউ কহ ইনহিঁ ভূপ পহিচানে[১৫]।
মুনি সমেত সাদর সনমানে[১৬]॥
সখি পরন্তু প্রণ রাউ ন তজই।
বিধিবশ হঠি অবিবেকহি ভজই॥

(১) চতুরা (২) পুত্র (৩) শিশু (৪) কল মরাল অর্থাৎ রাজহংস তাহার (৫) যোড়া (৬) সুন্দর (৭) পদ্ম (৮) খণি, আকর (৯) বাণ, শর (১০) কনিষ্ঠ (১১) মার্গে, পথে (১২) উদ্ধারি (১৩) পণ, প্রতিজ্ঞা (১৪) জেদে (১৫) চেনে (১৬) সম্মান করে।

বঙ্গানুবাদ।

কহ সখি! কেথা আছে হেন তনুধারী।
মোহিত না হয় যেহ এ রূপ নেহারী॥
প্রেমের সহিত কেহ বলে মৃদু বাণী।
শুনহ চতুরে যাহা শুনেছি কাহিনী॥
ইহাঁরা দুজন দশরথের নন্দন।
শিশু রাজহংস[১] দ্বয়ে সুন্দর মিলন॥
কৌশিক মুনির যজ্ঞ রক্ষা করিবারে।
অজেয় রাক্ষসে যাঁরা সংগ্রামেতে মারে॥
সুন্দর শ্যামল গাত্র কঞ্জ[২] বিলোচন।
মারীচ-সুবাহু-মদ[৩] করেন ভঞ্জন॥
কৌশল্যার সুত তিনি সুখের আকর।
শ্রীরাম তাঁহার নাম করে ধনুশর॥
সুবেশ কিশোর কাছে গোউর বরণ।
করে শর চাপ রাম-পশ্চাতেতে রন॥
রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাম শ্রীলক্ষ্মণ।
শুন সখি তিনি হন সুমিত্রা-নন্দন॥

করি বিপ্র-সুকরণ এই ভ্রাতা দুই জন,
পথে মুনি-বধূকে[৪] উদ্ধারি।
দেখিবার অভিলাষে, আসে ধনু-যজ্ঞ-পাশে,
শুনি হরষিতা সব নারী॥২২৭॥

এক সখি কহে রামছবি[৫] দরশনে।
জানকীর যোগ্য বর[৬] এহ লয় মনে॥
যদি সখি নরনাথ[৭] করি দরশন।
পণ ত্যাগ করি করে বিবাহ-করণ[৮]॥
ইহাঁকে চেনেন ভূপ[৯] কহে কোন জন।
সাদরে সম্মান করে সহ মুনিগণ॥
পরন্তু নৃপতি সখি না ত্যজিবে পণ।
করিবেন বিধিবশে অজ্ঞানে ভজন॥

(১) হংস বিশেষ অপরার্থে রাজশ্রেষ্ঠ (২) পদ্ম (৩) গর্ব (৪) অহল্যাকে (৫) রামের ছবি বা শোভা (৬) পাত্র (৭) জনকরাজা (৮) বিবাহের অনুষ্ঠান (৯) জনকরাজা।

মূল ।

কোউ কহ জো ভল অহৈ বিধাতা ।
সবকহঁ সুনিয় উচিত ফলদাতা ॥
তৌ জানকিহি মিলিহি বর এহূ ।
নাহিন[১] আলী[২] য়হ সন্দেহূ ॥
জো বিধিবশ অস বনৈ সঁযোগূ[৩] ।
তৌ কৃতকৃত্য[৪] হোহিঁ সব লোগূ ॥
সখি হমরে অতি আরতি[৫] তাতে ।
কবহুঁক য়ে আবহিঁ য়হিনাতে[৬] ॥

দোহা :—
নাহিত হমকহঁ সুনহু সখি,
ইন্হকর দর্শন দূরি[৭] ।
য়হ সংঘট[৮] তব হোই জব,
পুণ্য পুরাকৃত ভূরি ॥২২৮॥

বোলী অপর কহউ সখি নীকা ।
য়হ বিবাহ অতিহিত সবহীকা ॥
কোউ কহ শঙ্করচাপ কঠোরা ।
য়ে শ্যামল মৃদুগাত কিশোরা ॥
সব অসমঞ্জস অহৈ সয়ানী ।
য়হ সুনি অপর কহৈঁ মৃদুবাণী ॥
সখি ইনকহঁ কোউ কোউ অস কহহীঁ ।
বড় প্রভাব দেখত লঘু অহহীঁ ॥
পরসি[৯] জাসু পদপঙ্কজধূরী ।
তরী অহল্যা কৃত অঘভূরী ॥
সোকি রহৈঁ বিনু শিবধনু তোরে[১০] ।
য়হ প্রতীতি পরিহরিয় ন ভোরে ॥
জেহি বিরঞ্চি রচি সীয় সঁবারী ।
তেহি শ্যামল বর রচেউ বিচারী ॥
তাসু বচন সুনি সব হরষাণী ।
ঐসেই হোউ কহহিঁ মৃদুবাণী ॥

(১) নতুবা (২) সখি (৩) মিলন (৪) চরিতার্থ (৫) আর্ত্তি, দুঃখ (৬) ইহা না হইলে (৭) দুর্লভ (৮) সংঘটন (৯) স্পর্শি, স্পর্শ করিয়া (১০) ভঞ্জন করা ।

বঙ্গানুবাদ ।

কেহ কহে যাহা ভাল তাহাই বিধাতা ।
দেন সর্ব্বজনে শুন যোগ্য-ফল-দাতা ॥
তাহলে জানকী পাইবেন বর[১] এহ ।
নতুবা এ কথা প্রতি হইবে সন্দেহ ॥
বিধিবশে এ মিলন ঘটিবেক যবে ।
তাহা হলে চরিতার্থ হবে লোক সবে ॥
সখি ! মম তাহাতেই আর্ত্ত[২] অতি মন ।
তাহা না হইলে একি আসিত কখন ॥

তা না হলে আমাদের, শুন সখি ! ইহাদের,
দরশন দুর্লভ হইত ।
সংঘটন হবে ইহা, আছে যদি পুণ্য মহা,
আমাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ॥২২৮॥

বলে অন্যজনে সখি ! কহিলে সুন্দর ।
এ বিবাহ সকলের অতি হিতকর ॥
কেহ কহে শিবচাপ অতীব কঠোর ।
অতি মৃদু গাত্র এহ শ্যামল কিশোর ॥
ইহা সব সুচতুরে ! সমঞ্জস[৩] নহে ।
ইহা শুনি অন্যজন মৃদুবাক্যে কহে ॥
ইহাঁকে এরূপ কহে কেহ কেহ আলী[৪] ।
দেখিতে দুর্ব্বল কিন্তু অতি বলশালী ॥
পাদপদ্ম-ধূলি স্পর্শ করিয়া যাঁহার ।
অহল্যা হইল কৃত-অঘাম্বুধি[৫] পার ॥
সে কি রবে শিবধনু না করি ভঞ্জন ।
ভ্রমেও না এ প্রতীতি[৬] তজিহ কখন ॥
জানকীকে যে বিধাতা করিল রচন ।
রচিল শ্যামল বর[৭] বিচারি সে জন ॥
তাহার বচন শুনি সবে হৃষ্টমন ।
তাহাই হউক কহে মধুর বচন ॥

(১) পাত্র, পতি (২) ব্যথিত দুঃখিত (৩) যে যে অবস্থায় কেহ কাহারো প্রতিকূল হয় না । (৪) সখী (৫) কৃতপাপরূপ সমুদ্র (৬) ধারণা, বিশ্বাস (৭) পাত্র ।

মূল।

দোহা :—
হিয় হরষহিঁ বর্ষহিঁ সুমন,
সুমুখি সুলোচনিবৃন্দ।
জাহিঁ জহাঁ জহঁ বন্ধু দোউ,
তহঁ তহঁ পরমানন্দ ॥২২৯॥
পুর পূরবদিশি গে দোউ ভাই।
জহাঁ ধনুষমখভূমি বনাই ॥
অতি বিস্তার চারু গচ[১] টারী[২]।
বিমল বেদিকা রুচির সঁবারী ॥
চহুঁদিশি কঞ্চন মঞ্চ বিশালা।
রচে জহাঁ বৈঠহিঁ মহিপালা ॥
ত্যহি পাছে সমীপ চহুঁপাসা।
অপর মঞ্চ মণ্ডলী বিলাসা ॥
কচ্ছুক উঁচ সব ভাঁতি সুহাই।
বৈঠহিঁ নগরলোগ জহঁ আই ॥
তিনকে নিকট বিশাল সুহায়ে।
ধবলধাম বহু বরণ বনায়ে ॥
জহঁ বৈঠী দেখহিঁ পুরনারী।
যথাযোগ্য নিজকুল অনুহারী।
পুরবালক কহি কহি মৃদুবচনা।
সাদর প্রভুহিঁ দেখাবহিঁ রচনা ॥
দোহা :—
সবশিশু মিসুইহিঁ[৩] প্রেমবশ,
পরশি মনোহর গাত।
তনু পুলকহিঁ অতি হর্ষ হিয়,
দেখি দেখি দোউ ভ্রাত ॥২৩০॥
শিশু সব রাম প্রেমবশ জানে।
প্রীতি সমেত নিকেত বখানে ॥
নিজ নিজ রুচি সব লেহিঁ বুলাই।
সহিত সনেহ জাহিঁ দোউ ভাই ॥
রাম দিখাবহিঁ অনুজহিঁ রচনা।
কহি মৃদু মধুর মনোহর বচনা ॥

(১) মূল (২) টাজি, বৃহৎ ইষ্টক (৩) এই ছলে।

বঙ্গানুবাদ।

হয়ে অতি হৃষ্টমন, করে পুষ্প বরষণ,
সুবদনা সুনয়নাগণ।
দুই ভ্রাতা যথা যথা, যান হয় তথা তথা,
লোক অতি আনন্দে মগন ॥২২৯॥
পুর-পূর্ব্বদিকে দুই ভ্রাতা তবে যান।
ধনুযজ্ঞভূমি যথা করেছে নির্ম্মাণ ॥
অতীব বিস্তার চারু স্থূল টালিগণ।
তাহে নিরমিত মঞ্চ বিমল শোভন ॥
চতুর্দ্দিকে স্বর্ণমঞ্চ অতি সুবিশাল।
রচে, যথা বসিবেন সর্ব্ব মহিপাল ॥
নিকটেতে চারিপাশে শোভে তার পর।
বিলাস-মণ্ডলী[১] সব সুমঞ্চ অপর ॥
কিছু উচ্চ সর্ব্বরূপে অতি সুশোভন।
মঞ্চ এক, যাহে বসিবেক পুরজন ॥
তাহার নিকটে সুবিশাল সুশোভিত।
ধবল-বরণ[২] ধাম বহু নিরমিত ॥
পুরনারী দেখিবেক যথা বসি মানে।
নিজকুল অনুসারে যথাযোগ্য স্থানে ॥
নগরবালক কহি সুমৃদু বচন।
সাদরে প্রভুকে দেখাইল সুরচন ॥

শিশু সব এই ছলে, প্রেমবশে কুতুহলে,
পরশিল গাত্র মনোহর।
তনু অতি পুলকিত, হৃদয়েতে হরষিত,
দেখি দেখি দুই ভ্রাতৃবর ॥২৩০॥
প্রেমে বশীভূত রামে জানি শিশুগণ।
প্রীতি সহ বাখানিল সর্ব্ব নিকেতন ॥
নিজ নিজ রুচিমতে করিলে আহ্বান।
স্নেহ সহ দুই ভ্রাতা সেই স্থানে যান ॥
অনুজে দেখান রাম সমস্ত রচন।
কহি মৃদু মনোহর মধুর বচন ॥

(১) গোলাকার বিলাসের বা ক্রীড়ার স্থান (২) শুভ্রবর্ণ।

মূল।

লব[১] নিমেষমহঁ ভুবন নিকায়া[২] ॥
রচৈ জাসু অনুশাসন মায়া ॥
ভক্তহেতু সোই দীনদয়ালা।
চিতবত চকিত ধনুষমখশালা ॥
কৌতুক দেখি চলে গুরুপাহীঁ।
জানি বিলম্ব ত্রাস মনমাহীঁ ॥
জাসু ত্রাস ডরকহঁ ডর হোই।
ভজন-প্রভাব দেখাবত সোই ॥
কহি বাতৈঁ মৃদু মধুর সুহাই।
কিয়ে বিদা বালক বরিয়াই[৩] ॥

দোহা :—

সভয় সপ্রেম বিনীত অতি,
সকুচ সহিত দোউ ভাই।
গুরুপদপঙ্কজ নাই শির,
বৈঠে আয়সু পাই ॥২৩১॥

নিশিপ্রবেশ মুনি আয়সু দীহ্না।
সবহী সন্ধ্যাবন্দন কীহ্না ॥
কহত কথা ইতিহাস পুরাণী।
রুচি[৪] রজনী যুগ যাম সিরানী[৫] ॥
মুনিবর শয়ন কীহ্ন তব জাই।
লগে চরণ চাপন দোউ ভাই ॥
জিনকে চরণসরোরুহ লাগী।
করত বিবিধ জপ যোগ বিরাগী ॥
তে দোউ বন্ধু প্রেম জনু জীতে।
গুরুপদকমল পলোটত[৬] প্রীতে ॥
বার বার মুনি আজ্ঞা দীহ্না।
রঘুবর জাই শয়ন তব কীহ্না ॥
চাপত চরণ লষণ উর লায়ে।
সভয় সপ্রেম পরম সুখ পায়ে ॥
পুনি পুনি প্রভু কহ সোবহু[৭] তাতা।
পৌড়ে[৮] ধরি উর পদ-জল-জাতা[৯] ॥

(১) সময়ের সূক্ষ্মাংশে, কিঞ্চিৎমাত্র (২) সমূহ (৩) প্রিয় (৪) রুচির, উজ্জ্বল (৫) শেষ হইল, গত হইল (৬) টিপিতে লাগিলেন (৭) শয়ন কর (৮) পড়িলেন, শয়ন করিলেন (৯) পদ কমল,।

বঙ্গানুবাদ।

নিমেষ সময় মধ্যে সকল ভুবন।
যাঁহার আদেশে মায়া করেন রচন ॥
ভক্তহেতু সেই প্রভু দীনে দয়াবান।
দেখেন চকিতভাবে ধনু-যজ্ঞ-স্থান[১] ॥
কৌতুক দেখিয়া যান গুরুমুনি[২] পাশ।
বিলম্ব হইল জানি মনে করি ত্রাস ॥
যাঁর ত্রাসে ভয়-হৃদে ভয়ের উদয়।
ভজন-প্রভাব মাত্র সেহ প্রকাশয় ॥
কহি বাক্য অতি মৃদু মধুর শোভন।
করেন বিদায় প্রভু প্রিয় শিশুগণ ॥

সভয়ে সপ্রেমে অতি, সহিত বিনীত মতি,
সসঙ্কোচে দুই ভাই গিয়া।
গুরুপাদ-পদ্মদেশে, নত করি শির শেষে,
বসিলেন আদেশ পাইয়া ॥২৩১॥

নিশি সমাগমে মুনি করিলে আদেশ।
সন্ধ্যা বন্দনাদি সবে করিলেন শেষ ॥
পুরাতন ইতিহাস করিয়া কথন।
করিলেন দ্বিপ্রহর রজনী যাপন ॥
শয়ন করেন মুনি যাইয়া তখন।
দুই ভাই লাগিলেন সেবিতে চরণ ॥
যাঁহার চরণ-পদ্ম পাইবার তরে।
বিরাগী বিবিধ যোগ জপ সদা করে ॥
সেই দুই ভাই প্রেমে করি পরাজয়।
সপ্রীতে গুরুর পদকমল সেবয় ॥
বার বার মুনিবর করিলে আদেশ।
শয়ন করেন রাম গিয়া অবশেষ ॥
লক্ষ্মণ চরণ চাপে[৩] হৃদয়ে ধরিয়া।
সভয়ে সপ্রেমে অতি আনন্দ পাইয়া ॥
পুন পুন কহে প্রভু করহ শয়ন।
হৃদে ধরি পাদপদ্ম পড়িল[৪] তখন ॥

(১) ধনুভঙ্গরূপ অনুষ্ঠানের স্থল (২) বিশ্বামিত্র মুনি (৩) টিপিতে লাগিলেন (৪) শয়ন করিলেন।

মূল।

দোহা :—
উঠে লষণ নিশি বিগত শুনি,
অরুণ-শিখা-ধ্বনি[১] কান[২]।
গুরুতে পহিলে জগতপতি,
জাগে রাম সুজান ॥২৩২॥
সকল শৌচ করি জাই নহায়ে।
নিত্য[৩] নিবাহিঁ[৪] গুরুহিঁ শির নায়ে ॥
সময় জানি গুরু আয়সু পাই।
লেন প্রসূন চলে দোউ ভাই ॥
ভূপ-বাগবর[৫] দেখউ জাই।
জহঁ বসন্তঋতু রহৈ লুভাই ॥
লাগে বিটপ[৬] মনোহর নানা।
বরণ বরণ বরবেলি[৭] বিতানা ॥
নব পল্লব ফল সুমন সুহায়ে।
নিজ সম্পতি সুরতরুহি লজায়ে।
চাতক কোকিল কীর[৮] চকোরা[৮]।
কূজত বিহঁগ, নচত কল[৯] মোরা[১০] ॥
মধ্যবাগ সর সুভগ সুহাবা।
মণি সোপান বিচিত্র বনাবা ॥
বিমল সলিল সরসিজ বহুরঙ্গা।
জলখগ কূজত, গুঞ্জত ভৃঙ্গা ॥
দোহা :—
বাগ তড়াগ বিলোকি প্রভু,
হর্ষে বন্ধু সমেত।
পরম রম্য আরাম[১১] অহ,
জো রামহিঁ সুখ দেত ॥২৩৩॥

চহুঁ দিশি চিতৈ পুঁছি মালীগণ।
লগে লেন দল ফুল মুদিত মন ॥
ত্যহি অবসর সীতা তহঁ আই।
গিরিজা পূজন জননি পঠাই ॥

(১) কুক্কুটেররব (২) কর্ণে (৩) নিত্যকর্ম্ম (৪) নির্ব্বাহ করিয়া, সমাপন করিয়া (৫) শ্রেষ্ঠ বাগিচা (৬) শাখা (৭) বল্লী, লতা (৮) শুক পক্ষী (৯) সুন্দর (১০) ময়ূর (১১) উপবন, বাগান।

বঙ্গানুবাদ।

শ্রীলক্ষ্মণ সুজাগ্রত, যবে হয় নিশিগত,
কর্ণে পশে কুক্কুটের ধ্বনি।
আপন গুরুর আগে, জগতের পতি জাগে,
সুবিজ্ঞ শ্রীরঘুকুলমণি। ২৩২॥
সব শুদ্ধি করি যান করিতে মজ্জন।
নিত্য কর্ম্ম করি বন্দে গুরুর চরণ ॥
কাল জানি গুরু-আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ।
পুষ্প আনিবারে যান ভাই দুই জন ॥
ভূপের-বাগিচা[১] বর[২] করেন দর্শন।
যথায় বসন্ত ঋতু রহে লুব্ধমন ॥
বহুবর্ণ বরবল্লী[৩] শাখার সহিত।
বিতান[৪] সদৃশ শোভে হইয়া মিলিত ॥
নূতন পল্লব ফল পুষ্প সুশোভিত।
নিজ-ধনে[৫] করি সুর-তরুকে[৬] লজ্জিত ॥
শুক পিক আদি করি চাতক চকোর।
নাচিছে ময়ূর,পক্ষী কুজিতেছে ঘোর ॥
বাগিচার মধ্যভাগে সর[৭] সুশোভিত।
মণির সোপান তাহে বিচিত্র নির্ম্মিত ॥
বহুবর্ণ সরসিজ[৮] সলিল বিমল।
জলখগ[৯] কূজে, গুঞ্জে ভ্রমর সকল ॥

তড়াগ ও উপবন, করি প্রভু বিলোকন,
ভ্রাতার সহিত হর্ষমাণ।
মনোরম অতিশয়, উপবন সুনিশ্চয়,
যাহা রামে সুখ করে দান ॥২৩৩॥
চতুর্দ্দিকে হেরি, জিজ্ঞাসিয়া মালীগণে।
তুলিলেন ফুল দল[১০] আনন্দিত মনে ॥
সেই অবসরে তথা আইলেন সীতা।
গৌরীপূজাহেতু হয়ে জননী-প্রেরিতা[১১] ॥

(১) ভূপতির অর্থাৎ জনক রাজার বাগিচা (২) শ্রেষ্ঠ (৩) লতা (৪) চন্দ্রাতপ চাঁদোয়া (৫) অর্থাৎ নিজস্ব ফল, পুষ্প পত্রাদিতে (৬) কল্পতরুকে (৭) সরোবর (৮) পদ্ম (৯) জলচর পক্ষী (১০) পত্র (১১) জননী কর্তৃক প্রেরিতা।

মূল।

সঙ্গ সখী সব সুভগ সয়ানী।
গাবহিঁ গীত মনোহর বাণী॥
সর সমীপ গিরিজাগৃহ সোহা।
বরণি ন জাই দেখি মনমোহা॥
মজ্জন করি সব সখী সমেতা।
গই মুদিত মন গৌরিনিকেতা॥
পূজা কীহ্ন অধিক অনুরাগা।
নিজ অনুরূপ সুভগ বর মাঁগা॥
এক সখী সিয়সঙ্গ বিহাই[১]।
গইরহী দেখন ফুলবাই[২]॥
তেহিঁ দোউ বন্ধু বিলোকেউ জাই।
প্রেমবিবশ সীতাপহিঁ আই॥
দোহা:—
তাসু দশা দেখী সখিন,
পুলকগাত জলনয়ন।
কহু কারণ নিজ হর্ষকর,
পূছহিঁ সব মৃদু বয়ন॥২৩৪॥
দেখন বাগ কুঁবর[৩] দোউ আয়ে।
বয় কিশোর সব ভাঁতি সুহায়ে॥
শ্যাম গৌর কিমি কহৌঁ বখানী।
গিরা[৪] অনয়ন[৫], নয়ন বিনুবাণী[৬]॥
সুনী হরষীঁ সব সখী সয়ানী।
সিয় হিয় অতি উৎকণ্ঠা জানী॥
এক কহহিঁ নৃপসুততে আলী।
সুনে জে মুনিসঁগ আয়ে কালী॥
নিজ নিজ রূপ মোহনী[৭] ডারী[৮]।
কীহ্নে স্ববশ নগর-নর-নারী॥
বর্ণত ছবি জহঁ তহঁ সব লোগূ।
অবশি দেখিয়ে দেখন যোগূ॥
তাসু বচন অতি সিয়হি সুহানে।
দরশ লাগি লোচন অকুলানে॥

(১) পরিত্যাগ করিয়া (২) পুষ্পোদ্যান, ফুলের বাগান (৩) কুমার (৪) বাণী (৫) চক্ষুহীন (৬) বাক্‌শক্তিহীন (৭) কুহক (৮) ফেলিয়া।

বঙ্গানুবাদ।

সঙ্গে সখিগণ তাঁর সুদৃশ্য চতুর।
গান করে গীত, স্বর অতি সুমধুর॥
সরপাশে[১] গিরিজার গৃহ শোভা পায়।
দেখি মন মুগ্ধ হয় কহা নাহি যায়॥
সখীসহ সরোবরে করিয়া মজ্জন।
গেলেন মুদিত মনে গৌরীর ভবন॥
করিলেন পূজা অতিশয় অনুরাগে।
আপনার অনুরূপ রম্য বর[২] মাগে॥
এক সখী সীতাসঙ্গ করিয়া বর্জ্জন।
গিয়াছিল দেখিবারে ফুল-উপবন[৩]॥
সেহ ভ্রাতৃদ্বয়ে যবে দেখিলেক গিয়া।
সীতাপাশে আসে প্রেমে বিবশ হইয়া॥

পুলকিত গাত্র তার, নয়নেতে জলধার,
দেখি দশা সর্ব্ব সখিগণ।
তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, অতিশয় মৃদুস্বরে,
কহ নিজ হর্ষের কারণ॥২৩৪॥

আরাম[৪] দেখিতে দুই এসেছে কুমারে।
বয়সে কিশোর, রম্য সরব প্রকারে॥
শ্যাম গৌর রূপ আমি কিরূপে বাখানী।
বাকশক্তিহীন চক্ষু, চক্ষুহীনা বাণী॥
শুনিয়া চতুরা সখি সবে হরষিতা।
সীতাকে অন্তরে জানি অতি ব্যাকুলিতা॥
এক জন কহে নৃপ-সুত[৫] তারা আলি[৬]।
মুনি সহ আসিয়াছে শুনিয়াছি কালি॥
রূপের কুহকে ফেলি আপন আপন।
স্ববশ করেছে পুর-নর-নারীগণ॥
যথা তথা রূপ লোক করিছে বর্ণন।
দেখিবার যোগ্য, দেখ করিয়া গমন॥
সীতা-প্রিয় হয় অতি তাহার বচন।
ব্যাকুলিত চক্ষু তাঁর করিতে দর্শন॥

(১) সরোবরের পাশে (২) একার্থে আশীর্ব্বাদ অপরার্থে পাত্র (৩) ফুলের উপবন, বা বাগান (৪) উপবন, বাগান (৫) রাজপুত্র (৬) সখি।

মূল।

চলী অগ্র করি প্রিয় সখি সোই।
প্রীতি পুরাতন লখৈ ন কোই॥
দোহা :—
সুমিরি সিয় নারদ বচন,
উপজী প্রীতি পুনীত।
চকিত বিলোকতি সকল দিশি,
জনু মৃগীশিশু সভীত॥২৩৫॥
কঙ্কণ কিঙ্কিণি নূপুরধ্বনি শুনি।
কহত লখণসন রাম হৃদয় গুনি॥
মানহুঁ মদন দুন্দুভী দীন্হী।
মনসা বিশ্ববিজয়কহঁ কীন্হী॥
অস কহি ফিরি চিতয়ে ত্যহিওরা[১]।
সিয়মুখ শশি ভয়ে নয়ন চকোরা॥
ভয়ে বিলোচন চারু অচঞ্চল।
মনহুঁ সকুচি[২] নিমি[৩] তজেউ দৃগঞ্চল॥
দেখি সীয়শোভা সুখ পাবা।
হৃদয় সরাহত[৪] বচন ন আবা॥
জনু বিরঞ্চি সব নিজ নিপুনাই।
বিরচি বিশ্বকহঁ প্রগট দিখাই॥
সুন্দরতাকহঁ সুন্দর করই।
চ্ছবিগৃহ[৫] দীপশিখা জনু বরই[৬]॥
সব উপমা কবি রহে জুঠারী[৭]।
কেহি পটতরিয়[৮] বিদেহকুমারী॥
দোহা :—
সিয়শোভা হিয় বর্ণি প্রভু,
আপন দশা বিচারি।
বোলে শুচিমন অনুজসন,
বচন সময় অনুহারি॥
তাত[৯] জনকতনয়া য়হ সোই।
ধনুষযজ্ঞ জ্যহি কারণ হোই॥

(১) সেই দিকে, (২) সঙ্কোচে, ভয়ে (৩) জনক রাজার একজন পূর্ব্বপুরুষ, ইক্ষাকু রাজার পুত্র, ইঁনি অক্ষিশত্রু হইয়া লোকের চক্ষুর পাতার উপর বাস করেন, তদ্বারা অক্ষি স্পন্দন বা পক্ষপাত হয়। (৪) প্রশংসা করে (৫) শোভাগার (৬) জ্বালে (৭) উচ্ছিষ্ট, আস্বাদিত (৮) তুলনা, দিবে (৯) স্নেহসূচকবাক্য ভ্রাতঃ।

বঙ্গানুবাদ।

অগ্রে করি প্রিয়সখী করেন গমন।
লক্ষ্য নাহি করে কেহ প্রীতি পুরাতন॥

জানকী স্মরণ করে, নারদের বাক্য বরে,
পূত প্রীতি হৃদে উপজয়।
বিলোকে চকিত অতি, সকল দিকের প্রতি,
যেন শিশুমৃগী পেয়ে ভয়॥২৩৫॥
কঙ্কণ[১]-কিঙ্কিণি[২]-নূপুরের ধ্বনি শুনি।
কহেন লক্ষ্মণে রাম হৃদয়েতে গুণি॥
দুন্দুভি[৩] বাজায় কাম, মনে ইহা লয়।
মানস করিয়া বিশ্ব করিবারে জয়॥
ইহা কহি ফিরে চাহিলেন তাঁর পানে।
সীতা-মুখ-শশি[৪] হেরে চকোর নয়নে[৫]॥
হইল লোচন চারু কিবা অচঞ্চল।
মনে লয় ভয়ে নিমি[৬] তজে দৃগঞ্চল॥
সীতাশোভা দেখি পান সুখ অতিশয়॥
বাক্য নাহি সরে, করে প্রশংসা হৃদয়॥
নিজ নিপুণতা সব বিধাতা যেমন।
রচিয়া প্রকাশি করে বিশ্বে প্রদর্শন॥
সুন্দরে সুন্দর করি করে প্রদর্শন।
শোভাগারে করে যেন প্রদীপ জ্বালন॥
সকল উপমা কবি করিয়াছে শেষ।
বৈদেহীর উপমান কে হবে বিশেষ॥

সীতাশোভা মনে মনে, বর্ণি প্রভু সেইক্ষণে,
আপনার দশা সুবিচারে।
বলিলেন শুচিমনে, আপন অনুজসনে,
বচন সময় অনুসারে॥২৩৬॥
জনকতনয়া ভ্রাতঃ এই সেই জন।
ধনুযজ্ঞ[৮] হইতেছে যাঁহার কারণ॥

(১) হস্তাভরণ বিশেষ (২) ঘুঙুর (৩) নাগরা বৃহৎ ঢক্কা (৪) সীতার মুখচন্দ্র (৫) রামচন্দ্রের নয়নরূপ চকোর (৬) নিমেষ (৭) চক্ষুদেশ (দৃক্+অঞ্চল)।

মূল।

পূজন গোরী সখী লৈ আই।
করতি প্রকাশ[১] ফিরতি ফুলবাই॥
জাসু বিলোকি অলৌকিক শোভা।
সহজ পুনীত মোর মন ক্ষোভা॥
সো সব কারণ জান বিধাতা।
ফরকহিঁ[২] শুভগ অঙ্গ সুনু ভ্রাতা॥
রঘুবংশিনকর সহজ স্বভাউ।
মন কুপন্থ পগধরৈঁ[৩] ন কাউ॥
মোহিঁ অতিশয় প্রতীতি জিয়কেরী।
জ্যহি স্বপ্নেহু পরনারী ন হেরী॥
জিনকে লহহিঁ ন রিপু রণ পীঠী[৪]।
নহিঁ লাবহিঁ পরতিয় মন ডীঠী[৫]॥
মঁগণ[৬] লহহিঁ ন জিনকে নাহীঁ[৭]।
তে নরবর থোরে জগমাহীঁ॥

দোহা :—

করত বতকহী অনুজ সন,
মন সিয়রূপ লুভান।
মুখ সরোজ[৮] মকরন্দ[৯] চ্ছবি[১০],
করত মধুপইব পান॥২৩৭॥

চিত্তবতি চকিত চহুঁদিশি সীতা।
কহঁ গয়ে নৃপকিশোর মন চীতা[১১]॥
জহঁ বিলোকি মৃগ-শাবক-নয়নী।
জনু তহঁ বরষ কমল সিত[১২] শ্রয়নী॥
লতা ওট[১৩] তব সখিন লখায়ে।
শ্যামল গৌর কিশোর সুহায়ে॥
দেখি রূপ লোচন ললচানে[১৫]।
হর্ষে জনু নিজনিধি পহিঁচানে॥
থকে[১৬] নয়ন রঘুপতিচ্ছবি দেখী।
পলকনহুঁ পরিহরি নিমেখী[১৭]॥

(১) দীপ্ত উজ্জ্বল (২) স্পন্দিত হইতেছে, নাচিতেছে (৩) পদবিক্ষেপ করে (৪) পৃষ্ঠদেশ (৫) দর্শন (৬) মংগণ (মন+গণ) মনের দলবল অর্থাৎ কাম ক্রোধাদি ষড়রিপু (৭) অবিদ্যমানতা অর্থাৎ বিনাশ (৮) পদ্ম (৯) মধু (১০) শোভা (১১) চিন্তা (১২) রজতঃ (১৩) আধার (১৪) আড়ালে (১৫) লালসা করে (১৬) স্থির হয় (১৭) নিমেষ।

বঙ্গানুবাদ।

আসিয়াছে সখী লয়ে গৌরীকে পূজিতে।
পুষ্পবন দীপ্ত করে ভ্রমিতে ভ্রমিতে॥
অলৌকিক শোভা যাঁর করি বিলোকন।
ক্ষুব্ধ[১] হয় স্বাভাবিক পূত মোর মন॥
সে সব কারণ মাত্র জানেন বিধাতা।
শোভন দক্ষিণ অঙ্গ নাচে শুন ভ্রাতা॥
সহজ স্বভাবে সদা রঘুবংশীগণ।
মনেও না কেহ করে কুপথে গমন॥
এ বিশ্বাস অতিশয় আমার হিয়াতে।
পরনারী নাহি হেরি সপনেও তাতে॥
রণে রিপু নাহি পায় পৃষ্ঠদেশ যার।
নাহি আনে পরনারী হৃদয়-মাঝার॥
যাহার বিনাশ নাহি অন্তঃরিপু[২] করে।
সেই নরবর স্বল্প জগত ভিতরে॥

কহিতে কহিতে কথা, অনুজের সনে তথা,
সীতারূপে লুব্ধ অতি মন।
মুখ-পদ্ম নিরখিয়া, শোভা-মধু[৩] ভরি হিয়া,
পান করে মধুপ[৪] যেমন॥২৩৭॥

চারিদিকে চান সীতা হইয়া চকিত।
কোথা গেল নৃপ-সুত[৫] মনেতে চিন্তিত॥
যথা বিলোকেন মৃগ-শাবক-নয়নী[৬]।
যেন তথা বর্ষে পদ্ম রজত-শ্রয়ণী[৭]॥
লতার আড়ালে তবে সখীরা দেখায়।
কিশোর শ্যামল গৌরতনু শোভা পায়॥
লোচন-লালসা অতি রূপ নিরখিয়া।
হরষে যেমন নিজ রতনে চেনিয়া॥
রঘুপতি ছবি দেখি সুস্থির নয়ন।
নয়ন পলক তজে নিমেষ[৮] যেমন॥

(১) বিচলিত (২) কাম ক্রোধাদি ষড়রিপু (৩) সীতার শোভারূপ মধু (৪) ভ্রমর (৫) রাজপুত্র রামচন্দ্র (৬) মৃগশাবকের ন্যায় নয়ন বিশিষ্টা (৭) রৌপ্যাধার (৮) পক্ষপাত।

মূল।

অধিক সনেহ দেহ ভই ভোরী।
শরদ শশিহি জিমি চিতব চকোরী॥
লোচনমগ রামহিঁ উর আনী।
দীন্হে পলককপাট সয়ানী॥
জব সিয় সখিন প্রেমবশ জানী।
কহি ন সকহিঁ কচ্ছু মন সকুচানী॥
দোহা :—
লতাভবনেতে প্রগট ভয়ে,
ত্যহি অবসর দোউ ভাই।
নিকসে[১] জনু যুগ বিমল বিধু,
জলদ পটল বিলগাই[২]॥২৩৮॥

শোভা সীঁব[৩] শুভগ দোউ বীরা।
নীল পীত জলজাভ[৪] শরীরা॥
কাকপক্ষ শির সোহত নীকে।
গুচ্ছা বিচবিচ কুসুম কলাকে॥
ভাল তিলক শ্রমবিন্দু সুহায়ে।
শ্রবণ শুভগ ভূষণ চ্ছবি চ্ছায়ে॥
বিকট ভ্রুকুটি কচ[৫] ঘুঁঘর[৬] বারে[৭]।
নব সরোজ লোচন রত নারে[৭]॥
চারু চিবুক নাসিকা কপোলা।
হাস বিলাস লেত জনু মোলা[৮]॥
মুখচ্ছবি কহি ন জাহি মোহিঁপাহীঁ।
জো বিলোকি বহু কাম লজাহীঁ॥
উর মণিমাল কম্বু কলগ্রীবা।
কাম কলভকর[৯] ভুজ বলসীঁবা॥
সুমন সমেত বামকর দোনা।
সাঁবর[১০] কুঁনর[১১] সখী সুঠি লৌনা[১২]॥

(১) বহির্গত হয় (২) পৃথক কারয়া ভেদ করিয়া (৩) সীমা অবধি (৪) পদ্ম (৫) কেশ (৬) ঘূর্ণিত (৭) জলে (৮) মূল্য (৯) করী শিশুগুর শুণ্ড (১০) শ্যামল (১১) কুমার (১২) লবণাক্ত সুস্বাদু অর্থাৎ মনোরম।

বঙ্গানুবাদ।

অধিক সনেহে হয় দেহ বিস্মরণ।
শরত-শশিকে[১] দেখে চকোরী যেমন॥
হৃদয়ে আনিয়া রামে লোচনের বাটে[২]।
চতুরা জানকী দিল পলক-কপাটে[৩]॥
সীতাকে জানিয়া প্রেমবশ সখিগণ।
কহিতে না পারে কিছু সঙ্কুচিত মন॥

লতাগৃহ সুশোভন, তজি প্রকাশিত হন,
সেই কালে বান্ধব[৪]-যুগল।
সমুদিত সুযুগল, যেন বিধু সুবিমল,
ভেদ করি জলদ[৫] পটল[৬]॥২৩৮॥

শোভার অবধি দুই রম্য মহাবীর।
নীল পীত পদ্ম সম সুন্দর শরীর॥
শিরে কাকপক্ষ[৭] কিবা শোভে অতিশয়।
কুসুম-কলিকা-গুচ্ছ[৮] মধ্যে মধ্যে রয়॥
ললাটে তিলক শ্রমবিন্দু মনোহর।
শ্রবণে ভূষণ রম্য কিবা শোভাকর॥
ভ্রুভঙ্গিতে বিঘূর্ণিত কেশের তরঙ্গে।
চক্ষু যেন নবপদ্ম রত[৯] জল সঙ্গে॥
চিবুক[১০] নাসিকা চারু কপোল[১১] অতুল্য।
হসিত-বিলাসরূপ[১২] লয় যেন মূল্য॥
মুখছবি[১৩] নারি আমি করিতে বর্ণন।
যাহা দেখি সুলজ্জিত অসংখ্য মদন॥
কল[১৪] কম্বুকণ্ঠে[১৫] মালা মণি উরপরে[১৬]।
কাম-করি-শিশু-কর-বল[১৭] ভুজ ধরে॥
পুষ্প-দোনা[১৮] দেখ সখি বাম করে যার।
অতিশয় মনোহর শ্যামলকুমার॥

(১) শরৎকালীন চন্দ্রকে (২) পথে (৩) পলকরূপ কপাট (৪) ভ্রাতা (৫) মেঘ (৬) চাল বা সমূহ (৭) কাকের পক্ষের ন্যায় উভয় গণ্ডে লম্বমান কেশ রচনা বিশেষ (৮) ফুলেরকঁড়ির স্তবক বা গোছা (৯) ক্রীড়াসক্ত (১০) দাড়ি, ওষ্ঠাধোভাগ (১১) গণ্ডদেশ, গাল (১২) হসিতের হাস্যের বিলাস অর্থাৎ শোভা (১৩) শ্রীমুখের শোভা (১৪) সুন্দর (১৫) শঙ্খের ন্যায় রেখান্বিত গ্রীবাদেশে (১৬) বক্ষোপরে (১৭) কামরূপ করীর অর্থাৎ হস্তীর শিশু অর্থাৎ শাবক তাহার কর অর্থাৎ শুণ্ড তাহার বল অর্থাৎ শক্তি (১৮) পুষ্পের দোনা অর্থাৎ আধার

মূল ।

দোঁহা :—কেহরিকটি[১] পট পীত ধর,
সুষমা[২] শীল নিধান ।
দেখি ভানুকুলভূষণহিঁ,
বিসরা[৩] সখিন অপান[৪] ॥২৩৯॥
ধরি ধীরজ ইক সখী সয়ানী ।
সীতাসন বোলী গহি পানী ॥
বহুরি গৌরিকর ধ্যান করেহূ ।
ভূপকিশোর দেখিঁ কিন লেহূ ।
সকুচি সীয় তব নয়ন উঘারে[৫] ।
সম্মুখ দোউ রঘুবংশ নিহারে ॥
নখশিখ দেখি রামকী শোভা ।
সুমিরি পিতাপ্রণ মন অতি ক্ষোভা ॥
পরবশ সখিন লখী জব সীতা
ভই গহরু[৬] সব কহহিঁ সভীতা ॥
পুনি আউব ইহি বরিয়াঁ[৭] কালী ।
অস কহি মন বিহঁসী ইক আলী ॥
গূঢ় গিরা সুনি সিয় সকুচানী ।
ভয়উ বিলম্ব মাতু ভয় মানী ॥
ধরি বড় ধীর রাম উর আনী ।
ফির আপন প্রণপিতু বশ জানী ॥
দোহা :—
দেখন মিসু[৮] মৃগ বিহঁগ তরু,
ফিরতি বহোরি বহোরি ।
নিরখি নিরখি রঘুবীরচ্ছবি,
বাড়ী প্রীতি ন থোরি ॥২৪০॥
জানি কঠিণ শিবচাপ বিসূরতি[৯] ।
চলী রখি উর শ্যামল মূরতি ॥
প্রভু জব জাত জানকী জানী ।
সুখ সনেহ শোভা গুণ খানি ॥
পরম প্রেমময় মৃদু মসি কীহ্নী ।
চারু চিত্র ভীতর লিখি লীহ্নী

(১) কেশরী, অর্থাৎ সিংহের ন্যায় কটিদেশ (২) সুষমা (৩) বিস্মৃত হয় (৪) আপনাদিগকে, (৫) উন্মিলন করে (৬) বিলম্ব (৭) প্রিয়ে (৮) দেখিবার ছলে (৯) বিলাপ করে,

বঙ্গানুবাদ ।

সিংহকটি[১] শোভমান, পীত পট পরিধান,
সুষমা[২]-শীলতা-নিকেতন ।
করি তবে দরশন, ভানু-কুল-বিভূষণ[৩]
আত্মহারা হয় সখিগণ ॥ ২৩৯॥
চতুরা সঙ্গিনী ধৈর্য্য করিয়া ধারণ ।
করে ধরি জানকীকে বলিল বচন ॥
পুনশ্চ গৌরীর ধ্যান করিবে এখন ।
নৃপতি-কুমারে দেখি লাও তৎক্ষণ ॥
সঙ্কোচে জানকী তবে নয়ন মেলিল ।
রঘুবংশধর দুই সম্মুখে হেরিল ॥
আপাদমস্তক রামশোভা দরশনে ।
স্মরিয়া পিতার পণ ক্ষোভ অতি মনে ॥
সীতাকে দেখিয়া পরবশ সখিগণ ।
'হইল বিলম্ব' সবে কহে ভীত মন ॥
হে প্রিয়ে আসিব কল্য পুনশ্চ এখানে ।
ইহা কহি এক সখী হাস্য করে মনে ॥
গূঢ় বাক্য শুনি সীতা অতি সঙ্কুচিতা ।
বিলম্ব হইল বলি মাতৃভয়ে ভীতা ॥
ধরি বড় ধৈর্য্য রামে হৃদয়েতে আনি ।
ফিরে আপনাকে পিতৃপণবশ[৪] জানি ॥

পরে দেখিবার ছলে, তরু পক্ষী মৃগ দলে,
পুন পুন ফিরাইল গতি ।
করি করি নিরীক্ষণ, রামছবি[৫] অনুক্ষণ
বাড়ে প্রীতি নহে স্বল্প অতি ॥ ২৪০॥
শিবচাপ সুকঠিণ জানি শোক করে ।
চলে শ্যামমূর্ত্তি রাখি হৃদয়-ভিতরে ।
যবে প্রভু জানিলেন সীতার প্রয়াণ ।
সুখ স্নেহ শোভা আর গুণের নিধান ॥
অতি মৃদু প্রেমময় করি মসিবর[৬] ।
লিখিলেন চারুচিত্র হৃদয়-ভিতর ॥

(১) সিংহের ন্যায় কটি (২) সৌন্দর্য্য (৩) সূর্য্যবংশের ভূষণ স্বরূপ (৪) পিতার প্রতিজ্ঞার অধীন (৫) শ্রীরামের শোভা (৬) শ্রেষ্ঠ কালী ।

মূল।

গই ভবানীভবন বহোরী।
বন্দি চরণ বোলী কর জোরী॥
জয় জয় জয় গিরিরাজকিশোরী।
জয় মহেশমুখচন্দ্রচকোরী॥
জয় গজবদনষড়াননমাতা।
জগতজননী দামিনীদ্যুতি গাতা॥
নহিঁ তব আদি মধ্য অবসানা[১]।
অমিত প্রভাব বেদ নহিঁ জানা॥
ভব ভব বিভব পরাভব কারিনী।
বিশ্ব বিমোহনি স্ববশ বিহারিনী॥

দোহা :—

পতিদেবতা[২] সুতীয়মহঁ[৩],
মাতু প্রথম তব রেখ[৪]।
মহিমা অমিত ন কহি সকহিঁ,
সহস শারদা শেষ॥ ২৪১॥

সেবত তোহিঁ সুলভ ফলচারী।
বরদায়িনী ত্রিপুরারিপিয়ারী॥
দেবি পূজি পদকমল তুম্হারে।
সুর নর মুনি সব হোহিঁ সুখারে॥
মোর মনোরথ জানহুনীকে।
বসহু সদা উরপুর সবহীকে॥
কীন্হেউঁ প্রগট ন কারণ তেহী।
অস কহি চরণ গহে বৈদেহী॥
বিনয়প্রেমবশ ভই ভবানী।
খসী মাল মূরতি মুসুকানী॥
সাদর সিয় প্রসাদ উর ধরেউ।
বোলী গৌরি হর্ষ হিয় ভরেউ॥
সুনু সিয় সত্য অশীষ হমারী।
পূরহি মনকামনা তুম্হারী॥

(১) শেষ (২) পতিই একমাত্র দেবতা যাঁহার (৩) সুরমণীগণের মধ্যে (৪) রেখা গণনা

বঙ্গানুবাদ।

গমন করিয়া সীতা ভবানী-ভবন[১]।
করযোড়ে বলিলেন বন্দিয়া চরণ॥
জয় জয় গিরি-অধিপ-কিশোরী[২]।
জয় মহাদেব-মুখ-শশাঙ্ক-চকোরী[৩]॥
গজানন-ষড়ানন-মাতা[৪] মহামায়া।
জগত-জননী সৌদামিনী-দ্যুতি-কায়া[৫]॥
নাহি তব আদি মধ্য পুনরপি শেষ।
অমিত প্রভাব বেদ নাহি জানে লেশ॥
ভব-ভব-পরাভব[৬] বিভব[৭] কারিনী।
বিশ্ব-বিমোহিনী নিজ বশে বিহারিনী॥

সতী সাধ্বী পতিব্রতা, সুরমণী-মধ্যে মাতা
প্রথমেই তোমার গণনা।
তব মহিমার লেশ, সহস্র সারদা শেষ,
নাহি পারে করিতে বর্ণনা॥ ২৪১॥

সেবিলে তোমারে লাভ হয় ফলচারি।
সুবরদায়িনী ত্রিপুরারি-প্রিয়া ভারি॥
পূজি আপনার দেবি! চরণ কমল।
সুখী হয় সুর নর তাপস সকল॥
মনোরথ জান সব সুন্দর আমার।
উরপুরে[৮] সদা বাস করহ সবার॥
প্রকাশ না করিলাম তাহাতে কারণ।
কহিয়া বৈদেহী ইহা, ধরেন চরণ॥
বিনয় প্রেমের বশ হইলে ভবানী।
মালা খসি পড়ে মূর্ত্তি হাসিল আপনি॥
সাদরে প্রসাদ সীতা ধরেন হৃদয়ে।
বলিলেন গৌরী হৃদে হরষিতা হয়ে॥
শুনহ আশিস সত্য জানকি আমার।
পূর্ণ হবে মনস্কাম সকল তোমার॥

(১) দুর্গার মন্দিরে (২) গিরিরাজ-দুহিতা (৩) মহাদেবের মুখচন্দ্র চকোরীর ন্যায় নিরীক্ষণ করেন যিনি (৪) গজানন গণেশের ও ষড়ানন কার্ত্তিকের মাতা (৫) বিদ্যুতের কান্তির ন্যায় কান্তি বিশিষ্টা কায়া যাঁর (৬) ভবে অর্থাৎ সংসারে ভব অর্থাৎ উৎপত্তি তাহার পরাভব অর্থাৎ বিনাশ (৭) ঐশ্বর্য্য বা মোক্ষ (৮) অন্তরে হৃদয়ে

মূল।

নারদবচন সদা শুচি সাঁচা।
সো বর মিলিহি জাহি মন রাঁচা ॥

ছন্দঃ—

মন জাহি রাচো মিলিহি সো বর
সহজ সুন্দর সাঁবরো[1]।
করুণানিধান সুজান শীল সনেহ
জানত রাবরো[2] ॥
য়হিভাঁতি গৌরি অশীষ সুনি
সিয় সহিত হিয় হর্ষিত অলী।
তুলসী ভবানীহি পূজি পুনি পুনি
মুদিত মন মন্দির চলী ॥৩১॥

সোং—

জানি গৌরি অনুকূল,
সিয়হিয়হর্ষ ন জায় কহি।
মঞ্জুল মঙ্গল মূল,
বাম অঙ্গ ফরকন[3] লগে ॥২৯॥

হৃদয় সরাহত সীয়লুনাই[4]।
গুরু সমীপ গমনে দোউ ভাই ॥
রাম কহা সব কৌশকপাহীঁ।
সরল স্বভাব চছুয়া[5] চছল নাহীঁ ॥
সুমন পাই মুনি পূজা কীহ্নী।
পুনি অশীষ দোউ ভাইন দীহ্নী ॥
সকল মনোরথ হোইঁ তুম্হারে।
রাম লষণ সুনি ভয়ে সুখারে ॥
করি ভোজন মুনিবর বিজ্ঞানী।
লগে কহন কছু কথা পুরাণী ॥
বিগত দিবস মুনিআয়সু পাই।
সন্ধ্যা করণ চলে দোউ ভাই ॥
প্রাচী[6] দিশি[7] উগ্যাউ[8] সুহাবা।
সিয়মুখ সরিস দেখি সুখ পাবা ॥
বহুরি বিচার কীহ্নু মনমাহীঁ।
সীয়বদন সম হিমকর নাহীঁ।

(১) শ্যামল, শ্যামবর্ণ (২) আপনার (৩) স্পন্দিত হওন (৪) সীতার সুন্দরতা, মধুরতা (৫) শিশু (৬) পূর্ব্ব (৭) দিকে (৮) উদিত হইল, উঠিল।

বঙ্গানুবাদ।

সদা সত্য শুচি হয় নারদবচন।
সেই বর[1] পাবে যারে ভাব মনেমন ॥

মনে যাঁর ধ্যান কর, মিলিবেক সেই বর,
সহজ সুন্দর শ্যামদেহ।
রঘুবর কৃপাবান, সুবিজ্ঞ সুশীলবান,
আপনার জানেন সনেহ ॥
এইরূপ ভবানীর, আশিস শুনিয়া স্থির,
সীতা সহ সখী হরষিত।
তুলসি! ভবানীমার, পদ পূজি বার বার,
ভবনে চলিল প্রমুদিত ॥৩১॥

অনুকুলা জানি সতী, সীতা-হৃদে হর্ষ অতি,
সে আনন্দ না পারি কহিতে।
সুন্দর মঙ্গলমুল, দেখে চিহ্ন অনুকুল,
বাম অঙ্গ লাগিল নাচিতে ॥২৯॥

হৃদয়ে প্রশংসা করি সীতা-সুন্দরতা।
গুরুর নিকটে তবে যান দুই ভ্রাতা ॥
শ্রীরাম কহেন সব কৌশিক[3] সাক্ষাতে।
সরল স্বভাব শিশু ছল নাহি তাতে ॥
মুনি[3] পুষ্প পেয়ে পূজা করে হৃষ্টমনে।
পুন আশীর্ব্বাদ দেন ভাই দুইজনে ॥
পূর্ণ মনোরথ হও তোমরা দুজন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শুনি আনন্দিত মন ॥
জ্ঞানী মুনিবর[3] তবে করিয়া ভোজন।
বর্ণনা করেন কিছু কথা পুরাতন ॥
দিনগতে মুনিআজ্ঞা[4] করিয়া গ্রহণ।
সন্ধ্যা করিবারে যান ভাই দুই জন ॥
পূর্ব্বদিকে মনোহর শশাঙ্ক[5] উঠিল।
সীতামুখ সম দেখি আনন্দ পাইল ॥
পুনশ্চ বিচার করি করে অনুমান।
হিমকর[6] নহে সীতাবদন সমান ॥

(১) পাত্র, স্বামী (২) মাতার (৩) বিশ্বামিত্র (৪) বিশ্বামিত্র মুনির আজ্ঞা (৫) চন্দ্র (৬) চন্দ্র।

মূল।

দোহা :—

জন্ম সিন্ধু পুনি বন্ধু বিষ,
দিন মলীন সকলঙ্ক।
সিয়মুখসমতা পাব কিমি,
চন্দ্র বাপুরো[১] রঙ্ক ॥২৪২॥

ঘটৈ[২] বঢ়ৈ[৩] বিরহিনি দুখ দাই।
গ্রসৈ রাহু নিজ সন্ধিহি পাই ॥
কোকশোকপ্রদ পঙ্কজদ্রোহী।
অবগুণ বহুত চন্দ্রমা তোহী ॥
বৈদেহীমুখ পটতর[৪] দীন্হে।
হোই দোষ বড় অনুচিত কীন্হে ॥
সিয়মুখছবি বিধুব্যাজ বখানী।
গুরুপহঁ চলে নিশা বড়ি জানী ॥
করি মুনিচরণসরোজ প্রণামা।
আয়সু পায় কীন্হ বিশ্রামা ॥
বিগত নিশা রঘুনায়ক জাগে।
বন্ধু বিলোকি কহন অস লাগে ॥
উগেউ অরুণ অবলোকহু তাতা[৫]।
পঙ্কজ-কোক-লোক-সুখদাতা ॥
বোলে লষণ জোরি যুগ পাণী।
প্রভুপ্রভাবসূচক মৃদু বাণী ॥

দোহা :—

অরুণোদয় সকুচে[৬] কুমুদ,
উড়ুগণ[৭] জ্যোতি মলীন।
তিমি তুম্হার আগমন সুনি,
ভয়ে নৃপতি বলহীন ॥২৪৩॥

নৃপ সব নখত[৮] করহিঁ উজিয়ারী[৯]।
টারি[১০] ন সকহিঁ চাপতম ভারী ॥

(১) বাছা (২) কমে (৩) বাড়ে (৪) তুলনা (৫) স্নেহসূচক সম্বোধন (৬ সঙ্কুচিত হয়, মুদ্রিত হয় (৭+৮) নক্ষত্র, তারা (৯) আলোক প্রকাশে দীপ্ত হয় (১০) নিবারণ করিতে, দূর করিতে

বঙ্গানুবাদ।

জনক যাহার সিন্ধু, বিষবন্ধু[১] পুন ইন্দু[২],
দিবসে মলীন সকলঙ্ক।
সীতা-মুখ-শোভারাশি, কিরূপে পাইবে শশি
বাছা চন্দ্র অতিশয় রঙ্ক[৩] ॥২৪২॥

কমে বাড়ে বিরহিনী-দুখপ্রদ হয়।
গ্রাসে রাহু আপনার পাইলে সময় ॥
কোক[৪]-শোকপ্রদ তুমি পঙ্কজ-বিগুণ[৫]।
চন্দ্রমা[৬] তোমার বহু আছে অবগুণ ॥
বৈদেহীর মুখ সহ তুলনা করিলে ॥
হইবেক বড় দোষ উচিত নহিলে ॥
বিধুছলে সীতামুখছবি[৭] বাখানিয়া।
গুরু পাশে যান, নিশা অধিক জানিয়া ॥
করিয়া মুনির পদসরোজে প্রণাম।
আদেশ পাইয়া গিয়া করেন বিশ্রাম ॥
বিগত জানিয়া নিশা শ্রীরাম জাগিল।
বন্ধুকে[৮] দেখিয়া ইহা কহিতে লাগিল ॥
উদিত অরুণ কিবা দেখ ওহে ভ্রাতা।
পঙ্কজ কোকের[৯] আর লোক-সুখদাতা ॥
বলেন লক্ষ্মণ যোড়করি দুইপাণি[১০]।
প্রভুপরভাব[১১] বিসূচক মৃদু বাণী ॥

অরুণ উদয় যবে, কুমুদ[১২] মুদ্রিত[১৩] তবে
তারাগণ[১৪] হয় প্রভাহীন।
সেইরূপ প্রভো তব, আগমন শুনি সব,
হইয়াছে নৃপ বলহীন ॥২৪৩॥

নৃপ সবে তারা সম আলোক প্রকাশি।
না পারে করিতে দূর চাপ-তম-রাশি[১৫] ॥

(১) বিষ অর্থাৎ গরল যাহার বন্ধু অর্থাৎ সহোদর ভ্রাতা (সমুদ্র মন্থনে গরল ও চন্দ্র একসঙ্গে সমুদ্র হইতে উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া) (২) চন্দ্র (৩) দীন (৪) চক্রবাক পক্ষী, এইরূপ কথিত আছে যে চক্রবাক মিথুন দিবসে একত্রে বাস করে রাত্রিকালে পরস্পর পৃথক হইয়া বিরহ দুঃখে কাল হরণ করে (৫) পঙ্কজের পদ্মের বিগুণ অর্থাৎ অনুপকারী (৬) চন্দ্র (৭) শোভা (৮) ভ্রাতাকে (৯) চক্রবাক পক্ষীর (১০) হস্ত (১১) প্রভু রামচন্দ্রের প্রভাব অর্থাৎ প্রতাপ (১২) জলজ পুষ্প বিশেষ (১৩) নিমীলিত, সঙ্কুচিত (১৪) নক্ষত্র (১৫) চাপ অর্থাৎ হরধনুরূপ অন্ধকার রাশি।

মূল।

কমল কোক মধুকর খগ নানা।
হরষে সকল নিশা অবসানা॥
ঐসেহিঁ প্রভু সব ভক্ত তুম্হারে।
হোইহেঁ টুটে ধনুষ সুখারে॥
উদয় ভানু বিনুশ্রম তমনাশা।
দুরে নখত জগ তেজ প্রকাশা॥
রবি নিজ উদয়ব্যাজ[১] রঘুরায়া।
প্রভু প্রতাপ সব নৃপন দিখায়া॥
তব ভুজবল মহিমা উদঘাটী[২]।
প্রগটি ধনুবিঘটন[৩] পরিপাটী॥
বন্ধুবচন সুনি প্রভু মুসুকানে।
হোই শুচি সহজ পুনীত অহ্লানে[৪]॥
নিত্যক্রিয়া করি গুরুপহঁ আয়ে।
চরণসরোজ সুভগ শির নায়ে॥
সতানন্দ তব জনক বুলায়ে।
কৌশিকমুনিপহঁ তুরত পঠায়ে॥
জনকবিনয় তিন আয় সুনাই।
হমে বোলি লিনে দোউভাই॥
দোহা ঃ—
সতানন্দপদ বন্দি প্রভু,
বৈঠে গুরুপহঁ জাই।
চলহু তাত মুনি কহেউ তব,
পঠবা জনক বুলাই॥২৪৪॥
সীয়-স্বয়ম্বর দেখিয় জাই।
ঈশ কাহিধোঁ[৫] দেহিঁ বড়াই॥
লখণ কহা যশভাজন সোই।
নাথ কৃপা তব জাপর হোই।
হরষে মুনি সব সুনি বরবাণী।
দীহু আশীশ সবহি সুখমানী॥
পুনি মুনিবৃন্দসমেত কৃপালা।
দেখন চলে ধনুষমখশালা।

(১) ছলে (২) উন্মোচন হইয়া, বিকাশ হইয়া (৩) ধনু ভঞ্জন, ধনুর বিনাশ (৪) স্নান করিয়া (৫) কিরূপে।

বঙ্গানুবাদ।

পদ্ম কোক[১] মধুকর আদি পক্ষীগণ।
নিশা অবসানে সবে হরষিত মন॥
সেই রূপ প্রভো তব ভকত সকলে।
হর্ষিত হইবে অতি ধনুভঙ্গ হলে॥
ভানুর উদয়ে বিনাশ্রমে তম নাশ।
তারা বিদূরিত, বিশ্বে তেজের প্রকাশ॥
রবি নিজ উদয়ের ছলে রঘুরায়।
প্রভুর প্রতাপ সব নৃপকে দেখায়॥
তব ভুজবলৈশ্বর্য্য হইয়া বিকাশ[২]।
প্রকাশিবে পরিপাটী ধনুক-বিনাশ[৩]॥
বন্ধুর[৪] বচন শুনি প্রভু হরষিত।
স্নান করি শুচি হন স্বাভাবিক পূত॥
নিত্যক্রিয়া করি গুরু নিকটে আগত।
চরণসরোজে[৫] রম্য শির করে নত॥
সতানন্দে[৬] ডাকাইল জনক তখন।
কৌশিকনিকটে শীঘ্র করেন প্রেরণ॥
সেহ আসি জনকের বিনয় শুনায়।
ভাই দুইজনে হর্ষে কৌশিক ডাকায়॥

সতানন্দপদ বন্দে, রঘুবর মহানন্দে,
বসিলেন গুরুপাশে[৭] গিয়া॥
চল তাত মুনি কহে, অতিশয় উতসাহে,
পাঠায়েছে জনক ডাকিয়া॥২৪৪॥
সীতাস্বয়ম্বর চল দেখিবে যাইয়া।
ঈশ্বর কিরূপে কারে দেন বাড়াইয়া॥
লক্ষ্মণ কহেন 'সেই যশের ভাজন'।
যার প্রতি নাথ! তব কৃপাবলোকন॥
মুনি সব বরবাক্য শুনি হরষিত।
আশিস দিলেন সবে অতি আনন্দিত॥
কৃপালু পুনশ্চ মুনিবৃন্দ সহকারে।
ধনু-যজ্ঞ-শালা[৮] চলিলেন দেখিবারে॥

(১) চক্রবাক পক্ষী (২) ব্যক্ত (৩) ধনুকের বিনাশ অর্থাৎ ভঞ্জন (৪) ভ্রাতার (৫) পাদপদ্মে (৬) জনক রাজার পুরোহিত (৭) বিশ্বামিত্রের পাশে (৮) ধনুর্জ্ঞস্বরূপ অনুষ্ঠানালয়।

মূল।

রঙ্গভূমি আয়ে দোউ ভাই।
অস সুধি[১] সব পুরবাসিন পাই॥
চলে সকল গৃহ কাজ বিসারী।
বালক যুবা জরঠ[২] নরনারী॥
দেখী জনক ভীর[৩] ভই ভারী।
শুচি সেবক সব লিয়ে হঁকারী॥
তুরত সকল লোগনপহঁ জাহু।
আসন উচিত দেহু সবকাহু॥
দোহা :—কহি মৃদুবচন বিনীত তিন,
বৈঠায়ে নরনারি।
উত্তম মধ্যম নীচ লঘু,
নিজ নিজ থল[৪] অনুহারি॥২৪৫॥
রাজকুঁবর ত্যহি অবসর আয়ে।
মনহুঁ মনোহরতা ছবি ছায়ে॥
গুণসাগর নাগর বরবীরা।
সুন্দর শ্যামল গৌর শরীরা॥
রাজসমাজ বিরাজত রূরে।
উড়ুগণমহঁ জনু যুগবিধু পূরে[৫]॥
জিনকে রহী ভাবনা জৈসী।
প্রভুমূরতি দেখী তিন তৈসী॥
দেখহিঁ ভূপ মহা রণধীরা।
মনহুঁ বীররস ধরে শরীরা॥
ডরে কুটিল নৃপ প্রভুহি নিহারী।
মনহুঁ ভয়ানক মূরতি ভারী॥
রহে অসুর ছল্ল জো নৃপবেষা।
তিন প্রভু প্রগট কালসম দেখা॥
পুরবাসিন দেখে দোউভাই।
নরভূষণ লোচনসুখদাই॥
দোহা:— নারি বিলোকহিঁ হরষি হিয়,
নিজ নিজ রুচি অনুরূপ।
জনু সোহত শৃঙ্গার ধরি,
মূরতি পরম অনূপ॥২৪৬॥

(১) সম্বাদ (২) বৃদ্ধ (৩) জনতা (৪) স্থানে (৫) পূর্ণ।

বঙ্গানুবাদ।

রঙ্গভূমি আসিয়াছে ভাই দুইজন।
এ সম্বাদ পুরবাসী পাইল তখন॥
চলে সবে গৃহকাজ ভুলিয়া তখন।
বালক যুবক বৃদ্ধ নরনারীগণ॥
জনক জনতা দেখি প্রবল মহান।
পবিত্র সেবক সবে করেন আহ্বান॥
সবলোকপাশে ত্বরা করহ গমন।
সকলেরে দেহ যথাযোগ্য সুআসন॥
সুমধুর বাক্য কয়ে তাহারা।বিনীত হয়ে,
নরনারী বসায় সকলে।
শ্রেষ্ঠ মধ্য কুলোদ্ভব, নীচ লঘু করি সব,
যথাযোগ্য নিজ নিজ স্থলে॥২৪৫॥
নৃপতি-কুমার[১] সেই অবসরে আসে।
মনে হয় সুন্দরতা মূর্ত্তি ধরি ভাসে[২]॥
গুণেরসাগর বরবীর সুনাগর।
সুন্দর শ্যামল গৌর দেহ শোভাকর॥
নৃপতি-সমাজ[৩] মধ্যে কিবা বিরাজয়[৪]॥
তারাগণ মধ্যে যেন পূর্ণবিধুদ্বয়॥
যাহার ভাবনা ছিল হৃদয়ে যেরূপ।
প্রভু-মূর্ত্তি[৫] দেখে তারা সবে সেইরূপ॥
ভূপ সব দেখে মূর্ত্তি মহা রণ-ধীর[৬]।
মনে হয় বীররস ধরেছে শরীর॥
কুটিল নৃপতি ভীত প্রভুকে নেহারি।
মনে করে সে মূরতি ভয়ানক ভারি॥
অসুর যে সব ছিল নৃপবেশধরি।
প্রভুকে দেখিল তারা কাল সম অরি॥
ভাই দুইজনে দেখে পুরবাসীগণ।
নরেরভূষণরূপ সুখদ দর্শন॥
নারী করে বিলোকন, হয়ে অতি হৃষ্টমন,
নিজ নিজ রুচি অনুকুল।
যেন হয় শোভামান, শৃঙ্গার[৭] মুরতি মান,
মনোহর পরম অতুল॥২৪৬॥

(১) রাজকুমার শ্রীরামচন্দ্র (২) শোভে দীপ্তিপায় (৩) রাজসভা (৪) শোভিত হন (৫) শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি (৬) রণে ধীর (৭) আস্ত রস, ইহা বাক্য রসের মধ্যে প্রধান, ইহাতে রতি স্থায়ীভাব।

মূল ।

বিশ্বরূপ[১] প্রভু বিরাট[২] ময়-লীশা[৩] ।
বহুমুখ কর পগ[৪] লোচনশীশা ॥
জনকজাতি অবলোকহিঁ কৈসে ।
সজন সঁগে প্রিয় লাগহিঁ জৈসে ॥
সহিত বিদেহ বিলোকহিঁ রাণী ।
শিশু সম প্রীতি ন জাই বখানী ॥
যোগিন পরম তত্ত্বময় ভাসা ।
সন্ত শুদ্ধমন সহজ প্রকাশা ॥
হরিভক্তন দেখেউ দোউ ভ্রাতা ।
ইষ্টদেব ইব সব সুখদাতা ॥
রামহিঁ চিতব ভাব জ্যহি সীয়া ।
সো সনেহ সুখ নহিঁ কথনীয়া ॥
উর অনুভবতি ন কহি সক সোউ ।
কবন প্রকার কহৈ কবি কোউ ॥
জ্যহি বিধি রহা জাহি জস ভাউ[৫] ।
ত্যহি তস দেখাহু কোশলরাউ ॥
দোহা :—
রাজত রাজসমাজমহঁ,
কোশলরাজ-কিশোর ।
সুন্দর শ্যামল গৌরতনু,
বিশ্ব-বিলোচন-চোর ॥২৪৭॥

সহজ মনোহর মূরতি দোউ ।
কোটিকাম উপমা লঘু সোউ ॥
শরদচন্দ্র নিন্দক মুখ নীকে ।
নীরজনয়ন ভাবতে জীকে ॥
চিতবনি চারু মারমদ হরণী ।
ভাবত হৃদয় জাই নহিঁ বরণী ॥
কল[৬] কপোল শ্রুতি[৭] কুণ্ডল লোলা[৮] ।
চিবুক অধর সুন্দর মৃদু বোল[৯] ॥

(১) জ্ঞানীজন (২) সর্বব্যাপী পুরুষ (৩) দিব্যময় (৪) পদ (৫) ভাব (৬) সুন্দর (৭) শ্রবণ, কর্ণ (৮) দোলায়মান (৯) বচন ।

বঙ্গানুবাদ ।

দিব্যময় বিরাট মূর্ত্তি দেখে জ্ঞানীজন ।
বহুমুখ কর পদ মস্তক লোচন ॥
জনকের জ্ঞাতিগণ দেখেন কেমন ।
যেন প্রিয় লাগে অতি স্বজন মিলন ॥
বিদেহ[১], সহিত রাণী বিলোকে কেমন ।
যেন নিজ শিশু, প্রীতি না হয় বর্ণন ॥
পরতত্ত্বময়রূপে[২] দেখে যোগিগণে ।
সহজ প্রকাশ প্রভু সাধু-শুদ্ধমনে ॥
হরিভক্ত দেখে ভাই দুই জনে হেন ।
ইষ্টদেব সম সর্ব্বসুখদাতা যেন ॥
সীতা যেই ভাবে রামে করেন দর্শন ।
সে স্নেহ সে সুখ নারি করিতে বর্ণন ॥
কহিতে না পারে সেহ বোধ করে মনে ।
কি প্রকারে কহিবেক কবি অন্যজনে ॥
যাহার যেরূপ ভাব মনোমধ্যে ছিল ।
কোশলরাজাকে[৩] সেহ সেরূপ দেখিল ॥

নরপতি সুসমাজে,[৪] অতি শোভা ধরি রাজে,[৫]
কোশলের নৃপতি-কিশোর[৬] ।
শ্যাম গৌর মনোরম, তনু অতি অনুপম,
বিশ্বজন-বিলোচন-চোর[৭] ॥২৪৭॥

সহজ সুন্দর অতি উভয় মূরতি ।
কোটিকাম তার কাছে যেন লঘু অতি ॥
শারদ[৮] চন্দ্রমা নিন্দি বদন সুন্দর ।
নয়নকমল ভক্তহৃদি শোভাকর ॥
মনোহর দৃষ্টি কিবা মার-মদ-হারী[৯] ।
ভাবিলেও হৃদে উহা, বর্ণিতে না পারি ॥
শ্রবণে[১০] কুণ্ডল দোলে কপোল[১১] সুন্দর ।
মৃদুবাক্য মনোহর চিবুক অধর ।

(১) জনকরাজা (২) পরব্রহ্ম (৩) অযোধ্যার রাজাকে (৪) রাজগণের সভায় (৫) শোভা পান (৬) নৃপতির কিশোর অর্থাৎ শিশু পুত্রদ্বয় (৭) বিশ্বজনের বিলোচন অর্থাৎ চক্ষু হরণকারী (৮) শরৎকালীন (৯) মদনের গর্ব্বহরণকারী (১০) কর্ণে (১১) গণ্ডস্থল, গাল (১২) দাড়ি, ওষ্ঠাধোভাগ ।

মূল।

কুমুদ-বন্ধু-কর নিন্দক হাসা।
ভ্রুকুটি বিকট মনোহর নাসা।
ভাল[১] বিশাল তিলক ঝলকাহী।
কচ[২] বিলোকি অলি অবলি[৩] লজাহী॥
পীত চৌতনী[৪] শিরন সুহাই।
কুসুমকলী বিচবিচ বনাই॥
রেখা রুচির কম্বুকল গ্রীবা।
জনু ত্রিভুবন সুষমাকী[৫] সীবা[৬]॥

দোহা :— কুঞ্জর-মণি[৭] কণ্ঠা কলিত[৮]
উর তুলসীকী মাল।
বৃষভ কন্ধ কেহরি ঠবনি[৯],
বলনিধি বাহু বিশাল॥২৪৮।

কটি তূণীর পীত পট বাঁধে।
কর শর ধনুষ বাম বর কাঁধে॥
পীত যজ্ঞ উপবীত সুহাই।
নখশিখ মঞ্জু মহাচ্ছবি চ্ছাই॥
দেখি লোগ সব ভয়ে সুখারে।
ইকটক[১০] লোচন টরহিঁ ন টারে॥
হরষে জনক দেখি দোউ ভাই।
মুনিপদকমল গহে তব জাই॥
করি বিনতী নিজ কথা সুনাই।
রঙ্গ অবনি[১১] সব মুনিহি দিখাই॥
জহঁ জহঁ জাহিঁ কুঁবর বর দোউ।
তহঁ তহঁ চকিত চিতব সব কোউ॥
নিজ নিজ রুচি রামহিঁ সব দেখা।
কোউ ন জান কচ্ছু মর্ম্ম বিশেষা॥
ভলি রচনা নৃপসন মুনি কহ্যউ।
রাজা মুদিত পরম সুখ লহ্যউ॥

দোহা :— সব মঞ্চনতে মঞ্চয়ক,
সুন্দর বিশদ বিশাল।
মুনি সমেত দোউ বন্ধু তহঁ,
বৈঠারে মহিপাল॥২৪৯।

(১) ললাট (২) কেশ (৩) আবলি পংক্তি, শ্রেণী (৪) শিরস্ত্রাণ (৫) সুষমার শোভার (৬) সীমা (৭) গজমুক্তা (৮) নিবদ্ধ (৯) উচ্চধ্বনি (১০) একদৃষ্টে তাকায় (১১) রঙ্গভূমি যথাস্থান।

বঙ্গানুবাদ।

কুমুদ-বান্ধব-করে[১] নিন্দে হাস্যবর।
ভ্রুকুটি বিকট, নাশা অতি মনোহর॥
বিশাল ললাটে কিবা তিলক উজ্জ্বল।
কেশ দেখি লজ্জা পায় যেন অলিদল॥
পীত শিরস্ত্রাণ কিবা শোভে শিরোপরে।
মধ্যে মধ্যে কুসুমকলিকা শোভা করে॥
কলকম্বুগ্রীবা[২] তাহে রম্য রেখাচয়।
যেন ত্রিভুবন শোভা সীমাবদ্ধ রয়॥

গজমুক্তা গাথা গলে, শোভে অতি বক্ষঃস্থলে,
মনোহর তুলসীর মাল।
বৃষ-স্কন্ধ রঘুমনি, কেশরী সমান ধ্বনি,
বলনিধি বাহু সুবিশাল॥২৪৮।

কটিদেশে তূণ, পীত পট[৩] পরিধান।
বরবামস্কন্ধে ধনু, করে শোভে বাণ॥
পীত যজ্ঞউপবীত পরম সুন্দর।
নখশিখ[৪] সরবাঙ্গ অতি শোভাকর॥
দেখি লোক সব হয় অতি আনন্দিত।
একদৃষ্টে চাহে, চক্ষু না হয় চালিত।
হর্ষিত জনক,[৫] দেখি ভাই দুই জন॥
মুনি-পাদ-পদ্ম[৬] গিয়া ধরেন তখন॥
বিনতি করিয়া নিজ কথা শুনাইয়া।
রঙ্গভূমি দেখাইল মুনিকে আনিয়া॥
যথা যথা যান সুকুমার দুইজন।
চকিত হইয়া সবে করে দরশন।
নিজ নিজ রুচিমতে করে দরশন।
বিশেষ মরম নাহি জানে কোনজন॥
সুন্দর রচনা নৃপে কহিলেন মুনি।
নরপতি অতি প্রমুদিত তাহা শুনি॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সরবথা[৭], ছিল এক মঞ্চ তথা,
মনোহর বিশদ[৮] বিশাল।
মুনি সহ সুসম্মানে, তথা ভাই দুইজনে,
আনি বসাইল মহিপাল।

(১) কুমুদবান্ধব অ।ৎ চন্দ্র তাহার কর অর্থাৎ কিরণ তাহাকে অর্থাৎ জ্যোৎস্নাকে (২) সুন্দর কম্বু অর্থাৎ শঙ্খ তাহার ন্যায় রেখাযুক্ত গ্রীবা (৩) বসন আপাদমস্তক (৫) জনকরাজা (৬) মুনির বিশ্বামিত্রের পাদপদ্ম (৭) সর্ব্বথা, সর্ব্বতোভাবে (৮) শুভ্র নির্ম্মল।

মূল।

প্রভুহি দেখি সব নৃপ হিয় হারে।
জিমি রাকেশ উদয় ভয়ে তারে॥
অস প্রতীতি তিনকে মনমাহীঁ।
রাম চাপ তোরব[1] শক[2] নাহীঁ॥
বিন ভঞ্জেহু ভবধনুষ[3] বিশালা।
মেলিহি সীয় রাম উর মালা॥
অস বিচারী গবনহু ঘর ভাই।
যশ প্রতাপ বল তেজ গঁবাই[4]॥
বিহঁসে অপর ভূপ সুনি বাণী।
জে অবিবেক অধম অভিমানী॥
তোরেউ ধনুষ ব্যাহ অবগাহা।
বিনু তোরে কো কুঁবরি বিবাহা॥
একবার কালহু কিন হোই।
সিয় হিত সমর জিতব হম সোই॥
য়হ সুনি অপর ভূপ মুসুকানে।
ধর্ম্মশীল হরিভক্ত সয়ানে॥

সো:
সীয় বিবাহব রাম,
গর্ব্ব দূর করি নৃপহুকেরে।
জীতি কো সক সংগ্রাম,
দাশরথিকে রণ বাঁকুরে ॥৩০॥

বৃথা মরহু জনি গাল বজাই।
মনমোদক নহিঁ ভূখ[5] বুতাই[6]॥
সিখ হমার সুনু পরম পুনীতা।
জগদম্বা জানহু জিয় সীতা॥
জগতপিতা রঘুপতিহি বিচারী।
ভরি লোচন চ্ছবি লেহু নিহারী॥
সুন্দর সুখদ সকল গুণরাশী।
য়ে দোউ বন্ধু শম্ভুউরবাসী।
সুধা-সমুদ্র সমীপ বিহাই।
মৃগজল[7] নিরখি মরহু কত ধাই॥

(১) ভাঙ্গিতে (২) সক্ষম (৩) হরধনু (৪) বিসর্জ্জন করিয়া (৫) ক্ষুধা (৬) নিবারণ করে (৭) মরীচিকা

বঙ্গানুবাদ।

প্রভুকে দেখিয়া সব নৃপতি মলীন।
রাকেশ[1] উদয়ে যেন তারা[2] প্রভাহীন॥
এরূপ প্রতীতি ছিল তাহাদের মনে।
অক্ষম হইবে রাম ধনুক-ভঞ্জনে।
বিশাল শিবের ধনু বিনা বিভঞ্জন।
রামগলে মালা সীতা করিবে অর্পণ॥
এরূপ বিচারি গৃহে করহ গমন।
পরতাপ[3] তেজ যশ করি বিসর্জ্জন॥
অপর ভূপতি হাসে শুনি সেই বাণী।
যাহারা অধম অবিবেকী অভিমানী॥
ভাঙ্গিলে ধনুক, হবে বিবাহাবগাহ[4]।
না ভাঙ্গলে কে করিবে সীতাকে বিবাহ।
হউক না কেন কাল[5] তবু একবার।
তার সহ হবে রণ আমাসবাকার॥
ইহা শুনি হাস্য করে অপর ভূপতি।
হরিভক্ত ধর্ম্মশীল চতুর যে অতি॥

জানকীর সুবিবাহ, হইবে রামের সহ,
নৃপগণ-গর্ব্ব করি অন্ত[6]।
জিনিবেক কোনজন, রামের সহিত রণ,
দাশরথি[7] সমরে দুরন্ত ॥৩০॥

না মর করিয়া বৃথা অতি বিকথন[8]।
মনমোয়া[9] ক্ষুধা নাহি করে নিবারণ।
অতি পূত শিক্ষা মম শুনহ শ্রবণে॥
সীতা জগদম্বা বলি জ্ঞান কর মনে।
বিশ্বপিতা রঘুপতি করি বিচারণ।
লোচন ভরিয়া ছবি কর দরশন॥
সুন্দর সুখদ অতি সর্ব্বগুণরাশী।
এই দুই ভ্রাতা সদা শম্ভু-উরবাসী॥
সন্নিকটে সুধাম্বুধি[10] তাহা বরজিয়া।
মরীচিকা দেখি কেন মরহ ধাইয়া॥

(১) পুর্ণিমার চন্দ্র (২) নক্ষত্র (৩) প্রতাপ (৪) বিবাহ স্নান (৫) যম (৬) নাশ (৭) দশরথনন্দন (৮) আত্মশ্লাঘা (৯) মিষ্টান্ন বিশেষ (১০) সুধার সমুদ্র।

মূল।

করহু জায় জাকহঁ জোই ভাবা।
হমতো আজু জন্মফল পাবা॥
অস কহি ভলে ভূপ অনুরাগে।
রূপ অনূপ বিলোকন লাগে॥
দেখহিঁ সুর নভ চড়ে বিমানা।
বরষহিঁ সুমন করহিঁ কলগানা॥
দোহা :—
জানি সুঅবসর সীয়-তব,
পঠবা জনক বুলাই।
চতুর সখী সুন্দরী সকল,
সাদর চলীঁ লিবাই ॥২৫০॥
সিয়শোভা নহিঁ জাই বখানী।
জগদম্বিকা রূপগুণখানী[১]।
উপমা সকল মোহিঁ লঘু লাগী॥
প্রাকৃত নারী অঙ্গ অনুরাগী॥
সীয় বরণি তেহি উপমা দেই।
কো কবি কহৈ অযশ কো লেই॥
জো পটতরিয় তীয়[২] সম সীয়া।
জগ অস যুবতী কহাঁ কমনীয়া॥
গিরা মুখর, তনু অর্দ্ধ ভবানী।
রতি অতি দুখিত অতনু[৩] পতি জানী।
বিষ বারুণী বন্ধুপ্রিয় জেহী।
কহিয় রমা সম কিমি বৈদেহী॥
জো ছবি সুধা পয়োনিধি হোই।
পরম রূপ ময় কচ্ছপ সোই॥
শোভা রজু মন্দর শৃঙ্গারূ।
মথৈ পানিপঙ্কজ নিজ মারূ[৪]॥
দোহা :—
ইহি বিধি উপজৈ লক্ষ্মী জব।
সুন্দরতা সুখমূল।
তদপি সকোচ সমেত কবি,
কহহিঁ সীয় সমতূল ॥২৫১॥

(১) রূপ ও গুণের আকর (২) নারী (৩) তনুহীন (৪) মার, মদন।

বঙ্গানুবাদ।

কর গিয়া যাহার যেরূপ আছে মনে।
পাইলাম ফল আমি অদ্য এ জীবনে॥
ইহা কহি উত্তম নৃপতি অনুরাগে।
অনুপম রামরূপ দেখিবারে লাগে॥
বিমানে চড়িয়া নভে[১] দেখে সুরগণ।
কলগান[২] করি করে পুষ্প বরষণ॥

অবসর অনুমানে, জানকীকে সেই স্থানে,
আনিতে জনকরাজা বলে।
সখীগণ সুচতুরা, অতিশয় মনোহরা,
সাদরে লইয়া সবে চলে ॥২৫০॥

সীতাশোভা নাহি পারি করিতে বর্ণন।
বিশ্বমাতা সর্ব্বরূপ-গুণ-নিকেতন॥
উপমা সকল মোরে লাগে লঘু অতি।
প্রাকৃত রমণী অনুরাগী অঙ্গ প্রতি॥
তাহাতে উপমা দিয়া সীতার বর্ণন।
করি কোন্ কবি হবে অযশভাজন॥
সীতাকে যে নারী সহ তুলনা করিবে।
সেরূপ যুবতী বিশ্বে কোথায় পাইবে॥
মুখরা[৩] অতীব গিরা,[৪] গৌরী অর্দ্ধকায়া।
রতি অতি দুখী হয়ে অনঙ্গের জায়া॥
গরল বারুণী[৫] হয় প্রিয় ভ্রাতা যার।
কিরূপে সে রমা সহ তুলনা সীতার॥
ছবিসুধাময়[৬] যদি পয়োনিধি হয়।
কচ্ছপ যদ্যপি হন নিজে রূপময়॥
শোভা যদি রজ্জু হয় মন্দর শৃঙ্গার।
মথেন যদ্যপি নিজ পদ্মহস্তে মার[৭]॥

এইরূপ করি তবে, উপজিবে রমা যবে,
সুন্দরতাময় সুখমূল।
তথাপি সঙ্কোচ করি, কবিগণ মনে ভারি,
কহিবেন সীতা সমতুল ॥২৫১॥

(১) আকাশে (২) মধুরগান (৩) বিরক্ত ভাষিণী (৪) বাণী বাক্যাদি (৫) মদিরা (৬) ছবি অর্থাৎ প্রভা ও সুধা পরিপূর্ণ (৭) মদন।

মূল।

চলী সঙ্গলৈ সখী সয়ানী।
গাবত গীত মনোহর বাণী॥
সোহ নবল[1] তনু সুন্দরী সারি।
জগতজননী অতুলিত ছবি ভারি॥
ভূষণ সকল সুদেশ সুহায়ে।
অঙ্গ অঙ্গ রচি সখিন বনায়ে॥
রঙ্গভূমি জব সিয় পগু[2] ধারী[3]।
দেখি রূপ মোহে নর-নারী॥
হর্ষি সুবন দুন্দুভী বজাই।
বর্ষি প্রসূন[4] অপ্সরা গাই॥
পাণি-সরোজ সোহ জয়মালা।
ঔচক[5] চিতৈ সকল মহিপালা॥
সীয় চকিত চিত রামহিঁ চাহা।
ভয়ে মোহবশ সব নরনাহা[6]॥
মুনি সমীপে বৈঠে দোউ ভাই।
লগে ললকি[7] লোচন নিধি পাই॥
দোহাঃ—
গুরুজন লাজ সমাজ বড়ি,
দেখি সীয় সকুচানি।
লগী বিলোকন সখিনতন,
রঘুবীরহি উর আনি॥২৫২॥
রামরূপ অরু সীয়ছবি দেখি।
নর নারিন পরিহরী নিমেষী[8]॥
শোচহিঁ সকল কহত সকুচাহীঁ।
বিধি সন বিনয় করহিঁ মনমাহীঁ॥
হরু বিধি বেগি জনকজড়তাই।
মতি হমারি অসি দেহু সুহাই॥
বিন বিচার প্রণ তজি নরনাহু।
সীয় রাম কর করৈ বিবাহু॥
জগ ভল কহিহি ভাব সবকাহু।
হঠ কীয়ে উর অন্তরদাহু॥

(১) নবীন তরুণ (২) পদ (৩) বর্ণিলেন অর্পণ করিলেন (৪) কুসুম (৫) আচম্বা, অকস্মাৎ, চকিত হইয়া (৬) নরপতিগণ (৭) লালসা করে (৮) নিমেষ

বঙ্গানুবাদ।

সুচতুরা সখিগণ সঙ্গে লয়ে যায়।
মনোহর সুমধুর স্বরে গীত গায়॥
সুন্দরী যুবতীগণ শোভে সারি সারি।
জগত-জননী-ছবি[1] অতুলিত ভারি॥
সুন্দরাঙ্গে অলঙ্কার অতি শোভা ধরে।
রচিয়াছে সখী যাহা অঙ্গ অঙ্গ পরে॥
রঙ্গভূমে যবে সীতা করে পদার্পণ।
রূপ দেখি বিমোহিত নর-নারীগণ॥
হৃষ্টমনে সুরগণ দুন্দুভি[2] বাজায়।
অপ্সরা কুসুম বর্ষি সুমধুর গায়॥
করপদ্মে শোভে অতিশয় জয়মাল।
চকিত হইয়া দেখে সর্ব্ব মহিপাল॥
জানকী চকিত চিত্তে চাহে রাম প্রতি।
হইল মোহের বশ সর্ব্ব নরপতি॥
মুনি পাশে বসিয়াছে ভাই দুইজন।
লোচন[3] লালসা করে লভিতে রতন॥

গুরুজন লাজভয়, সভা বড় অতিশয়,
দেখি সীতা সঙ্কোচ করিয়া।
মুখ ফিরাইয়া মানে, চাহে সখিগণ পানে,
রঘুবীরে হৃদয়ে আনিয়া॥২৫২॥
দেখি রাম-রূপ[4] সীতা-ছবি[5] সবিশেষ।
নরনারী পরিহরে চক্ষুর নিমেষ॥
কুণ্ঠিত কহিতে সবে শোক করে মনে।
নিজ মনে বিনয় করিছে বিধি সনে॥
জনকজড়তা[6] বিধি ত্বরা করি হরি[7]।
আমাদের মত শুভমতি দাও করি॥
নৃপতি[8] ত্যজিয়া পণ বিনা বিচারণ।
রঘুবরে শ্রীজানকী করুন অর্পণ॥
জগত কহিবে ভাল সকল সম্মত।
হইবে অন্তরদাহ করিলে অমত॥

(১) বিশ্বমাতার প্রতিমূর্ত্তি (২) নাগরা, বৃহৎ ঢক্কা (৩) সীতার চক্ষু (৪) রামের রূপ (৫) সীতার ছবি বা প্রভা (৬) জনক রাজার জড়তা অর্থাৎ মূঢ়তা (৭) হরণ করিয়া (৮) জনক রাজা

মূল।

যুহ লালসা মগন সব লোগূ।
বর সাঁবরো জানকীযোগূ
তব বন্দীজন জবক বুলায়ে।
বিরদাবলী[1] কহত চলি আয়ে॥
কহ নৃপ জাই কহহু প্রণ মোরা।
চলে ভাট হিয় হর্ষ ন থোরা॥
দোহাঃ
বোলে বন্দী বচন বর,
সুনহু সকল মহিপাল।
প্রণ বিদেহকর কহহিঁ হম,
ভুজা উঠাই বিশাল ॥২৫৩॥
নৃপভুজবল বিধু শিবধনু রাহু।
গরুয় কঠোর বিদিত সবকাহু॥
রাবণ বাণ মহাভট ভারে।
দেখি শরাসন গঁবহিঁ সিধারে॥
সোই পুয়ারিকো দণ্ড কঠোরা।
রাজ সমাজ আজু জোই তোরা॥
ত্রিভুবন জয় সমেত বৈদেহী।
বিনহি বিচার বরৈ হঠি তেহী॥
সুনি প্রণ সকল ভুপ অভিলাষে।
ভট[2] মানী অতিশয় মন মাষে॥
পরিকর বাঁধি উঠে অকুলাই।
চলে ইষ্টদেবন শির নাই॥
তমকি[3] তাকি তকি শিবধনু ধরহীঁ।
উঠে ন কোটি ভাঁতি বল করহীঁ॥
জিনকে কচ্ছু বিচার মনমাহীঁ।
চাপ সমীপ মহীপ ন জাহীঁ॥
দোহাঃ
তমকি ধরহিঁ ধনু মূঢ় নৃপ,
উঠয় ন চলহিঁ লজায়।
মনহুঁ পায় ভটবাহুবল,
অধিক অধিক গরুয়ায় ॥২৫৪॥

(১) স্তোত্র মালা (২) বীর (৩) তম করিয়া, গর্ব্ব করিয়া

বঙ্গানুবাদ।

এই লালসায় মগ্ন মন সবাকার।
জানকীর যোগ্য বর শ্যামল কুমার॥
তবে বন্দীগণে[1] রাজা করেন আহ্বান।
গুণগান করি তারা আসে সেই স্থান॥
বলে নৃপ কহ গিয়া প্রতিজ্ঞা আমার।
চলে ভাটগণ হৃদে আনন্দ অপার॥

বলে বন্দী সুবচন, করি সবে সম্বোধন,
শুনহ সকল মহিপাল॥
বিদেহ-রাজার পণ[2], কহি মোরা বন্দীগণ
উঠাইয়া ভুজ সুবিশাল ॥২৫৩॥
শিবধনু রাহু, বিধু নৃপভুজবল।
অতি গুরু সুকঠোর বিদিত সকল॥
মহাবীর বাণ রাজা রাক্ষস রাবণ।
পলায়ন করিয়াছে দেখি শরাসন॥
সুকঠোর সেই শিবধনু যেই জন।
নৃপতি-সমাজে আজি করিবে ভঞ্জন॥
ত্রিভুবনজয় সহ দুহিতা রাজায়।
বরণ করিবে তায় না করি বিচার॥
পণ শুনি ইচ্ছা করে সে সব ভুপতি।
বীর বলি অভিমান ছিল যার অতি॥
আকুল হইয়া উঠে বদ্ধ পরিকর।
ইষ্টদেবে নমি শির চলিল সত্বর॥
শিবধনু ধরে লক্ষ্য করি সাবধানে।
না উঠে প্রয়োগে বল বিবিধ বিধানে॥
বিচার করিল যেহ কিছু মনেমন।
ধনুক নিকটে সেহ না করে গমন॥

ধরে ধনু করি দৃঢ়, উঠাইতে নারে মূঢ়,
লজ্জা পেয়ে করে পলায়ন।
পেয়ে যেন মনে লয়, বীর-বাহুবলচয়[3]
গুরুতর হয় শরাসন ॥২৫৪॥

(১) স্তোত্র পাঠকারীগণকে (২) বিদেহ রাজার অর্থাৎ জনক রাজার পণ অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা (৩) বীরগণের বাহুবল সকল

মূল ।

ভূপ সহস দশ একহি বারা ।
লগে উঠাবন টরৈ ন টারা ॥
ডগৈ[১] ন শম্ভুশরাসন কৈসে ।
কামীবচন সতীমন জৈসে ॥
সব নৃপ ভয়ে যোগ উপহাসী ।
জৈসে বিনুবিরাগ সন্যাসী ॥
কীরতি বিজয় বীরতা ভারি ।
চলে চাপকর সরবস হারি ॥
শ্রীহত ভয়ে চলে হারি হিয় রাজা ।
বৈঠে নিজ নিজ জাই সমাজা ॥
নৃপন বিলোকি জনক অকুলানে ।
বোলে বচন রোষ জনু সানে[২] ॥
দ্বীপ দ্বীপকে ভূপতি নানা ।
আয়ে শুনি হম জো প্রণ ঠানা ॥
দেব দনুজ ধরি মনুজ শরীরা ।
বিপুল বীর আয়ে রণধীরা ॥
দোহা:
কুঁবরি মনোহর বিজয় বড়ি,
কীরতি অতি কমনীয় ।
পাবনহার[৩] বিরঞ্চি জনু,
রচাউ ন ধনু দমনীয় ।২৫৫॥
কহহু কাহি য়হ লাভ ন ভাবা ।
কাহু ন শঙ্কর চাপ চড়াবা[৪] ॥
রহেউ চড়াউব তোরব ভাই ।
তিলভরি ভূমি ন সক্যউ ছুড়াই ॥
অব জনি কোউ মাখৈ ভটমানী ।
বীরবিহীন মহী মৈঁ জানী ॥
তজহু আশ নিজ নিজ গৃহ জাহু ।
লিখা ন বিধি বৈদেহীবিবাহু ॥
সুকৃত জায় জো প্রণ পরিহরউঁ ।
কুঁবরি[৫] কুঁবরি[৬] রহৈ কা করউঁ ॥

(১) নড়েনা (২) মিশ্রিত করিয়া (৩) পাইবার উপযুক্ত পাত্র (৪) গুণারোপ করণ (৫) কন্যা (৬) কুমারী অবিবাহিতা

বঙ্গানুবাদ ।

ভূপতি সহস্র দশ মিলি একবার ।
নড়াইতে নারে চেষ্টা করি উঠাবার ॥
রহিল শঙ্কর ধনু অচল কেমন ।
কামীর বচনে যেন সতী-নারী-মন ॥
হইল সকল নৃপ উপহাস যোগ্য ।
বিরাগ বিহীন যেন সন্যাসী অযোগ্য ॥
কীরতি বিজয় আর বীরভাব ভারি ।
চলিলেন চাপপাশে সরবস্ব হারি ॥
শ্রীহত হইয়া নৃপ বিজিত অন্তরে ।
বসে গিয়া নিজ নিজ সমাজ ভিতরে ॥
জনক বিলোকি নৃপগণে আকুলিত ।
বলিলেন বাক্য রোষ করিয়া মিশ্রিত ॥
সমুদায় দ্বীপবাসী নরপতিগণ ।
আসিয়াছে শুনি, আমি করেছি যে পণ ॥
দেবতা দনুজ ধরি মানব শরীর ।
আসিয়াছে মহাবীর সবে রণধীর ॥

মনোহরা সুকুমারী, কীরতি বিজয় ভারী,
লাভ হবে অতি কমনীয়[১] ।
বিধি না করেছে যেন, নরপতি যোগ্য হেন,
অথবা ধনুকে দমনীয় ।২৫৫॥
লাভ বলি ইহা কেন না ভাবিহ মনে ।
কেন গুণ[২] নাহি দাও শিবশরাসনে ॥
দূরে থাক গুণারোপ ভঞ্জন করণ ।
তিল ভরি ভূমি নার করিতে চালন ॥
বীর বলি অভিমান না করহ তবে ।
বীরহীন ধরাতল জানিলাম এবে ॥
আশা তজি গৃহে যাও আপন আপন ।
বৈদেহী-বিবাহ নহে বিধির লিখন ॥
সুকৃত[৩] যাইবে যদি পরিহরি পণ ।
কুমারী রহিবে কন্যা সাধ্য কি এখন ॥

(১) বাঞ্ছনীয় (২) জ্যা, ছিলা (৩) পুণ্য

মূল।

জো জনত্যেউঁ বিনুভট মহী ভাই।
তৌ প্রণ করি করত্যেউঁ ন হসাঁই॥
জনকবচন সুনি সব নরনারী।
দেখি জানকী ভয়ে দুখারী॥
সুনতহি লখণ কুটিল ভঁই ভৌঁহৈ[১]।
রদপুট ফরকত[২] নয়ন রিসৌহৈঁ[৩]॥

দোহাঃ—কহি ন সকত রঘুবীরডর,
লগে বচন জনু বাণ।
নাই রামপদকমল শির,
বোলে গিরা প্রমাণ ॥২৫৬॥

রঘুবংশিনমহঁ জহঁ কোউ হোই।
তেহি সমাজ অস কহৈ ন কোই॥
কহী জনক জস অনুচিত বাণী।
বিদ্যমান রঘুকুলমণি জানি॥
সুনহু ভানুকুলপঙ্কজভানু।
কহৌঁ স্বভাব ন কছু অভিমানু॥
জো রাউর[৪] অনুশাসন পাউঁ।
কন্দুক ইব ব্রহ্মাণ্ড উঠাউঁ॥
কাচে ঘট জিমি ডারৌঁ[৫] ফোরী[৬]।
সকৌঁ মেরু মূলক ইব তোরী॥
তব প্রতাপ মহিমা ভগবানা।
কা বাপুরো[৭] পিণাক পুরাণা॥
নাথ জানি অস আয়সু হোউ।
কৌতুক করৌঁ বিলোকিয় সোউ॥
কমলনাল[৮] ইমি চাপ চড়াবৌঁ।
শত যোজন প্রমাণ লৈ ধাবৌঁ॥

দোহাঃ—
তোরৌঁ ছত্রকদণ্ড জিমি,
তব প্রতাপবল নাথ।
জো ন করৌঁ প্রভুপদ শপথ,
পুনি ন ধরৌঁ ধনু হাথ ॥২৫৭॥

(১) জ (২) বিস্ফারিত (৩) ক্রোধে আরক্ত (৪) আপনার (৫) ফেলিব (৬) ভাঙ্গিয়া (৭) বাহা (৮) মৃণাল

বঙ্গানুবাদ।

যদি জানিতাম বীরহীন এ ভুবন।
হইতাম নাহি হাস্যযোগ্য, করি পণ॥
জনকবচন শুনি নরনারীগণ।
জানকীকে দেখি হয় অতি দুঃখীমন॥
কুটিল ভ্রূভঙ্গি করে শুনিয়া লক্ষ্মণ।
রদপুট[১] বিস্ফারিত[২] আরক্ত নয়ন॥

কহিতে সক্ষম নয়, রঘুবীরে করি ভয়,
লাগে বাক্য যেন তীক্ষ্ণ বাণ।
রামপদ সুকোমলে, শির নত করি বলে,
প্রত্যুত্তর বচন প্রমাণ ॥২৫৬॥

রঘুবংশী মধ্যে যথা রহে কোনজন।
সে সমাজেকোন জন না কহে এমন॥
যেরূপ জনক কহে অনুচিত বাণী।
রঘুকুলমণি বিদ্যমান এথা জানি॥
ভানু-কুল-পদ্ম-ভানো[৩] শুনহ প্রমাণ।
স্বভাবে কহিব মাত্র বিনা অভিমান॥
তবানুশাসনে প্রভো শুনহ খরারি।
ব্রহ্মাণ্ড কন্দুক[৪] সম উঠাইতে পারি॥
যেন কাচঘট[৫] পারি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে।
মেরুকে মূলক[৬] সম পারি উপাড়িতে॥
মহিমা প্রতাপে তব প্রভো ভগবান।
কোথা লাগে তুচ্ছ অতি পিণাক পুরান॥
ইহা জানি নাথ মোরে আজ্ঞা কর দান।
কৌতুকে দেখহ যাহা করি অনুষ্ঠান॥
মৃণাল সদৃশ চাপে করি উত্তোলন।
লইয়া ধাইব আমি শতেক যোজন॥

যেমন ছত্রক[৭] দণ্ড, ধনুক করিব খণ্ড
তোমার প্রতাপবলে শুন।
যদি নাহি করি অথ, প্রভুপদে এ শপথ
ধনু না ধরিব হাতে পুন ॥২৫৭॥

(১) দন্তচ্ছদ, ওষ্ঠ (২) কম্পিত (৩) সূর্যবংশ রূপ পদ্মের হিতকারী ভানু অর্থাৎ সূর্য্য স্বরূপ তচ্ছম্বোধনে (৪) গেণ্ডুক খেলিবার গোলক বিশেষ (৫) কাচে নির্ম্মিত ঘট (৬) মূল। (৭) ব্যাঙাকুলেখাড়া গাছ

মূল।

লষণ সকোপ বচন জব বোলে।
ডগমগানি[১] মহি দিগ্গজডোলে[২] ॥
সকল লোক সব ভূপ ডরানে।
সিয় হিয় হর্ষ জনক সকুচানে ॥
গুরু রঘুপতি সব মুনি মনমাহীঁ।
মুদিত ভয়ে পুনিপুনি পুলকাহীঁ ॥
সৈনহিঁ[৩] রঘুপতি লষণ নিবারে।
প্রেম সমেত নিকট বৈঠাবে ॥
বিশ্বামিত্র সময় শুভ জানী।
বোলে অতি সনেহ মৃদুবানী ॥
উঠহু রাম ভঞ্জহু ভবচাপা।
মেটহু তাত জনকপরিতাপা ॥
সুনি গুরুবচন চরণ শির নাবা।
হর্ষ বিষাদ ন কছু উর আবা ॥
ঠাড় ভয়ে উঠি সহজ সুভায়ে।
ঠবনি[৪] যুবা মৃগরাজ লজায়ে ॥
দোহা:—
উদিত উদয়গিরি মঞ্চপর,
রঘুবর বাল পতঙ্গ।
বিকসে সন্তসরোজ সব,
হসে লোচনভৃঙ্গ ॥২৫৮॥
নৃপনকেরি আশানিশি নাশী।
বচননখত অবলীন প্রকাশী ॥
মানী মহিপকুমুদ সকুচানে।
কপটী ভূপউলুক[৫] লুকানে ॥
ভয়ে বিশোক কোক মুনি দেবা।
বরষহিঁ সুমন জনাবহিঁ সেবা ॥
গুরুপদ বন্দি সহিত অনুরাগা।
রাম মুনিনসন আয়সু মাঁগা ॥
সহজহি চলে সকল জগস্বামী।
মত্ত মঞ্জু কুঞ্জরবরগামী[৬] ॥

(১) কাঁপিতে লাগিল (২) দিগ্গজরূপ দোলায় (৩) ইঙ্গিতে (৪) উচ্চধ্বনি নাদ (৫) ভূপরূপ পেচক (৬) হস্তিবরের ন্যায় গমনশীল।

বঙ্গানুবাদ।

লক্ষ্মণ বলেন যবে বচন কুপিত।
দিগ্গজ-দোলায় মহী হইল কম্পিত ॥
সহ সব নরপতি ভীত লোকগণ।
সীতা হৃষ্টা, সঙ্কুচিত জনক রাজন ॥
গুরু, রঘুপতি, মুনি সব, মনেমন।
পুনপুন পুলকিত প্রমুদিত হন ॥
ইঙ্গিতে করেন রাম লক্ষ্মণে বারণ।
সপ্রেমে বসান আনি নিকটে আপন ॥
বিশ্বামিত্র মুনি তবে শুভকাল জানি।
বলিলেন স্নেহ করি অতি মৃদু বাণী ॥
উঠ রাম ভঙ্গ কর এই ভবচাপ[১]।
মিটাও জনক নৃপতির পরিতাপ ॥
শুনি গুরুবাক্য, পদে নতশির হয়ে।
হরষ বিষাদ কিছু না ধরি হৃদয়ে ॥
সহজ সুভাবে তবে হন সমুত্থিত।
নাদে যুবা মৃগরাজে করিয়া লজ্জিত ॥

উদিত উদয়গিরি, অনুরূপ মঞ্চপরি
রঘুবর বালক পতঙ্গ[২]।
ফুটিল কমল যেন, সাধুর বদন হেন,
হরষিত সুলোচন ভৃঙ্গ[৩] ॥২৫৮॥
নৃপতিগণের আশানিশি করি নাশ।
বাক্যতারা[৪] অবলীন[৫] করিল প্রকাশ[৬] ॥
মানী ভূপ সঙ্কুচিত কুমুদ যেমন।
ছলী ভূপ পেচা সম লুকায়িত হন ॥
কোক[৭] সম শোকহীন মুনি দেবগণ।
সেবা জানাইল, করি পুষ্প বরষণ ॥
গুরুপদ বন্দী তবে অনুরাগী মনে।
আদেশ যাচেন রাম মুনিগণ সনে ॥
সর্ব্ব-বিশ্ব-স্বামী মত্ত মাতঙ্গ যেমন।
ধনুপাশে করিলেন সহজে গমন ॥

(১) ভবের অর্থাৎ শিবের চাপ অর্থাৎ ধনু (২) সূর্য্য (৩) ভ্রমর (৪) বাক্য রূপ তারা অর্থাৎ নক্ষত্র (৫) অন্তর্হিত মগ্ন (৬) শ্রীরামচন্দ্রের প্রকাশ বা জ্যোতি (৭) চক্রবাক পক্ষী

মূল।

চলত রাম সব পুরনরনারী।
পুলক পূরি তন[১] ভয়ে সুখারী॥
বন্দি পিতর সুর সুকৃত সঁভারে।
জো কছু পুণ্যপ্রভাব হমারে॥
তৌ শিবধনুষ মৃণালকি নাঁই[২]।
তোরহিঁ রাম গণেশ[৩] গুসাইঁ॥

দোহাঃ—রামহিঁ প্রেম সমেত লখি,
সখীন সমীপ বুলাই।
সীতামাতু সনেহ বশ,
বচন কহৈ বিলখাই[৪]॥২৫৯॥

সখি সব কৌতুক দেখন-হারে[৫]।
জেউ কহাবত হিতূ[৬] হমারে॥
কোউ ন বুঝাই কহই নৃপপাহীঁ।
য়ে বালক অস হঠ[৭] ভল নাহীঁ॥
রাবণ বাণ ছুয়ানহিঁ চাপা।
হোর[৮] সকল ভুপ করি দাপা॥
সো ধনু রাজকুঁবরকর দেহীঁ।
বাল মরাল কি মন্দর লেহীঁ॥
ভুপ সয়ানপ[৯] সকল সিরানী।
সখি বিধিগতি কছু জায় ন জানী॥
বোলী চতুর সখী মৃদু বাণী।
তেজবন্ত লঘু গণিয় ন রাণী॥
কহঁ কুম্ভজ কহঁ সিন্ধু অপারা।
শোষ্যউ সুযশ সকল সংসারা॥
রবিমণ্ডল দেখত লঘু লাগা।
উদয় তাসু ত্রিভুবনতম ভাগা॥

দোহাঃ—
মন্ত্র পরম লঘু জাসু বশ,
বিধি হরিহর সুর সর্ব্ব।
মহামত্ত গজরাজকহঁ,
বশকর অঙ্কুশ খর্ব্ব॥২৬০॥

(১) তনু (২) সদৃশ (৩) গণ অর্থাৎ দেবতা তাঁহাদের ঈশ অর্থাৎ প্রভু (৪) শোক করিয়া (৫) দৃষ্টিকর্তা (৬) বন্ধু, প্রিয় (৭) অনুরোধ (৮) পরাজিত (৯) দক্ষ।

বঙ্গানুবাদ।

রামের গমনে পুরনরনারীগণ।
পুলকে পূরিত তনু অতি সুখী মন॥
বন্দনা করিয়া পিতা সুর পুণ্যাত্মার।
যা কিছু পুণ্যের বল আমা সবাকার॥
তাহে মহাদেব-ধনু মৃণাল সদৃশ।
ভাঙ্গিবেন প্রভু রাম সর্ব্বদেবঈশ॥

রামে করি বিলোকন, হয়ে প্রেমে নিমগন,
সমীপে ডাকিয়া সখিগণ।
সীতামাতা[১] অবশেষে অতীব স্নেহের বশে
শোক করি কহেন বচন॥২৫৯॥

কৌতুক দেখিতে পটু সর্ব্ব সখিগণ।
যাহারা বিখ্যাত মম স্নেহের ভাজন॥
নৃপতিকে বুঝাইয়া কেহ নাহি কহে।
এই শিশু, এই অনুরোধ ভাল নহে॥
স্পর্শ নাহি করে চাপ বাণ ও রাবণ।
দর্প করি পরাজিত নরপতিগণ॥
নৃপতি-কুমারকরে[২] সে ধনু অর্পণ।
করে কি মরাল শিশু মন্দর গ্রহণ॥
দক্ষ নরপতি সব হইল নিঃশেষ।
জানা নাহি যায় সখি! বিধিগতি লেশ॥
চতুরা সঙ্গিনী এক বলে মৃদু বাণী।
তেজবানে লঘু বলি গুণিওনা রাণী॥
দেখ না কুম্ভজ[৩] ঋষি সমুদ্র অপার।
পান করি করে যশ জগতে প্রচার॥
দেখিতে রবিমণ্ডল[৪] লঘু অতিশয়।
ত্রিভুবনে তম[৫] নাশে তাহার উদয়॥

মন্ত্র লঘু অতিশয়, কিন্তু তার বশ হয়,
বিধি হরিহর সুর সর্ব্ব।
গজরাজ মহামত্ত, করে তারে সু-আয়ত্ত,
অঙ্কুশ যদিচ অতি খর্ব্ব॥২৬০॥

(১) সীতার মাতা জনক রাজার মহিষী (২) রাজকুমার শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার করে অর্থাৎ হস্তে (৩) অগস্ত্য (৪) সূর্য্যমণ্ডল (৫) অন্ধকার

মূল ।

কাম কুসুমধনুশায়ক লীহ্নে ।
সকল ভুবন অপনে বশ কীহ্নে ॥
দেবি তজিয় সংশয় অস জানী ।
ভঞ্জব ধনুষ রাম শুনু রাণী ॥
সখীবচন শুনি ভই পরতীতী ।
মিটা বিষাদ বড়ী অতি প্রীতী ॥
তব রামহিঁ বিলোকি বৈদেহী ।
সভয় হৃদয় বিনবতি জ্যহি তেহী ॥
মনহীমন মনায় অকুলানী ।
হোহু প্রসন্ন মহেশ ভবানী ॥
করহু সফল আপনি সেবকাই ।
করি হিত হরহু চাপগরুয়াই[১] ॥
গণনায়ক বরদায়ক দেবা ।
আজলগে কীহ্নী তব সেবা ॥
বার বার বিনতী শুনি মোরী ।
করহু চাপগুরুতা[১] অতি থোরী ॥
দোহাঃ—
দেখি দেখি রঘুবীরতন,
সুর মনাব ধরি ধীর ।
ভরে বিলোচন প্রেমজল,
পুলকাবলী শরীর ॥২৬১॥

নীকে নিরখি নয়নভরি শোভা ॥
পিতুপ্রণ সুমিরি বহুরি মন ক্ষোভা ॥
অহহ তাত দারুণ প্রণ ঠানী ।
সমুঝত নহিঁ কছু লাভ ন হানী ॥
সচিব সভয় শিখ[২] দেই ন কোই ।
বুধসমাজ বড় অনুচিত হোই ॥
কহঁ ধনু কুলিশহু চাহি কঠোরা ।
কহঁ শ্যামল মৃদু গাত কিশোরা ॥
বিধি কেহিভাঁতি ধরৌঁ উর ধীরা ।
সিরসসুমন কিমি বেধহি[৩] হীরা ॥

(১) চাপের গুরুত্ব (২) শিক্ষা, উপদেশ (৩) বিদ্ধ করিবে ।

বঙ্গানুবাদ ।

পুষ্পধনুর্বাণ কাম করিয়া গ্রহণ ।
আপনার বশ করে সকল ভুবন ॥
দেবি ! ইহা জানি ত্যাগ করহ সংশয় ।
শুন রাণী, রাম ধনু ভাঙ্গিবে নিশ্চয় ॥
সখীর বচন শুনি হইল প্রতীতি ।
মিটিল বিষাদ তাহে বাড়ে অতি প্রীতি ॥
বৈদেহী শ্রীরামে তবে করিয়া দর্শন ।
করেন বিনয় সবে অতি ভীত মন ॥
মানান করেন অতি ব্যাকুলিত মনে ।
প্রসন্ন হউন শিবদুর্গা মোর সনে ॥
করহ সফল এবে পূজন তোমার ।
হরহ করিয়া হিত চাপ-গুরু-ভার[১] ॥
গজানন মহাদেব আর দেবগণ ।
অদ্যাবধি করিয়াছি যাঁদের পূজন ॥
বার বার সুবিনয় শুনিয়া আমার ।
অতি অল্প কর সবে চাপ-গুরু-ভার[১] ॥

পুন পুন রামে হেরি, অতীব ধৈরজ ধরি,
মানান করিল সুরে সেহ ।
লোচনকমল দ্বয়, প্রেম অশ্রু পূর্ণ হয়,
পুলক-আবলী-পূর্ণ দেহ ॥২৬১॥

চক্ষু ভরি মনোহর শোভা নিরীক্ষণে ॥
পিতৃপণ স্মরি পুন ক্ষোভ অতি মনে ॥
অহো তাত করিলেন সুদারুণ পণ ।
লাভ হানি কিছু নাহি করি বিচারণ ॥
শিক্ষা নাহি দেয় কেহ ভীত মন্ত্রীগণ ।
না দেখি বুধসমাজে[২] উচিত করণ ॥
কুলিশ[৩] অপেক্ষা ধনু এদিকে কঠোর ।
শ্যাম মৃদু গাত্র কিবা ওদিকে কিশোর ॥
হে বিধি কিরূপে ধৈর্য্য ধরিব হিয়ায় ।
সিরিস-কুসুম বিদ্ধ করে কি হীরায় ॥

(১) চাপের ধনুকের গুরুভার (২) পণ্ডিত বা জ্ঞানীগণের সভায় (৩) বজ্র।

মূল।

সকল সভাকী মতি ভই ভোরী।
অব মোহিঁ শম্ভুচাপ গতি তোরী॥
নিজ জড়তা লোগনপর ডারী।
হোহু হরুয়১ রঘুপতিহি নিহারী॥
অতি পরতাপ সীয় মনমাহীঁ।
লব নিমেষ যুগ সম চলি জাহীঁ॥
দোহাং—
প্রভুহি চিতৈ পুনি চিতৈ মহি,
রাজত লোচন লোল২।
খেলত মনসিজমীনযুগ৩,
জনু বিধুমণ্ডলডোল৪॥২৬২॥

গিরাঅলিনি মুখপঙ্কজ রোকী।
প্রগট ন লাজনিশা অবলোকী॥
লোচনজল রহ লোচনকোণা৫।
জৈসে পরম কৃপণকর সোণা॥
সকুচী ব্যাকুলতা বড়ি জানী।
ধরি ধীরজ প্রতীতি উর আনী॥
তনমনবচন৬ মোর প্রণ সাঁচা।
রঘুপতিপদসরোজ মনরাচা৭॥
তৌ ভগবান্ সকল উরবাসী।
করহিঁ মোহীঁ রঘুপতিকী দাসী॥
জেহিকে জেহিপর সত্য সনেহূ।
সো তেহি মিলত ন কচ্ছুক সন্দেহূ॥
প্রভুতন৮ চিতৈ প্রেমপ্রণ ঠানা।
কৃপানিধান রাম সব জানা॥
সিয়হি বিলোকি তকউ ধনু কৈসে।
চিতব গরুড় লঘু ব্যালহি৯ জৈসে॥

(১) লঘু, হাল্‌কা (২) চঞ্চল (৩) কামরূপী মৎস্যযুগল (৪) বিধুমণ্ডলরূপ দোলে অর্থাৎ পাত্রে (৫) লোচনের কোণে (৬) কায়মনোবাক্যে (৭) মনের রাচা, (৮) প্রভুর পানে, দিকে (৯) সর্পকে।

বঙ্গানুবাদ।

মতিভ্রম হইয়াছে সমস্ত সভার।
শম্ভুচাপ! তুমি গতি১ আমার এবার
স্বজড়তা২ লোকপ্রতি করিয়া ক্ষেপণ।
লঘু হও এবে, রামে করি নিরীক্ষণ॥
অতি পরিতাপপূর্ণ জানকীর মন।
ক্ষণমাত্র যুগ সম করিছে যাপন॥

রঘুবরে দরশন, পুন মহী বিলোকন,
চঞ্চল লোচন শোভা করে।
কাম-মীন সুযুগলে, খেলে যেন কুতুহলে,
চন্দ্রমামণ্ডল জলাধারে৩॥২৬২॥

মুখপদ্ম গিরা-অলি করিয়া স্থগিত।
লাজনিশা হেরি যেন হইল মুদ্রিত৪॥
লোচনের জল রহে লোচনের কোণে।
কৃপণ কাঞ্চনে রাখে যেন সংগোপনে॥
ব্যাকুলতা বোধ করি সঙ্কুচিতা অতি।
ধৈরজ ধরিয়া আনে হৃদয়ে প্রতীতি॥
কায়মনোবাক্যে মোর পণ সত্য হয়।
রঘুপতিপাদপদ্ম মনের আশ্রয়॥
সে কারণ ভগবান সর্ব্ব-উর-বাসী৫।
করিবেন মোরে তিনি রঘুপতি-দাসী৬॥
যাহার যাহার প্রতি যথার্থ সনেহ।
সে মিলিবে তার সনে নাহিক সন্দেহ॥
প্রভুপানে চাহে সীতা করি প্রেমপণ।
জানিলেন সব রাম কৃপা-নিকেতন৭॥
সীতাকে দেখিয়া, চান ধনুপানে হেন।
দেখিছে গরুড় অতি লঘু সর্পে যেন॥

(১) আশ্রয়, উপায় (২) নিজের জড়ত্ব (৩) চক্ষুর তারা যম চক্ষু মধ্যে চঞ্চলা-বস্থায় কিরূপ শোভা পাইতেছে যেন মদন স্বয়ং মীনরূপ ধারণ করতঃ চন্দ্রমণ্ডলরূপ জলাধারে ক্রীড়া করিতেছে (৪) সীতার মুখরূপ পদ্ম বাক্যরূপ ভ্রমরকে অব-রোধ করতঃ লজ্জারূপী নিশাগমে যেন মুদ্রিত হইল (৫) সকলের হৃদয়ে বাসকারী অন্তর্যামী (৬) রঘুপতির রামচন্দ্রের দাসী (৭) কৃপালয়।

মূল ।

দোহাঃ— লষণ লখ্যউ রঘুবংশমণি,
তাক্যউ হরকোদণ্ড[১] ।
পুলকি গাত্ত বোলে বচন,
চরণ চাপি ব্রহ্মাণ্ড ॥২৬৩॥

দিশকুঞ্জরহু কমঠ অহি কোলা[২] ।
ধরহু ধরণি ধরি ধীর ন ডোলা ॥
রাম চহহিঁ শঙ্করধনু তোরা ।
হোহু সজগ শুনি আয়সু মোরা ॥
চাপ সমীপ রাম জব আয়ে ।
নরনারিন সুর সুকৃত মনায়ে[৩] ॥
সবকর সংশয় অরু অজ্ঞানা ।
মন্দ মহীপনকর অভিমানা ॥
ভৃগুপতিকেরি গর্ব্ব গরুয়াই ।
সুরমুনিবরনকেরি কদরাই[৪] ॥
সিয়কর শোচ জনকপরিতাপা ।
রাণিনকর দারুণ দুখ দাপা[৫] ॥
শম্ভুচাপ বড় বোহিত[৬] পাই ।
চড়ে যাই সব সঙ্গ বনাই ॥
রামবাহুবল সিন্ধু অপারা ।
চহত পার নহিঁ কোউ কনহারা[৭] ॥

দোহাঃ—
রাম বিলোকে লোগ সব,
চিত্রলিখেসে দেখি ।
চিতই সিয় কৃপায়তন,
জানী বিকল বিশেষি ॥২৬৪॥

দেখি বিপুল বিকল বৈদেহী ।
নিমিষ বিহাত[৮] কল্পসম তেহী ॥
তৃষিত বারিবিনু জো তনু ত্যাগা ।
মুয়ে[৯] করৈ কা সুধাতড়াগা ॥
কা বর্ষা জব কৃষি[১০] সুখানে ।
সময় চুক[১১] পুনি কা পছিতানে ॥

(১) হরধনু (২) বরাহ (৩) মানান করে, তোষে (৪) কাতরতা (৫) দর্প, প্রতাপ (৬) জাহাজ (৭) কিনারা (৮) যাপিত (৯) মৃতে (১০) শস্য (১১) গত হইল।

বঙ্গানুবাদ ।

রঘুবংশমণি তবে, হরধনু তাকে যবে,
লক্ষ্মণ করিয়া দরশন ।
পুলকিত গাত্রদণ্ড পদে চাপি ব্রহ্মাণ্ড,
বলিলেন গম্ভীর বচন ॥২৬৩॥

দিগ্‌গজ কমঠ[১] অহি বরাহ সকলে ।
ধৈর্য্য ধরি ধর ধরা, যেন নাহি দোলে ॥
শ্রীরাম করেন ইচ্ছা ধনু ভাঙ্গিবার ।
সুজাগ্রত হও শুনি আদেশ আমার ॥
ধনুক নিকটে রাম আসিলেন যবে ।
পুণ্যাত্মা দেবতা তোষে[২] নরনারী সবে ॥
সকলের ছিল যাহা সংশয় অজ্ঞান ।
মন্দ নৃপতির যাহা ছিল অভিমান ॥
গুরুগর্ব্ব ছিল যাহাভৃগুপতি-মনে[৩] ।
কাতরতা ছিল যাহা সুরমুনিগণে ॥
জানকীর শোক, জনকের পরিতাপ ।
রাণীর[৪] দারুণ দুঃখ প্রবল সন্তাপ ॥
শিব-ধনুরূপ বড় জাহাজ পাইয়া ।
একসঙ্গে সকলেতে চড়িলেক গিয়া ॥
রাম-বাহুবলরূপ উদধি অপার ।
চাহে পার হইবারে না পায় কিনার[৫] ॥

করে রামে বিলোকন, যাবতীয় লোকগণ,
চিত্রাঙ্কিত সম অবিকল ।
কৃপালয় অনিমিষে, সীতাকে দেখেন শেষে,
জানি তাঁরে বিশেষ বিকল ॥২৬৪॥

বৈদেহীর বিকলতা দেখিয়া বিপুল ।
নিমেষ যাপন তাঁর কল্প সমতুল ॥
বারিবিনা তনুত্যাগ করিলে তৃষিত ।
কি করে সুধার দীঘী, যবে প্রাণগত ॥
কি করে বর্ষায়, শস্য যবে শুষ্ক হয় ।
অনুতাপে কিবা হয় যাইলে সময়[৬] ॥

(১) কূর্ম্ম, কচ্ছপ (২) পূজে (৩) ভৃগুপতির পরশুরামের মনে (৪) জনকরাজার মহিষীর (৫) কূল, তট (৬) সুযোগ, যোগ্যকাল।

মূল।

অস জিয় জানি জানকী দেখী।
প্রভু পুলকে লখী প্রীতি বিশেষী ॥
গুরুহি প্রণাম মনহিমন কীহ্না।
অতি লাঘব উঠাই ধনু লীহ্না ॥
দমক্যউ[১] দামিনি[২] জিমি ঘন লয়উ[৩]।
পুনি ধনু নভমণ্ডল সম ভয়উ ॥
লেত চঢ়াবত[৪] খৈঁচত গাঢ়ে।
কাহু ন লখা দেখ সব ঠাঢ়ে ॥
ত্যহি ক্ষণমধ্য রাম ধনু তোরা।
ভর্য়উ[৫] ভুবন ধ্বনি ঘোর কঠোরা ॥

ছন্দং— ভরি ভুবন ঘোর কঠোর রব,
রবিবাজি ত্যজি মারগ চলে।
চিক্করহিঁ দিগ্‌গজ ডোল মহি
অহি কোল কুরম[৬] কলমলে[৭] ॥
সুর-অসুর মুনিকর কান দীহ্নে
সকল বিকল বিচারহীঁ।
কোদণ্ড[৮] ভঞ্জ্যউ রাম তুলসী
জয়তি বচন উচারহীঁ ॥৩২॥

সোং—
শঙ্করচাপ জহাজ
সাগর রঘুবর বাহুবল।
বূড়ে[৯] সকল সমাজ,
চঢ়ে যে প্রথমহিঁ মোহবশ ॥৩১॥

প্রভু দোউ খণ্ড চাপ মহী ডারে।
দেখি লোক সব ভয়ে সুখারে ॥
কৌশিকরূপ পয়োনিধি পাবন।
প্রেমবারি অবগাহ সুহাবন ॥
রামরূপ রাকেশ[১০] নিহারি।
বঢ়ী বীচি পুলকাবলি ভারি ॥
বাজে নভ গহগহে[১১] নিশানা।
দেববধূ নাচহিঁ করি গানা ॥

(১) ঝলমল করিল, দীপ্তি পাইল (২) বিদ্যুৎ (৩) আকর্ষণ করিল (৪) গুণারোপ করিতে (৫) ভরিল পূর্ণ হইল (৬) কূর্ম (৭) কলরব করে (৮) ধনু (৯) ডুবিল, মগ্ন হইল (১০) পূর্ণিমার চন্দ্র (১১) সমরে সমরে, ঘন ঘন।

বঙ্গানুবাদ।

অন্তরে ভাবিয়া ইহা, সীতার দর্শনে।
প্রীতি দেখি হন প্রভু পুলকিত মনে ॥
মনে মনে গুরুদেবে প্রণাম করিয়া।
লইলেন অতি লঘু ধনু উঠাইয়া ॥
ঘন-আকর্ষণে[১] যেন বিদ্যুত ঝলিল।
আকাশমণ্ডল সম ধনুক হইল ॥
উঠাইতে গুণদিতে গাঢ় আকর্ষণে।
কেহ না দেখিল দেখে যে সকল জনে ॥
সেই ক্ষণ মধ্যে রাম ধনুক ভাঙ্গিল।
কঠোর নিনাদ ঘোর ভুবন ভরিল ॥

ভরিল ভুবন ভবে, সুঘোর কঠোররবে
রবিবাজি[২] মার্গ[৩] ত্যজি চলে।
দোলে মহী গুরুভরে, দিগ্‌গজ চীৎকার করে
অহি কোল[৪] কচ্ছপ সকলে ॥
সুর ও অসুরগণ, শুনি সবে দিয়া মন
সবিকল করে বিচারণ।
শ্রীরাম ভাঙ্গিল ধনু, তুলসী পুলক-তনু
উচ্চারিল জয়তি বচন ॥৩২॥

শিবচাপ অনুপম, অর্ণবযান[৫] সম
মহোদধি রামবাহুবল।
প্রথমেতে মোহবশে যাহারা তাহাতে পশে
হইল মগন সর্ব্বদল ॥৩১॥

ফেলিলেন প্রভু করি ধনু দ্বিখণ্ডিত।
দেখিয়া সকল লোক হয় হরষিত ॥
পাবন উদধিরূপ কুশিকনন্দন[৬]।
সুগভীর প্রেমবারিপূর্ণ সুশোভন ॥
রামরূপ পূর্ণচন্দ্র করি দরশন।
পুলক-আবলি-বীচি[৭] হয় বরধন ॥
আকাশেতে বাদ্যধ্বনি হয় ঘনেঘন।
গান করি দেববধূ করে নরতন ॥

(১) মেঘরূপী শ্রীরামচন্দ্রের আকর্ষণে (২) সূর্য্যের রথের ঘোড়া (৩) পথ (৪) বরাহ (৫) অর্ণবযান অর্থাৎ জাহাজ (৬) বিশ্বামিত্র (৭) পুলকাবলিরূপ তরঙ্গ।

মূল।

ব্রহ্মাদিক সুর সিদ্ধ মুনীশা।
প্রভুহিঁ প্রশংসহিঁ দেহিঁ অশীশা॥
বরষহিঁ সুমন রঙ্গবহু মালা।
গবাহিঁ কিন্নর গীত রসালা॥
রহী ভুবনভরি জয় জয় বাণী।
ধনুষভঙ্গধ্বনি জাত ন জানী॥
মুদিত কহহিঁ জহঁতহঁ নরনারী।
ভঞ্জেউ রাম শম্ভুধনু ভারী॥

দোহাঃ—
বন্দী মাগধ সূতগণ,
বিরদ[1] বদহিঁ মতিধীর।
করহিঁ নিচ্ছাবরি[2] লোগ সব,
হয় গজ ধন মণি চীর॥২৬৫॥

ঝাঁঝ[3] মৃদঙ্গ শঙ্খ সহনাই[4]।
ভেরী ঢোল দুন্দুভী সুহাই॥
বাজহিঁ বহু বাজনে সুহায়ে।
জহঁতহঁ যুবতিন মঙ্গল গায়ে॥
সখিন সহিত হর্ষিত অতি রাণী।
সূখত[5] ধান পরা জনু পানী॥
জনক লহেউ সুখ শোচ বিহাই।
পৈরত[6] থকে[7] থাহ[8] জনু পাই॥
শ্রীহত ভয়ে ভূপ ধনু টুটে।
জৈসে দিবস দীপচ্ছবি ছুটে॥
সিয় হিয় সুখ বরণিয় কেহি ভাঁতী।
জনু চাতক পায়ে জলস্বাতী॥
রামহিঁ লখণ বিলোকত কৈসে।
শশিহি চকোর কিশোরক[9] জৈসে॥
সতানন্দ তব আয়সু দীহ্না।
সীতা গমন রামপহঁ কীহ্না॥

(১) বিরুদ, স্তোত্র (২) আরুতি, পূজা (৩) কাঁসর (৪) সানাই, বংশী (৫) শুষ্কপ্রায় (৬) সন্তরণ করিতে করিতে (৭) শ্রান্ত (৮) থাই, তলস্পর্শ (৯) শিশু

বঙ্গানুবাদ।

ব্রহ্মা আদি সুরসিদ্ধ মুনিবরগণ।
আশীর্বাদ দিয়া করে প্রভু-প্রশংসন[1]॥
বহু বর্ণ পুষ্পমালা করে বরষণ।
সুরসাল গীত গায় কিন্নরেরগণ॥
ভুবন ভরিয়া রহে জয়-জয়-বাদ[2]।
তাহে শুনা নাহি যায় ধনু-ভঙ্গ-নাদ[3]॥
যথা তথা কহে নরনারী হর্ষমাণ।
ভাঙ্গিলেন রাম হরধনু সুমহান॥

বন্দী[4] ও মাগধগণ[4], মিলি সর্ব্ব সূত[4]গণ,
স্তোত্র পাঠ করে মতিধীর।
দেবগণে পূজা করে, সমুদায় নারী নরে,
দিয়া হয় গজ মণি চীর[5]॥২৬৫॥

বংশী শঙ্খ আদি করি মৃদঙ্গ কাঁসর।
ভেরি[6] ঢোল বহুতর দুন্দুভী[7] সুন্দর॥
বাজিতেছে বহু বাদ্য অতি মনোহর।
যুবতী করিছে গান সুমঙ্গলকর॥
সখী সহ রাণী হন অতি হরষিত।
শুষ্ক প্রায় ধান্যে যেন বারি নিপতিত॥
শোকমুক্তে সুখলাভ জনক করিল।
সন্তরণে শ্রান্ত যেন সুস্থল পাইল॥
ধনুভঙ্গে নৃপগণ হইল শ্রীহত।
দীপ-দীপ্তি লুপ্ত যেন হইলে প্রভাত॥
সীতা হৃদয়ের সুখ না হয় বর্ণন।
স্বাতীজল পাইলেক চাতক যেমন॥
লক্ষ্মণ করেন রামে দর্শন কেমন।
শশিকে চকোর-শিশু দেখিছে যেমন॥
সতানন্দ আজ্ঞাদান করিলে তখন।
রামের নিকটে সীতা করেন গমন॥

(১) প্রভুর শ্রীরামচন্দ্রের প্রশংসা করণ (২) জয় জয় বাক্য (৩) ধনুভঙ্গের শব্দ (৪) ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর স্তোত্র পাঠকগণ (৫) বস্ত্র (৬) পটহ, ঢক্কা (৭) নাগরা

মূল।

দোহাঃ— সঙ্গ সখী সুন্দর চতুরী,
গাবহিঁ মঙ্গল চার[১]।
গবনী বাল মরাল গতি,
সুষমা[২] অঙ্গ অপার ॥২৬৬॥
সখিন মধ্য সিয় সোহতি কৈসী।
চ্ছবিগণমধ্য মহাচ্ছবি জৈসী ॥
কর-সরোজ জয়মাল সুহাই।
বিশ্ববিজয় শোভা জনু চ্ছাই ॥
তনু সকোচ মন পরম উচ্ছাহু।
গূঢ় প্রেম লখিপরৈ ন কাহু ॥
জায় সমীপ রামচ্ছবি দেখী।
রহি জনু কুঁবরি চিত্র অব রেখী ॥
চতুর সখী লখি কহা বুঝাই।
পহিরাবহু[৩] জয়মাল সুহাই ॥
সুনত যুগল কর মাল উঠাই।
প্রেমবিবশ পহিরাই ন জাই ॥
সোহত জনু যুগ জলজ সনালা।
শশিহি সভীত দেত জয়মালা ॥
গাবহিঁ চ্ছবি অবলোকি সহেলী[৪]।
সিয় জয়মাল রামউর মেলী ॥
সোঃ—
রঘুবরউর জয়মাল,
দেখি দেব বরষহিঁ সুমন।
সকুচে সকল ভুয়াল,
জনু বিলোকি রবি কুমুদগণ ॥৩২॥
পুর অরু ব্যোম বাজনে বাজে।
খল ভয়ে মলিন সাধু সব গাজে[৫] ॥
সুর কিন্নর নর নাগ মুনীশা।
জয় জয় সব কহি দেহিঁ অশীশা ॥
নাচহিঁ গাবহিঁ বিবুধ[৬] বধূটী[৭]।
বার বার কুসমাবলি চ্ছূটি ॥

(১) প্রলোভন কারক গীত (২) সৌন্দর্য্য (৩) পরিধান করাও পরাও (৪) সঙ্গিনী (৫) আনন্দ ধ্বনি করে (৬) দেবতা (৭) ক্ষুদ্র অর্থাৎ বালিকা বধূগণ

বঙ্গানুবাদ।

সঙ্গে তাঁর সহচরী, সুচতুরা সুসুন্দরী,
গান করে সুমঙ্গল গান।
অঙ্গের সুষমা[১] অতি, মরাল শিশুর গতি
যবে তিনি করেন প্রয়াণ ॥২৬৬॥
সখিগণমধ্যে সীতা শোভিত কেমন।
ছবিমধ্যে মহাছবি দেখায় যেমন ॥
করপদ্মে জয়মালা অতি মনোহরী।
ছাইলেক শোভা যেন বিশ্বজয়করী ॥
তনু সঙ্কুচিত মনে পরম উতসাহ।
না পারে করিতে লক্ষ্য গূঢ় প্রেম কেহ ॥
রামছবি দেখে গিয়া সমীপে যখন।
স্থির রহে যেন চিত্র-পুত্তলী তখন ॥
চতুরা সঙ্গিনী দেখি বুঝাইয়া বলে।
মনোহরী জয়মালা পরাও না গলে ॥
শুনিয়া যুগল করে মাল্য উঠাইল।
প্রেমেতে বিবশ হয়ে পরাতে নারিল ॥
যুগ্ম কর শোভে যেন জলজ[২] সনাল[৩]।
শশিকে সভয়ে যেন দেয় জয়মাল ॥
ছবি দেখি গান করে সর্ব্ব সখিগণ।
সীতামালা[৪] রাম হৃদে হইলে মিলন ॥

শ্রীরামের বক্ষোপরে,, জয়মালা শোভা করে,
দেখি দেব পুষ্প বরষিল।
সঙ্কুচিত নৃপগণে. যেন রবি বিলোকনে
প্রমুদ্রিত[৫] কুমুদ হইল ॥৩২॥
নগরে আকাশে বহু বাজনা বাজিল।
মলিন হইল খল, সাধু হরষিল[৬] ॥
দেবতা কিন্নর নর নাগ ও মুনীশ।
জয় জয় কহি সবে দিতেছে আশিস ॥
নাচে গায় দেবনারী আনন্দিত মন।
বার বার করে সবে পুষ্প বরষণ ॥

(১) সৌন্দর্য্য, শোভা (২) পদ্ম (৩) মৃণাল বা ডাঁটা সহ বর্ত্তমান (৪) এক অর্থে সীতার দত্ত মালা অপরার্থে সীতারূপী মালা (৫) নিমীলিত, অপ্রকাশিত (৬) হর্ষিত হইল

মূল।

জহঁ তহঁ বিপ্র বেদধ্বনি করহীঁ।
বন্দী বিরদাবলি[১] উচ্চরহীঁ॥
মহি পাতাল নাক[২] যশ ব্যাপা।
রাম বরো সিয় ভঞ্জেউ চাপা॥
করহিঁ আরতি পুরনরনারী।
দেহিঁ নিচ্ছাবরি[৩] বৃত্তি বিসারী॥
সোহত সীয় রামকী জোরী।
ছবি শৃঙ্গার মনহুঁ ইকঠোরী॥
সখী কহহিঁ প্রভুপদ গহু সীতা।
করতি ন চরণ পরশ ভয়ভীতা॥
দোঃ—
গৌতমতিয়গতি[৪] সুরতি[৫] করি,
নহিঁ পরশতি পদ পাণি।
মন বিহঁসে রঘুবংশমণি,
প্রীতি অলৌকিক জানি॥২৬৭॥
তব সিয় দেখি ভূপ অভিলাষে।
কূর[৬] কুপূত[৭] মূঢ়মন মাষে[৮]॥
উঠি উঠি পহিরি সনাহ[৯] অভাগে।
জহঁতহঁ গাল বজাবন লাগে॥
লেহু ছড়ায় সীয় কহ কোউ।
ধরি বাঁধহু নৃপ বালক দোউ॥
তোরে ধনুষ কাজ নহিঁ সরই[১০]।
জীবত হমহিঁ কুঁবরি কো বরই[১১]॥
জো বিদেহ কছু করৈঁ সহাই।
জীতহু সমর সহিত দোউ ভাই॥
সাধু ভূপ বোলে শুনি বাণী।
রাজ সমাজহি লাজ লজানী॥
বল প্রতাপ বীরতা বড়াই।
নাক[১২] পিনাকহি সঙ্গ সিধাই॥
সোই শূরতাকি অব কহুঁ পাই।
অস বুধি তৌ বিধি মুঁহ মসিলাই[১৩]॥

(১) স্তোত্রাবলি (২) স্বর্গ (৩) পূজোপহার, বলি (৪) গৌতমের স্ত্রী, অহল্যার গতি (৫) স্মরণ (৬) ক্রুর (৭) কুপুত্র (৮) মক্ষিকা (৯) সন্নাহ, বর্ম্ম (১০) সম্পন্ন হওয়া (১১) বরণ করিবে, বিবাহ করিবে (১২) স্বর্গ (১৩) কালী লাগাও।

বঙ্গানুবাদ।

যথা তথা বেদধ্বনি করে বিপ্রগণ।
বন্দীগণ স্তোত্রাবলি করে উচ্চারণ॥
পৃথিবী পাতাল স্বর্গে সুযশ ছাইল।
ধনু ভঙ্গে রঘুবরে জানকী বরিল[১]॥
করিল আরতি পুর নরনারীগণ।
বহু বলি[২] দিল, বৃত্তি[৩] না করি স্মরণ॥
সীতারাম জায়াপতি শোভিল কেমন।
শৃঙ্গার[৪] সহিত যেন ছবির[৫] মিলন॥
সখী কহে সীতে ধর প্রভুর চরণ।
না করে চরণ স্পর্শ অতি ভীত মন॥

অহল্যার গতি যবে, স্মরণ হইল তবে,
পদ স্পর্শ নাহি করে পাণি[৬]।
মনে তাহা অনুমানি, হাসে রঘুবংশমণি,
প্রীতি তাঁর অলৌকিক জানি॥২৬৭॥

সীতাকে লভিতে বাঞ্ছা করে ভূপগণ।
মক্ষিকা-কুপুত্র ক্রুর অতি মূঢ় মন॥
উঠি উঠি পরে বর্ম্ম অভাগা সকল।
যথা তথা করে তারা অতি কোলাহল॥
সীতাকে কাড়িয়া লও বলে কোনজন।
ধরিয়া বাঁধহ নৃপবালক দুজন॥
কার্য্য নাহি হয় সিদ্ধ ধনুভঙ্গ যবে।
জীবিত থাকিতে মোরা কুমারী কে লবে॥
যদিচ বিদেহ কিছু করেন সহায়।
পরাজয় কর রণে এ দুই ভ্রাতায়॥
শুনিয়া বলেন তবে সাধু ভূপগণ।
রাজগণে সুলজ্জিত করিয়া তখন॥
বীরত্ব প্রতাপ বল প্রভুত্ব এখন।
ধনুসঙ্গে স্বর্গে সবে করেছে গমন॥
সে শূরতা[৭] আর কিহে পাইবে কোথাও।
বুঝিয়া উচিত হয় মুখে কালী লাও॥

(১) বরণ করিল, বিবাহ করিল (২) পূজোপহার (৩) আর (৪) মূর্ত্তিমান আদ্যরস (৫) মূর্ত্তিমতী শোভার (৬) সীতার হস্ত (৭) বীরত্ব

মূল।

দোহা:— দেখহু রামহিঁ নয়ন ভরি,
তজি ঈর্ষা মদ মোহু ॥
লখণরোষ পারুক প্রবল,
জানি শলভ জনি হোহু ॥২৬৮॥

বৈনতেয়বলি জিমি চহ কাগা।
জিমি শশ চহহি নাগ-অরিভাগা ॥
জিমি চহ কুশল অকারণ কোহী[১]।
সুখ সম্পদা চহহিঁ শিবদ্রোহী ॥
লোভী লোলুপ কীরতি চহই।
অকলঙ্কতা কি কামী লহই ॥
হরিপদ-বিমুখ পরমগতি চাহা।
তস তুম্হার লালচ[২] নরনাহা ॥
কোলাহল সুনি সীয় সকানী[৩]।
সখী লিবাই গইঁ জহঁ রাণী ॥
রাম স্বভাব চলে গুরুপাহীঁ।
সিয় সনেহ বর্ণত মন মাহীঁ ॥
রানিন সহিত শোচবশ সীয়া।
অবধোঁ বিধিহি কহা করনীয়া ॥
ভূপবচন সুনি ইতউত[৪] তকহীঁ।
লখণ রামডর বোলি ন সকহীঁ ॥
দোহা:—
অরুণ নয়ন ভ্রুকুটী কুটিল,
চিতবত নৃপন সকোপ।
মনহুঁ মত্ত গজগণ নিরখি,
সিংহকিশোরহি চোপ ॥২৬৯॥
খরভর[৫] দেখি বিকল নরনারী।
সব মিলি দেহিঁ মহীপন গারী ॥
তেহি অবসর সুনি শিবধনুভঙ্গা।
আয়ে ভৃগুকুলকমলপতঙ্গা ॥

(১) ক্রোধী (২) লালসা (৩) সকুচনা। সঙ্কুচিত হওয়া (৪) ইতস্ততঃ (৫) কোলাহল

বঙ্গানুবাদ।

রামে কর দরশন, ভরি নিজ সুনয়ন
ঈর্ষা মদ মোহ ত্যাগ করি।
লক্ষ্মণের রোষানল, জানি অতি পরবল[১],
শলভ[২] না হও তদুপরি ॥২৬৮॥

বৈনতেয়[৩]-বলি[৩] যেন যাচিতেছে কাগ।
শশক যাচিছে যেন নাগঅরিভাগ[৪] ॥
অকারণ ক্রোধী যেন যাচয়ে কুশল।
শিবদ্রোহী যাচে সুখ সম্পদ সকল ॥
লোলুপ যাচিছে কীর্ত্তি, লোভ অতিশয়।
কখনো কি কামী জন যশ প্রাপ্ত হয় ॥
হরিদ্রোহী শুভগতি যাচিলে যেমন।
নৃপগণ! তোমাদের লালসা তেমন ॥
কোলাহল শুনি সীতা সঙ্কুচিত ত্রাসে।
সখী লয়ে গেল তাঁরে জননীর পাশে ॥
গুরুপাশে যান রাম স্বভাবে আপন।
মনে মনে সীতা-স্নেহ করিয়া বর্ণন ॥
রাণীর সহিত সীতা শোকাতুরা অতি।
এবারে বিধাতা মোর করিবে কি গতি ॥
ভূপবাক্যে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করে।
লক্ষ্মণ রামের ভয়ে বলিতে না পারে ॥

অরুণ[৫] নয়নদ্বয়, ভ্রুকুটি কুটিল হয়
নৃপগণপানে চাহে ক্রুদ্ধ।
মনে ইহা লয় যেন, দেখি মত্তগজগণ
সিংহশিশু হইল নিস্তব্ধ ॥২৬৯॥
হইল বিকল দেখি কোলাহল ভারি।
নৃপগণে গালি দেয় সব নরনারী ॥
সেই অবসরে শুনি শিবধনুভঙ্গ।
আসিলেন ভৃগুকুল-কমল-পতঙ্গ[৬] ॥

(১) প্রবল (২) ফড়িং (৩) বৈনতেয়ের গরুড়ের বলি অর্থাৎ পূজোপহার (৪) নাগের অর্থাৎ হস্তীর অরি অর্থাৎ পক্ষ, সিংহ বা ব্যাঘ্র তাহার ভাগ অর্থাৎ প্রাপ্যাংশ (৫) ঈষৎ রক্তবর্ণ (৬) ভৃগুকুলরূপ কমল সম্বন্ধে পতঙ্গ অর্থাৎ সূর্য্য স্বরূপ

মূল ।

দেখি মহীপ সকল সকুচানে ।
বাজঝপট জিমি লবা[1] লুকানে ॥
গৌর শরীর ভূতি[2] ভলি ভ্রাজা ।
ভাল বিশাল ত্রিপুণ্ড্র বিরাজা ॥
শীশ জটা শশিবদন সুহাবা ।
রিসিবশ কছুক অরুণ ভৈ আবা ।
ভ্রুকুটী কুটিল নয়ন রিসিরাতে ।
সহজহু চিতবত মনহুঁ রিসাতে ॥
বৃষভকন্ধ[3] উর বাহু বিশালা ।
চারু জনেউ[4] মাল মৃগছালা ॥
কটি মুনিবসন তূণ দুই বাঁধে ।
ধনু শর কর কুঠার কল[5] কাঁধে ॥

দোহাঃ—

সন্তভেষ[6] করণী কঠিন,
বরণি ন জাই স্বরূপ ।
ধরি মুনিতনু জনু বীররস,
আয়ে জহঁ সব ভূপ ॥২৭০॥

দেখত ভৃগুপতিবেষ করালা ।
উঠে সকল ভয়বিকল ভূয়ালা ॥
পিতুসমেত কহি কহি নিজ নামা ।
লগে করণ সব দণ্ডপ্রণামা ॥
জ্যহি সুভায়[7] চিতবহিঁ হিত[8] জানী ।
সো জানৈ জনু আয়ু খুটানী[9] ॥
জনক বহোরি আয় শির নাবা ।
সীয় বুলায় প্রণাম করাবা ॥
আশিষ দীহ্ন সখী হরষানী ।
নিজ সমাজ লৈ গই সয়ানী ।
বিশ্বামিত্রে মিলে পুনি আই ।
পদসরোজ মেলে দোউ ভাই ॥
রাম লষণ দশরথকে ঢোটা[10] ।
দীহ্ন অশীষ জানি ভল জোটা ॥

বঙ্গানুবাদ ।

দেখি নৃপগণ সবে অতি ত্রাস পায় ।
বাজে[1] ছো মারিলে যেন টিট্টির লুকায় ॥
সুগৌর শরীরে ভস্ম অতিশয় ভ্রাজে[2] ।
বিশাল ললাটে কিবা ত্রিপুণ্ড্র[3] বিরাজে ॥
শীর্ষে জটা, মুখচন্দ্র কিবা শোভা করে ।
হয়েছে অরুণ কিছু যেন ক্রোধভরে ॥
ভ্রুকুটী কুটিল তাহে কুপিত নয়ন ।
মনে লয় ক্রুদ্ধ বলি সহজ দর্শন ॥
বৃকস্কন্ধ,[4] সুবিশাল উর বাহুবর ।
মৃগচর্ম্মমালা উপবীত মনোহর ॥
কটিতে আবদ্ধ তূণ মুনিচীর[5] বর ।
করে ধনুশর স্কন্ধে কুঠার সুন্দর ॥

হয়ে সাধুবেশধারী, কঠিন করণকারী,
বর্ণিবারে না পারি স্বরূপ ।
ধরি মুনিতনু হেন, বীররস আসে যেন,
তথা, যথা ছিল সব ভূপ ॥২৭০॥

ভৃগুপতি-বেশ দেখি অতীব করাল ।
ভয়েতে বিকল, উঠে সর্ব্বমহীপাল ॥
পিতৃনাম সহ কহি নিজ নিজ নাম ।
করে সবে দণ্ডবত তাঁহাকে প্রণাম ॥
বন্ধু বলি দেখিলেন সুভাবে যাহায় ।
সে জানে যেমন আয়ু তাহে বাঁধা যায় ॥
পুনশ্চ জনক আসি মাথা নোয়াইল ।
সীতাকে আনিয়া পদে নতি করাইল ॥
সখী হরষিতা যবে আশীর্ব্বাদ দিল ।
চতুরা সমাজে নিজ লইয়া চলিল ॥
বিশ্বামিত্র আসি পুন হইলে মিলন ।
মিলে আসি পাদপদ্মে ভাই দুইজন ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দশরথের নন্দন ।
আশিষ দিলেন মুনি,[6] জানি সুমিলন ॥

---

(১) টিট্টির পক্ষী (২) ভস্ম (৩) স্কন্ধ (৪) উপবীত (৫) সুন্দর (৬) সাধুর বেশ (৭) সুভাবে, ভালমনে (৮) বন্ধু (৯) খুটাবদ্ধ (১০) পুত্র ।

(১) পক্ষী বিশেষ (২) শোভা পায় (৩) ললাটদেশে দীর্ঘভাবে অঙ্কিত ফোঁটা (৪) বৃষের স্কন্ধের ন্যায় স্কন্ধ (৫) মুনির পরিধেয় চীর অর্থাৎ বসন (৬) পরশুরাম ।

মূল।

রামহিঁ চিতয়রহে থকি[১]লোচন।
রূপ অপার মারমদমোচন॥
দোহাঃ—
বহুরি বিলোকি বিদেহসন,
কহহু কহা অতিভীর।
পুঁছত জান[২] অজান[৩] জিমি,
ব্যাপেউ কোপ শরীর॥২৭১॥

সমাচার কহি জনক সুনায়ে।
জ্যহি কারণ মহীপ সব আয়ে॥
সুনত বচন ফিরি অনত[৪] নিহারে।
দেখে চাপখণ্ড মহি ডারে॥
অতি রিসি বোলে বচন কঠোরা।
কহু জড় জনক ধনুষ ক্যহিঁ তোরা॥
বেগি দিখাউ মূঢ় নত[৫] আজু।
উলটৌঁ মহি জহঁলগি তব রাজু॥
অতি ডর উত্তর দেত নৃপ নাহীঁ।
কুটিল ভূপ হরষে মনমাহীঁ॥
সুর মুনি নাগ নগরনরনারী।
শোচহিঁ সকল ত্রাস উর ভারী॥
মন পচ্ছতাতি[৬] সীয় মহতারী।
বিধি সঁবারি সব বাত বিগারী॥
ভৃগুপতিকর স্বভাব সুনি সীতা।
অর্দ্ধনিমেষ কল্প সম বীতা॥
দোহা:—
সভয় বিলোকে লোগ সব,
জানি জানকী[৭] ভীর[৮]।
হৃদয় ন হর্ষ বিষাদ কছু,
বোলে শ্রীরঘুবীর॥২৭২॥
নাথ শম্ভুধনু ভঞ্জনহারা[৯]।
হোইহি কোউ য়ক দাস তুম্হারা॥

(১) স্থির (২) বিজ্ঞ (৩) অজ্ঞ (৪) অন্যত্র (৫) নতুবা (৬) অনুতাপ করে (৭) প্রাণের (৮) বোলতা অর্থাৎ শঙ্ক (৯) ভঙ্গকর্ত্তা।

বঙ্গানুবাদ।

শ্রীরামে দেখিয়া স্থির রহিল লোচন।
অপার সুরূপ মারমদবিমোচন[১]॥

জনতা দেখিয়া অতি, বিদেহরাজার[২] প্রতি,
জিজ্ঞাসা করেন মতিধীর।
সরবজ্ঞ[৩] অজ্ঞ যেন, জিজ্ঞাসা করেন হেন,
ব্যাপে ক্রোধ সরব শরীর॥২৭১॥

শুনাইল সমাচার জনক রাজন।
যে কারণে সমবেত নরপতিগণ॥
শুনি বাক্য ফিরি তবে অন্যত্র নেহারে।
দেখে চাপ পড়ি আছে ভূমে খণ্ডাকারে॥
অতি ক্রোধে বলিলেন কঠোর বচন।
ধনুক ভাঙ্গিল জড় কহ কোন জন॥
শীঘ্র দেখাইয়া দাও কিম্বা মূঢ় অদ্য।
তব রাজ্য ভরি মহী উল্‌টাইব সদ্য॥
অতি ভয়ে উত্তর না দিলেন রাজন।
মনে মনে হরষিত ক্রুর ভূপগণ॥
সুর মুনি নাগ আর পুরনরনারী।
শোক করে সর্ব্বজন ত্রাস হৃদে ভারী॥
করিলেন অনুতাপ মনে সীতামাতা[৪]।
সুসম্পন্ন প্রায় করি বিগাড়িল[৫] ধাতা॥
শুনি সীতা ভৃগুপতি-স্বভাব বিশেষ।
কল্প সম বোধ করে অরধ[৬] নিমেষ॥

করে সব লোকগণ, ভৃগুপতি দরশন,
প্রাণভয়ে ভীত অতি মন।
হরষ বিমর্ষ কিছু, হৃদয়ে শ্রীরাম নিছু
না ধরিয়া, বলেন বচন॥২৭২॥
হে নাথ শঙ্করধনু করিতে ভঞ্জন।
হইয়াছে সমরথ দাস কোন জন॥

(১) মারের অর্থাৎ মদনের মদ অর্থাৎ গর্ব্বমোচনকারী (২) জনক রাজার (৩) সর্ব্বজ্ঞ (৪) সীতার মাতা (৫) নষ্ট করিল (৬) অর্দ্ধ।

মূল।

আরসু কহা কহিয় কিন মোহী।
শুনি রিসায় বোলে মুনি কোহী॥
সেবক সো জো করৈ সেবকাই।
অরিকরণী করি করিয় লরাই॥
সুনহু রাম জ্যহি শিব-ধনু তোরা।
সহসবাহু সম সো রিপু মোরা॥
সো বিলগাই বিহাই সমাজা।
নতু মারে জৈহৈঁ সব রাজা॥
শুনি মুনিবচন লষণ মুসুকানে।
বোলে পরশু-ধরহি[১] অপমানে॥
বহু ধনুহী তোরী লরিকাঁই[২]।
কবহুঁ ন অস রিসি কীহু গুসাঁই॥
য়হিধনুপর মমতা কেহি হেতু।
শুনি রিসায় কহ ভৃগুকুলকেতু॥
দোহাঃ—
রে নৃপবালক কালবশ,
বোলত তোহি ন সঁভার।
ধনুহী সম ত্রিপুরারি ধনু,
বিদিত সকল সংসার॥২৭৩॥
লষণ কহা হঁসি হমরে জানা।
সুনহু দেব সব ধনুষ সমানা॥
কা ক্ষতি লাভ জীর্ণ ধনু তোরে।
দেখা রাম নয়েকে[৩] ভোরে[৪]॥
ছুবত টুট রঘুপতিহি ন দোষু।
মুনি বিনুকাজ করিয় কত রোষু॥
বোলে চিতয় পরশুকী ওরা[৫]।
রে শঠ সুনেসি প্রভাব ন মোরা॥
বালক জানি বধোঁ নহিঁ তোহীঁ।
কেবল মুনি জড় জানেসি মোহীঁ॥
বাল ব্রহ্মচারী অতি কোহী[৬]।
বিশ্ব বিদিত ক্ষত্রিয়কুলদ্রোহী॥

বঙ্গানুবাদ।

করেন আদেশ কিবা দাসের উপরে।
শুনি মুনি বলিলেন অতি ক্রোধভরে।
সেবক সেজন যেবা করে সেবকতা॥
করিয়া অরির কার্য্য কর বিপক্ষতা॥
শুন রাম শিবধনু ভাঙ্গিয়াছে যেহ।
সহস্র-বাহুর[১] সম রিপু মোর সেহ॥
সমাজ হইতে তারে পৃথক করহ।
নতুবা মারিব রাজা আছে যেহ কেহ॥
মুনির বচন শুনি হাসেন লক্ষ্মণ।
পরশুধারীকে বলে করি অপমান॥
করিয়াছি ধনুভঙ্গ বহু শিশুকালে।
না কর এরূপ ক্রোধ প্রভু কোনকালে॥
এ ধনু উপরে এত স্নেহ কিবা হেতু।
শুনি ক্রোধে বলিলেন ভৃগুকুলকেতু[২]॥

কালবশে নৃপসুত, নহে কিছু অদভূত,
হেন বাক্য-কথন তোমার।
শিব ধনু অনুপম, জগত মাঝারে সম,
কোথা আছে সুবিদিত আর॥২৭৩॥
লক্ষ্মণ কহেন হাসি মম এই জ্ঞান।
হে দেব শুনহ সর্ব্ব ধনুক সমান॥
কিবা লাভ ক্ষতি জীর্ণ ধনুক-ভঞ্জনে।
ভাঙ্গিতে গেলেন রাম নব করি মনে॥
স্পর্শ মাত্রে ভঙ্গ, নাহি শ্রীরামের দোষ।
বিনা কাজে মুনি কেন কর এত রোষ॥
বলে মুনি "চাহ দেখি পরশুর পানে"।
মম শক্তি শঠ নাহি শুনিয়াছ কাণে॥
বালক জানিয়া নাহি বধিব তোমায়।
জড় মুনি বলি নাহি জানিবে আমায়॥
অতি ক্রোধী শিশু ব্রহ্মচারী বলি খ্যাত।
ক্ষত্রকুলদ্রোহী আমি বিশ্বে সুবিদিত॥

(১) পরশুধারীকে (২) শিশুকালে (৩) নূতন বলিয়া (৪) ভ্রমে (৫) পানে, দিকে (৬) ক্রোধী

(১) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের (২) পরশুরাম

মূল।

ভুজবল ভূমি ভূপবিনু কীন্হী।
বিপুলবার মহিদেবন[1] দীন্হী॥
সহসবাহুভুজ ছেদনহারা[2]।
পরশু বিলোকু মহীপকুমারা॥
দোহাঃ—মাতু পিতহি জনি শোচবশ,
করসি মহীপকিশোর।
গর্ভনকে অর্ভক[3] দলন,
পরশু মোর অতি ঘোর॥২৭৪॥
বিহঁসি লখণ বোলে মৃদুবাণী।
অহো মুনীশ মহা ভট মানি॥
পুনি পুনি মোহি দেখাব কুঠারা।
চহত উড়াবন ফূঁকি পহারা[4]॥
ইহাঁ কুম্হড়[5] বতিয়া[6] কোউ নাহীঁ।
জো তর্জনি দেখত মরি জাহীঁ॥
দেখি কুঠার শরাসন বানা।
মৈঁ কছু কহা সহিত অভিমানা।
ভৃগুকুল সমুঝি জনেউ[7] বিলোকী।
জো কছু কহহু সহৌঁ রিসি রোকী[8]॥
সুর মহিসুর[9] হরিজন[10] অরু গাই।
হমরে কুল ইনপর ন শুরাই[11]॥
বধে পাপ, অপকীরতি হারে।
মারতহূ পাঁপরিয় তুম্হারে॥
কোটি কুলিশ সম বচন তুম্হারা।
বৃথা ধরহু ধনুবান কুঠারা॥
দোহাঃ—
জো বিলোকি অনুচিত কহেউঁ,
ক্ষমহু মহামুনি ধীর।
সুনি সরোষ ভৃগুবংশমণি,
বোলে গিরা গঁভীর॥২৭৫॥
কৌশিক সুনহু মন্দ য়হ বালক।
কুটিল কালবশ নিজকুলঘালক[12]॥

(১) ব্রাহ্মণগণকে (২) ছেদন-কর্ত্তা (৩) শিশু (৪) পাহাড় (৫) কুমাণ্ড (৬) কোমল, অপক্ক (৭) উপবীত (৮) সম্বরণ করিয়া (৯) ব্রাহ্মণ (১০) হরিভক্ত (১১) শূরতা, বীরত্ব (১২) আপনার কুলের কলঙ্ককারক।

বঙ্গানুবাদ।

নৃপহীন করি ভুজবলেতে আমার।
ব্রাহ্মণে করেছি দান ধরা বহুবার॥
সহস্রবাহুর[1] ভুজ ছেদনকারক।
পরশু দেখহ মম নৃপতিবালক॥
পিতা মাতঃ পুত্রহীন পুনরপি শোকাধীন
নাহি কর নৃপতিকুমার।
গর্ভশিশু নাশকর, অতিশয় ঘোরতর,
জাননা কি কুঠার আমার॥২৭৪॥
হাসিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন মৃদুবাণী।
মুনিবর মহাযোদ্ধা তাহা বেশ জানি॥
পুন পুন মোরে তুমি দেখাও কুঠার।
পর্ব্বত উড়াতে চাহ দিয়া ফুৎকার॥
কোমল কুষ্মাণ্ড হেথা নাহি কোন জন।
তর্জ্জনী দেখিয়া যার হইবে মরণ[2]॥
দেখিয়া কুঠার আর শরাসন বাণ।
কহিলাম কিছু আমি সহ অভিমান॥
ভৃগুকুল বুঝি উপবীত দরশনে।
যা কিছু কহিলে সহি ক্রোধ সম্বরণে॥
হরিভক্ত গাভী আর ব্রাহ্মণ দেবতা।
এর প্রতি মম কুলে না করে শূরতা॥
বধিলে কলুষ[3], অপকীর্ত্তি পলায়নে।
বিনাশ করহ পড়ি তোমার চরণে॥
কোটী বজ্র সম শুণি বচন তোমার।
বৃথা কেন ধর ধনু বাণ ও কুঠার॥

যাহা যাহা দেখিলাম, উচিত না কহিলাম,
ক্ষমা কর মহামুনি ধীর।
শুনি অতি ক্রোধভরে, ভৃগুবংশমণি[4] করে,
উচ্চারণ বচন গম্ভীর॥২৭৫॥
কৌশিক[5] শুনহ, মন্দ ক্রুর এ বালক।
কালবশ নিজকুলকলঙ্ককারক।

(১) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের (২) জনপ্রবাদ আছে যে তর্জ্জনী দেখাইলে কোমল কুষ্মাণ্ড পচিয়া যায় (৩) পাপ (৪) পরশুরাম (৫) বিশ্বামিত্র।

মূল।

ভানুবংশরাকেশকলঙ্ক[1]।
নিপট[2] নিরঙ্কুশ অবুধ[3] অশঙ্ক॥
কালকবর[4] হোইহি ক্ষণমাহীঁ।
কহৌঁ পুকারি খোরি মোহিঁ নাহীঁ॥
তুম হটকহু[5] জো চহহু উবারা[6]।
কহি প্রতাপ বল রোষ হমারা॥
লষণ কহা মুনি সুযশ তুম্হারা।
তুমহিঁ অছ্ছত কো বরণৈ পারা॥
অপনে মুখ তুম আপনি করণী।
বার অনেক ভাঁতিবহু বরণী॥
নহিঁ সন্তোষ তো পুনি কছু কহহূ।
জনি ঋষি রোকি তুসহ তুখ সহহূ॥
বীরব্রতি তুম ধীর অক্ষোভা।
গারী[7] দেত ন পাবহু শোভা॥
দোহাঃ—শূর সমর করণী করহিঁ,
কহি ন জনাবহিঁ আপু।
বিদ্যমান রণ পাই রিপু,
কায়র[8] কথহিঁ প্রলাপু॥২৭৬॥
তুমতো কাল হাঁকি জনু লাবা।
বার বার মোহিঁলাগি বুলাবা॥
সুনত লষণকে বচন কঠোরা।
পরশু সুধারি[9] ধর্যাউ কর ঘোরা॥
অব জনি দেহু দোষ মোহিঁ লোগু।
কটুবাদী বালক বধযোগু॥
বাল বিলোকি বহুত মৈঁ বাঁচা।
অব য়হ মরণহার ভা সাঁচা॥
কৌশিক কহা ক্ষমিয় অপরাধূ।
বাল-দোষগুণ গণহিঁন সাধূ॥
কর কুঠার মৈঁ অকরুণ[10] কোহী[11]।
আগে অপরাধী গুরুদ্রোহী॥

(১) সূর্য্যবংশরূপ পূর্ণিমার চন্দ্র তাহার কলঙ্ক স্বরূপ (২) সম্যক প্রকারে (৩) অবোধ (৪) কালের কবলে অর্থাৎ গ্রাসে (৫) নিবারণ কর (৬) বাঁচাইতে (৭) গালি (৮) কাপুরুষ, ভীরু (৯) ঠিক করিয়া (১০) অকার্য্যে, কুকরণে (১১) ক্রোধী।

বঙ্গানুবাদ।

ভানুবংশ[1] রূপ পূর্ণ চন্দ্রের কলঙ্ক।
নিরঙ্কুশ[2] বোধহীন সম্যক অশঙ্ক[3]॥
কালগ্রাসে পড়িবেক ক্ষণের ভিতর।
উচ্চৈঃস্বরে কহি, নাহি দোষ অতঃপর॥
বাঁচাইতে যদি চাহ, কর নিবারণ।
মম রোষ বল বীর্য্য করিয়া বর্ণন॥
লক্ষণ কহেন মুনে সুযশ তোমার।
তোমা চেয়ে ভাল বরণিতে[4] সাধ্য কার॥
আপনার মুখে তুমি আপন করণ।
বহুবার বহুরূপে করিলে বর্ণন॥
সন্তোষ না হয় যদি পুন কিছু কহ।
ক্রোধ সম্বরণ করি কেন দুঃখ সহ॥
নাহি ক্ষোভ,[5] ধীর তুমি, বীর ব্যবসায়।
গালি দেয়া তব সনে শোভা নাহি পায়॥
সমরেতে শূরগণ[6] করে কার্য্য সম্পাদন
নাহি কহে আত্ম বিবরণ।
বিদ্যমান পেয়ে রণে, আপনার রিপুগণে
ভীরু কহে প্রলাপ বচন॥২৭৬॥
আনিয়াছ কালে[7] ডাকি তুমিহ যেমন।
মম হেতু বার বার কর সম্বোধন॥
শুনি লক্ষণের সেই বচন কঠোর।
পরশু[8] ধরিল করে, ঠিক করি ঘোর॥
এবে মোরে দোষ নাহি দিবে কোনজন।
বধযোগ্য শিশু, যেহ কহে কুবচন॥
বালক দেখিয়া বাঁচায়েছি বহুবার।
এখন মরণকাল হয়েছে ইহার॥
কৌশিক[9] কহেন দোষ ক্ষমাকর মুনে।
বালকের দোষগুণ সাধু নাহি গুণে॥
করেতে কুঠার মম, কুকরণে[10] ক্রোধী।
তাহে অগ্রে দেখি গুরুদ্রোহী অপরাধী॥

(১) সূর্য্যবংশ (২) অনিবার্য্য, স্বেচ্ছাকারী (৩) নির্ভয় (৪) বর্ণিতে (৫) মনের চাঞ্চল্য (৬) বীরগণ (৭) যমকে (৮) কুঠার (৯) বিশ্বামিত্র (১০) কুকার্য্যে

মূল।

উতরদেত ছাঁড়োঁ বিনুমারে।
কেবল কৌশিক শীল তুম্হারে ॥
নতু ইহি কাটি কুঠার কঠোরে।
গুরুহিঁ উঋণ[১] হোতউঁ শ্রম থোরে ॥
দোহাঃ—
গাধিসুবন[২] কহ হৃদয় হঁসি,
মুনিহিঁ হরি অরে সূঝ[৩] ॥
অজগব[৪] খণ্ড্যউ উঁখ[৫] জিমি,
অজহুঁ ন বুঝ অবুঝ ॥২৭৭॥

কহেউ লষণ মুনি শীল তুম্হারা।
কো নহিঁ জান বিদিত সংসারা ॥
মাতহিঁ পিতহিঁ উঋণ[১] ভয়ে নীকে।
গুরুঋণ রহা শোচ বড় জীকে ॥
সো জনু হমরে মাথে কাড়া[৬]।
দিন চলি গয়ে ব্যাজ[৭] বহু বাড়া ॥
অব আনিয় ব্যবহরিয়া[৮] বোলী।
তুরত দেব মৈঁ থৈলী খোলী ॥
সুনি কটু বচন কুঠার সুধারা।
হা হা কহি সব লোগ পুকারা ॥
ভৃগুবর পরশু দেখাবহু মোহী।
বিপ্র বিচারি বচৌ নৃপদ্রোহী ॥
মিলে ন কবহুঁ সুভট রণ গাঢ়ে।
দ্বিজদেবতাঘরহিকে বাঢ়ে[৯] ॥
অনুচিত কহি সব লোগ পুকারে।
রঘুপতি সৈনহি[১০] লষণ নিবারে ॥
দোহাঃ—
লষণউত্তর আহুতি সরিস,
ভৃগুবরকোপ কৃশানু।
বড়তদেখি জলসম বচন,
বোলে রঘুকুলভানু ॥২৭৮॥

(১) ঋণমুক্ত (২) গাধি সুত (৩) বোধ, জ্ঞান (৪) হরধনু (৫) ইক্ষু (৬) বল পূর্ব্বক আদায় করা, কাড়িয়া লওয়া (৭) সুদ (৮) বিচারক (৯) বর্জ্জন করিয়া, বাদ দিয়া (১০) ইঙ্গিতে

বঙ্গানুবাদ।

উত্তর দ্বিগুণ দেয় না করি প্রহার।
কেবল কৌশিক[১] দেখি শীলতা তোমার ॥
নতুবা কুঠারে কাটি বালক অবোধ।
অল্প শ্রমে করিতাম গুরুঋণ শোধ ॥

গাধির নন্দন[১] কহে, হাস্য করি মনে তাহে,
মুনে তুমি হারায়েছ বোধ।
হরধনু খণ্ড খণ্ড, করে যেন ইক্ষুদণ্ড
অদ্যাপিও না বুঝ অবোধ ॥২৭৭॥

লক্ষ্মণ কহেন মুনে শীলতা তোমার।
কোন জন নাহি জানে বিদিত সংসার ॥
মাতা-পিতা-ঋণে মুক্ত হয়েছ উত্তম।
গুরুঋণ ছিল বলি দুঃখ মহত্তম ॥
তাহা যেন মম মাথে করিবে আদায়।
বাড়িবেক সুদ যদি দিন চলি যায় ॥
বিচারক ডাকি আন তুমিহ সম্প্রতি।
থলি খুলি দিব আমি ত্বরা করি অতি ॥
শুনি কটু বাক্য ধরে কুঠার তখন।
হা হা কহি লোক সব করে নিবারণ ॥
ভৃগুবর দেখাও কি পরশু আমারে।
না বধি বিচারি বিপ্র, নৃপদ্রোহী তোরে ॥
গাঢ়রণে সুযোদ্ধা না মিলিল কখন।
ব্রাহ্মণ দেবতা ঘর করিয়া বর্জ্জন ॥
অনুচিত ইহা অতি কহে লোকগণ।
ইঙ্গিতে করেন রাম লক্ষ্মণে বারণ[২] ॥

লক্ষ্মণউত্তর হেন, আহুতি সদৃশ যেন
পড়ে যবে ভৃগু-কোপানলে[৩]।
দেখি তার বরধন[৪], জল সম সুবচন
রঘুকুলভানু[৫] তবে বলে ॥২৭৮॥

(১) বিশ্বামিত্র (২) নিষেধ (৩) ভৃগুবর অর্থাৎ পরশুরামের কোপরূপ অনলে (৪) বর্দ্ধন, বৃদ্ধি (৫) রঘুকুলে ভানু অর্থাৎ সূর্য্যরূপ রামচন্দ্র

মূল।

নাথ করহু বালকপর ছোহূ[১]।
শুদ্ধ দূধমুখ করিয় ন কোহূ॥
জো পৈ প্রভুপ্রভাব কছু জানা।
তৌকি বরাবর করত অয়ানা[২]॥
জো লরিকা কছু অনুচিত করহীঁ।
গুরু পিতু মাতু মোদ মন ভরহীঁ॥
করিয় কৃপা শিশু সেবক জানী।
তুম সম শীল ধীর মুনি জ্ঞানী॥
রামবচন সুনি কচ্ছুক জুড়ানে।
কহি কছু লখণ বহুরি মুসুকানে॥
হঁসত দেখি নখ-শিখ[৩] রিসি ব্যাপী।
রাম তোর ভ্রাতা বড় পাপী॥
গৌর শরীর শ্যাম মনমাহীঁ।
কালকূটমুখ পয়মুখ নাহীঁ॥
সহজ টেঢ়[৪] অনুহরৈ ন তোহী।
নীচ মীচ সম লখৈ ন মোহী॥

দোহাঃ—
লখণ কহেউ হঁসি সুনহু মুনি,
ক্রোধ পাপকর মূল।
জেহিবশ জন অনুচিত করহিঁ,
চরহিঁ বিশ্বপ্রতিকূল॥২৭৯॥

মৈঁ তুম্হার অনুচর মুনিরায়া।
পরিহরি কোপ করিয় অব দায়া॥
টুট চাপ নহিঁ জুরহি রিসানে।
বৈঠিয় হোইহি পাঁয়[৫] পিরানে[৬]॥
জো অতি প্রিয় তো করিয় উপাঈ।
জোরিয় কোউ বড় গুণী বুলাই॥
বোলত লখণহি জনক ডরাহীঁ।
মষ্টকরহু[৭] অনুচিত ভল নাহীঁ॥
থর থর কাঁপহিঁ পুরনরনারী।
ছোট কুমার খোট অতি ভারী॥

(১) স্নেহ (২) অজ্ঞ (৩) আপাদমস্তক (৪) বক্র, কুটিল (৫) পদে (৬) পীড়াবোধ (৭) চুপকর

বঙ্গানুবাদ।

বালক উপরে নাথ করহ সস্নেহ।
শুদ্ধপোষ্য প্রতি ক্রোধ নাহি করে কেহ॥
প্রভুর প্রভাব কিছু হইলে বিদিত।
সম আচরণ অজ্ঞ কিরূপে করিত॥
অনুচিত করে শিশু যদিচ কখন।
গুরু পিতা মাতা মনে রুষ্ট নাহি হন॥
কৃপাকর বালকেরে সুসেবক জানী।
সুশীল তোমার সম কেবা ধীর জ্ঞানী॥
কিছু শান্ত হন, শুনি রামের বচন।
পুন কিছু কহি হাস্য করিল লক্ষ্মণ॥
হাস্য দেখি ক্রোধপূর্ণ আপাদ মস্তক।
রাম তব ভ্রাতা অতি কলুষ[১] কারক॥
সুগৌর শরীর কিন্তু হৃদয় মলীন।
কালকূট-পূর্ণ[২] মুখ মধুরতা হীন॥
সহজ কুটিল অনুহরেনা[৩] তোমায়।
নীচ জন সম ভাবে নগণ্য আমায়॥

লক্ষ্মণ কহেন হাসি, শুন মুনি তমরাশি,
ক্রোধ হয় সর্ব্বপাপমূল।
যার বশে সুমানব, করে অনুচিত সব,
আচরিয়া বিশ্ব-প্রতিকূল॥২৭৯॥

আমিহ তোমার অনুচর মুনিরায়।
পরিহরি কোপ কর করুণা আমায়॥
যোড়া না লাগিবে ধনু করিলেও ক্রোধ।
উপবিষ্ট হও পদে হবে পীড়া বোধ॥
যদি অতি প্রিয় তবে করহ উপায়।
যোড়া দাও আনি কোন গুণীকে এথায়॥
বলিলেন লক্ষ্মণকে জনক সভীত।
চুপকর ভাল নহে করা অনুচিত॥
থর থর কাঁপে সব পুরনরনারী।
কুমার যদিচ শিশু, দোষ কিন্তু ভারী॥

(১) পাপ (২) বিষপূর্ণ (৩) অনুসরণ করেনা

মূল।

ভৃগুপতি সুনি সুনি নির্ভয় বাণী।
রিসি তনু জরৈ হোয় বলহানী॥
বোলে রামহিঁ দেই নিহোরা[১]।
বচৌ বিচারি বন্ধু লঘু তোরা॥
মন মলীন তনু সুন্দর কৈসে।
বিষরস ভরা কণকঘট জৈসে॥
দোহাঃ—
সুনি লক্ষ্মণ বিহঁসে বহুরি,
নয়নতরেরে রাম।
গুরু সমীপ গবনে সকুচি,
পরিহরি বাণী বাম[৩]॥২৮০॥
অতি বিনীত মৃদু শীতল বাণী।
বোলে রাম জোরি যুগ পাণী॥
সুনহু নাথ তুম সহজ সুজানা।
বালকবচন করিয় নহিঁ কানা॥
বর্রে[৪] বালক এক স্বভাউ।
ইনহিঁ ন সন্ত বিদূষহিঁ কাউ॥
তিন নাহীঁ কচ্ছু কাজ বিগারা।
অপরাধী মৈঁ নাথ তুম্হারা॥
কৃপা কোপ বধ বন্ধ গুসাঁই।
মোপর করিয় দাসকী নাঁই[৫]॥
কহিয় বেগি জ্যহিবিধি রিসি জাই।
মুনিনায়ক সোই করিয় উপাই॥
কহ মুনি রাম জাই রিসি কৈসে।
অজহুঁ বন্ধু তব চিতব অনৈসে[৬]॥
ইহিকে কণ্ঠ কুঠার ন দীন্থা।
তৌ মৈঁ কহা কোপকরি কীন্থা॥
দোহাঃ—
গর্ভ শ্রবহিঁ[৭] অবনীপ-রণি[৮],
সুনি কুঠারগতি ঘোর।
পরশু অচ্ছত[৯] দেখৌ জিয়ত,
বৈরী ভূপকিশোর॥২৮১॥

(১) যাচঞা করণ (২) চক্ষুঠারি নিবারণ করিলেন (৩) বিরুদ্ধ (৪) বয়োজ, যোলতা (৫) সম, মত (৬) ওরূপে (৭) স্রাব করে (৮) রাজরাণী (৯) অকলুষিত

বঙ্গানুবাদ।

ভৃগুপতি শুনি শুনি বচন নির্ভয়।
ক্রোধে জর্জ্জরিত তনু বলহীন হয়॥
বলিলেন রঘুবরে 'তোমার বচনে'।
তব লঘু বন্ধু[১] বলি না বধি লক্ষ্মণে॥
হৃদয় মলীন, তনু সুন্দর কেমন।
বিষরসপূর্ণ স্বর্ণ কলস যেমন॥

লক্ষ্মণ হাসেন শুনি, দেখি তাহা রঘুমণি
চক্ষু ঠারি করেন বারণ[২]।
গুরুপাশে আগমন, করিলেন ভীতমন,
পরিহরি বিরুদ্ধ বচন॥২৮০॥
অতীব বিনীত মৃদু বচন শীতল।
শ্রীরাম বলেন পাণি[৩] যুড়িয়া যুগল॥
সহজে সুবিজ্ঞ তুমি শুনহ শ্রবণে।
কর্ণপাত না করিও শিশুর বচনে॥
বালক বরোল হয় স্বভাবে সমান।
দোষ নাহি দেয় তারে কোন জ্ঞানবান॥
কার্য্য নষ্ট কিছু নাহি করেছে সেজন।
তব পাশে অপরাধী আমিই এখন॥
কৃপা, কোপ, বধ, বন্ধনাদি গুরুদণ্ড।
দাস সম মমোপরি করহ প্রচণ্ড॥
ত্বরা করি কহ, ক্রোধ যেরূপে যাইবে।
হে মুনি-নায়ক! সেই উপায় করিবে॥
কহে মুনি 'রাম ক্রোধ যাইবে কিরূপে'।
এখনো তোমার ভ্রাতা হেরিছে ওরূপে॥
এর কণ্ঠে নাহি দিলে কুঠার প্রবল।
ক্রোধ করি হইবেক কিবা মম ফল॥

গর্ভস্রাব করে ক্ষণে, নৃপের রমণীগণে
শুনি কুঠারের গতি ঘোর।
পরশু অকলুষিত, দেখিতেছে সজীবিত
বৈরী মম নৃপতি-কিশোর[৪] ২৮১॥

(১) ভ্রাতা (২) নিষেধ (৩) হস্ত (৪) শিশু রাজপুত্র

মূল ।

রহৈ ন হাত দহৈ রিসি ছাতী ।
ভা কুঠার কুণ্ঠিত নৃপঘাতী ॥
ভয়উ বাম বিধি ফির্‌্যউ স্বভাউ ।
মোরে হৃদয় কৃপা কস কাউ ॥
আজু দৈব দুখ দুসহ সহাবা ।
সুনি সৌমিত্র বিহঁসি শির নাবা ॥
বাউ কৃপা মূরতি অনুকূলা ।
বোলত বচন ঝরত জনু ফূলা ॥
জো পৈ কৃপা জরৈ মুনিগাতা ।
ক্রোধ ভয়ে তনু রাখু বিধাতা ॥
দেখু জনক হঠি[1] বালক এহূ ।
কীন্হ চহত জড় যমপুর গেহূ ॥
বেগি করহু কিন আঁখিন ওটা[2] ।
দেখত ছোট খোট[3] নৃপঢোটা[4] ॥
বিহঁসে লষণ কহা মুনিপাহীঁ ।
মূঁদিয় আঁখি কতহুঁ কোউ নাহীঁ ॥
দোহাঃ—
পরশুরাম তব রাম প্রতি,
বোলে বচন সক্রোধ ।
শম্ভুশরাসন তোরি[5] শঠ,
করসি হমার প্রবোধ ॥২৮২॥

বন্ধু কহৈ কটু সম্মত তোরে ।
তু ছল বিনয় করসি করজোরে ॥
করু পরিতোষ মোর সংগ্রামা ।
নাহিঁত ছাঁড় কহাউব রামা ॥
ছল তজি সমর করহু শিবদ্রোহী ।
বন্ধু সহিত নতু মারৌঁ তোহী ॥
ভৃগুপতি তমকি[6] কুঠার উঠায়ে ।
মন মুসুকাহিঁ রাম শির নায়ে ॥
গুণহু লষণপর হমপর রোষূ ।
কতহুঁ সুধাইহু তে বড় দোষূ ॥

(১) একগুঁয়ে (২) আড়াল, অন্তরাল (৩) দুষ্ট (৪) রাজপুত্র (৫) ভঙ্গ করিয়া (৬) তম অর্থাৎ গর্ব্ব করিয়া ।

বঙ্গানুবাদ ।

ক্রোধে দগ্ধ হিয়া, হস্ত না চলে আমার ।
হইলেও নৃপঘাতী, কুণ্ঠিত কুঠার ॥
হইল বিধাতা বাম, ফিরায়ে স্বভাব ।
আমার হৃদয়ে কেন করুণার ভাব ॥
দৈবপাকে দুঃখ অত্য সহিতে হইল ।
শুনিয়া সৌমিত্র[1] হাসি মাথা নোয়াইল ॥
কৃপা যেন বায়ু, মূর্ত্তি-তরুঅনুকূল[2]
বলিতেছ বাক্য যেন ঝরিতেছে ফুল ॥
গাত্রদগ্ধ হয় যদি করুণা পাইয়া ।
বিধাতা রাখুন তনু ক্রোধ উপজিয়া ॥
দেখহ জনক একগুঁয়ে শিশু এহ ।
করিতে চাহিছে জড় যমপুরে গেহ[3] ॥
করহ না কেন শীঘ্র চক্ষুর বাহির ।
হইলেও শিশু, দুষ্ট পুত্র নৃপতির ॥
বলিলেন মুনিপাশে হাসিয়া লক্ষ্মণ ।
কোথায় নাহিক কেহ মুদিলে নয়ন ॥

তখন পরশুরাম, সম্বোধন করি রাম[4]
বলিলেন সহ অতি ক্রোধ ।
শঙ্করের শরাসন, করি শঠ বিভঞ্জন
করিতেছ আমার প্রবোধ ॥২৮২॥

কটুবাক্য কহে ভ্রাতা সম্মতে তোমার ।
করযোড়ে কর তুমি বিনতি আমার ॥
পরিতোষ কর মোর করিয়া সংগ্রাম ।
নতুবা করহ ত্যাগ নিজ আখ্যা রাম ॥
ছল তজি কর রণ শিবদ্রোহী তুমি ।
নতুবা মারিব তোরে ভ্রাতা সহ আমি ॥
ভৃগুপতি গর্ব্ব করি কুঠার উঠায় ।
শির নত করে রাম হাস্য করি তায় ॥
লক্ষ্মণের দোষ নাহি মম প্রতি রোষ ।
জিজ্ঞাসা করিতে গেলে কিবা তার দোষ ॥

(১) সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ (২) মূর্ত্তি অর্থাৎ দেহরূপ তরুর পক্ষে অনুকূল (৩) আলয় (৪) অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রকে ।

মূল।

টেঢ়[১] জানি শঙ্কা সবকাহূ।
বক্র চন্দ্রমহি গ্রসৈ ন রাহূ॥
রাম কহা রিসি তজিয় মুনীশা।
কর কুঠার আগে য়হ শীষা॥
জ্যহি রিস জাই করিয় সোই স্বামী।
মোহিঁ জানি আপন অনুগামী॥

দোহাঃ—

প্রভুহিঁ সেবকহিঁ সমর কস,
তজহু বিপ্রবর রোষ।
ভেষ[২] বিলোকি কহেসি কছু,
বালকহূ নহি দোষ॥২৮৩॥

দেখি কুঠার-বান-ধনুধারী।
ভৈ লরিকহি রিস বীর বিচারী॥
নাম জান পৈ তুমহিঁ ন চীহ্না।
বংশ স্বভাব উতর তেহি দীহ্না॥
জো তুম আবত্যউ মুনিকী নাইঁ।
পদরজ শির শিশু ধরত গুসাঁই॥
ক্ষমহু চূক[৩] অনজানত-কেরী[৪]।
চহিয় বিপ্রউর কৃপা ঘনেরী[৫]॥
হমহিঁ তুমহিঁ সরিবরি[৬] কস নাথা।
কহহু তো কহাঁ চরণ কহঁ মাথা॥
রাম মাত্র লঘু নাম হমারা।
পরশু সহিত বড় নাম তুম্হারা॥
দেব একগুণ ধনুষ হমারে।
নবগুণ পরম পুনীত তুম্হারে॥
সব প্রকার হম তুমসন হারে।
ক্ষমহু বিপ্র অপরাধ হমারে॥

দোহাঃ—

বার বার মুনি বিপ্রবর,
কহা রামসন[৭] রাম[৮]।
বোলে ভৃগুপতি সরুষ হুই,
তুহূঁ বন্ধু সম বাম॥২৮৪॥

(১) বক্র (২) বেশ (৩) ভ্রম (৪) অজ্ঞানের (৫) অত্যন্ত, অতিশয় (৬) সমান (৭) পরশুরামের প্রতি (৮) রামচন্দ্র।

বঙ্গানুবাদ।

বক্র জানি শঙ্কা করে সকলে তাহায়।
রাহু নাহি গ্রাসে কভু বক্র চন্দ্রমায়॥
কহেন শ্রীরাম ক্রোধ ত্যজ মুনি ধীর।
করেতে[১] কুঠার, অগ্রে মম এই শির॥
যাহে ক্রোধ যায় প্রভু কর সে উপায়।
আপনার অনুগামী জানিয়া আমায়॥

সেবকের প্রভু সন, কিরূপে হইবে রণ
বিপ্রবর ত্যাগ কর রোষ।
করি বেশ বিলোকন, কহে কিছু দুর্বচন,
বালকের নাহি কোন দোষ॥২৮৩॥

দেখিয়া কুঠার-বাণ-ধনুধারী জনে।
হইল শিশুর ক্রোধ বীর বিচারণে॥
নাম শুনি তোমাকে না চিনিতে পারিল।
বংশজ স্বভাবহেতু কটূত্তর দিল॥
যদ্যপি আপনি আসিতেন মুনিমত।
প্রভো পদরজ শিশু মস্তকে ধরিত॥
অজ্ঞানের ভ্রম ক্ষমা কর মহাশয়।
থাকা চাহি বিপ্রহৃদে কৃপা অতিশয়॥
তোমাতে আমাতে নাথ! কিরূপে সমান।
কোথা পদ দেখ কোথা মাথা বিদ্যমান॥
রাম মাত্র লঘু নাম দেখনা আমার।
পরশু সহিত বড় সুনাম তোমার॥
দেব! এক গুণযুত ধনুক আমার।
নবগুণযুত অতি পবিত্র তোমার॥
তব সনে[২] হারি আমি সকল প্রকারে।
অপরাধ ক্ষমি বিপ্র! দয়া কর মোরে॥

মুনি, বিপ্রবর আর, কহে রাম বার বার,
পরশুরামের প্রতি যবে।
বলিলেন ভৃগুপতি, সক্রুদ্ধ হইয়া অতি
ভ্রাতৃ সম বাম[৩] তুমি ভবে॥২৮৪॥

(১) অর্থাৎ আপনার হতে (২) সহিত (৩) প্রতিকূল।

মূল।

নিপটহিং[1] দ্বিজকরি জানহু মোহীঁ।
মৈঁ জস বিপ্র শুনাউঁ তোহীঁ॥
চাপ শ্রুবা, শর আহুতি জানূ।
কোপ মোর অতি ঘোর কৃশানূ[2]॥
সমিধ সেন চতুরঙ্গ সুহাই।
মহা মহীপ ভয়ে পশু আই॥
মৈঁ য়হি পরশু কাটি বলি দীন্হে।
সমরযজ্ঞ জগ কোটিন কীন্হে॥
মোর প্রভাব বিদিত নহিঁ তোরে।
বোলসি নিদরি বিপ্রকে ভোরে॥
ভঞ্জ্যউ চাপ দাপ বড় বাঢ়া।
অহমিতি মনহুঁ জীতি জগ ঠাঢ়া॥
রাম কহা মুনি কহহু বিচারী।
রিস অতি বড়ি, লঘু চুক হমারী॥
ছুবতহি টুট পিনাক পুরাণা।
মৈঁ ক্যহিহেতু করোঁ অভিমানা॥
দেব দনুজ ভূপতি ভট নানা।
সম বল অধিক হোউ বলবানা॥
জো রণ হমহিঁ প্রচারৈ কোউ।
লরহিঁ সুখেন কাল[3] কিন হোউ॥
ক্ষত্রিয় তনু ধরি সমর সকানা[4]।
কুলকলঙ্ক ত্যহি পাঁবর[5] জানা॥
কহৌঁ স্বভাব ন, কুলহিঁ প্রশংসী।
কালহু ডরহিঁ ন রণ রঘুবংশী॥
বিপ্রবংশকী অসি প্রভুতাই।
অভয় হোই জো তুমহিঁ ডরাই॥
সুনি মৃদু গূঢ় বচন রঘুপতিকে।
উঘরে[6] পটল[7] পরশুধরমতিকে॥
রাম রমাপতিকর ধনু লেহূ।
খৈঁচহু চাপ মিটৈ সন্দেহূ॥
দেত চাপ আপুহি চড়ি গয়উ।
পরশুরামমন বিস্ময় ভয়উ॥

(১) বাস্তবিক (২) অগ্নি (৩) যম (৪) অক্ষম (৫) পামর (৬) উন্মুক্ত হয় (৭) ছানি অর্থাৎ আবরণ

বঙ্গানুবাদ।

বাস্তবিক দ্বিজ বলি জান তুমি মোরে।
আমি যে কেমন বিপ্র শুনাইব তোরে॥
চাপ হয় স্রুব[1], শর আহুতি সমান।
অতি ঘোর কোপ মম অগ্নি বিদ্যমান॥
চতুরঙ্গ সেনা হয় সমিধ[2] সুন্দর।
মহা মহিপতিগণ পশু ভয়ঙ্কর॥
এই পরশুতে কাটি বলিদান করি।
কোটি রণযজ্ঞ বিশ্বে করিয়াছি ভারি॥
আমার প্রভাব তব অবিদিত হয়।
বিপ্র ভ্রমে বল বাক্য হইয়া নির্ভয়॥
দর্প বাড়িয়াছে বড় ধনুকভঞ্জনে।
বিশ্বজিনি দাঁড়ায়েছ অহঙ্কার মনে॥
রাম কহে কহ মুনে করিয়া বিচার।
তব অতি ক্রোধ, দোষ সামান্য আমার॥
স্পর্শ মাত্রে ভঙ্গ হয় পিণাক[3] পুরান[4]।
করিব কিসের লাগি আমি অভিমান॥
দেবতা দনুজ[5] নৃপ আদি বীরগণ।
সম বলশালী কিম্বা অতি বলবান॥
প্রচার করিবে যেবা মম সনে রণ।
হউক না যম, সুখে যুঝিব এখন॥
ক্ষত্রিয় শরীর ধরি সমরে অক্ষম।
কুলের কলঙ্ক সেহ পামর অধম॥
স্বভাবে না কহি বলি স্বকুলের বলে।
রঘুবংশী রণে নাহি ভয় করে কালে[6]॥
ব্রাহ্মণ বংশের এই প্রভুতা নিশ্চয়।
ব্রাহ্মণে করিলে ভয় হইবে অভয়॥
শুনি মৃদু গূঢ় রঘুপতি-বাক্য যত।
পরশুধরের মতি হয় অনাবৃত[7]॥
রঘুবর! রমাপতি-ধনু[8] করে ধর।
মিটিবে সন্দেহ, চাপে গুণ[9] যোগ কর॥
দিবামাত্র চাপ স্বতঃ গুণযুত হয়।
পরশুরামের মনে হইলবিস্ময়॥

(১) যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃত প্রক্ষেপণার্থ কাষ্ঠ রচিত পাত্র বিশেষ (২) যজ্ঞকাষ্ঠ (৩) শিবধনু (৪) পুরাতন (৫) দৈত্য (৬) কালকে, যমকে (৭) অজ্ঞান রূপ আবরণ হইতে উন্মুক্ত (৮) রমাপতির ধনু (৯) ধনুকের ছিলা।

মূল।

দোহা :—
জানা রামপ্রভাব তব,
পুলক প্রফুল্লিত গাত।
জোরি পানি বোলে বচন,
প্রেম ন হৃদয় সমাত ॥২৮৬॥

জয় রঘুবংশবনজবন-ভানু[১]।
গহন দনুজকুল-দহন কৃশানু॥
জয় সুরবিপ্রধেনুহিতকারী।
জয় মদমোহকোহ[২] ভ্রমহারী॥
বিনয়শীল করুণাগুণসাগর।
জয়তি বচনরচনা অতি নাগর॥
সেবকসুখদ শুভগ সব অঙ্গা।
জয় শরীরচ্ছবি কোটি অনঙ্গা॥
করোঁ কহা মুখএক প্রশংসা।
জয় মহেশমনমানসহংসা॥
অনুচিত বহুত কহুউঁ অজ্ঞাতা।
ক্ষমহু ক্ষমামন্দির দোউ ভ্রাতা॥
কহি জয় জয় জয় রঘুকুলকেতু।
ভৃগুপতি গয়ে বনহিঁ তপহেতু॥
অপভয় কুটিল মহীপ ডরানে।
উঠি উঠি কায়র[৩] সবহি পরানে[৪]॥

দোহা :—
দেবন দীহ্নী দুন্দুভী,
প্রভুপর বর্ষহিঁ ফুল।
হরষে পুরনরনারী সব,
মিটা মোহ ভয় শূল ॥২৮৭॥
অতি গহগহে[৫] বাজনে বাজে।
সবহিঁ মনোহর মঙ্গল সাজে॥

(১) রঘুবংশরূপ বনজবন অর্থাৎ পদ্মবন সম্বন্ধে যিনি ভানু অর্থাৎ সূর্য্যস্বরূপ (২) ক্রোধ (৩) কাপুরুষ (৪) পলায়ন করে (৫) সময়ে সময়ে।

বঙ্গানুবাদ।

জানে ভৃগুপতি যবে, রামের প্রভাব তবে,
গাত্র পুলকিত প্রফুল্লিত।
যুড়িয়া যুগল কর, স্তুতিকরে ভৃগুবর,
হৃদয়েতে প্রেম উথলিত ॥২৮৬॥

জয় জয় রঘুবংশ-পদ্মবন-ভানু[১]।
দনুজকুল-গহন-দহন[২] কৃশানু॥
জয় জয় সুর-বিপ্র-ধেনু-হিতকারী।
জয় জয় মদ-মোহ-ক্রোধ-ভ্রমহারী॥
করুণা-বিনয়শীল-গুণের সাগর।
বচনরচনাকর জয়তি নাগর[৩]॥
সেবকের সুখপ্রদ সর্ব্বাঙ্গ শোভন।
শরীরের কান্তি কোটি মদনমোহন[৪]॥
একমুখে প্রশংসন করি কি প্রকার।
মহেশ-মন-মানসে[৫] হংস নির্বিকার॥
অনুচিত কহিলাম অনেক এখন।
ক্ষমাকর ক্ষমালয় ভাই দুইজন॥
রঘুকুলকেতু-জয়[৬] কহিয়া তখন।
ভৃগুপতি তপহেতু গেলেন কানন॥
কুটিল নৃপতিগণ অতি ভীতমন।
কাপুরুষগণ উঠি করে পলায়ন॥

দুন্দুভি[৭] নিঃস্বন করি, দেবগণ প্রভুপরি,
অবিরাম বরষিল ফুল।
সবে হরষিত ভারী, নগরের নরনারী,
মিটি গেল মোহভয়শূল[৮] ॥২৮৭॥
সময়ে সময়ে বাদ্যধ্বনি অতিশয়।
শুভবেশে সকলেই সুসজ্জিত হয়॥

(১) রঘুবংশরূপ পদ্মবন সম্বন্ধে যিনি সূর্য্যস্বরূপ (২) দনুজকুল অর্থাৎ দৈত্যকুল রূপ গহন অর্থাৎ নিবিড় অরণ্য তাহাকে দহনকারী অর্থাৎ বিনাশকারী (৩) রসিক (৪) কোটি কোটি মদনকে মুগ্ধ করে যাহা (৫) মহেশের মনরূপ সরোবরে (৬) রঘুকুলের কেতু অর্থাৎ ধ্বজা স্বরূপ রামচন্দ্র তাঁহার জয় (৭) বৃহৎ ঢক্কা, নাগরা (৮) মোহ ও ভয়জনিত শূল বা পীড়া।

মূল ।

যুথ যুথ[1] মিলি সুমুখী সুনয়নী ।
করহিঁ গান কল কোকিল-বয়নী ॥
সুখ বিদেহকর বরণি ন জাই ।
জন্মদরিদ্র মনহুঁ নিধি পাই ॥
বিগত ত্রাস ভই সীয় সুখারী ।
জনু বিধু উদয় চকোরকুমারী ॥
জনক কীহ্ন কৌশিকহি প্রণামা ।
প্রভুপ্রসাদ ধনু ভঞ্জাউ রামা ॥
মোহিঁ কৃতকৃত্য কীহ্ন দোউ ভাই ।
অব জো উচিত সো কহিয় গুসাঁই ।
কহ মুনি সুনু নরনাহ[2] প্রবীণা ।
রহা বিবাহ চাপ আধীনা ॥
টুটতহী ধনু ভয়উ বিবাহূ ।
সুর নর নাগ বিদিত সবকাহূ ॥

দোহা :—

তদপি জাই তুম করহু অব,
যথা বংশব্যবহার ।
বুঝি বিপ্র কুলবৃদ্ধ গুরু,
বেদবিদিত আচার ॥২৮৮॥

দূত অবধপুর[3] পঠবহু জাই ।
আনৈঁ নৃপ দশরথহিঁ বুলাই ॥
মুদিত রাউ কহি ভলেহি কৃপালা ।
পঠয়ে দূত অবধ তাহিকালা ॥
বহুরি মহাজন সকল বুলায়ে ।
আই সবনি সাদর শির নায়ে ॥
হাট বাট মন্দির পুরবাসা ।
নগর সঁবারহু চার্যহু পাশা ॥
হরষি চলে নিজ নিজ গৃহ আয়ে ।
পুনি পরিচারক বোলি পঠায়ে ॥
রচ্যহু বিচিত্র বিতান বনাই ।
শির ধরি বচন চলে সচুপাই[4] ॥

(১) দলে (২) নরনাথ (৩) অযোধ্যাপুরী (৪) নীরবে ।

বঙ্গানুবাদ ।

সুবদনা সুনয়না মিলি দলে দলে ।
কল পিককণ্ঠা[1] সবে গায় কুতূহলে ॥
বিদেহ রাজার[2] সুখ না হয় বর্ণন ।
আজন্ম দরিদ্র নিধি পাইল যেমন ॥
ভয় গতে সীতা হন আনন্দিতা ভারী ।
বিধুর উদয়ে যেন চকোরকুমারী ॥
জনক কহেন করি কৌশিকে[3] প্রণাম ।
প্রভুর প্রসাদে ধনু ভাঙ্গিলেন রাম ॥
মোরে কৃতকৃত্য[4] করিলেন ভ্রাতৃদ্বয় ।
প্রভু এবে কহ মোর কি বিহিত হয় ॥
কহে মুনি শুন তুমি নৃপতি প্রবীণ ।
কণ্যার বিবাহ ছিল চাপের অধীন ॥
ধনুভঙ্গে হইয়াছে বিবাহকরণ ।
বিদিত সকলে নাগ সুর নরগণ ॥

তথাপি যাইয়া তুমি, করহ যা কহি আমি,
যথারীতি কুলব্যবহার ।
বুঝি বিপ্র কুলবৃদ্ধ[5] নিজ গুরু সুপ্রসিদ্ধ,
বেদ মতে বিদিত আচার ॥২৮৮॥

অযোধ্যাপুরীকে দূত করহ প্রেরণ ।
দশরথ নৃপতিকে আনিতে এখন ॥
'উত্তম' কহিয়া রাজা[6] আনন্দিত মন ।
অযোধ্যানগরে দূত করেন প্রেরণ ॥
পুন মহাজনে করিলেন নিমন্ত্রণ ।
শির নত করে সবে করি আগমন ॥
হাট বাট দেবালয় পৌরজনবাস[7] ।
নগর করহ সুশোভিত চারিপাশ ॥
নিজ নিজ গৃহে সবে আনন্দে চলিল ।
দাসদাসীগণে পুন আহ্বান করিল ॥
করিবারে আজ্ঞা দেন বিচিত্র বিতান[8] ।
শিরে ধরি আজ্ঞা করে নীরবে প্রস্থান ॥

(১) কোকিলের ন্যায় সুস্বর বিশিষ্ট (২) জনক রাজার (৩) বিশ্বামিত্রকে (৪) কৃতার্থ (৫) কুলের বৃদ্ধ বৃদ্ধ ব্যক্তিগণকে (৬) জনক রাজা (৭) পুরবাসীদের আলয় (৮) সভামণ্ডপ ।

মূল।

পঠয়ে বোলি গুণী তিহু নানা।
জো বিতানবিধিকুশল সুজানা ॥
বিধিহি বন্দি তীহু কীহু অরম্ভা।
বিরচে কণক কেদলী খম্ভা[১] ॥

দোহা :—
হরিত মণিনকে পত্র ফল,
পদ্মরাগকে ফুল।
রচনা দেখি বিচিত্র অতি,
মন বিরঞ্চিকে ভুল ॥২৮৯॥

বেণু হরিতমণিময় সব কীহে।
সরল সপর্ণ পরহি নহি চিহে ॥
কণক কলিত[২] অহিবেলী[৩] বনাই।
লখি নহি পরৈ সুবর্ণ সুহাই ॥
ত্যহিকে রচি পচি[৪] বন্ধ[৫] বনায়ে।
বিচ বিচ মুকুতাদাম সুহায়ে ॥
মাণিক মরকত কুলিশ পিরোজা।
চীর[৬] কোর[৭] পচি[৮] রচে সরোজা[৮] ॥
কিয়ে ভৃঙ্গ বহুরঙ্গ বিহঙ্গা।
গুঁজহি কুঁজহি পবনপ্রসঙ্গা ॥
সুর প্রতিমা খম্ভন গহি কাঢ়ী[৯]।
মঙ্গল দ্রব্য লিয়ে সব ঠাঢ়ী ॥
চৌকে[১০] ভাঁতি অনেক পুরায়ে।
সিন্দুর মণিময় সহজ সুহায়ে ॥

দোহা :—
সৌরভ পল্লব শুভগ সুঠি,
কিয়ে নীলমণি কোর।
হেম বৌর[১১] মরকত ঘবরি[১২],
লসত[১৩] পাটময় ডোর ॥২৯০॥

রচে রুচির বর বন্ধন বারে[১৪]।
মনহু মনোভব[১৫] ফঁদ সঁবারে ॥

(১) স্তম্ভ (২) রচিত, নির্ম্মিত (৩) তাম্বুললতা (৪) রং করিয়া (৫) গ্রন্থি (৬) বস্ত্র (৭) অঙ্কিত করিয়া (৮) কমল (৯, অঙ্কিত করিল (১০) আলিপনা দিল (১১) বৃন্ত (১২) ছোট ছোট আমের গুচ্ছ অর্থাৎ মুকুল (১৩) সুশোভিত (১৪) অবরোধ দ্বার (১৫) কামদেব।

বঙ্গানুবাদ।

আনিতে পাঠায় নানা শিল্পীকে তাহারা।
বিতান-নির্ম্মাণ-বিধি-কুশল[১] যাহারা ॥
বিধিকে বন্দিয়া তারা করিল আরম্ভ।
বিরচিল স্বর্ণময় কেদলীর স্তম্ভ ॥

হরিমণি[২] বিনির্ম্মিত, পত্র ফল সুশোভিত,
পদ্মরাগ[৩] বিনির্ম্মিত ফুল।
রচনা দর্শন করি, সুবিচিত্র মনোহরী,
বিধাতার মনে হয় ভুল ॥২৮৯॥

হরিমণি বিমণ্ডিত বেণু[৪] শোভা পায়।
সরল সপর্ণ[৫] কিবা চেনা নাহি যায়।
তাম্বুলের লতা করে কাঞ্চনে নির্ম্মিত।
সুবর্ণ সুন্দর কিবা প্রাকৃত প্রতীত ॥
রঙ্গ করি রচে তাহে গ্রন্থি মনোহর।
মধ্যে মধ্যে মুক্তাদাম[৬] কিবা শোভাকর ॥
বিবিধ বর্ণের লয়ে মাণিক সকল।
বস্ত্রে আঁকি রঙ্গকরি রচিল কমল ॥
বহুবর্ণ ভৃঙ্গ পক্ষী করিল রচন।
গুঞ্জে কুজে যেন তারা পাইয়া পবন ॥
স্তম্ভ গাত্রে দেবমূর্ত্তি আঁকিলেক হেন।
শুভদ্রব্য লয়ে তারা দাঁড়ায়েছে যেন ॥
নানাবিধ আলিপনা করিল লেপন।
সিন্দুর রতনময় অতি সুশোভন ॥

সৌরভ পল্লবচয়, মনোহর অতিশয়,
নীল মণিখণ্ডে নিরমিত।
স্বর্ণে বৃন্ত নিরমিত, মাণিক্য মুকুল যুত
রেশম রজ্জুতে সুশোভিত ॥

অবরোধ দ্বার কিবা করিল রচন।
মনে লয় ফাঁদ পাতে মদন যেমন ॥

(১) বিতান নির্ম্মাণ করিবার বিধিতে অর্থাৎ শাস্ত্রে যাহারা দক্ষ বা শিক্ষিত (২) সবুজ বর্ণের মণি অর্থাৎ প্রস্তর বিশেষ (৩) রক্তবর্ণ মণি বিশেষ (৪) বংশ, বাঁশ (৫) পাতাযুক্ত (৬) মুক্তার মালা

মূল ।

মঙ্গল কলস অনেক বনায়ে ।
ধ্বজ পতাক পট[১] চমর সুহায়ে ॥
দীপ মনোহর মণিময় নানা ।
জাই ন বরনি বিচিত্র বিতানা ॥
জ্যহি মণ্ডপ দুলহিনি[২] বৈদেহী ।
সো বরণৈ অসি মতি কবি কেহী ॥
দুলহ[৩] রাম রূপগুণসাগর ।
সো বিতান তিহুঁলোক উজাগর[৪] ॥
জনকভবনকী শোভা জৈসী ।
গৃহ গৃহ প্রতি পুর দেখিয় তৈসী ॥
জ্যহি তিরহুতি[৫]ত্যহিসময় নিহারী ।
ত্যহি লঘু লগে ভুবন দশচারী[৬] ॥
জো সম্পদা নীচ গৃহ সোহা ।
সো বিলোকি সুরনায়ক মোহা ॥
দোহা :—
বসৈ নগর জ্যহি লক্ষি করি,
কপট নারিবরবেষ[৭]
ত্যহি পুরকী শোভা কহত,
সকুচ সারদা শেষ ॥২৯১॥
পহুঁচে দূত রামপুর পাবন ।
হরষে নগর বিলোকি সুহাবন ॥
ভূপদ্বার তিন খবরি জনাই ।
দশরথনৃপ সুনি লিয়ে বুলাই ॥
করি প্রণাম তিন্হু পাতী[৮] দীন্হী
মুদিত মহীপ আপ উঠি লীন্হী ॥
বারিবিলোচন বাঁচত[৯] পাতী ।
পুলকগাত আই ভরি চ্ছাতী ॥
রাম লখণ উর করবর চিঠী ।
রহি গয়ে কহত ন খাটী[১০] মিঠী[১১] ॥
পুনি ধরি ধীর পত্রিকা বাঁচী।
হরষী সভা বাত সুনি সাঁচী ॥

(১) ছবি (২) কন্যকা, কন্যা (৩) বর' পাত্র (৪) আলোকিত করে (৫) মিথিলা [illegible] চতুর্দ্দশ (৭) শ্রেষ্ঠানারীর বেশ (৮) লিপি (৯) পড়িয়া (১০) অম্ল অর্থাৎমন্দ (১১ মধুর ।

বঙ্গানুবাদ ।

মঙ্গল কলস বহু করিল রচন ।
চামর পতাকা ধ্বজা ছবি সুশোভন ॥
মনোহর মণিময় প্রদীপ বেষ্টিতে ।
বিচিত্র বিতানশোভা না পারি বর্ণিতে ॥
বৈদেহী কন্যকা শোভে যে মণ্ডপপরে ।
বর্ণিতে তাহার শোভা কোন্ কবি পারে ॥
রূপ-গুণ-নিধি রাম যথা বিরাজিত ।
সে বিতান ত্রিভুবন করে আলোকিত ॥
জনক-ভবন-শোভা[১] বর্ণিত যেমন ।
পুরেতে প্রত্যেক গৃহ শোভিত তেমন ।
সেকালে ত্রিহুত পুর[২] দেখেছে যে জন ॥
তারে লঘু লাগিবেক সমস্ত ভুবন ॥
যে সম্পত্তি নীচগৃহে ছিল সুশোভিত।
তাহা দেখি হবে সুরনায়ক[৩] মোহিত ॥

যে নগরে লক্ষ্মী বসে, প্রভুকে পাবার আশে,
ধারণ করিয়া নারীবেশ ।
সে পুরের শোভা যাহা, সম্পূর্ণ কহিতে তাহা'
সঙ্কুচিত সারদা ও শেষ ॥২৯১॥

উপস্থিত দূত রামপুরে[৪] সুপাবন ।
সুন্দর নগর দেখি হরষিত মন ॥
সেহ ভূপদ্বারে সমাচার জানাইল ।
দশরথনৃপ শুনি আহ্বান করিল ।
প্রণাম করিয়া সেহ লিপি যবে দিল ।
হর্ষিত নৃপতি নিজে উঠিয়া লইল ॥
লিপিপাঠে অশ্রুপূর্ণ হইল লোচন ।
পুলকিত গাত্র অতি আনন্দিত মন ॥
অন্তরে লক্ষ্মণ রাম, করে[৫] লিপি রহে ।
ভালমন্দ নরপতি কিছু নাহি কহে ॥
পুন ধৈর্য্য ধরি লিপি শুনান পড়িয়া ।
সভাসদগণ শুনি আনন্দিত হিয়া ॥

(১) জনক রাজার গৃহের শোভা (২) মিথিলা নগরী (৩) ইন্দ্র (৪) অযোধ্যায় (৫) হস্তে।

মূল।

জিনকে যশ প্রতাপকে আগে।
শশি মলীন, রবি শীতল লাগে॥
তিনকই কহিয় নাথ কিমি চীহ্নে।
দেখিয় রবিহিকি দীপক[১] লীহ্নে॥
সীয় স্বয়ম্বর ভূপ অনেকা।
সিমিটে[২] সুভট একতে একা॥
শম্ভুশরাসন কাহু ন টারা।
হারে সকল ভূপ বরিয়ারা[৩]॥
তীন লোকমহঁ জে ভটমানী।
সবকী শক্তি শম্ভুধনু ভানী[৪]॥
সকৈ উঠাই সুরাসুর মেরু।
সোউ হিয়হারি গয়উ করি ফেরু[৫]॥
জ্যাহি কৌতুক শিবশৈল উঠাবা।
সোউ ত্যহি সভা পরাভব পাবা॥

দোহাঃ—

তহঁা রাম রঘুবংশমণি,
সুনিয় মহা মহিপাল।
ভঞ্জ্যউ চাপ প্রয়াসবিন্নু,
জিমি গজ পঙ্কজনাল[৬]॥২৭৪॥

সুনি সরোষ ভৃগুনায়কু[৭] আয়ে।
বহুত ভাঁতি তিন আঁখি দিখায়ে॥
দেখি রামবল নিজ ধনু দীহ্না।
করি বহু বিনয় গমন বন কীহ্না॥
রাজত[৮] রাম অতুলবল জৈসে।
তেজনিধান লষণ পুনি তৈসে॥
কম্পহি ভূপ বিলোকত জাকে।
জিমি গজ হরিকিশোরকে[৯] তাকে[১০]॥
দেব দেখি তব বালক দোউ।
অবনি আঁখতর[১১] আব ন কোউ॥
দূতবচনরচনা প্রিয় লাগী।
প্রেম প্রতাপ বীররস পাগী[১২]॥

(১) প্রদীপ (২) সঙ্কুচিত হইল (৩) মহান (৪) চূর্ণ করিল (৫) ক্রন্দন (৬) পদ্মের ডাঁটা, মৃণাল (৭) পরশুরাম (৮) শোভা পান (৯) সিংহশিশুর (১০) দৃষ্টিপাতে (১১) চক্ষুতলে অর্থাৎ সম্মুখে (১২) বিমিশ্রিত।

বঙ্গানুবাদ।

যাঁহাদের যশ আর প্রতাপের আগে।
চন্দ্রমা মলীন, রবি সুশীতল লাগে॥
চিনেছি তাঁহাকে কিসে জিজ্ঞাসা করহ।
প্রদীপ লইয়া রবি দেখে কিহে কেহ॥
সীতাস্বয়ম্বরে নৃপ বহু উপস্থিত।
এক হ'তে অন্যে বীর, সবে সঙ্কুচিত[১]॥
শম্ভুশরাসন কেহ নড়াতে নারিল।
মহা মহা ভূপগণ সকলে হারিল॥
ত্রিভুবনে বীর বলি অভিমানে পূর্ণ।
সকলের শক্তি শম্ভুধনু করে চূর্ণ॥
মেরু উঠাইতে পারে সুরাসুর যারা।
ক্রন্দন করিয়া গেল হারমানি[২] তারা॥
শিব-শৈল[৩] উঠাইল কৌতুকে যে জন।
তিনিও সে সভা মধ্যে পরাভূত হন॥

তথা রাম শিরোমণি, যিনি রঘুবংশমণি,
শ্রবণ করহ মহীপাল।
গিয়া ভবচাপপাশে, ভাঙ্গে তাহা অনায়াসে
যেন গজ ভাঙ্গিল মৃণাল॥

ভৃগুপতি[৪] আসিলেন শুনিয়া সরোষে।
বহুবিধ চক্ষুভঙ্গি করেন আক্রোশে॥
রামবল দেখি করে নিজধনু দান।
বিনতি করিয়া করে কাননে প্রয়াণ॥
অতুল প্রতাপশালী শ্রীরাম যেমন।
তেজের নিধান পুন লক্ষ্মণ তেমন॥
কাঁপে নরপতিগণ করি দরশন।
সিংহশিশু হেরি গজ কম্পিত যেমন॥
হে দেব দেখিয়া তব বালক দুজন।
বিশ্বে কেহ নাহি করে সম্মুখে গমন॥
অতি প্রিয় লাগে বাক্য দূতের রচিত।
সনেহ প্রতাপ বীররস বিমিশ্রিত॥

(১) ভয়ে ও লজ্জায় (২) পরাজয় স্বীকার (৩) কৈলাস (৪) পরশুরাম।

মূল ।

সভাসমেত রাউ অনুরাগে ।
দূতহিঁ দেন নিছাবর[১] লাগে ॥
কহি অনীতি তেহিঁ মুঁদেউ কানা[২] ।
ধর্ম্ম বিচারি সবহিঁ সুখ মানা ॥

দোহাঃ—
তব উঠি ভূপ বশিষ্ঠকহঁ,
দীন্হ পত্রিকা জাই ।
কথা শুনাই গুরুহিঁ সব,
সাদর দূত বুলাই ॥২৯৫॥

সুনি বোলে মুনি অতি সুখ পাই ।
পুণ্য পুরুষকহঁ মহি সুখ ছাই ॥
জিমি সরিতা সাগরমহঁ জাহীঁ ।
যদ্যপি তাহি কামনা নাহীঁ ॥
তিমি সুখ সম্পতি বিনহিঁ বুলায়ে ।
ধর্ম্মশীলপহঁ জাহিঁ সুভায়ে ॥
তুম গুরু বিপ্র ধেনু সুর সেবী ।
তস পুনীত কৌশল্যা দেবী ॥
সুকৃতী[৩] তুম সমান জগমাহীঁ ।
ভয়উন-হৈ[৪] কোউ হোন্যউ নাহীঁ[৫] ॥
তুমতে অধিক পুণ্য বড় কাকে ।
রাজন রাম সরিস সুত জাকে ॥
বীর বিনীত ধর্ম্মব্রতধারী ।
গুণসাগর বালক বর চারী ॥
তুমকহঁ সর্ব্বকাল কল্যাণা ।
সজহু বরাত[৬] বজাই নিশানা ॥

দোহাঃ—
চল্যহু বেগি সুনি গুরুবচন,
ভলেহি নাথ শিরনাই ।
ভূপতি গবনে ভবন তব,
দূতহিঁ বাস[৭] দিবাই ॥২৯৬॥

রাজা সব রনিবাস বুলাই ।
জনকপত্রিকা বাঁচি সুনাই ॥

(১) উপহা[illegible]) কর্ণ, কাণ (৩) পুণ্যবান (৪) হয় নাই (৫) হইবেনা (৬) বরযাত্রী (৭) আবাস ভবন।

বঙ্গানুবাদ ।

অনুরাগে নৃপসহ সভাসদগণ ।
দূতে উপহার দিতে করে আকিঞ্চন[১] ॥
'অনীতি' কহিয়া সেহ মুদিলেক কাণ ।
ধরম বিচারি সবে হয় হর্ষমান ॥

নৃপ উঠি যান তথা, বশিষ্ঠ আছেন যথা
লিপি দান করিলেন গিয়া ।
শুনাইল সমাচার, গুরুপাশে সুবিস্তার
সমাদরে দূতে সম্বোধিয়া ॥২৯৫॥

শুনি বলে মুনি অতি সুখ পেয়ে তবে ।
পুণ্যাত্মার সুখে ধরা আচ্ছাদিত হবে ॥
যেমন সরিত[২] পশে[৩] উদধি অপার ।
নাহিক কামনা হৃদে যদিচ তাহার[৪] ॥
তেমতি সম্পত্তি সুখ বিনা আকাঙ্ক্ষায় ।
ধর্ম্মশীল নিকটেতে স্বভাবেতে যায় ॥
তুমি গুরু-বিপ্র-ধেনু-সুরসেবী[৫] যেন ।
পবিত্রা কৌশল্যা দেবী পুণ্যবতী তেন ॥
বিশ্বমধ্যে পুণ্যবান তোমার সমান ।
হয় নাই হইবেনা কোন ভাগ্যবান ॥
তোমা চেয়ে পুণ্য অতি অধিক কাহার ।
রাজন ! শ্রীরাম সম তনয় যাহার ॥
মহাবীর সুবিনীত ধর্ম্মব্রতধারী ।
গুণের সাগর তব সুতবর চারী ॥
তোমার কল্যাণ হবে সরব সময়ে ।
সাজাও বরের যাত্রী নিশান বাজায়ে ॥

শুনি গুরুবাণী বরা[৬], চলে করি অতি ত্বরা
'ভাল নাথ !' কহি নাম শির ।
করিলেন আগমন, তবে নিজ সুভবন
দূতে দিয়া আবাসমন্দির ॥২৯৬॥

রাজা সর্ব্ব রাণীগণে করি আনয়ন ।
জনকের লিপি পড়ি করান শ্রবণ ॥

(১) ইচ্ছা (২) নদী (৩) প্রবেশ করে (৪) অর্থাৎ উদধির (৫) গুরু বিপ্র ধেনু ও দেবগণের সেবাকারী (৬) শ্রেষ্ঠ।

মূল।

খেলত রহে তহাঁ সুধি পাই।
আয়ে ভরত সহিত দোউভাই॥
পূঁছত অতি সনেহ সকুচাই।
তাত কহাঁতে পাতী আই॥
দোহা:—
কুশল প্রাণপ্রিয় বন্ধু দোউ,
অহহিঁ কহহু ক্যহিদেশ।
সুনি সনেহসানে[১] বচন,
বাঁচী বহুরি নরেশ॥২৯২॥
সুনি পাতী পুলকে দোউ ভ্রাতা।
অধিক সনেহ সমাত ন গাতা॥
প্রীতি পুনীত ভরতকী দেখী।
সকল সভা সুখ লহেউ বিশেষী॥
তব নৃপ দূত নিকট বৈঠারে।
মধুর মনোহর বচন উচারে॥
ভৈয়া কুশল কহহু দোউ বারে[২]।
তুম নীকে নিজ নয়ন নিহারে॥
শ্যামল গৌর ধরে ধনু ভাথা[৩]।
বয় কিশোর কৌশিক মুনি সাথা॥
পহিচান্‌হু তো কহহু স্বভাউ।
প্রেমবিবশ পুনি পুনি কহ রাউ॥
জাদিনতে মুনি গয়ে লিবাই।
তবতে আজু সাঁচি সুধি পাই॥
কহহু বিদেহ কবন বিধি জানে।
সুনি প্রিয় বচন দূত মুসুকানে॥
দোহা:—
সুনহু মহিপতি মুকুটমণি,
তুম সম ধন্য ন কোউ।
রাম লষণ জিনকে তনয়,
বিশ্ববিভূষণ দোউ॥২৯৩॥
পূছন যোগ ন তনয় তুম্হারে।
পুরুষ সিংহ তিহুঁপুর উজিয়ারে॥

(১) স্নেহযুক্ত (২) দ্বিতীয়বার অর্থাৎ পুনরায় (৩) তূণ।

বঙ্গানুবাদ।

যথা ক্রীড়ারত, তথা সংবাদ পাইয়া।
ভরত শত্রুঘ্ন উভে আসিল ধাইয়া॥
স্নেহে সঙ্কুচিত হয়ে জিজ্ঞাসা করিল।
তাত! কোথা হ'তে লিপি আসিয়াছে বল।

কুশলে আছেন ওহে, প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা দোহে,
কোন্ দেশে বলনা এখন।
শুনিয়া সনেহ যুত, তাহাদের বাক্যামৃত,
পুন লিপি পড়িল রাজন॥
লিপি শুনি দুই ভ্রাতা পুলকিত হন।
হৃদয়ের স্নেহ নাহি হয় সম্বরণ॥
অতি পূত প্রীতি দেখে ভরতের যবে।
সবিশেষ আনন্দিত সভাসদ্ সবে॥
বসাইয়া সন্নিকটে নৃপ[১] দূতবরে।
বলিলেন মনোহর সুমধুরস্বরে॥
পুনরায় কহ ভ্রাতঃ কুশল সকল।
নিজ চক্ষে দেখিয়াছ যাহা অবিকল॥
শ্যামল গৌরবর্ণ ধনু-তূণধারী।
সুকুমার বিশ্বামিত্রমুনিসহকারী॥
চিনিয়াছ যদি, কহ স্বভাব সর্ব্বশ[২]।
পুন পুন কহে নৃপ[১] প্রেমেতে বিবশ॥
লইয়া গিয়াছে মুনি যে দিন হইতে।
ঠিক সমাচার অদ্য পাইব শুনিতে॥
'কেমনে জানিল' কহে 'বিদেহ রাজন'।
শুনি প্রিয়বাক্য দূত হাসে মনেমন॥

করহ শ্রবণ, ভণি[৩], নৃপতিমুকুটমণি
তোমা সম ধন্য কোন জন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর তনয় হইল যার
বিশ্ব-বিভূষণ দুই জন॥২৯৩॥
অজিজ্ঞাস্য হন তব যুগল সন্তান।
ত্রিভুবন প্রকাশক পুরুষ মহান॥

(১) অর্থাৎ রাজা দশরথ (২) সর্ব্বপ্রকারে, সবিশেষ (৩) বর্ণনা করি।

মূল।

শুনি সন্দেশ[1] সকল হরষানী।
অপর কথা সব ভূপ বখানী॥
প্রেম প্রফুল্লিত রাজহিঁ[2] রাণী।
মনহুঁ শিখিন সুনি বারিদবাণী॥
মুদিত অশীশ দেহিঁ গুরুনারী।
বারহিঁবার মগন মহতারী[3]॥
লেহিঁ পরস্পর অতি প্রিয় পাতী।
হৃদয় লগাই জুড়াবহিঁ ছাতী॥
রাম লষণকী কীরতি করণী।
বারহিঁবার ভূপবর বরণী॥
মুনিপ্রসাদ কহি দ্বার সিধায়ে॥
রানিন তব মহিদেব[4] বুলায়ে॥
দিয়ে দান আনন্দ সমেতা।
চলে বিপ্রবর আশিষ দেতা॥

সোঃ—
যাচক লিয়ে হঁকারি,
দীহ্ন নিচ্ছাবরি[5] কোটি বিধি।
চিরজীবহু সুত চারি,
চক্রবর্ত্তি দশরথকে॥৩৩॥

কহত চলে পহিরে[6] পট[7] নানা।
হরষি হনে[8] গহগহে[9] নিশানা॥
সমাচার সব লোগন পায়ে।
লাগে ঘর ঘর হোন বধায়ে[10]॥
ভূবন চারিদশ ভয়উ উচ্ছাহু।
জনকসুতা রঘুবীর বিবাহু॥
সুনি শুভ কথা লোগ অনুরাগে।
মগ গৃহ গলী সঁয়ারণ লাগে॥
যদ্যপি অবধ সদৈব সুহাবনি।
রামপুরী মঙ্গলময় পাবনি॥
তদপি প্রীতিকী রীতি সুহাই।
মঙ্গল রচনা রচী বনাই॥

(১) সমাচার; সংবাদ (২) শোভা পান (৩) মাতা (৪) ব্রাহ্মণ (৫) উপহার (৬) পরিধান করিয়া (৭) বস্ত্র (৮) বাজায় (৯) সময়ে সময়ে, ক্ষণে ক্ষণে (১০) আনন্দ সূচক বাদ্য গীত

বঙ্গানুবাদ।

শুনিয়া সংবাদ সবে অতি হৃষ্টমন।
অন্য কথা সব ভূপ করেন বর্ণন॥
প্রেমে প্রফুল্লিতা রাণী শোভিতা কেমন।
যেন শিখী[1] হৃষ্ট শুনি বারিদ-গর্জ্জন[2]॥
গুরু-নারী আশীর্ব্বাদ করে হৃষ্টমনে।
আনন্দে মগন মাতা হন ক্ষণে ক্ষণে॥
পরস্পর লেন লিপি প্রিয় অতিশয়।
বক্ষে ধরি সেই লিপি জুড়ান হৃদয়॥
রাম লক্ষ্মণের সুকীরতি সুকরণ।
বার বার ভূপবর করেন বর্ণন॥
মুনির প্রসাদ[3] কহি দ্বারদেশে ধান।
রাণীগণ বিপ্রগণে ডাকিয়া পাঠান॥
কয়িলেন বহু দান আনন্দ অন্তর।
আশীর্ব্বাদ করি চলে সব বিপ্রবর॥

সম্বোধিয়া যাচকেরে, কোটি বিধি দান করে,
প্রচুর সম্পত্তি সেইকাল॥
বলে হোক চারি সুত, দীরঘ জীবন যুত,
চকরবরতী[4] মহিপাল॥৩৩॥

নানা বস্ত্র পরি চলে করিয়া ঘোষণ।
নিশান বাজায় ক্ষণে ক্ষণে হৃষ্টমন॥
সমাচার পাইলেক যবে লোকগণ।
ঘরে ঘরে করে সবে আনন্দ-বাদন[5]॥
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে হইল উৎসাহ।
জনক-তনয়া করে শ্রীরামে বিবাহ॥
শুনি শুভ কথা লোক অনুরাগ ভরে।
পথ গৃহ গলি সব পরিষ্কার করে॥
যদ্যপি অযোধ্যা সদা সুশোভিতা রয়।
রামপুরী অতি পূত সুমঙ্গলময়॥
তথাপি প্রীতির রীতি অতি চমতকারী।
মঙ্গল রচনা রচি করে মনোহারী॥

(১) ময়ূর (২) মেঘের গর্জ্জন (৩) বশিষ্ঠের আদেশ (৪) চক্রবর্ত্তী অর্থাৎ একছত্রী, সম্রাট (৫) আনন্দ সূচক বাদ্য

মূল।

ধ্বজ পতাক পট[1] চামর চারু।
ছায়ে পরম বিচিত্র বজারু॥
কণককলস তোরণ মণিজালা।
হরদ[2] দূব[3] দধি অক্ষতমালা॥
দোহাঃ—
মঙ্গলময় নিজ নিজ ভবন,
লোগন রচে বনাই।
বীথী সীঁচী চতুর সব,
চৌকে চারু পুরাই॥২৯৭॥

জহঁ তহঁ যূথ যূথ মিলি ভামিনি[4]।
সজি নব সপ্ত সকল দ্যুতিদামিনি[5]॥
বিধুবদনী মৃগশাবকলোচনি।
নিজ স্বরূপ রতি মান বিমোচনি॥
গাবহিঁ মঙ্গল মঞ্জুল বাণী।
সুনি কলরব কলকণ্ঠ লজানী॥
ভূপভবন কিমি জাই বখানা।
বিশ্ববিমোহন রচেউ বিতানা॥
মঙ্গল দ্রব্য মনোহর নানা।
গাজত[6] বাজত বিপুল নিশানা॥
কতহুঁ বিরদ[7] বন্দী উচ্চরহীঁ।
কতহুঁ বেদধ্বনি ভূসুর[8] করহীঁ॥
গাবহিঁ সুন্দরি মঙ্গল গীতা।
লৈ লৈ নাম রাম অরু সীতা॥
বহুত উচ্ছাহ ভবন অতি থোরা।
মানহুঁ উমগি[9] চলা চহুঁ ওরা[10]॥
দোহাঃ—
শোভা দশরথভবনকী,
কো কবি বরনৈ পার।
জহাঁ সকল সুরশীশমণি,
রাম লীহ্ন অবতার॥২৯৮॥

(১) ছবি (২) হরিদ্রা (৩) দূর্ব্বা (৪) নারী (৫) বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাশালিনী (৬) নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের একত্রে ধ্বনি করণের নাম গাজা (৭) স্তোত্র (৮) ব্রাহ্মণ (৯) উথলিয়া (১০) চতুর্দ্দিকে

বঙ্গানুবাদ।

ধ্বজা ও পতাকা ছবি চামর সুন্দর।
ছাইল বাজার কিবা অতি মনোহর॥
তোরণে[1] কলস[2] জালা স্বর্ণমণিময়।
হরিদ্রা অক্ষত[3] মালা দুর্ব্বা দধিচয়॥

সকল মঙ্গলময়, করে নিজ নিজালয়,
লোক সবে করিয়া রচন।
করি বীথি[4] সুসিঞ্চন, করিল চতুর জন
আলিপনা দিয়া সুশোভন ২৯৭॥

যথা তথা যূথে[5] যূথে মিলি নারী সব।
প্রকাশি বিদ্যুত-প্রভা সাজে সপ্ত নব॥
রাকেশবদনী[6] মৃগশাবকলোচনী[7]।
আপন স্বরূপে রতিমান বিমোচনী[8]॥
সুমধুর স্বরে করে মঙ্গল সঙ্গীত।
শুনি কলরব কলকণ্ঠ[9] সুলজ্জিত॥
কিরূপে বর্ণনা করি ভূপতি-ভবন।
রচিল বিতান তাহে বিশ্ববিমোহন॥
বিবিধ মঙ্গল দ্রব্য কিবা শোভমান।
বাজিতেছে সমস্বরে বিপুল নিশান॥
কোথাও করিছে পাঠ স্তোত্র বন্দীগণ।
কোথাও ব্রাহ্মণ করে বেদ উচ্চারণ॥
গাহিছে সুন্দরীগণ সুমঙ্গল গীত।
সীতারাম নাম সহ করিয়া মিলিত॥
বিপুল উতসাহ, গৃহ অল্প আয়তন।
চতুর্দ্দিকে উথলিয়া করিছে গমন॥

দশরথ-গৃহ-শোভা, অতিশয় মনলোভা,
বরণিতে সাধ্য আছে কার।
সর্ব্ব সুরশিরোমণি, যথা রঘুকুলমণি
রাম হইলেন অবতার॥২৯৮॥

(১) বহির্দ্বারে (২) বৃহৎ কলস (৩) লাজা, খই (৪) পথ (৫) দলে (৬) পূর্ণ পূর্ণচন্দ্রমুখী (৭) মৃগ শাবকের ন্যায় লোচন বিশিষ্টা (৮) রতির গর্ব্ব চূর্ণকারিণী (৯) কোকিল

মূল।

ভূপ ভরত পুনি লিয়ে বুলাই।
হয় গজ স্যন্দন[1] সাজহু জাই॥
চলহু বেগি রঘুবীরবরাতা।
সুনত পুলক পূরে দ্বউ ভ্রাতা॥
ভরত সকল সাহনী[2] বুলায়ে।
আয়সু দীহ্ন মুদিত উঠি ধায়ে॥
রচি রুচি তুরঙ্গ সাজে তিন সাজে।
বর্ণ বর্ণ বরবাজি বিরাজে॥
সুভগ সকল সুঠি চঞ্চল করণী।
অস জিমি জরত[3] ধরত পগু[4] ধরণী॥
নানা ভাঁতি ন জাহিঁ বখানে।
নিদরি পবন জনু চহত উড়ানে॥
তিনপর চ্ছয়ল[5] ভয়ে অসবারা[6]।
ভরত সরিস সব রাজকুমারা॥
সব সুন্দর সব ভূষণধারী।
কর শর চাপ তূণ কটি ভারী॥

দোহাঃ—

চ্ছরে[7] চ্ছবীলে[8] চ্ছয়লসব,
শূর সুজান নবীন।
যুগ পদচর অসবার প্রতি,
যে অসিকলা প্রবীণ॥২৯৯॥

বাঁধে বিরদ বীর রণ গাঢ়ে।
নিকসি ভয়ে পুরবাহির ঠাঢ়ে॥
ফেরহিঁ চতুর তুরঁগ গতি নানা।
হরষহিঁ ধ্বনি সুনি পণব নিশানা॥
রথ সারথিন বিচিত্র বনায়ে।
ধ্বজ পতাক মণিভূষণ চ্ছায়ে॥
চমর চারু কিঙ্কিণি ধ্বনি করহীঁ।
ভানুযানশোভা অপহরহীঁ॥
শ্যামকর্ণ অগণিত হয় হোতে।
তে তিহ্ন রথহ্ন সারথিন জোতে॥

(১) রথ (২) সৈন্য (৩) আঘাত করিতেছে (৪) পদ (৫) শিশু (৬) আরোহী (৭) পাতলা ক্ষীণদেহ, (৮) সুন্দর।

বঙ্গানুবাদ।

পুনশ্চ ভরতে ভূপ আনি ডাকাইয়া।
বলে হয় গজ রথ সাজাও যাইয়া॥
রাম-বরযাত্রী ত্বরা করহ গমন।
পুলকিত দুইভ্রাতা করিয়া শ্রবণ॥
ভরত ডাকান তবে সর্ব্বসৈন্যগণে।
আজ্ঞা দিলে উঠি সবে ধায় হৃষ্টমনে॥
রুচিমতে রচি হয়সাজ[1] তাঁরা সাজে।
বহুবর্ণ বরবাজি[2] তথায় বিরাজে॥
সুদৃশ্য সকলে কিবা করণ চঞ্চল।
পদাঘাতে প্রপীড়িত করে ধরাতল॥
বিবিধ প্রকার নাহি পারি বরণিতে।
পবনে জিনিয়া যেন চাহিছে উড়িতে॥
তদুপরি আরোহন করে শিশুগণ।
ভরত সদৃশ সব নৃপতিনন্দন॥
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সবে বিভূষণধারী।
করে শর চাপ, কটিদেশে তূণ ভারী॥

নাতি স্থূল সুশোভন, সমুদায় শিশুগণ
মহাবীর সুবিজ্ঞ নবীন।
যুগ্মে পদব্রজে আসে প্রতি অশ্বারোহী পাশে
যারা অসিকলায়[3] প্রবীণ।২৯৯॥

গাঢ় রণসাজে সাজি যত বীরগণ।
দাঁড়াইল করি পুরবাহিরে গমন॥
চতুর তুরঙ্গ ফিরে করি নানা গতি।
পণব[4] নিশান ধ্বনি শুনি হৃষ্ট অতি॥
সারথি বিচিত্র রথ সজ্জিত করিল।
ধ্বজা ও পতাকা মণিভূষণে ছাইল॥
সুচারু চামর ক্ষুদ্র ঘণ্টা ধ্বনি করে।
ভানুযানশোভা[5] তাহে যেন অপহরে।
শ্যাম কর্ণ অগণিত অশ্ব যাহা ছিল।
তাদেরে সারথি আনি রথেতে যোতিল॥

(১) ঘোটকের সাজ (২) শ্রেষ্ঠ অশ্ব (৩) তরবারীচালন বিদ্যায় (৪) বাদ্যযন্ত্র বিশেষ (৫) সূর্য্যের রথের শোভা।

মূল।

সুন্দর সকল অলঙ্কৃত সোহৈঁ।
জিনহি বিলোকত মুনিমন মোহৈঁ॥
জে জল চলহিঁ থলহিঁ কী নাই।
টাপ[১] ন বুড়[২] বেগ অধিকাই॥
অস্ত্র শস্ত্র সব সাজ সজাই।
রথী সারথিন লিয়ে বুলাই॥

দোহা :— চড়ি চড়ি রথ বাঁহর নগর,
লাগী জুরন[৩] বরাত।
হোত সগুণ[৪] সুন্দর সুখদ,
জো জ্যহি কারজ জাত॥৩০০॥

কলিত[৫] করিবরণপরী অঁবারী[৬]।
কহি ন জাই জ্যহি ভাঁতি সঁবারী॥
চলে মত্ত গজ ঘণ্ট বিরাজে।
মনহু সুভগ সাবন[৭] ঘন গাজে॥
বাহন অপর অনেক বিধানা।
শিবিকা সুভগ সুখাসন যানা॥
তিহু চড়ি চলে বিপ্রবরবৃন্দা।
জনু তনু ধরে সকল শ্রুতি ছন্দা॥
মাগধ সূত বন্দি গুণগায়ক।
চলে যান চড়ি জো জ্যহি লায়ক[৮]॥
বেসর[৯] উঁট বৃষভ বহু জাতী।
চলে বস্তু ভরি অগণিত ভাঁতী॥
কোটিন কাঁবরি[১০] চলে কহারা[১১]।
বিবিধ বস্তু কো বরণৈ পারা॥
চলে সকল সেবক সমুদাই।
নিজ নিজ সাজ সমাজ বনাই॥

দোহা :—
সবকে উর নির্ভর[১২] হরষ,
পূরিত পুলক শরীর।
কবহি দেখিহৈঁ নয়ন ভরি,
রাম লখণ দোউ বীর॥৩০১॥

(১) পদ বিক্ষেপ (২) মগ্ন হওয়া, ডুবিয়া যাওয়া (৩) একত্রিত হওন (৪) শকুন শুভসূচক চিহ্ন (৫) নিবদ্ধ, স্থাপিত (৬) হাউদা (৭) শ্রাবণ মাসের (৮) যোগ্য (৯) খচ্চর, অশ্বতর (১০) ভার (১১) কাহার, যান বাহক (১২) আশা, ভরসা

বঙ্গানুবাদ।

শোভিল সুন্দর সবে অলঙ্কারময়।
যাহা দেখি মুনিমন বিমোহিত হয়॥
স্থল সম জলে যারা করয়ে গমন।
বেগ অতিশয় পদ না হয় মগন॥
অস্ত্র শস্ত্র সাজ সজ্জা করি সমুদায়।
রথী সারথিকে, তবে সম্বোধি আনায়॥

রথে চড়ি চড়ি সবে, পুরপ্রান্তে যায় তবে,
বরযাত্রী মিলিতে সমাজে।
শুভচিহ্ন সমুচ্চয়, সুন্দর সুখদ হয়,
যবে যেহ যায় যে কারজে॥৩০০॥

হাউদা স্থাপিত করে করিবরপরে।
যেরূপে নির্ম্মিত উহা কে বর্ণিতে পারে॥
চলে মত্তগজ, ঘণ্টাধ্বনি কিবা হয়।
গর্জ্জে শরাবণমেঘ[১] মনে যেন লয়॥
অপর বাহন যায় বিবিধ বিধান।
সুদৃশ্য শিবিকা সুখাসন সব যান॥
তাহে চড়ি চলে কিবা বিপ্রবরবৃন্দ।
যেন তনু ধরি যায় শ্রুতি আর ছন্দ॥
সুগায়ক মাগধাদি সূত বন্দিগণ।
যথাযোগ্য যানে চড়ি করিল গমন॥
বহুজাতি বৃষ উষ্ট্র অশ্বতরগণ।
অসংখ্য বস্তুর ভার করিছে বহন॥
কোটি কোটি ভারবাহী চলিল কাহার।
বিবিধ প্রকার বস্তু বর্ণে সাধ্য কার॥
চলিল সকল তবে দাসদাসীগণ।
নিজ নিজ সাজ সজ্জা করিয়া রচন॥

সকল হৃদয় তূর্ণ[২], ভরসা হরষ পূর্ণ,
পুলকিত হইল শরীর।
কবে হবে দরশন, ভরি নিজ বিলোচন
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই বীর॥৩০১॥

(১) শ্রাবণ মাসের মেঘ (২) ত্বরিত, শীঘ্র।

মূল।

গরজহিঁ গজ ঘণ্টাধ্বনি ঘোরা।
রথরব বাজিহীস[১] চহুঁওরা॥
নিদরি ঘনহিঁ ঘুমরহিঁ[২] নিশানা।
নিজ পরাব কছু সুনিয় ন কানা॥
মহাভীর ভূপতিকে দ্বারে।
রজ হুই জাই পষাণ পঁবারে[৩]॥
চঢ়ীঁ অটারিন[৪] দেখহিঁ নারী।
লিয়ে আরতী মঙ্গল থারী[৫]॥
গাবহিঁ গীত মনোহর নানা।
অতি অনন্দ নহিঁ জাই বখানা॥
তব সুমন্ত দুই স্যন্দক[৬] সাজী।
জোতে রবি হয় নিন্দক বাজী॥
দোউ রথ রুচির ভূপপহঁ আনে।
নহিঁ শারদ প্রতি জাহিঁ বখানে॥
রাজসমাজ এক রথ ভ্রাজা[৭]।
দূসর তেজপুঞ্জ অতি রাজা॥
দোহা:—
তাহি রথ রুচির বশিষ্ঠকহঁ,
হরষি চঢ়াই নরেশ।
আপু চঢ়েউ স্যন্দন সুমিরি,
হর গুরু গৌরি গণেশ।
সহিত বশিষ্ঠ সোহ নৃপ কৈসে।
সুরগুরুসঙ্গ পুরন্দর জৈসে॥
করি কুলরীতি বেদবিধি রাউ।
দেখি সবহি সব ভাঁতি বনাউ॥
সুমিরি রাম গুরুআয়সু পাই।
চলে মহীপতি শঙ্খ বজাই॥
হরষে বিবুধ বিলোকি বরাতা।
বরষহিঁ সুমন সুমঙ্গলদাতা॥
ভয়উ কোলাহল হয় গজ গাজে।
ব্যোম[৮] বরাত বাজনে বাজে॥

(১) হ্রেষা, অশ্বরব (২) গর্জ্জন করে (৩) পদবিক্ষেপে (৪) ছাদে (৫) থালা (৬) রথ (৭) শোভা পায় (৮) আকাশ

বঙ্গানুবাদ।

গরজে মাতঙ্গ করি ঘোর ঘণ্টাধ্বনি।
রথরব বাজিহ্রেষা[১] চতুর্দ্দিকে শুনি॥
জলদে নিন্দিয়া করে নিশান গর্জ্জন।
নিজ পর বাক্য কিছু না হয় শ্রবণ॥
মহতী জনতা হয় নৃপতির দ্বারে।
পাষাণ ধূলিতে পরিণত পদভরে॥
ছাদে চড়ি নারীগণ করে দরশন।
মঙ্গল থালাতে করি আরতি গ্রহণ॥
মনোহর নানা গীত করিতেছে গান।
অতীব আনন্দে, তাহা না হয় বাখান॥
দুই রথ সাজাইয়া সুমন্ত্র তখন।
রবিবাজি[২] জিনি অশ্ব করিল যোজন॥
মনোহর দুই রথ ভূপপাশে আনে।
সারদাও অসমর্থা তাহার বাখানে॥
নৃপের সমাজ এক রথে শোভা করে।
অতি তেজপুঞ্জ[৩] রাজা চড়েন দোসরে॥

সেই রথে সুশোভন বশিষ্ঠকে আরোহণ,
করাইয়া আনন্দে নরেশ।
করিলেন আরোহণ, স্মরি মনে সেইক্ষণ,
হর গুরু পার্ব্বতী গণেশ॥৩৯২॥
বশিষ্ঠ সহিত শোভে নৃপ ত কেমন।
সুরগুরুসঙ্গে[৪] রাজে[৫] বাসব[৬] যেমন॥
বেদবিধি কুলরীতি করিয়া রাজন।
সম্পূর্ণ প্রস্তুত সবে করি দরশন॥
শ্রীরামে স্মরণ করি গুরুআজ্ঞা ধরি।
চলিলেন মহীপতি শঙ্খধ্বনি করি॥
হর্ষিত বিবুধ[৭] দেখি বরযাত্রীগণ।
সুমঙ্গলদাতা পুষ্প করেন বর্ষণ॥
হয় অতি কোলাহল হয়-গজরবে[৮]।
বাদ্যধ্বনি করে নভে[৯] বরযাত্রী সবে॥

(১) ঘোড়ার রব (২) সূর্য্যের রথের ঘোড়া (৩) তেজের রাশি (৪) বৃহস্পতির সঙ্গে (৫) শোভা পান (৬) ইন্দ্র (৭) দেবতা (৮) ঘোড়া ও হাতীর রবে বা শব্দে (৯) আকাশে।

মূল।

সুর নরনারী সুমঙ্গল গাই।
সরসরাগ বাজহিঁ সহনাই[১] ॥
ঘণ্টঘণ্টিধ্বনি বরণি ন জাই।
সরৌঁ[২] করৈ পায়ক[৩] ফহরাই[৪] ॥
করহিঁ বিদূষক কৌতুক নানা।
হাসকুশল কলগান সুজানা ॥

দোহাঃ— তুরঁগ নচাবহিঁ কুঁবর বর,
অঙ্কনি[৫] মৃদঙ্গ নিশান।
নাগর নট চিতবহিঁ চকিত,
ডিগহি ন[৬] তালবিধান ॥৩০৩॥

বনৈ ন বর্ণত বনী বরাতা।
হোইঁ সগুণ সুন্দর শুভদাতা ॥
চারাচাখ[৭] বামদিশি লেই।
মনহু সকল মঙ্গল কহি দেই ॥
দাহিন কাগ সুখেত সুহাবা।
নকুলদরশ সব কাহু ন পাবা ॥
সানুকুল বহ ত্রিবিধ বয়ারী[৮]।
সঘট সবাল আব বর নারী ॥
লোবা[৯] ফিরি ফিরি দরশ দিখাবা।
সুরভি সম্মুখ শিশুহি পিয়াবা ॥
মৃগমালা দাহিন দিশি আই।
মঙ্গলগণ জনু দীন দিখাই ॥
ক্ষেমকরী কহ ক্ষেম বিশেষী।
শ্যামা বাম সুতরুপর দেখী ॥
সম্মুখ আয়উ দধি অরু মীনা।
কর পুস্তক দুই বিপ্র প্রবীণা ॥

দোহাঃ—
মঙ্গলময় কল্যাণময়,
অভিমত ফল দাতার।
জনু সব সাঁচে হোন হিত,
ভয়ে সগুণ য়কবার ॥৩০৪॥

(১) সানিকা, সাইনি (২) নিঃসরণ বা বহির্গমন করিয়া (৩) পায়িক, পদাতিক সৈন্য (৪) নির্ঝর, প্রস্রবণ (৫) ক্রোড়ে (৬) লঙ্ঘন করেনা (৭) ময়ূর (৮) পবন (৯) শৃগাল।

বঙ্গানুবাদ।

সুর নরনারী সবে সুমঙ্গল গায়।
সহ রস রাগ কিবা সানিকা বাজায় ॥
ক্ষুদ্রঘণ্টাধ্বনি কিবা কহিতে না পারি।
পায়িক-নির্ঝর[১] যাহা করিছে নিঃসরি[২] ॥
বিবিধ কৌতুক করে বিদূষকগণে[৩]।
কলগানাভিজ্ঞ[৪], পটু হাস্য উদ্দীপনে ॥

নাচাইছে তুরঙ্গম, সুকুমার মনোরম
অঙ্কোপরি মৃদঙ্গ নিশান।
নাগরিক[৫] নটবরে, চকিতে দর্শন করে,
লঙ্ঘন না করে তালমান ॥৩০৩॥

বর্ণিতে না পারা যায় বরযাত্রীগণে।
শুভকর চিহ্ন সব পড়িছে নয়নে ॥
শিখিগণ[৬] বামদেশ করিয়া গ্রহণ।
মনে লয় কহিতেছে শুভ সংঘটন ॥
সুন্দর সুক্ষেত্রে কাগে দক্ষিণে দেখিল।
নকুল[৭] দর্শন কুত্র কেহ না পাইল ॥
সানুকুল বহে কিবা ত্রিবিধ পবন।
সঘট[৮] সশিশু আসে বর নারীগণ ॥
শিবাগণ[৯] দরশন দেয় ফিরে ফিরে।
সুরভি[১০] সম্মুখে বৎসে দুগ্ধদান করে ॥
দাহিনেতে মৃগশ্রেণী করি আগমন।
সুমঙ্গলগণে যেন করে প্রদর্শন ॥
ক্ষেমঙ্করী[১১] কহে যেন নিজে ক্ষেমগণ[১২]।
বামে তরুপরে হয় শ্যামা[১৩] দরশন ॥
সম্মুখেতে দৃষ্ট হয় দধি আর মীন[১৪] ॥
করেতে পুস্তক দুই ব্রাহ্মণ প্রবীণ।

অতি সুমঙ্গলময়, অভিমত ফলচয়,
প্রাপণসূচক চিহ্নগণ।
যেন শুভচিহ্নাকারে, সদা সত্য হইবারে
সুশকুন[১৫] হয় সেই ক্ষণ ॥৩০৪॥

(১) পদাতিক সৈন্যরূপ নির্ঝর (২) নিঃসৃত হইয়া (৩) অঙ্গভঙ্গি দ্বারা যে সকলকে হাসায় (৪) সুন্দর গানে অভিজ্ঞ (৫) নগরবাসী (৬) ময়ূরগণ (৭) নেউল (৮) কলস লইয়া (৯) শৃগালগণ (১০) গাভি (১১) মঙ্গলদাত্রী (১২) মঙ্গল সকল (১৩) পক্ষিনী বিশেষ (১৪) মৎস্য (১৫) শুভসূচক চিহ্ন।

বঙ্গানুবাদ ।

মঙ্গল শকুন সুগম সব তাকে।
সুগুণ ব্রহ্ম সুন্দর সুত জাকে ॥
রাম সরিস বর দুলহিনি সীতা।
সমধী[১] দশরথ জনক পুনীতা ॥
সুনি অস ব্যাহ সগুণ সব নাচে।
অব কীন্হে বিরঞ্চি হম সাঁচে ॥
ইহি বিধি কীন্হ বরাত পয়ানা।
হয় গজ গাজহিঁ হনহিঁ নিশানা ॥
আবত জানি ভানুকুলকেতু।
সরিতন জনক বঁধায়ে সেতু ॥
বীচ বীচ বর বাস বনায়ে।
সুরপুর সরিস সম্পদা চ্ছায়ে ॥
অশন শয়ন বর বসন সুহায়ে।
পাবহিঁ সব নিজ নিজ মনভায়ে ॥
নিত নূতন লখি সুখ অনুকুলা।
সকল বরাতিন মন্দির ভূলা ॥
দোহা :—
আবত জানি বরাত বর,
সুনি গহগহে নিশান।
সজি গজ রথ পদচর তুরঁগ,
লেন চলে অগবান[২] ।৩০৫।

কণক কলস কল কোপর[৩] থারা।
ভোজন ললিত অনেক প্রকারা ॥
ভরে সুধাসম সব পকবানা।
ভাঁতি ভাঁতি নহিঁ জাহিঁ বখানা ॥
ফল অনেক বর বস্তু সুহাই।
হরষি ভেঁটহিত ভূপ পঠাই ॥
ভূষণ বসন মহামণি নানা।
খগ মৃগ হয় গজ বহুবিধি যানা ॥
মঙ্গল সগুণ[৪] সুগন্ধ সুহায়ে।
বহুত ভাঁতি মহিপাল পঠায়ে ॥

(১) বৈবাহিক (২) অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করণ (৩) ঝারী (৪) গুণশালী।

মূল ।

মঙ্গল শকুন সব সুগম তাঁহার।
সুন্দর সুগুণ ব্রহ্ম তনয় যাঁহার ॥
শ্রীরাম হয়েন বর, সীতা কন্যা হন।
বৈবাহিক দশরথ জনক পাবন ॥
শুনি এ বিবাহ হয় শকুনের নৃত্য।
আমাদিকে বিধি এবে করিবেন সত্য ॥
করে বরযাত্রীগণ এরূপে প্রয়াণ।
হয় গজ করে রব বাজিছে নিশান ॥
আসিবেন জানি তবে ভানুকুলকেতু[১]।
জনক সরিদুপরি[২] বাঁধাইল সেতু ॥
মধ্যে মধ্যে বর বাস[৩] নির্ম্মাণ করিল।
সুরপুর সম সবে সম্পত্তি ছাইল ॥
সুন্দর বসন বর অশন[৪] শয়ন[৫]।
পাইল সকলে নিজ মনের মতন ॥
নিত্য নব অনুকূল সুখ অনুভবে।
নিজালয় ভুলিলেক বরযাত্রী সবে ॥

আসিছে জানিয়া তবে, বর বরযাত্রী সবে
শুনিয়া নিশান ততঃপর।
সাজাইয়া পদচর, হয় গজ রথ বর,
আনিবারে হয় অগ্রসর ॥৩০৫।

কণক কলস থালা ঝারী মনোহরে।
নানাবিধ পানাশন[৬] পরিপূর্ণ করে ॥
সুপাচিত স্বাদু সবে সুধার সমান।
নানাবিধ নাহি পারি করিতে বাখান ॥
বহুবিধ ফল বর বস্তু সুশোভন।
ভেটহেতু নৃপ[৭] করে আনন্দে প্রেরণ ॥
নানাবিধ মহামণি ভূষণ বসন।
খগ মৃগ হয় গজ বিবিধ বাহন ॥
শুভকর গুণশালী সুগন্ধী সুন্দর।
বহুবিধ দ্রব্য পাঠাইল নৃপবর ॥

(১) সুর্য্যবংশেরকেতু অর্থাৎ ধ্বজা স্বরূপ রাজা দশরথ (২) নদীর উপরে (৩) আবাসভবন (৪) খাদ্য (৫) শয্যা (৬) পানীয় ও খাদ্য (৭) জনক রাজা।

বঙ্গানুবাদ।

দধি চিবরা[১] উপহার অপারা।
ভরি ভরি কাঁবরি[২] চলে কহারা॥
অগবানন জব দীখ বরাতা।
উর আনন্দ পুলক ভর গাতা॥
দেখি বনাব[৩] সহিত অগবানা।
মুদিত বরাতিন হনে নিশানা॥
দোহা :—
হরষি পরস্পর মিলন হিত,
কচ্ছুক চলে বগমেল[৪]।
জনু আনন্দ সমুদ্র দুই,
মিলত বিহায় সুবেল[৫] ॥৩০৬॥

বরষি সুমন সুরসুন্দরি গাবহিঁ।
মুদিত দেব দুন্দুভী বজাবহিঁ॥
বস্তু সকল রাখী নৃপ আগে।
বিনয় কীহ্ন তিহ্ন অতি অনুরাগে॥
প্রেম সমেত রাউ সব লীহ্না।
ভৈ বখশীশ[৬] যাচকন দীহ্না॥
করি পূজা মান্যতা বড়াই।
জনবাসেকহঁ চলে লিবাই॥
বসন বিচিত্র পাঁবড়ে[৭] পরহীঁ[৮]।
নৃপ দশরথ তাপর পগ[৯] ধরহীঁ॥
দেখি ধনদ ধনমদ পরিহরহীঁ।
বরষি সুমন সুর জয় জয় করহীঁ॥
অতি সুন্দর দীহ্ন্যউ জনবাসা[১০]।
জহঁ সবকহঁ সব ভাঁতি সুপাসা[১১]॥
জানী সিয় বরাত পুর আই।
কচ্ছু নিজ মহিমা প্রগট জনাই॥
হৃদয় সুমিরি সব সিদ্ধি বুলাই।
ভূপপহুনই[১২] করন পঠাই॥

মূল।

দধি চিপিটক[১] আদি বহু উপহার।
ভারে ভারে পূর্ণ করি চলিল কাহার॥
বরযাত্রী দেখে যবে অগ্রগামীগণ।
পুলকিত গাত্র অতি আনন্দে মগন॥
সুসজ্জিত অগ্রগামী করি দরশন।
নিশান বাজায় হর্ষে বরযাত্রীগণ॥

অতীব আনন্দভরে, মিলিবারে পরস্পরে
বিশৃঙ্খলে করিল গমন।
আনন্দ সাগরদ্বয়, যেন উথলিত হয়
বেলা[২] ছাড়ি করিতে মিলন ॥৩০৬।

বরষি কুসুম সুরনারী করে গান।
দেবতা মুদিত মনে দুন্দুভি বাজান॥
সম্মুখে ধরিয়া ভেট নৃপতি[৩] তখন।
বিনয় করেন অতি অনুরাগী মন॥
প্রেমসহ নরপতি[৪] করিয়া গ্রহণ।
প্রার্থীজনে পুরস্কার করেন অর্পণ॥
পূজাও সম্মান করি নৃপ[৩] অতিশয়।
লইয়া চলেন সবে যথা লোকালয়॥
পদতলে পাতি দেয় বিচিত্র বসন।
তদুপরি দশরথ করেন গমন॥
দেখিয়া ধনদ[৫] ধনমদ পরিহরে।
বরষি কুসুম সুর 'জয় জয়' করে॥
অতীব সুন্দর দিল বিশ্রাম ভবন।
সম্পূর্ণ নিকটে যাহে থাকে সর্ব্বজন॥
জানি বরযাত্রী সমাগত পুরপাশ।
জানকী মহিমা কিছু করেন প্রকাশ॥
স্মরণ করিয়া হৃদে সর্ব্ব সিদ্ধিগণ।
নৃপের-সৎকার হেতু করেন প্রেরণ॥

---

(১) চিপিটক (২) ভার, চুপড়ি (৩) সুসজ্জা (৪) মেলবিনা অর্থাৎ বিশৃঙ্খল (৫) বেলা, তট (৬) পুরস্কার (৭) পদতলে (৮) পাতি দেয় (৯) পাদ (১০) আবাস ভবন (১১) পাশাপাশি পরস্পর সন্নিকটে (১২) ভূপের সৎকার।

(১) অভ্যর্থনা করিতে সর্ব্বাগ্রে গমনকারীগণকে (২) তট, কিনারা (৩) জনক রাজা (৪) রাজা দশরথ (৫) কুবের।

মূল ।

দোহাঃ—

সিয়আয়সু শির সিদ্ধি ধরি,

গই জহাঁ জনবাস[১] ।

লিয়ে সম্পদা সকল সুখ,

সুরপুর ভোগ বিলাস ।৩০৭॥

নিজ নিজ বাস বিলোকি বরাতী ।

সুরসুখ সকল সুলভ সব ভাঁতী ॥

বিভবভেদ কছু কাহু ন জানা ।

সকল জনককর করহিঁ বখানা ॥

সিয়মহিমা রঘুনায়ক জানী ।

হরষে হৃদয় হেতু পহিচানী[২] ॥

পিতু আগমন সুনত দোউ ভাই ।

হৃদয় ন অতি আনন্দ সমাই ॥

সকুচত[৩] কহি ন সকত[৪] গুরুপাহীঁ ।

পিতু দরশন লালচ[৫] মনমাহীঁ ॥

বিশ্বামিত্র বিনয় বাঁড় দেখী ।

উপজা উর সন্তোষ বিশেষা ॥

হরষি বন্ধু দোউ হৃদয় লগায়ে ।

পুলক অঙ্গ লোচন, জলচ্ছায়ে ॥

চলে জহাঁ দশরথ জনবাসে ।

মনহুঁ সরোবর তক্যউ পিয়াসে[৬] ॥

দোহাঃ—

ভূপ বিলোকে জবহিঁ মুনি,

আবত সুতন সমেত ।

উঠে হরষি সুখসিন্ধুমহঁ,

চলে থাহসী[৭] লেত ।৩০৮॥

মুনিহি দণ্ডবত কীন্হ মহীশা ।

বার বার পদরজ ধরি শীশা ॥

কৌশিক রাউ লিয়ে উর লাই ।

দৈ অশীশ পূঁচ্ছী কুশলাই ॥

(১) লোকালয় (২) জানিতে পারিয়া (৩) সঙ্কুচিত (৪) শক্ত, সক্ষম (৫) লালসা (৬) তৃষ্ণাতুর (৭) থাই, তলস্পর্শ।

অনুবাদ ।

সীতাদেশ[১] শি… সিদ্ধি…

যা… লোক…

লইয়া সম্পদ তবে,

যাহা সুর…

নিজ নিজ…

দেবতাসুলভ… ভব…

বিভবপ্রভেদ কিছু কেহ নাহি জানে ।

জনকরাজাকে অতি সকলে বাখানে ॥

সীতার মহিমা সব-বৈভবকারণ[৫] ।

জানিয়া শ্রীরাম অতি আনন্দিত মন ॥

পিতাআগমন শুনি ভাই দুইজন ।

আনন্দ করিতে নারে হৃদয়ে ধারণ ॥

কহিতে না পারে ত্রাসে গুরুসন্নিধানে ।

পিতাকে দেখিতে বাঞ্ছা অতিশয় মনে ॥

বিশ্বামিত্র মুনি অতি দেখিয়া বিনয় ।

মনে মনে পরিতুষ্ট হন অতিশয় ॥

হর্ষে ভ্রাতৃদ্বয়ে করি হৃদে আলিঙ্গন ।

পুলকিত অঙ্গ অশ্রুপূর্ণ দুনয়ন ॥

চলিলেন দশরথ-বিশ্রামভবনে[৬] ।

মনে হয় তৃষ্ণাতুর চাহে সরপানে[৭] ॥

ভূপতিকে[৮] দেখে ততঃ সুত সহ সমাগত,

বিশ্বামিত্র মুনিবর যবে ।

উঠে হরষিত মন, সুখসিন্ধু-নিমগন[৯],

থাই লইবারে চলে তবে ।৩০৮॥

মুনিকে[১০] প্রণাম করিলেন নৃপবর[১১] ।

বার বার পদরজ ধরি শিরোপর ॥

কৌশিক রাজাকে করি হৃদয়ে লগন ।

জিজ্ঞাসে আশিস দিয়া কুশল-বচন ॥

(১) সীতার আদেশ (২) স্বর্গে (৩) থাকিবার স্থান (৪) দেবতাদের বিভবের সহিত কোনরূপ পার্থক্য (৫) উপরোক্ত বৈভবের হেতু (৬) দশরথের বিশ্রাম স্থানে অর্থাৎ দশরথ যে স্থানে বিশ্রাম করিতেছেন (৭) সরোবরের দিকে (৮) রাজা দশরথকে (৯) যেন সুখের সিন্ধুতে নিমগ্ন (১০) বিশ্বামিত্রকে (১১) রাজা দশরথ।

মূল।

পুনি দণ্ডবত করত দোউ ভাই।
দেখি নৃপতি উর সুখ ন সমাই॥
সুত হিয় লাই দুসহ দুখ মেঁটে।
মৃতক শরীর প্রাণ জনু ভেঁটে॥
পুনি বশিষ্ঠপদ শির তিন নায়ে[১]।
প্রেম মুদিত মুনিবর উর লায়ে॥
বিপ্রবৃন্দ বন্দে দোউ ভাই।
মনভাবতি[২] অশীশ তিহু পাই॥
ভরত সহানুজ কীহ্ন প্রণামা।
লিয়ে উঠাই লাই উর রামা॥
হরষে লখণ দেখি দোউ ভ্রাতা।
মিলে প্রেম পরিপূরণ গাতা॥

দোহা :—

পুরজন পরিজন জাতিজন,
যাচক মন্ত্রী মীত[৩]।
মিলে যথাবিধি সবহিঁ প্রভু,
পরম কৃপালু বিনীত ॥৩০৭॥

রামহিঁ দেখি বরাত জুড়ানী[৪]।
প্রীতি কি রীতি ন জাই বখানী॥
নৃপসমীপ সোহহিঁ সুত চারী
জনু ধন ধর্ম্মাদিক তনুধারী॥
সুতন সহিত দশরথকহঁ দেখী।
মুদিত নগরনরনারী বিশেষী॥
সুমন বরষি সুর হনহিঁ[৫] নিশানা।
নাকনটী নাচহিঁ করি গানা॥
সতানন্দ অরুবিপ্র সচিবগণ।
মাগধ সূত বিদুষ[৬] বন্দীজন॥
সহিত বরাত রাউ সনমানা।
আয়সু মাঁগি চলে জগবানা॥
প্রথম বরাত লগনতে আই।
তাতে পুর প্রমোদ অধিকাই॥

(১) নত করিলেন (২) মনোমত (৩) বন্ধু (৪) জুড়াইল, খুসী হইল (৫) আঘাত করে অর্থাৎ বজায় (৬) বক।

বঙ্গানুবাদ।

পুনশ্চ প্রণাম যবে ভ্রাতৃদ্বয়[১] করে।
দেখিয়া নৃপতি-হৃদে সুখ নাহি ধরে॥
মিটিল দুঃসহ দুঃখ সুতে হৃদে লয়ে।
মৃতদেহে প্রাণ যেন আইল ধাইয়ে॥
বশিষ্ঠচরণে তাঁরা শির নত করে।
প্রেমেতে মুদিত মুনি হৃদয়েতে ধরে॥
দুই ভাই বিপ্রবৃন্দে করেন বন্দন।
পাইলেন আশীর্ব্বাদ মনের মতন॥
ভরত অনুজ সহ করেন প্রণাম।
উঠাইয়া লইলেন হৃদিপরে রাম॥
ভাই দুইজনে দেখি হর্ষিত লক্ষ্মণ।
প্রেম পরিপূর্ণ দেহে করে আলিঙ্গন॥

পুরজন পরিজন, সমুদায় জাতিজন,
যাচক সচিব বন্ধুচয়।
সর্ব্ব সহ যথারীতি, মিলে প্রভু[২] করি প্রীতি,
কৃপালু বিনীত অতিশয় ॥৩০৭॥

শ্রীরামে দেখিয়া সুখী বরযাত্রীগণ
প্রীতির যা রীতি নারি করিতে বর্ণন॥
নৃপের সমীপে কিবা শোভে সুতচারী।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যেন তনুধারী॥
দশরথ নৃপতিকে সসুত[৩] দেখিয়া।
পুরনরনারী অতি প্রমুদিতহিয়া॥
পুষ্প বর্ষে দেবগণ বাজায়ে নিশান।
নাকনটী[৪] নৃত্য করে করি কলগান[৫]॥
সতানন্দ[৬] আর সব বিপ্র মন্ত্রীগণ।
মাগধাদি সূত বন্দী বিদূষকজন॥
বরযাত্রী সহ করি রাজার সম্মান।
আদেশ লইয়া সবে করিল প্রস্থান॥
প্রথম লগেতে আসে বরযাত্রীগণ।
অতিশয় আনন্দিত তাহে পুরজন॥

(১) শ্রীরাম লক্ষ্মণ (২) শ্রীরামচন্দ্র (৩) পুত্র সহ (৪) স্বর্গের নর্ত্তকী (৫) সুমধুর গান (৬) জনক রাজার পুরোহিত।

মূল।

ব্রহ্মানন্দ লোগ সব লহহীঁ।
বড়হু[1] দিবস নিশি বিধিসন কহহীঁ॥
দোহা :—রাম সীয় শোভাঅবধি,
সুকৃতঅবধি দোউ রাজ।
জহঁ তহঁ পুরজন কহহিঁ অস,
মিলি নরনারী সমাজ॥৩১০॥
জনকসুকৃতমূরতি বৈদেহী।
দশরথসুকৃত রাম ধরি দেহী॥
ইন সম কাহু ন শিব আরাধে।
কাহু ন ইন সমান ফল সাধে॥
ইন সম কোই ন ভয়উ জগমাহী।
হৈনহিঁ কতহু হোহুহু নাহী॥
হম সব সকল সুকৃতকী রাশী।
ভয়ে জগ জন্মি জনকপুরবাসী॥
জিন জানকীরামচ্ছবি দেখী।
কো সুকৃতী হম সরিস বিশেষী॥
পুনি দেখত রঘুবীরবিবাহু।
লেব ভলীবিধি লোচনলাহু॥
কহহিঁ পরস্পর কোকিলবয়নী[2]।
য়হ বিবাহ বড় লাহু সুনয়নী॥
বড়ে ভাগ্য বিধি বাত বনাই।
নয়নঅতিথি হোইহৈঁ দোউ ভাই॥
দোহা :—বারহিঁবার সনেহবশ,
জনক বুলাউব সীয়॥
লেন আইহহিঁ বন্ধু দোউ,
কোটি কাম কমনীয়॥৩১১॥
বিবিধ ভাঁতি হোইহি পহুনাই[3]।
প্রিয় ন কাহি অস সাসুরমাই[4]॥
তব তব রাম লষণহিঁ নিহারী।
হোইহহিঁ সব পুরলোগ সুখারী॥

(১) বড় লোক (২) কোকিলের ন্যায় মধুর স্বর বিশিষ্টা (৩) পান ভোজনাদি সৎকার (৪) শ্বশুরের মায়া বা স্নেহ।

বঙ্গানুবাদ।

ব্রহ্মানন্দ লাভ করে সমুদায় লোক।
বিধিসনে কহে নিশিদিন বড় হোক॥
সীতা রাম দুই জন, শোভায় অবধি[1] হন
সুকৃত-অবধি[2] নৃপদ্বয়।
যথা তথা পুরজন, কহিতেছে সেইক্ষণ
মিলি সব নরনারী চয়॥৩১০॥
বৈদেহী-মূরতি[3] ধরে জনক-সুকর্ম্ম[4]।
রাম-দেহ[5] ধরিয়াছে দশরথ-ধর্ম্ম[6]॥
শিবপূজা কেহ হেন করে নাহি যেন।
কেহ করে নাহি বিশ্বে ফললাভ হেন॥
বিশ্বে নাহি জন্মিয়াছে হেন কোনজন।
হয় নাই হইবেনা এরূপ কখন॥
আমাদের সকলের ভূরি পুণ্যচয়।
এই পুরবাসীরূপে বিশ্বে জন্ম লয়॥
সীতারামছবি[7] যিনি দেখিবারে পান।
ভাবিলেন "মম সম কেবা ভাগ্যবান"॥
রামের বিবাহ পুন দেখিলে নিশ্চয়।
লোচন-লালসা পূর্ণ হবে অতিশয়॥
কলকণ্ঠা নারীগণ কহে পরস্পর।
সুনয়নে[8]! এ বিবাহ অতি লাভকর॥
বড় ভাগ্যে বিধাতা করিল সিরজন[9]।
নয়ন-অতিথি[10] হয় ভাই দুই জন॥
নরপতি[11] বার বার, স্নেহবশে আপনার
জানকীকে করেন আহ্বান।
আসিলেন লইবারে, তবে দুই বন্ধুবরে[12]
কোটি কাম জিনি শোভমান॥৩১১॥
সৎকার বিবিধ বিধি হয় অতিশয়।
ঈদৃশী শ্বশুরমায়া কার প্রিয় নয়॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণে তবে করি নিরীক্ষণ।
পুরবাসী লোক সব অতি সুখীমন॥

(১) সীমা (২) পুণ্যের সীমা স্বরূপ (৩) সীতার মূর্ত্তি (৪) জনক রাজার সুকর্ম্ম (৫) রামের মূর্ত্তি (৬) দশরথ রাজার ধর্ম্ম বা পুণ্য (৭) সীতারাম মূর্ত্তির শোভা (৮) সুনয়নার সম্বোধনে (৯) সৃজন (১০) নয়ন পথের পথিক (১১) জনক রাজা (১২) দুই ভ্রাতা শ্রীরাম লক্ষ্মণকে।

মূল।

সখি জস রাম লষণকর জোটা।
তৈসেই ভূপসঙ্গ দুই ঢোটা[১]॥
শ্যাম গৌর সব অঙ্গ সুহায়ে।
তে সব কহহিঁ দেখি জে আয়ে॥
কহা এক মৈঁ আজু নিহারে।
জনু বিরঞ্চি নিজ হাথ সঁবারে॥
ভরত রাম একহি অনুহারী।
সহসা লখিনসকহিঁ নরনারী॥
লষণ শক্রসূদন[২] ইক রূপা।
নখশিখতেঁ[৩] সব অঙ্গ অনূপা॥
মন ভাবহিঁ সুখ বরণি ন জাহীঁ।
উপমা কহঁ ত্রিভুবন কোউ নাহীঁ॥

ছন্দ :—

উপমান কোউ কহ দাস তুলসী
কতহুঁ কবি কোবিদ কহেঁ।
বল বিনয়-বিদ্যা শীল শোভা
সিন্ধু ইন সম যে অহেঁ॥
পুরনারী সকল পসারি[৪] অঞ্চল,
বিধিহি বিনয় সুনাবহীঁ।
ব্যাহিয় সুচারিউ ভাই ইহিপুর
হম সুমঙ্গল গাবহীঁ॥৩৩॥

সোং :— কহহিঁ পরস্পর নারী,
বারি বিলোচন পুলক তনু।
সখি সব করব পুরারি,
পুণ্য পয়োনিধি ভূপ দোউ॥৩৪॥
ইহি বিধি সকল মনোরথ করহীঁ।
আনঁদ উমঁগি[৫] উমঁগি উর ভরহীঁ॥
জে নৃপ সীয়সয়ম্বর আয়ে।
দেখি বন্ধু[৬] সব তিন সুখ পায়ে॥
কহত রামযশ বিশদ বিশালা।
নিজ নিজ ভবন গয়ে মহিপালা॥

(১) নন্দন, পুত্র (২) শত্রুঘ্ন (৩) আপাদ মস্তক (৪) বিস্তার করিয়া (৫) উথলে (৬) ভ্রাতা।

বঙ্গানুবাদ।

শ্রীরাম লক্ষ্মণে সখি! যেমন মিলন।
ভূপসঙ্গে সেইরূপ আছে দুনন্দন[১]॥
শ্যাম গৌর সরবাঙ্গ অতি সুশোভন।
কহিছে তাহারা যারা করেছে দর্শন॥
'অদ্য আমি দেখিয়াছি' কহে একজন।
স্বকরে বিধাতা যেন করেছে গঠন॥
ভরত ও রাম কিবা একরূপ ধরে।
নরনারী সহসা না পারে চিনিবারে॥
লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন কিবা হন একরূপ।
আপাদমস্তক সরবাঙ্গ অনুরূপ॥
মনে ভাবি সুখ, নারি করিতে বর্ণন।
ত্রিভুবনে উপমান[২] নাহি কোনজন॥

কহে তুলসীর মন, কবি ও কোবিদগণ[৩]
কোথায় পাইবে উপমান।
বল বিদ্যা সুবিনয়ে, শীল শোভা অতিশয়ে
ইনি মাত্র ইহাঁর সমান॥
সমুদায় পুরনারী, অঞ্চল বিস্তার করি
বিধিকে বিনতি করে তবে।
চারিভ্রাতা সুবিবাহ[৪] যেন হয় পুরে ইহ
মঙ্গল গাইব মোরা সবে॥৩৩॥
কহে নারী পরস্পর, পুলকিত তনুবর
অশ্রুপূর্ণ নয়নকমল।
সখি! করিবেন ভব[৫], মনোবাঞ্ছা পূর্ণ সব
পুণ্যোদধি[৬] ভূপতি যুগল[৭]॥৩৪॥
এইরূপ মনোরথ করিল সকলে।
হৃদয় মাঝারে অতি আনন্দ উথলে॥
যে নৃপতি এসেছিল সীতা-সয়ম্বরে।
তারা সুখ পায় দেখি চারি ভ্রাতৃবরে॥
কহি রামযশ অতি বিশদ বিশাল।
নিজ নিজ গৃহে সবে যায় মহিপাল॥

(১) দুই পুত্র অর্থাৎ ভরত ও শত্রুঘ্ন (২) উপমার যোগ্যপাত্র (৩) পণ্ডিত, জ্ঞানী (৪) চারি ভ্রাতার বিবাহ কার্য্য (৫) মহাদেব (৬) পুণ্যের সাগর (৭) রাজা জনক ও দশরথ।

মূল ।

গয়ে বীতি[১] কচ্ছুদিন য়হিভাঁতি ।
প্রমুদিত পুরজন সকল বরাতী ॥
মঙ্গলমূল লগনদিন পাবা ।
হিমঋতু অগহন[২] মাস সুহাবা ॥
গ্রহ তিথি নখত[৩] যোগবর বারা ॥
লগন শোধি[৪] বিধি কীহু বিচারা ॥
পঠৈদীন নারদকর সোই ।
গুনী জনককে গণকন জোই ॥
সুনী সকল লোগন য়হবাতা ।
কহহিঁ জ্যোতিষী অহহিঁ বিধাতা ॥

দোহা :—
ধেনুধূলি[৫] বেলা বিমল,
সকল সুমঙ্গল মূল ।
বিপ্রন কহ্যউ বিদেহ সন,
জানি সময় অনুকূল ॥৩১২॥

উপরোহিতহিঁ[৬] কহ্যউ নরনাহা ।
অব বিলম্বকর কারণ কাহা ॥
সতানন্দ তব সচিব বুলায়ে ।
মঙ্গল কলস সাজি সব লায়ে ॥
শঙ্খ নিশান পণব বহু বাজে ।
মঙ্গল কলস সগুণ[৭] সব সাজে ॥
শুভগ সুয়াসিন[৮] গাবহিঁ গীতা ।
করহিঁ বেদধ্বনি বিপ্র পুনীতা ॥
লেন চলে সাদর ইহি ভাঁতি ।
গয়ে জহাঁ জনবাস বরাতী ॥
কোশলপতিকর দেখি সমাজু ।
অতি লঘু লগে তিনহি সুররাজু ॥
ভয়উ সময় অব ধারিয় পাউ[৯] ।
য়হ সুনি পরা নিশানন ঘাউ ॥
গুরুহি পূঁছি করি কুলবিধি রাজা ।
চলে সঙ্গ মুনিসাধুসমাজা ॥

(১) অতীত হইলে (২) অগ্রহায়ণ (৩) নক্ষত্র (৪) শুদ্ধ (৫) গোধূলি (৬) পুরোহিতকে,পুরোধাকে (৭) শকুন, শুভসূচক চিহ্ন (৮) সুন্দরী বালিকা। (৯) গমন করুন।

বঙ্গানুবাদ ।

এইরূপে কিছুদিন হইলে অতীত ।
বরযাত্রী পুরজন সবে প্রমুদিত ॥
শুভ লগ্নদিন তবে হইল আগত ।
মাসাগ্রহায়ণ হিমঋতু সুশোভিত ॥
গ্রহ তিথি সুনক্ষত্র যোগবর[১] বার ।
শুদ্ধ লগ্ন শিখি করি মনেতে বিচার ॥
নারদে পাঠান তিনি জনকনগর ।
যিনি জনকের গুণী গণকপ্রবর[২] ॥
শুনিয়া সকল লোক এই সুসম্বাদ ।
বিধাতা জ্যোতিষি নিজে করিল প্রবাদ ॥

সুরভির[৩] ধূলিময়, সুবিমল সুসময়,
সমুদায় সুমঙ্গলমূল ।
কহিলেন বিপ্রগণে, বিদেহ রাজার সনে,
সময় জানিয়া অনুকূল ॥৩১২॥

নরনাথ[৪] পুরোহিতে কহেন তখন ।
কি হেতু বিলম্ব আর করেন এখন ॥
সতানন্দ করিলেন সচিবে আহ্বান ।
মঙ্গল কলস সাজি সবে লয়ে যান ॥
অসংখ্য পণব শঙ্খ নিশান বাজিল ।
কলস শকুন শুভ সজ্জিত হইল ॥
সুন্দরী বালিকাগণ করে গীত গান ।
বেদধ্বনি করে পূত বিপ্র সুপ্রধান ॥
এইরূপ সমাদরে চলিল আনিতে ।
বর বরযাত্রীগণে আবাস হইতে ॥
কোশলপতির[৫] তবে দেখিয়া সমাজ ।
অতি লঘু লাগে তাহাদিকে সুররাজ[৬] ॥
হইল সময় এবে করুন গমন ।
ইহা শুনি আরম্ভিল নিশান-বাদন[৭] ॥
কুলবিধি জিজ্ঞাসিয়া গুরুকে রাজন[৮] ।
মুনিসাধুগণ সঙ্গে করেন গমন ॥

(১) শ্রেষ্ঠযোগ (২) শ্রেষ্ঠ (৩) গাভীর (৪) রাজা জনক (৫) অযোধ্যাপতির অর্থাৎ রাজা দশরথের (৬) সুররাজ, স্বর্গ (৭) নিশানের ধ্বনি (৮) রাজা দশরথ।

বঙ্গানুবাদ।

দোহা :—ভাগ্য বিভব অবধেশকর,
দেখি দেব ব্রহ্মাদি।
লগে সরাহন[১] সহসমুখ,
জানি জন্ম নিজ বাদি[২] ॥৩১৩॥
সুরন সুমঙ্গল অবসর জানা।
বরষহিঁ সুমন বজাই নিশানা॥
শিব ব্রহ্মাদিক বিবুধবরূথা।
চঢ়ে বিমানন নানা যূথা॥
প্রেম পুলক তনু হৃদয় উচ্ছাহূ।
চলে বিলোকন রামবিবাহূ॥
দেখি জনকপুর সুর অনুরাগে।
নিজ নিজ লোক সবহিঁ লঘু লাগে॥
চিতবহিঁ চকিত বিলোকি বিতানা।
রচনা সকল অলৌকিক নানা॥
নগরনারীনর রূপনিধানা।
সুঘর[৩] সুধর্ম্ম সুশীল সুজানা॥
তিনহিঁ দেখি সব সুর নরনারী।
ভয়ে নখত জনু বিধুউজিয়ারী[৪]॥
বিধিহি ভয়উ আশ্চর্য্য বিশেষী।
নিজ করণী কছু কতহুঁ ন দেখী॥
দোহা :—
শিব সমুঝায়ে দেব সব,
জনি আশ্চর্য্য ভুলাহু।
হৃদয় বিচারহু ধীর ধরি,
সিয়রঘুবীরবিবাহু ॥৩১৪॥
জিনকর নাম লেত জগমাহীঁ।
সকল অমঙ্গলমূল নশাহীঁ॥
করতল হোহিঁ পদারথ চারি।
তে সিয় রাম কহেউ কামারি॥
ইহিবিধি শম্ভু সুরন সমুঝাবা।
পুনি আগে বর বসহ[৫] চলাবা॥

(১) প্রশংসা করিতে (২) বিফল (৩) সুদক্ষ (৪) বিধুর জ্যোতিতে আলোক (৫) বৃষভ।

মূল।

দেখি ভাগ্য সুবিভব, অযোধ্যাপতির সব
ব্রহ্মা আদি দেবতা সকল।
প্রশংসা করিতে লাগে, সহস্রবদন[১] আগে
জন্ম নিজ জানিয়া বিফল ॥৩১৩॥
দেবগণ জানি তবে শুভ অবসর।
পুষ্প বর্ষে বাজাইয়া নিশান প্রবর॥
শিব ব্রহ্মা আদি করি বিবুধবরূথ[২]।
বিমানে চঢ়েন সাজি বহুবিধ যূথ[৩]॥
প্রেমে পুলকিত তনু হৃদয়ে উৎসাহ।
চলিলেন দেখিবারে রামের বিবাহ॥
সানুরাগে দেখি সুর জনক-নগর।
নিজ নিজ লোক সবে গণে লঘুতর॥
বিতান হেরিয়া করে চকিতে দর্শন।
নানা রূপ অলৌকিক সমস্ত রচন॥
নগরের নরনারী রূপের নিধান।
সুদক্ষ ধার্ম্মিক বিজ্ঞ সাধুশীলবান[৪]॥
তাহাদিগকে দেখি সব দেবতা মলীন
বিধুর আলোকে যেন তারা[৫] প্রভাহীন॥
সবিস্মিত হন বিধি বিশেষে তখন।
কোথাও না দেখি কিছু আপন করণ[৬]॥

শঙ্কর বুঝান তবে, সম্বোধিয়া দেব সবে
বিস্ময় মানিয়া না ভুলহ।
হৃদয়ে বিচার কর, ধরিয়া ধৈরজ বর
সীতাসহ রামের বিবাহ ॥৩১৪॥
বিশ্বমাঝে যাঁর নাম করিলে গ্রহণ।
অমঙ্গলমূল সব হয় বিনাশন॥
করতলগত হবে পদারথ চারি[৭]।
সীতা-রাম স্মরণেতে কহেন কামারি[৮]॥
দেবগণে প্রবোধিয়া এরূপে শঙ্কর।
বৃষভারোহণে পুন হন অগ্রসর॥

(১) সহস্রানন, বিষ্ণু (২) দেবতা সকল (৩) দল (৪) সচ্চরিত্রবান (৫) নক্ষত্র (৬) নিজের কার্য্য অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তু (৭) চারি পদার্থ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ (৮) মহাদেব।

মূল।

দেবন দেখেউ দশরথ জাতা।
মহা মোদ মন পুলকিত গাতা॥
সাধুসমাজ সঙ্গ মহিদেবা[1]।
জনু তনু ধরে করহিঁ সুর সেবা॥
সোহত সাথ শুভগ সুতচারী।
জনু অপবর্গ[2] সকল তনুধারী॥
মরকত কণকবরণ বর জোরী।
দেখি সুরন ভই প্রীতি ন থোরী॥
পুনি রামহিঁ বিলোকি হিয় হরষে।
নৃপহি সরাহি[3] সুমন তিন্হ বরষে॥
দোহা :—
রামরূপ নখশিখ[4] শুভগ,
বারহিঁবার নিহারি।
পুলকগাত লোচন সজল,
উমাসমেত পুরারি।৩১৫॥
কেকিকণ্ঠদ্যুতি[5] শ্যামল অঙ্গা।
তড়িত বিনিন্দিক বসন সুরঙ্গা[6]॥
ব্যাহবিভূষণ বিবিধ বনায়ে।
মঙ্গলময় সবভাঁতি সুহায়ে॥
শরদ[7] বিমল বিধু-বদন সুহাবন[8]।
নয়ন নবল[9] রাজীব লজাবন॥
সকল অলৌকিক সুন্দরতাই।
কহি ন জায় মনহীঁমন ভাই॥
বন্ধু মনোহর সোহহিঁ সঙ্গা।
জাত নচাবত চপল তুরঙ্গা॥
রাজকুঁবর বরবাজি[10] নচাবহিঁ।
বংশপ্রশংসক বিরদ[11] সুনাবহিঁ॥
জেহি তুরঁগপর রাম বিরাজে।
গতি বিলোকি খগনায়ক লাজে॥
কহি ন জাই সবভাঁতি সুহাবা।
বাজিভেষ[12] জনু কাম বনাবা॥

(১) বিপ্রগণ (২) কর্ম্মফল (৩) প্রশংসা করিয়া (৪) আপাদমস্তক (৫) ময়ূরের কণ্ঠের ন্যায় প্রভা (৬) সুরঞ্জিত (৭) সারদ, শরৎ কালীন। (৮) সুন্দর, শোভিত (৯) নবীন (১০) শ্রেষ্ঠ ঘোটক (১১) বিরদ অর্থাৎ স্তোত্র (১২) অশ্বের বেশ।

বঙ্গানুবাদ।

দেবগণ দেখি দশরথের গমন।
পুলকিত গাত্র সবে আনন্দিত মন॥
সাধুর সমাজ সঙ্গে আর বিপ্রগণ।
তনু ধরি করে যেন সেবা সুরগণ॥
সঙ্গে কিবা মনোহর শোভে সুতচারী।
যেন কর্ম্মফল সব হয় তনুধারী॥
কাঞ্চনের মরকত[1] সহ সম্মিলন।
দেখিয়া দেবতাগণ অতি প্রীতমন॥
পুন পুন হেরি রামে হরষে মগন।
নৃপকে প্রশংসি করে পুষ্প বরষণ॥

রামরূপ মনোলোভা, আপাদমস্তক শোভা,
বার বার করি দরশন।
শঙ্করের উমা সহ, পুলকিত অতি দেহ,
বারিপূর্ণ হইল লোচন।৩১৫॥
ময়ূরকণ্ঠাভ কিবা শ্যামল শরীর।
তড়িতে করিছে নিন্দা সুরঞ্জিত চীর[2]॥
বিবাহ-ভূষণ[3] নানাবিধ নিরমিত।
সুমঙ্গলময় সর্ব্বরূপে সুশোভিত॥
শারদচন্দ্রমা যিনি বদন শোভিত।
নবীন নয়ন করে রাজীবে[4] লজ্জিত॥
অলৌকিক সুন্দরতা সকল বিবরি[5]।
কহা নাহি যায় ভাই মনে বোধ করি॥
মনোহর ভ্রাতা কিবা শোভে তাঁর সঙ্গে।
নাচাতে নাচাতে যান চপল[6] তুরঙ্গে॥
নাচান তুরঙ্গবরে রাজার কুমার।
বিরুদ[7] শুনায় বন্দী[8] অতি চমৎকার॥
যে তুরঙ্গপরে রাম হন বিরাজিত।
তার গতি দেখি খগনায়ক[9] লজ্জিত॥
কহা নাহি যায় সর্ব্বরূপে শোভমান।
বাজিবেশে[10] কাম যেন নিজে বিদ্যমান॥

(১) হরিদ্বর্ণ মণি বিশেষ, পান্না (২) বসন (৩) বিবাহের অলঙ্কার (৪) কমলকে (৫) প্রকাশ করিয়া (৬) চঞ্চল দ্রুতগামী (৭) স্তোত্র (৮) স্তোত্র পাঠক (৯) গরুড় (১০) অশ্বের বেশ ধরিয়া।

মূল।

ছন্দ :—

জনু বাজিবেষ বনাই মনসিজ[1]

রামহিত অতি সোহহীঁ।

অপন বয় বপু রূপ গুণ গতি

সকল ভুবন বিমোহহীঁ॥

জগমগাত[2] জীন জড়াব জ্যোতি

সুমোতি[3] মাণিক তেহি লগে।

কিঙ্কিণি ললাম লগাম ললিত

বিলোকি সুর নর মুনি ঠগে[4] ॥৩৪॥

দোহা :—

প্রভু মনসহিঁ লয় লীন মন,

চলত বাজি ছবি পাব।

ভূষণ উড়গণ তড়িত ঘন,

জনু বর বরহি নচাব ॥৩১৬॥

জ্যহি বরবাজি রাম অসবারা[5]।

ত্যহি শারদহু ন বরনৈ পারা॥

শঙ্কর রামরূপ অনুরাগে।

নয়ন পঞ্চদশ অতি প্রিয় লাগে॥

হরিহিত[6] সহিত রাম জব জোহে।

রমাসমেত রমাপতি মোহে॥

নিরখি রামছবি বিধি হরষানে।

আঠহি নয়ন জানি পছিতানে॥

সুরসেনপউর বহুত উছাহু।

বিধিতে ডেবড়ে[7] লোচন লাহু॥

রামহি চিতব সুরেশ সুজানা।

গৌতমশাপ পরমহিত মানা॥

দেব সকল সুরপতিহি সিহাহীঁ।

আজু পুরন্দর সম কোউ নাহীঁ॥

মুদিত দেবগণ রামহিঁ দেখী।

নৃপসমাজ দুহুঁ হরষ বিশেখী॥

(১) কামদেব (২) ঝলমল করে (৩) সুন্দর মুক্তা (৪) মুগ্ধ হয় (৫) আরোহী (৬) হরিপ্রিয়া, বর্ম (৭) দেড়গুণ।

বঙ্গানুবাদ।

যেমন বাজির বেশ, ধরি কাম সবিশেষ,

রামের কারণ শোভা পায়

আপন বয়স দেহ, রূপ গুণ গতি সেহ,

প্রকাশিয়া ভুবনে ভুলায়।

পৃষ্ঠদেশে আবরণ, করে জ্যোতি বিকীরণ,

তাহে বিজড়িত রত্নমতি।

ললাম[1] কিঙ্কিনি[2] পাঁতি, বলগা[3] ললিত অতি,

দেখি মুগ্ধ সুর নর যতি[4] ॥৩৪।

প্রভুর উপরে মন, করি তবে সমর্পণ,

চলে বাজি[5] শোভা ধরি হেন।

বিভূষিত উড়ুগণে[6] তড়িত জড়িত ঘনে,

শ্রেষ্ঠবরে[7] নাচাইছে যেন ॥৩১৫॥

শ্রীরাম আরোহী হন যে বাজি উপরে।

সারদাও তার শোভা বর্ণিবারে নারে॥

রামরূপ দেখে শিব অতি অনুরাগে।

পঞ্চদশ চক্ষু তবে অতি প্রিয় লাগে॥

বর্ম্ম সহ রামচন্দ্র শোভেন যখন।

রমাসহ রমাপতি বিমোহিত হন॥

রামছবি[8] দেখি বিধি হরষিত মন।

অনুতাপ করে জানি অষ্টক নয়ন॥

সুরসেনাপতি-হৃদে[9] আনন্দ অপার।

বিধি চেয়ে দেড়গুণ চক্ষুলাভ তাঁর॥

সুবিজ্ঞ সুরেশ তবে রামদরশনে।

গৌতমের অভিশাপ হিতকর গণে॥

বাসবে[10] করিয়া ঈর্ষা কহে দেবগণ।

পুরন্দর[11] সম অন্য নাহি কোন জন॥

আনন্দিত দেবগণ রাম-দরশনে।

উভয় নৃপতিদল হরষিত মনে॥

(১) রত্ন (২) ঘুঙুর (৩) লাগাম (৪) মুনি (৫) অশ্ব (৬) নক্ষত্র সকলে (৭) শ্রেষ্ঠবর শ্রীরামচন্দ্রকে (৮) শ্রীরামচন্দ্রের শোভা (৯) ষড়ানন কার্ত্তিকের হৃদয়ে (১০) ইন্দ্রকে (১১) ইন্দ্র।

বঙ্গানুবাদ।

ছন্দ :—

অতি হর্ষ রাজসমাজ দুহুঁ দিশি
দুন্দুভী বাজহীঁ ঘনী।
বরষহিঁ সুমন সুর হরষি কহি জয়
জয়তি জয় রঘুকুলমনী॥
ইহিভাঁতি জানি বরাত আবত
বাজনে বহু বাজহীঁ।
রাণী সুয়াসিনী[১] বোলি পরিচ্ছন[২]
হেতু মঙ্গল সাজহীঁ।৩৫।

দোহা :—

সাজি আরতী অনেক বিধি,
মঙ্গল সকল সঁবারি।
চলীঁ মুদিত পরিচ্ছন করন,
গজগামিনী বরনারি।৩১৭।

বিধুবদনী মৃগশাবকলোচনি।
সব নিজ তনুছবি রতিমদমোচনি॥
পহিরে[৩] বরণ বরণ বরচীরা।
সকল বিভূষণ সজে শরীরা॥
সকল সুমঙ্গল অঙ্গ বনায়ে।
করহিঁ গান কলকণ্ঠ লজায়ে॥
কঙ্কণ কিঙ্কিণি নূপুর বাজহিঁ।
চাল বিলোকি কামগজ লাজহিঁ॥
বাজহিঁ বাজন বিবিধ প্রকারা।
নভ অরু নগর সুমঙ্গল চারা॥
শচী শারদা রমা ভবানী।
জে সুরতিয়[৪] শুচি সহজ সয়ানী॥
কপট নারিবরভেষ[৫] বনাই।
মিলীঁ সকল রনিবাসহি আই॥
করহিঁ গান কল মঙ্গল বাণী।
হরষবিবশ সবকাহু ন জানী॥

(১) সুন্দরী বালিকা (২) নীরাজন আরতি (৩) পরিধান করিয়া (৪) সুরনারী (৫) শ্রেষ্ঠা নারীর বেশ।

মূল।

হরষিত অতিশয়, নৃপতি-সমাজ ঘর,
দুন্দুভি বাজায় ঘন ঘন।
হরষে দেবতাগণ করে পুষ্প বরষণ
'রামজয়' করি উচ্চারণ॥
বরযাত্রী-আগমন, করি তবে আকর্ণন[১]
বাদ্যধ্বনি হয় অতিশয়।
করিবারে নীরাজন[২], সুন্দরী বালিকাগণ
ডাকি রাণী[৩] সুসজ্জিতা হয়।৩৫।

আরতি সাজায় সবে, বিবিধ প্রকারে তবে
করি শুভকর দ্রব্যময়।
চলিল মুদিত মনে, শ্রীরামের নীরাজনে
মাতঙ্গগামিনী নারীচয়।৩১৭।

চন্দ্রমুখী সবে মৃগশাবক-লোচনী[৪]।
তনুর কান্তিতে রতিমদবিনাশিনী[৫]॥
পরিহিত বিবিধ বরণ বর চীর[৬]।
নানাবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত শরীর॥
সুমঙ্গল সাজে সবে হইয়া ভূষিত।
গান করে কলকণ্ঠে[৭] করিয়া লজ্জিত॥
বাজিছে নূপুর আর কিঙ্কিণি কঙ্কণ।
কামগজ[৮] লজ্জা পায় দেখিয়া গমন॥
বাজিছে বাজনা কিবা বিবিধ প্রকার।
আকাশে নগরে হয় মঙ্গল সঞ্চার॥
শচী ও সারদা রমা ভবানী তখন।
সহজে চতুরা শুচি সুরনারীগণ॥
কপট নারীর বেশ করিয়া ধারণ।
জনকের অন্তঃপুরে করেন গমন॥
করেন মঙ্গল গান সুমধুর স্বরে।
হরষে বিবশ কেহ চিনিবারে নারে॥

(১) শ্রবণ (২) আরতি (৩) জনক রাজার পত্নী (৪) মৃগ শাবকের ন্যায় লোচন বিশিষ্টা (৫) রতির দর্প চূর্ণকারিণী (৬) বসন (৭) ময়ূরকে (৮) গজকেও লজ্জা দেন।

মূল।

ছন্দ :—

কো জান কেহি আনন্দ বশ সব
ব্রহ্মবরপরিচ্ছন চলীঁ।
কল গান মধুর নিশান বরষহিঁ
সুমন সুরশোভা ভলীঁ॥
আনন্দকন্দ[১] বিলোকি দুলহ[২]
সকল হিয় হর্ষিত ভইঁ।
অম্ভোজ[৩] অম্বক[৪] অম্বু[৫] উমঁগি
সু-অঙ্গ পুলকাবলি ছঁই॥৩৬॥

দোহা :—

জো সুখ ভা সিয়মাতুমন,
দেখি রামবরভেষ।
সো ন সকহি কহি কল্পশত,
সহস শারদা শেষ॥৩১৮॥

নয়ননীর হঠি[৬] মঙ্গল জানী।
পরিচ্ছন করহিঁ মুদিতমন রাণী॥
বেদবিহিত অরু কুলব্যবহারূ।
কীন্হ ভলীবিধি সব পরিচারু[৭]॥
পঞ্চশব্দধ্বনি মঙ্গলগানা।
পট পাঁবড়ে[৮] পরহিঁ বিধি নানা॥
করি আরতী অর্ঘ্য তিন দীন্হা।
রাম গমন মণ্ডপ তব কীন্হা॥
দশরথ সহিত সমাজ বিরাজে।
বিভব বিলোকি লোকপতি লাজে॥
সময় সময় সুর বর্ষহিঁ ফূলা।
শান্তি পড়হিঁ মহিসুর[৯] অনুকূলা॥
নভ অরু নগর কোলাহল হোই।
আপন পর কছু সুনৈ ন কোই॥
ইহিবিধি রাম মণ্ডপহিঁ আয়ে।
অর্ঘ্য দেই আসন বৈঠায়ে॥

(১) সুখমূল (২) বর (৩) পদ্ম (৪) নেত্র (৫) জল (৬) মুছিয়া (৭) সেবা, পূজা (৮) পদতলে (৯) বিপ্র।

বঙ্গানুবাদ।

কে কারে চিনিবে তবে, হরষে বিবশ সবে
ব্রহ্মবরে[১] করে নীরাজন।
কল গান মধুময়, নিশান বাদিত হয়
পুষ্পবৃষ্টি করে সুরগণ॥
সুখমূল যিনি হন, সেই বরে দরশন
করি সবে হরষিত হয়।
পদ্মনেত্রে অনর্গল, উথলিয়া পড়ে জল
ছাইল পুলক অঙ্গময়॥৩৬॥

যে আনন্দ সেইক্ষণে, সীতার মাতার মনে
দেখিয়া রামের বরবেশ।
তাহা কভু নাহি পারে, শতকল্পে বর্ণিবারে
সহস্র সহস্র বাণী শেষ[২]॥৩১৮॥

নয়নের নীর মুছি মঙ্গল জানিয়া।
নীরাজন[৩] করে রাণী প্রমুদিত হিয়া॥
কুলব্যবহার আর বেদবিধি যেবা।
ভালরূপে করিলেন সে সকল সেবা॥
বাজায়ে পাঞ্চশব্দিক[৪] করে শুভগান।
পদতলে পাড়ে বস্ত্র বিবিধ বিধান॥
আরতি করিয়া করে অর্ঘ্য সমর্পণ।
শ্রীরাম মণ্ডপে তবে করেন গমন॥
সমাজ[৫] সহিত দশরথ শোভমান।
বিভব দেখিয়া লোকপতি লজ্জা পান॥
সময়ে সময়ে সুর বরষিছে ফুল।
শান্তি পাঠ করে সব বিপ্র অনুকুল॥
কোলাহল হয় অতি নগরে গগণে।
আত্মপর বাক্য কিছু না পশে শ্রবণে॥
মণ্ডপে আসেন রাম এইরূপে যবে।
অর্ঘ্য দিয়া বসাইল আসনেতে তবে॥

(১) বররূপী ব্রহ্মকে (২) অনন্ত নাগ (৩) আরতি (৪) পঞ্চপ্রকার বাদ্য যথা—অনদ্ধ, কর্ম্মজ, তন্ত্রজ, কাংস্যজ ও ফুৎকৃত (৫) নিজ দল।

মূল ।

ছন্দ :—

বৈঠারি আসন আরতি করি
নিরখি বর সুখ পাবহীঁ ।
মণি বসন ভূষণ ভূরি বারহিঁ[১] নারি,
মঙ্গল গাবহীঁ ।
ব্রহ্মাদি সুরবর বিপ্রভেষ বনাই
কৌতুক দেখহীঁ ।
অবলোকি রবিকুলকমলরবিচ্ছবি
সফল জীবন লেখহীঁ ॥৩৭॥

দোহা :—

নাউ[২] বারী[৩] ভাট নট,
রাম নিচ্ছাবরি[৪] পাই ।
মুদিত আশীষহি নাই শির,
হর্ষ ন হৃদয় সমাই ॥৩১৯॥

মিলে জনক দশরথ অতি প্রীতি ।
করি বৈদিক লৌকিক সব রীতি ॥
মিলত যথা দোউ রাজ বিরাজে ।
উপমা খোজি খোজি কবি লাজে ॥
লহী ন কতহুঁ হারি হিয় মানী ।
ইন সম য়হ উপমা উর আনী ॥
সমধী[৫] দেখি দেব অনুরাগে ।
সুমন বরষি যশ গাবন লাগে ।
জগ বিরঞ্চি উপজাবা জবতে ।
দেখে সুনে ব্যাহ বহু তবতে ॥
সকলভাঁতি সম সাজ সমাজূ ।
সম সমধী দেখে হম আজূ ॥
দেবগিরা সুনি সুন্দর সাঁচী
প্রীতি অলৌকিক দুহুঁ দিশি মাঁচী[৬] ॥
দেত পাঁবড়ে অর্ঘ্য সুহায়ে ।
সাদর জনক মণ্ডপহি ল্যায়ে ॥

(১) ঝল ঝল করে, শোভা পায় (২) নাপিত (৩) বন্দী স্তোত্র পাঠক (৪) পুরস্কার, উপহার (৫) বৈবাহিক (৬) উত্তেজিত হয়।

বঙ্গানুবাদ ।

বসায়ে আসনোপরে; সকলে আরতি করে,
নিরখিয়া বরে সুখ পায় ।
মনি পট অলঙ্কার, শোভে কিবা চমৎকার,
নারীগণ শুভগীত গায় ॥
ব্রহ্মা আদি সুরবরে, ব্রাহ্মণের বেশ ধরে,
কৌতুক করেন দরশন ।
রবিকুলপদ্মরবি[১], বিলোকি তাঁহার ছবি,
মনে করে সফল জীবন ॥৩৭॥

নাপিত ও বন্দীগণ, ভাট নট অগণন,
রামপাশে পুরস্কার পায় ।
নত করি মাথা তবে, আশিষ করিল সবে,
হরষ[২] না ধরিল হিয়ায় ॥৩১৯॥

দশরথ জনকেতে হইল মিলন ।
লৌকিক বৈদিক রীতি করিয়া গ্রহণ ॥
রাজদ্বয় মিলি হন যেরূপ শোভিত ।
উপমা না পেয়ে তার কবি সুলজ্জিত ॥
কোথাও না পেয়ে তবে মনে হারি মানে ।
ইহার উপমা ইহা, মনোমধ্যে গণে ॥
বৈবাহিকদ্বয়ে দেখে দেব অনুরাগে ।
কুসুম বরষি[৩] যশ গাইবারে লাগে ॥
যদবধি করে ধাতা জগত সৃজন ।
তদবধি দেখি শুনি পরিণয়গণ ॥
সর্ব্বরূপে সম সাজ সমান সমাজ ।
সমান সম্বন্ধ মাত্র দেখিলাম আজ ॥
শুনি সেই দৈববাক্য সত্য সুললিত ।
দুইদিকে[৪] অলৌকিক প্রীতি উত্তেজিত ॥
চরণে প্রদান করি অর্ঘ্য সুশোভন ।
মণ্ডপে জনক লয়ে করিল গমন ॥

(১) সূর্য্যবংশরূপ পদ্মবন তৎ সম্বন্ধে যিনি রবি অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায় অনুকূল (২) হর্ষ আনন্দ (৩) বর্ষণ করিয়া (৪) রাজা জনক ও রাজা দশরথ উভয়পক্ষে

মূল।

ছন্দ :— মণ্ডপ বিলোকি বিচিত্র রচনা
রুচিরতা মুনিমন হরে।
নিজপাণি জনক সুজান[১] সবকহঁ
আনি সিংহাসন ধরে॥
কুলইষ্ট সরিস বশিষ্ঠ পূজে
বিনয় করি আশিষ লহী।
কৌশিককহি পূজত পরম প্রীতিকি
রীতি তৌ ন পরৈ কহী॥৩৮॥

দোহা :—বামদেব আদিক ঋষয়,
পূজে মুদিত মহীশ।
দিয়ে দিব্য আসন সবহীঁ,
সবসন লহী আশীষ॥৩২০॥

বহুরি কীহ্ন কোশলপতিপূজা।
জানি ঈশ সম ভাব ন দূজা[২]॥
কীহ্ন জোরিকর[৩] বিনয় বড়াই।
কহি নিজ ভাগ্য বিভব বহুতাই॥
পূজে ভূপতি সকল বরাতী।
সমধী সম সাদর সবভাঁতী॥
আসন উচিত দিয়ে সবকাহূ।
কহোঁ কহা মুখএক উচ্ছাহূ॥
সকল বরাত জনক সনমানী।
দান মান বিনতী বর বাণী॥
বিধি হরিহর দিশপতি দিনরাউ।
জে জানহিঁ রঘুবীরপ্রভাউ॥
কপট বিপ্রবরভেষ বনায়ে।
কৌতুক দেখহিঁ অতি সচুপায়ে[৪]॥
পূজে জনক দেব সম জানে।
দিয়ে সুআসন বিন পহিঁচানে॥

ছন্দ :— পহিঁচান কো ক্যহি জান সবহি
আপন সুধি[৫] ভোরী ভাই।
আনন্দকন্দ বিলোকি দূলহ[৬]
উভয় দিশি আনঁদ মই॥

(১) সুবিজ্ঞ (২) অন্যরূপ (৩) যোড়হস্তে (৪) সংগোপনে (৫) আত্মজ্ঞান (৬) বর, পাত্র।

বঙ্গানুবাদ।

মণ্ডপে দেখিয়া অতি, বিচিত্র রচনাগতি,
বিমোহিত হয় মুনিমন।
সুবিজ্ঞ জনক ত্রস্তে[১] ধরিয়া আপন হস্তে,
আনি দেন সবে সিংহাসন॥
কুলইষ্ট[২] সম রাজা বশিষ্ঠের করি পূজা,
করিলেন আশিষ গ্রহণ।
কৌশিকে পরম প্রীতি সহ পূজে, তার রীতি,
নাহি পারি করিতে বর্ণন।৩৮॥

বামদেব আদি যত ঋষিগণ সমাগত,
হৃষ্টমনে পূজেন মহীশ[৩]।
দিয়া দিব্য সুআসন, বসান সরব জন[৪],
সবসনে লইয়া আশিষ।৩২০॥

কোশলপতির[৫] পূজা করিলেন পরে।
ঈশ সম জ্ঞানে, দ্বিধা না করি অন্তরে॥
করিলেন যুগ্মকরে নতি অতিশয়।
প্রশংসিয়া নিজ ভাগ্য বিভব-নিচয়॥
পূজে নরপতি সব বরযাত্রীগণে।
বৈবাহিক সম আদরিয়া সর্ব্বজনে॥
সকলে দিলেন নৃপ উচিত আসন।
একমুখে সে উৎসাহ না হয় বর্ণন॥
বরযাত্রীগণে রাজা করেন সম্মান।
বরবাক্যে সবিনয়ে করি দান মান॥
দিক্‌পতি[৬] দিনেশ[৭] আদি বিধি হরিহর।
যাঁহারা জানেন রামপ্রভাব প্রবর[৮]।
কপট বিপ্রের বেশ করিয়া ধারণ॥
করেন গোপনে অতি কৌতুক দর্শন॥
জনক পূজেন সবে দেব সম জ্ঞানে।
দিলেন আসন দিব্য, না চেনি নয়নে॥

কেবা কারে চেনে তবে, আপনার বলি ভবে,
আত্মপর জ্ঞানশূন্য হয়।
সুখমূল সেই বরে, যবে বিলোকন করে,
দুই দিক সদানন্দময়॥

(১) ব্যস্ততা সহকারে (২) কুলের ইষ্টদেব অর্থাৎ গুরু (৩) রাজা জনক (৪) সকলকে (৫) রাজা দশরথের (৬) পূর্ব্বাদি দশদিকের রক্ষক যথা ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋত বায়ু কুবের শিব, ব্রহ্মা, অনন্ত, বরুণ (৭) সূর্য্য (৮) শ্রেষ্ঠ।

মূল।

সুর লখে রাম সুজান পূজে
মানসিক আসন দিয়ে।
অবলোকি সরল স্বভাব প্রভুকো
বিবুধমন[১] প্রমুদিত ভয়ে ৷৩৯৷
দোহা —
রামচন্দ্র মুখচন্দ্র ছবি
লোচন চারু চকোর।
করত পান সাদর সকল,
প্রেম প্রমোদ ন থোর ৷৩২১৷

সময় বিলোকি বশিষ্ঠ বুলায়ে।
সাদর শতানন্দ মুনি আয়ে ৷
বেগি কুঁবরি[২] অব আনহু জাই।
চলে মুদিত মন আয়সু পাই ৷
রাণী সুনি উপরোহিতবাণী[৩]।
প্রমুদিত সখিন সমেত সয়ানী[৪] ৷
বিপ্রবধূ কুলবৃদ্ধ বুলাই।
করি কুলরীতি সুমঙ্গল গাই ৷
নারিভেষ জে সুরবরবামা।
সকল স্বভায় সুন্দরী শ্যামা ৷
তিনহিঁ দেখি সুখপাবহিঁ নারী।
বিন পহিচান প্রাণতে প্যারী ৷
বার বার সম্মানহি রাণী।
উমা রমা শারদ সম জানী ৷
সীয় সঁবারি[৫] সমাজ বনাই।
মুদিত মণ্ডপহি চলী লিবাই ৷
ছন্দ :—
চলি ল্যাই সীতহি সখী সাদর
সজি সুমঙ্গল ভামিনী।
নব সপ্ত সাজে সুন্দরী সব
মত্ত কুঞ্জরগামিনা ৷

(১) দেবতাদের মন (২) কুমারী (৩) পুরোহিতের বাক্য (৪) চতুরা (৫) ভূষিত করিয়া।

বঙ্গানুবাদ।

রামে করি দরশন, সুবিজ্ঞ দেবতাগণ
পূজে দিয়া মানসআসন।
সরল স্বভাব তবে, বিলোকি প্রভুর সবে
প্রমুদিতমন দেবগণ ৷৩৯৷

রামমুখছবি যেন, শোভে রাকাশশি[১] হেন
চারুচক্ষু[২] যেমন চকোর।
সাদরে করিয়া পান, হারাইল আত্মজ্ঞান
প্রেমানন্দে অতীব বিভোর ৷৩২১৷

সময় জানিয়া মুনি বশিষ্ঠ তখন।
সতানন্দে সম্বোধিয়া বলেন বচন ৷
ত্বরা করি কুমারীকে কর আনয়ন।
আজ্ঞা পেয়ে চলে সেই প্রমুদিতমন ৷
পুরোহিতবাক্য রাণী করিয়া শ্রবণ।
প্রমুদিত হন সহ সর্ব্ব সখিগণ ৷
বিপ্রবধূ কুলবৃদ্ধে[৩] করিয়া আহ্বান।
করিলেন কুলরীতি সুমঙ্গলগান ৷
নারীবেশে সুরবামা[৪] ছিল যে সকল।
সুশীলা সুন্দরী সবে বরণ[৫] শ্যামল ৷
তাঁহাদিকে দেখি সুখ পায় পুরনারী।
বিনা পরিচয়ে প্রাণ চেয়ে প্রিয়ভারী ৷
বার বার রাণী সবে করেন সম্মান।
উমা রমা বাণী সম করি মনে জ্ঞান ৷
সীতাকে ভূষিত করি সকলে মিলিয়া।
হৃষ্টমনে চলিলেন মণ্ডপে লইয়া ৷

সীতাকে লইয়া তবে, সমাদরে সখী সবে
শুভবেশে করিল গমন।
সাজি নব সপ্ত নারী, সকলে সুন্দরী ভারী
যেন মত্ত মাতঙ্গিনীগণ ৷

(১) পূর্ণিমার চন্দ্র (২) অর্থাৎ দর্শকবৃন্দের চক্ষু (৩) কুলের বৃদ্ধা রমণীগণকে (৪) দেবনারী (৫) বর্ণ, রং।

মূল।

কলগান সুনি মুনি ধ্যান ত্যাগহিঁ
কামকোকিল লাজহীঁ।
মঞ্জীর নুপুর কলিত[1] কঙ্কণ
তালগতি বর বাজহীঁ ॥৪০॥
দোহা :—সোহত বনিতাবৃন্দমহঁ,
সহজ সুহাবনি[2] সীয়।
ছবি ললনাগণমধ্য জনু,
সুষমা অতি কমনীয় ॥৩২২॥
সিয়সুন্দরতা বরণি ন জাই।
লঘু মতি, বহুত মনোহর তাই॥
আবত দীখ বরাতিন সীতা।
রূপরাশি সবভাঁতি পুনীতা॥
সবহি মন হমন কীহু প্রণামা।
দেখি রাম ভয়ে পূরণ কামা॥
হরষে দশরথ সুতন সমেতা।
কহি ন জাই উর আনদ জেতা॥
সুর প্রণাম করি বর্ষহিঁ ফুলা।
সুনি অশীশধ্বনি মঙ্গল মূলা॥
গান নিশান কুলাহল ভারী।
প্রেম প্রমোদ নগরনবনারী॥
ইহিবিধি সীয় মণ্ডপহি আই।
প্রমুদিত শান্তি পড়হিঁ মুনিরাই॥
তেঁহি অবসর করি বিধিব্যবহারু।
দুহুঁ কুলগুরু সব কীন অচারূ।
ছন্দ :— আচার করি গুরু গৌরি গণপতি
মুদিত বিপ্র পুজাবহীঁ।
সুর প্রকট পূজা লেহিঁ দেহিঁ
অশীশ অতি সুখ পাবহীঁ।
মধুপর্ক মঙ্গল দ্রব্য জো জেহি।
সময় মুনি মনমেঁ চহৈঁ।
ভরে কণক কোপর[3] কলস সব।
কর লিয়ে পরিচারক রহৈঁ।৪১॥

(১) পরিহিত (২) মনোরমা (৩) কোপা বা বাটী।

বঙ্গানুবাদ।

মধুর সুগীত শুনি, ধ্যান ত্যাগ করে মুনি,
কামপিক[1] মৌণ রহে লাজে।
মঞ্জীর[2] নূপুরগণ, পরিহিত শুকঙ্কণ[3]
তালে তালে সুমধুর বাজে।৪০॥
সুরমণী পরিবৃতা, কিবা হন সুশোভিতা
জানকী সহজে মনোরমা।
ললনাগণের ছবি, মধ্যে যেন মহাছবি
শোভে ধরি সুচারু সুষমা[4]।৩২২।
সীতাসুন্দরতা বর্ণে হেন সাধ্য কার।
মতি অতি লঘু, দেখ সৌন্দর্য্য অপার॥
সীতাকে আসিতে দেখে বরযাত্রীগণ।
অতি পূত রূপরাশি প্রতিমা যেমন॥
মনে মনে সকলেই করিল প্রণাম।
দেখিয়া শ্রীরাম হন পূর্ণ মনস্কাম॥
হরষিত দশরথ সহিত তনয়।
কহা নাহি যায়, হৃদে যে আনন্দ হয়॥
করেন প্রণাম সুর বরষিয়া[5] ফুল।
আশীর্বাদধ্বনি শুনি সুমঙ্গলমূল॥
গান ও নিশান শব্দে কোলাহল ভারী।
প্রেমানন্দে মগ্ন সব পুরনরনারী॥
একপে আসিলে সীতা মণ্ডপাভিতর।
শান্তি পাঠ কবিলেন সুখে মুনিবর॥
সেই অবসরে করি বিধি-ব্যবহার।
উভয় গুরুতে করিলেন কুলাচার॥
গুরু করি কুলাচার, গৌরি গণপতি আর,
ব্রাহ্মণে পূজেন হৃষ্টমনে।
প্রকাশ্যে দেবতা সবে, পূজা লইলেন তবে,
দিলেন আশীষ সুখীমনে।
মধুপর্ক[6] আদি যাহা, শুভকর দ্রব্য মহা,
সময়ে সঙ্কেতে মুনি চাহে।
কণক কোপাতে[7] করি, অথবা কলসে ভরি,
করে লয়ে দাসগণ রহে ॥৪১॥

(১) কোকিল বেশধারী কামদেব (২) পদাভরণ বিশেষ (৩) হস্তাভরণ বিশেষ (৪) পরম শোভা (৫) বর্ষণ করিয়া (৬) শর্করা, মধু, দধি, দুগ্ধ এবং ঘৃত (৭) পাত্র বিশেষ।

মূল ।

দোহা :—

হোমসময় তনু ধরি অনল,
অতিহিত[1] আহুতি লেহিঁ ।
বিপ্রভেষ ধরি বেদ সব,
কহি বিবাহবিধি দেহিঁ ।৩২৩।

সীয়মাতু কিমি জাই বখানী ।
জনকপাটমহিষী জগ জানী ॥
সুযশ সুকৃত সুখ সুন্দরতাই ।
সব সমেটি[2] বিধি রচী বনাই ॥
সময় জানি মুনিবরন বুলাই ।
সুনত সুবাসিনী সাদর ল্যাই ॥
জনক বামদিশি সোহ সুনয়না ।
হিমগিরিসঙ্গ বনী জনু ময়না ॥
কণককলস মণিকোপর রূরে[3] ।
শুচি সুগন্ধ মঙ্গল জল পূরে ॥
নিজ কর মুদিত রাউ অরু রাণী ।
ধরে রামকে আগে আনী ॥
পড়হিঁ বেদ মুনি মঙ্গল বাণী ।
গগণ সুমন ঝরি[4] অবসর জানী ॥
বর বিলোকী দম্পতি অনুরাগে ।
পাঁয় পুনীত পখারন[5] লাগে ॥

ছন্দ :—

লাগে পখারন পাঁয়পঙ্কজ
প্রেমতনু পুলকাবলী ।
নভ নগর গান নিশান জয়ধ্বনি
উমগি জনু চহুঁদিশি চলী ॥
যে পদসরোজ মনোজ-অরি[6]-উর
সর সদৈব বিরাজহীঁ ।
জে সুকৃত সুমরতি বিমলতা মন
সকল কলিমল ভ্রাজহীঁ[7] ॥৪২॥

(১) অতি প্রিয় (২) একত্র করিয়া (৩) মনোহর (৪) বর্ষণ করে (৫) প্রক্ষালন ধৌত করণ (৬) কামারি, মহাদেব (৭) দীপ্ত করে।

বঙ্গানুবাদ ।

হোম কালে তনু ধরি, অগ্নি নিজ করে[1] করি
লইলেন আহুতি সপ্রীতি !
ধরিয়া বিপ্রের বেশ, বেদ সব সবিশেষ
কহি দেন বিবাহের রীতি ।৩২৩।

সীতার মাতার রূপ কিরূপে বাখানী ।
জগতে বিখ্যাত জনকের পাটরাণী ॥
সুযশ সুকৃত[2] আর সুখ সুন্দরতা ॥
সকল একত্র করি রচিল বিধাতা ॥
সময় জানিয়া মুনি যবে সম্বোধিল ।
শুনি সুবাসিনী[3] তাঁকে সাদরে আনিল ॥
জনকে বামেতেকরি শোভে সুনয়না[4] ।
হিমগিরি সঙ্গে যেন শোভিল ময়না ॥
কণককলসে মণিঝারী মনোহরে ।
শুচি শুভ সুবাসিত জলপূর্ণ করে ॥
স্বকরে করিয়া হর্ষে রাজা আর রাণী ।
শ্রীরামের সম্মুখেতে ধরিলেন আনী ॥
বেদপাঠ করে মুনি শুভকরী বাণী ।
বরষে[5] কুসুম নভ অবসর জানী ॥
বরপানে[6] চাহে রাজা রাণী অনুরাগে ।
পবিত্র চরণ ধৌত করিবারে লাগে ॥

পাদ-পদ্ম প্রক্ষালণ, করি হয় তনু মন
পুলকিত প্রেমেতে মগন ।
আকাশে নগরে গান, জয়নাদ সুনিশান
চারিদিকে উথলে যেমন ।
যে পদকমল করে, শিব-হৃদিসরোবরে[7]
সততই শোভা সুবিস্তার ।
পুণ্যাত্মার দেহ মন, আলো করি যে চরণ
দূর করে কলির আঁধার ।৪২॥

(১) হস্তে (২) পুণ্য—(৩) সৌরভযুক্তা স্ত্রী (৪) জনক রাজার পত্নী (৫) বর্ষণ করে (৬) শ্রীরামচন্দ্রের দিকে (৭) শিবের হৃদয়রূপ সরোবরে।

মূল।

ছন্দ :— জে পরসি মুনিবনিতা লহী গতি
রহী জো পাতকময়ী।
মকরন্দ[1] জিনকো শম্ভুশিরশুচিতা
অবধি সুরবর নই[2] ॥
করি মধুপ মন মুনি যোগিজন
জেহি সেই অভিমত গতি লহৈঁ।
তে পদ পখারত ভাগ্যভাজন
জনক জয় জয় সব কহৈঁ।৪৩।
বর কুঁবর করতল জোরি শাখোচ্চার
দোউ কুলগুরু করৈঁ।
ভয়ো পাণিগ্রহণ বিলোকি বিধি
সুর মনুজ মুনি আনঁদ ভরৈঁ ॥
সুখমূল দুলহ দেখি দম্পতি
পুলক তনু হুলসৈঁ হিয়ে।
করি লোকবেদবিধান কন্যাদান
নৃপ ভূষণ দিয়ে।৪৪॥
হিমবন্ত জিমি গিরিজা মহেশহি
হরিহি শ্রী[3] সাগর দই।
তিমি জনক রামহিঁ সিয় সমর্পী
বিশ্ব কল কীরতি নই ॥
কিমি করৈঁ বিনয় বিদেহ[4] কীহু
বিদেহ[5] মূরতি সাঁবরী[6]।
করি হোম বিধিবত গাঁঠি জোরী
হোনলাগী ভাঁবরী[7] ।৪৫॥
দোহা :—
জয়ধ্বনি বন্দী বেদধ্বনি,
মঙ্গল গান নিশান।
সুনি হর্ষহিঁ বরষহিঁ বিবুধ
সুরতরুসুমন সুজান ॥৩২৪॥
কুঁবরি কুঁবর কল ভাঁবরি দেহীঁ।
নয়ন লাভ সব সাদর লেহীঁ।

(১) পুষ্পরস বা মধু এস্থলে পাদপদ্ম নিঃসৃত নীর বা জল (২) গ্রহণ করেন (৩) রমা (৪) জনক রাজা (৫) দেহজ্ঞান শূন্য, আত্মহারা (৬) শ্যামল (৭) প্রদক্ষিণ গতি।

বঙ্গানুবাদ।

যা পরশি লভে অতি, মুনিপত্নী[1] শুভগতি
ছিল যেহ অতি পাপীজন।
যে পাদপদ্মের নীরে, শুচিতা-অবধি শিরে
সুরবর করেন গ্রহণ ॥
যাহা মুনি যোগী জন, সেবি ইষ্টগতি লন
অলি সম করি নিজ মন।
প্রক্ষালণ করে তাহা, মিথিলেশ ভাগ্যে মহা
জয় জয় কহে সর্ব্বজন ॥৪৩।
বর-কন্যা-করদ্বয়, যবে সম্মিলিত হয়
শাখোচ্চার করে গুরুদ্বয়।
হয় যবে পরিণয়, সকল আনন্দময়
বিধি সুরনর মুনিচয় ॥
সুখমূল বরানন, দেখিয়া দম্পতি হন
পুলকিততনু হৃষ্টমন।
লোক-বেদ-সুবিধান, পালি করে কন্যাদান
সালঙ্কারা জনক রাজন ॥৪৪।
গিরিজাকে হিমবান, সাগর রমাকে দান
করে যেন শিবহরিবরে[2]।
তেন রাজা রঘুবীরে, সমর্পিয়া জানকীরে
বিশ্বে সুকীরতি লাভ করে ॥
কিরূপে বিনয় করে, বিদেহে[3] বিদেহ[4] করে
শ্রীরামের শ্যামল মূরতি।
বিধিমতে হোম সারি[5] গ্রন্থি সুবন্ধন করি
আরম্ভিল প্রদক্ষিণগতি ।৪৫।

বেদধ্বনি জয়নাদ, মাগধের স্তুতিবাদ
সুমঙ্গল-গান সুনিশান।
শুনি হরষিত মন, বরষে বিবুধগণ[6]
সুরতরুপুষ্প[7] জ্ঞানবান ।৩২৪।
কুমার কুমারী সবে প্রদক্ষিণ করে।
নয়নের ফললাভ করিয়া সাদরে ॥

(১) অহল্যা (২) যথাক্রমে শিব ও হরিরূপ বরকে (৩) জনক রাজাকে (৪) আত্মহারা (৫) সমাপন করিয়া (৬) দেবতা সকল (৭) দেবতরুর পুষ্প অর্থাৎ পারিজাত।

মূল।

জাই ন বরণি মনোহর জোরী।
জো উপমা কছু কহিয় সো থোরী॥
রাম সীয় সুন্দর পরিছাহী।
জগমগাহি[১] মণিখম্ভনমাহী[২]॥
মনহু মদন রতি ধরি বহুরূপা।
দেখহি রামবিবাহ অনূপা॥
দরশলালসা সকুচ ন থোরী।
প্রকটত দুরত বহোরি বহোরি।
ভয়ে মগন সব দেখনহারে[৩]।
জনক সমান অপান বিসারে॥
প্রমুদিত মুনিন ভাঁবরী ফেরী।
নেগ[৪] সহিত সব রীতি নিবেরী[৫]॥
রাম সীয়শির সিন্দুর দেহী।
শোভা কহি ন জাত বিধিকেহী॥
অরুণ পরাগ জলজ[৬] ভরি নীকে।
শশিহি ভূষি[৭] অহি লোভ অমীকে[৮]॥
বহুরি বশিষ্ঠ দীন অনুশাসন।
বর দুলহিনী বৈঠে ইক আসন॥
চ্ছন্দঃ—
বৈঠে বরাসন রাম জানকী
মুদিতমন দশরথ ভয়ে।
তনু পুলকি পুনি পুনি দেখি
অপনে সুকৃতসুরতরু ফল নয়ে।
ভরি ভুবন রহা উচ্ছাহ রামবিবাহ
ভা সবহী কহা।
কেহিভাঁত বরণি সিরাত[৯] রসনা
একমুখ মঙ্গল মহা॥৪৬॥
তব জনক পাই বশিষ্ঠআয়সু
ব্যাহসাজ সঁবারিকে[১০]॥

(১) ঝলমল করে (২) মণিস্তম্ভে (৩) দর্শক (৪) উপহার (৫) সমাপন করিয়া (৬) কমল (৭) ভূষিত করিতেছে (৮) অমৃতের (৯) শেষ করিবে (১০) সমাধান করিয়া।

বঙ্গানুবাদ।

যুগল মূরতিশোভা কহা নাহি যায়
যা কিছু উপমা কহ তাহে না কুলায়॥
রামসীতা-প্রতিবিম্ব পরম সুন্দর।
ঝলমল করে মণিস্তম্ভের ভিতর॥
মনে লয় বহুরূপ ধরি কাম রতি।
রামের বিবাহ দেখে অনুপম অতি॥
দেখিতে লালসা অতি সলজ্জিত মন।
দূরে থাকি পুনঃ পুনঃ করে দরশন॥
মগন হইল সবে দরশকগণ।
জনক সদৃশ করি আত্ম-বিস্মরণ॥
প্রদক্ষিণ করে প্রমুদিত মুনিগণ।
সোপহার সবরীতি করি সমাপন॥
করে রাম সীতাশিরে সিন্দুর প্রদান।
সে সুষমা কোনরূপে না যায় বাখান॥
অরুণ[১] পরাগ ভরি কমলকোরকে।
অমৃতের লোভে অহি ভূষিছে শশিকে[১]॥
দিলেন বশিষ্ঠ পুন আদেশ যখন।
বরকন্যা একাসনে বসেন তখন॥

বসিলেন বরাসনে, জানকী রামের সনে
দশরথ দেখি হৃষ্টমন।
পুলকিত তনু তাঁর, দেখি লাভ আপনার
পুণ্য-কল্পতরু-ফলগণ॥
উৎসাহ ভুবন ভরে শ্রীরাম বিবাহ করে
জানকীরে কহে সর্ব্বজন।
কহিয়া কিরূপে পারে, জিহ্বা শেষ করিবারে
এক মুখে সে শুভ কথন॥৪৬॥
জনক পাইল তবে, বশিষ্ঠের আজ্ঞা যবে
সাজ সজ্জা করি সমাধান॥

(১) শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় করকমলে করিয়া সীতা শিরে সিন্দুর প্রদানকালীন বোধ হইতেছে যেন সর্প সুধা প্রাপ্তির আশায় অরুণপরাগপূর্ণ কমলকলিকা দ্বারা শশিকে ভূষিত করিতেছে। এ স্থলে সীতার শশির সহিত ও শ্রীরামচন্দ্রের বাহু সর্পের সহিত এবং সিন্দুররঞ্জিত করাঙ্গুলির কমলকলিকাস্থিত অরুণপরাগের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

মূল।

মাণ্ডবী শ্রুতিকীর্ত্তি উর্ম্মিলা।
কুঁবরি লই হঁকারিকৈ ॥
কুশকেতু কন্যা প্রথম জো
গুণ শীল সুখ শোভাময়ই।
সব রীতি প্রীতি সমেত করি
সো ব্যাহি নৃপ ভরতহি দই ॥৪৭॥
জানকী লঘু ভগিনী জো সুন্দরি
শিরোমণি জানকৈ।
সো জনক দীন্হী ব্যাহি লষণহি
সকল বিধি সনমানিকৈ॥
জ্যাহ নাম শ্রুতকীর্ত্তি সুলোচনি
সুমুখি সবগুন আগরী।
সো দই রিপুসুদনহি ভূপতি
রূপ শীল উজাগরী[১] ॥৪৮॥
অনুরূপ বর ছুলহিনী পরস্পর
লখি সকুচি হিয় হরষহীঁ।
সব মুদিত সুন্দরতা সরাহহিঁ
সুমন সুরগণ বর্ষহিঁ॥
সুন্দরী সুন্দর বরনবর সহ এক
মণ্ডপ রাজহীঁ।
জনু জীব অরু চারিউ অবস্থা
বিভুন সহিত বিরাজহীঁ ॥৪৯॥

দোহা:—

মুদিত অবধপতি সকল সুত,
বধুন সমেত নিহারী।
জনু পায়ে মহিপালমণি
ক্রিয়ন সহিত ফল চারি ॥৩২৫॥
জস রঘুবীরব্যাহবিধি বরণি।
সকল কুঁবর ব্যাহে তাহি করণী॥
কহি ন জাই কছু দাইজ[২] ভূরী।
রহা কণকমণি মণ্ডপ পূরী॥

(১) উজ্জ্বল, সুশোভনা (২) যৌতুক।

বঙ্গানুবাদ।

মাণ্ডবী ও শ্রুতিকীর্ত্তি, উর্ম্মিলা কুমারীমূর্ত্তি
আনিলেন করিয়া আহ্বান।
কুশকেতু কণ্যা যিনি, গুণ-শীল-সুখ-খনি[১]
যে কুমারী অতি শোভা ধরে॥
করিয়া সকল রীতি, সহিত অতীব প্রীতি
ভরতে নৃপতি[২] দান করে ॥৪৭॥
সীতার কণিষ্ঠা ভগ্নি সুন্দরীর শিরোমণি
সাজাইয়া তার পর তারে।
জনক করেন দান, লক্ষ্মণে করিয়া মান
সবরূপে প্রীতি সহকারে॥
যার নাম শ্রুতকীর্ত্তি, সকল গুণের মূর্ত্তি
সুমুখী সুন্দরী সুলোচনা।
তাহাকে করেন দান, শত্রুঘ্নে করিয়া মান
রূপ শীলবতী-সুশোভনা। ৪৮।
নিজ অনুরূপ বর, কন্যাগণে পরস্পর
সঙ্কোচে দেখেন হৃষ্টমনে।
সকলে মুদিতমতি, সুমন প্রশংসে অতি
পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণে॥
সুন্দরী কণ্যকা-পাশে, মনোহর বর ভাষে[৩]
একাসনে মণ্ডপ-ভিতরে।
চতুর অবস্থা যেন, নারীবেশ ধরি হেন
বিভুজীব[৪] সহ শোভা করে। ৪৯।

বধূসহ সুতগণে, প্রমুদিত দরশনে
অযোধ্যানৃপতি মহাবল।
যেন মহিপালমণি, পাইলেন মনে গণি
ক্রিয়ার সহিত চারিফল[৫]॥
রামের বিবাহবিধি বর্ণি যে প্রকার।
সেই রূপে পরিণয় হইল সবার॥
যৌতুক প্রচুর দিল কহা নাহি যায়।
মণ্ডপ ভরিয়া স্বর্ণ মণি শোভা পায়॥

(১) সদ্গুণ, সচ্চরিত্র ও সুখের আকরস্বরূপা। (২) রাজা জনক। (৩) দীপ্তি পায়, শোভা পায়। (৪) জীব অর্থাৎ নররূপ বিভু অর্থাৎ নারায়ণ। (৫) ধর্ম্ম, অর্থ কাম এবং মোক্ষ।

মূল ।

কম্বল বসন বিচিত্র পাটোরে[১] ।
ভাঁতি ভাঁতি বহু মোল ন থোরে ॥
গজ রথ তুরঁগ দাস অরু দাসী ।
ধেনু অলঙ্কৃত কাম দুহাসী[২] ॥
বস্তু অনেক করিয কিমি লেখা ।
কহিন জাই জানহিঁ জিন দেখা ॥
লোকপাল অবলোকি সিহানে[৩]
লীন্হ অবধপতি সব সুখ মানে ।
দীন্হ যাচকন জো জ্যাহি ভাবা ।
উবরা[৪] সো জনবাসহিঁ আবা ॥
তব কর জোরি জনক মৃদুবাণী ।
বোলে সব বরাত সনমানী ॥

ছন্দ :—

সনমানি সকল বরাত সাদর,
দান বিনয় বড়াইকৈ
প্রমুদিত মহামুনিবৃন্দ বন্দে,
প্রেম লড়ায়কৈ[৫] ॥
শিরনাই দেবমনাই সবসন
কহত কর সংপুট কিযে ।
সুর সাধু চাহত ভাবসিন্ধুকি
তোষজল অঞ্জলি দিয়ে ৫০॥

করজোরি জনক বহোরি
বন্ধু সমেত কোশলরায়সোঁ ।
বোলে মনোহর বচন সানি,
সনেহ শীল সুভায়সোঁ ॥
সম্বন্ধ রাজন রাবরে[৬] হম বড়ে
অব সববিধি ভয়ে ।
য়হ রাজ সাজ সমেত সেবক
জানিবী বিনু গথ[৭] লয়ে ॥৫১॥

বঙ্গানুবাদ ।

কম্বলাদি সুবিচিত্র রেসম বসন ।
মূল্যবান নানাবিধ কে করে গণন ॥
গজ রথ তুরঙ্গম দাসদাসী নানা ।
অলঙ্কৃতা কামধেনু কে করে গণনা ॥
অনেক প্রকার বস্তু না হয় গণন ।
কহা নাহি যায় জানে দেখেছে যেজন ॥
যৌতুক দেখিয়া চমৎকার লোকপাল ।
হৃষ্টমনে লন সব অযোধ্যাভূপাল ॥
যাচকে দিলেন তার যে যাহা চাহিল ।
উদ্বৃত্ত হইল যাহা আবাসে আনিল ॥
মৃদুবাক্যে বলেন জনক যুড়ি কর ।
বরযাত্রী সকলেরে করি সমাদর ॥

বরযাত্রী সবাকারে,　　সম্মানিল সমাদরে,
　　করি দান নতি অতিশয় ।
বন্দে প্রমুদিতমনে,　　সমুদায় মুনিগণে,
　　আলোড়িয়া[১] প্রেম হৃদিময় ॥
নতশিরে দেবগণে,　　পূজা করি সবসনে,
　　কহিলেন করসংযোজিয়া[২] ।
সাধুসুরে নিরমল,　　ভাবসিন্ধু তোষজল[৩]
　　চাহে মাত্র অঞ্জলি করিয়া ।৫০॥

যোড়করি দুইকর,　　জনক নৃপতিবর,
　　কোশলনৃপকে[৪] বন্ধু সহ ।
বলিলেন মনোহর,　　সুভাবে বচনবর,
　　মিশাইয়া শীলতা সনেহ ॥
হইলাম বড় ভাবি,　　আপনার সহ করি,
　　হে রাজন সম্বন্ধ স্থাপন ।
যদিচ রাজার বেশ　　তবু দাস হে নরেশ,
　　জানি দোষ না কর গ্রহণ ॥৫১॥

---

(১) রেসমী (২) ইচ্ছামত দুগ্ধদাত্রী (৩) চমৎকৃত হন (৪) উদ্বৃত্ত হইল (৫) আলোড়ন করিয়া (৬) আপনার (৭) দোষ অপরাধ ।

(১) আলোড়ন করিয়া মন্থন করিয়া (২) যোড়হাত করিয়া (৩) ভাবরূপ সিন্ধুর তোষ অর্থাৎ সন্তোষরূপজল (৪) রাজা দশরথকে ।

মূল।

ছন্দ :— যে দারিকা[১] পরিচারিকা করি,
পালবী করুণাময়ী।
অপরাধ ক্ষমিবো বোলি পঠয়ে
বহুত্তহোঁ ডীঠী দয়ী[২] ॥
পুনি ভানুকুলভূষণ সকল
সম্মান নিধি সমধী কিয়ে।
কহি জাত নহিঁ বিনতী পরস্পর
প্রেম পারপুরণ হিয়ে ॥৫২॥
বৃন্দারকাগণ[৩] সুমন বরষহিঁ
রাউ জনবাসহিঁ চলে।
দুন্দুভীধ্বনি বেদধ্বনি নভ নগর
কৌতুহল ভলে।
তব সখিন মঙ্গলগান করত
মুনীশ আয়সু পাইকৈ।
দূলহ দুলহিনিন সহিত সুন্দরি
চলী কুহবর[৪] ল্যাইকৈ ॥৫৩॥
দোহা :—পুনি পুনি রামহি চিতব সিয়,
সকুচতি মন সকুচৈন।
হরতি মনোহর মীনচ্ছবি,
প্রেম পিয়াসে নৈন[৫] ॥৩২৬॥
শ্যাম শরীর স্বভায় সুহাবন।
শোভা কোটি মনোজ[৬] লজাবন ॥
জাবক[৭] যুত পদকমল সুহায়ে।
মুনিমনমধুপ রহত জইচ্ছায়ে ॥
পীত পুনীত মনোহর ধোতী।
হরত বালরবি দামিনিজ্যোতী ॥
কল কিঙ্কিণি কটি সূত্র মনোহর।
বাহু বিশাল বিভূষণ সোহর ॥
পীত জনেউ[৮] মহাচ্ছবি দেই।
কর মুদ্রিকা[৯] চোরিচিত লেই ॥

(১) দুহিতা, কন্যা (২) কৃপাদৃষ্টিদানে (৩) দেবতাগণ (৪) পৃষ্ঠদেশ (৫) নয়ন (৬) কামদেব (৭) যাবক, অলক্ত (৮) যজ্ঞোপবীত, পৈতা (৯) অঙ্গুরী।

বঙ্গানুবাদ।

এই সব কন্যাগণে, পালিবে সেবিকা জ্ঞানে
করুণা করিয়া অতি মনে।
মার্জ্জনা করিবে দোষ, পরিহার করি রোষ
অতিশয় কৃপাবলোকনে ॥
পুন ভানুকুলমণি, বৈবাহিকে সম গণি
সম্মান করেন অতিশয়।
কহা নাহি যায় তাহা বিনতি করেন যাহা
প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে উভয় ॥৫২॥
করেন দেবতাগণ, শুভ পুষ্প বরষণ
চলিলেন আবাসে রাজন[১]।
আকাশে নগরে হয়, কৌতূহল অতিশয়
বেদধ্বনি দুন্দুভি-নিঃস্বন[২] ॥
সখিগণ হর্ষমান, করে সুমঙ্গল গান
মুনীশের[৩] আদেশ পাইয়া।
কন্যার সহিত বরে, মনোহর পৃষ্ঠপরে
চলে সব সুন্দরী লইয়া ॥৫৩॥
পুনঃপুনঃ রামে সীতা বিলোকেন সঙ্কুচিতা
সঙ্কুচিত নাহি হয় মন।
হরিতেছে[৪] সুমধুর, মীনছবি[৫] প্রেমাতুর
সংগোপনে যুগল নয়ন ॥৩২৬॥
শ্যামবর্ণ দেহ কিবা স্বভাবে সুন্দর।
কোটিকামজিনিশোভা অতি মনোহর ॥
আলক্তক[৬] পাদপদ্ম পরম সুন্দর।
আচ্ছাদিয়া রহে মুনিমনমধুকর[৭]।
অতি পূত মনোহর পীতবর্ণ ধুতি।
হরে বালরবি আর বিদ্যুতের দ্যুতি ॥
কটিতে কিঙ্কিণিসূত্র অতি মনোহর।
বিশাল বাহুতে শোভে বসন সুন্দর ॥
পীত যজ্ঞউপবীত মহাশোভাকর।
করেতে অঙ্গুরী কিবা জনমনোহর[৮] ॥

(১) রাজা দশরথ (২) দুন্দুভিধ্বনি (৩) মুনিবর বিশ্বামিত্রের (৪) হরণ করিতেছে (৫) মীনের অর্থাৎ বিষ্ণুর অবতার বিশেষ শ্রীরামচন্দ্রের ছবি অর্থাৎ শোভা (৬) অলক্ত অর্থাৎ আলতা দ্বারা সুরঞ্জিত (৭) মুনির মনরূপ মধুকর অর্থাৎ ভ্রমর (৮) যুত র (৯) জনের অর্থাৎ দাসের মন হরণকারী।

মূল ।

সোহত ব্যাহসাজ সব সাজে ।
উর আয়ত সব ভূষণ রাজে[১] ॥
পীত উপরনা[২] কাঁখা[৩] সোভী ।
দুহুঁ আচরহু[৪] লগে মণি মোতী ॥
নয়নকমল কল কুণ্ডল কানা ।
বদন সকল সৌন্দর্য্যনিধানা ॥
সুন্দর ভ্রুকুটি মনোহর নাসা ।
ভাল[৫] তিলক শুচি রুচিরনিবাসা ॥
সোহত মৌর[৬] মনোহর মাথে ।
মঙ্গলময় মুক্তামনি গাথে ॥

ছন্দ :—
গাথে মহামণি মৌর মঞ্জুল
অঙ্গ সব চিত্ত চোরহীঁ ।
পুরনারী সুন্দর বর বিলোকহিঁ
নিরখি ছবি তৃণ তোরহীঁ ॥
মণি বসন ভূষণ বারি আরতি
করহি মঙ্গল গাবহিঁ ।
সুর সুমন বরষহিঁ সূত মাগধ
বন্দি সুযশ সুনাবহীঁ ॥৫৪॥
কুহবরহিঁ আনে কুঁবর কুঁবরি ।
সুআসিনিহু সুখ পাইকৈ ।
অতি প্রীতি লৌকিক রীতি
লাগীঁ করন মঙ্গল গাইকৈ ॥
লহ কৌরি গৌরি সিখাব রামহিঁ
সীয়সন শারদ কহৈঁ ।
রনিবাস হাসবিলাসরসবশ
জনমকো ফল সব লহৈঁ ॥৫৫॥

ছন্দ :— নিজ পাণিমণিমহঁ দেখি
প্রতিমুরতি সুরূপনিধানকী[৭] ।
চালতি ন ভুজবল্লী[৮] বিলোকতি
বিরহবশ ভই জানকী ॥

(১) শোভা পায় (২) উত্তরীয় (৩) কক্ষদেশে (৪) অঞ্চলে, (৫) কপালে (৬) মোড় (৭) সুরূপের নিধান অর্থাৎ আধার শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার (৮) ভুজলতা ।

বঙ্গানুবাদ ।

বিবাহের সাজে সব কি সুন্দর সাজে ।
আয়ত হৃদয়ে সব ভূষণ বিরাজে ॥
কক্ষদেশে উত্তরীয় পীতসূত্রময় ।
উভয় অঞ্চলে[১] তার মণিযুত হয় ॥
কর্ণেতে কুণ্ডল নেত্রপদ্ম শোভমান ।
বদনচন্দ্রমা সর্ব্ব সুষমানিধান[২] ॥
ভ্রুকুটি সুন্দর নাসা চারু অতিশয় ।
কপালে তিলক শুচি রুচির[৩] আলয় ॥
সুন্দর মস্তকে কিবা মোড়[৪] সুশোভিত ।
সুমঙ্গলকর মুক্তা মণিতে গ্রথিত ॥

মহামণি বিজড়িত, মোড় অতি সুললিত,
অঙ্গ সব চিত্ত চুরী করে ।
পুরনারী সুশোভন, বরে করে বিলোকন,
শোভা দেখি তৃণ ছিন্ন করে[৫] ॥
বসন ভূষণ মণি, সুগন্ধী সুবারি আনি,
আরতি মঙ্গলগান করে ।
বরষে কুসুম সুর, সূতবন্দী সুমধুর,
সুযশ শুনায় উচ্চৈঃস্বরে ॥৫৪॥
পৃষ্ঠে চড়াইয়া আনে, বর কন্যা সসম্মানে,
সুবাসিনী অতি সুখ পেয়ে ।
অতিশয় অনুরাগে, সবে করিবারে লাগে,
লৌকিক আচার গীত গেয়ে ।
লহ গৌরি ! কৌড়ি করে, রামে শিক্ষাদান তরে
জানকীকে সারদা কহিল ॥
রমণী অন্তরাবাসে, হাস্যক্রীড়ারসে ভাসে,
জন্মফল সকলে লভিল ॥৫৫॥
পাণিমণি[৬] মধ্যে তাঁর, দৃষ্টি করি আপনার,
রূপাধার পতির মূরতি ।
ভুজলতা সঞ্চালন, না করিয়া বিলোকন,
করেন বিরহভয়ে অতি ॥

(১) আঁচল, বস্ত্রের প্রান্তভাগ (২) সুষমার অর্থাৎ শোভার নিধান অর্থাৎ আধার (৩) শোভার (৪) বরের শীর্ষাভরণ বিশেষ (৫) শ্রীরামচন্দ্রের দেহের কান্তির তুলনায় তৃণকে ঘৃণা করত ছিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করে (৬) পাণিস্থ অর্থাৎ হস্তে স্থিত মণি ।

মূল।

কৌতুক বিনোদ প্রমোদ প্রেম
ন জাই কহি জানহিঁ অলী[1]।
বর কুঁবরি সুন্দর সকল সখিন
লিবাই জনবাসহিঁ চলীঁ॥৫৬॥
ত্যহি সময় সুনিয় অসীশ জহঁ তহঁ
নগর নভ আনন্দ মহা।
চির জিয়হু জোরী চারু চার্যউ
মুদিতমন সবহী কহা॥
যোগীন্দ্র সিদ্ধ মুনীশ দেব
বিলোকি প্রভু দুন্দুভি হনী[2]।
চলে হরষি বরষি প্রসূন[3]
নিজ নিজ লোক জয় জয় ভনী॥৫৭॥
দোহা :—
সহিত বধূটিন[4] কুঁবর সব,
তব আয়ে পিতু পাস।
শোভা মঙ্গল মোদ ভরি,
উমগ্যউ জনু জনবাস॥৩২৭॥
পুনি জেবনার[5] ভয়উ বহুভাঁতী।
পঠয়ে জনক বুলাই বরাতী॥
পরত পাঁবড়ে বসন অনূপা।
সুতন সমেত গবন কিয় ভূপা॥
সাদর সবকে পাঁব পখারে।
যথাযোগ্য পীড়ন বৈঠারে॥
ধোয়ে জনক অবধপতিচরণা।
শীল সনেহ জাহিনহিঁ বরণা॥
বহুরি রামপদপঙ্কজ ধোয়ে।
জে হরহৃদয়কমলমহঁ গোয়ে[6]॥
তীনোঁ ভাই রাম সম জানি।
ধোয়ে চরণ জনক নিজ পাণি॥
আসন উচিত সবহিঁ নৃপ দীন্হে।
বোলি সূপকারী সব লীন্হে॥

(১) সখী (২) আঘাত করে অর্থাৎ বাজায় (৩) পুষ্প (৪) বালা বধূ (৫) ভোজনাদি সৎকার (৬) গুপ্ত থাকে।

বঙ্গানুবাদ।

কৌতুক বিনোদ আর, প্রমোদ প্রেমের ধার
অবক্তব্য জানে সখিদলে।
মনোহর কন্যাবরে, সখিগণ ধরি করে
অন্তঃপুরে লয়ে সবে চলে॥৫৬॥
সে সময়ে যথা তথা, শুনি সুআশিসকথা
পুর নভ মহা হর্ষময়।
চিরজীবী হোন ভারি, যুগলে কুমার চারি
প্রমুদিতমনে সবে কয়॥
যোগী মুনি সিদ্ধদেবে, প্রভুকে বিলোকি সবে
মহানন্দে দুন্দুভি বাজায়।
পুষ্প বর্ষি প্রভুপরি, জয় জয় নাদ করি
নিজ নিজ লোকে হর্ষে যায়॥৫৭॥

বালা বধূ সহকারে[1], সমুদায় সুকুমার
পিতৃপাশে আসেন তখন।
শোভা ক্ষেম[2] মোদ[3] হাস, ভরিয়া অন্তরাবাস
উথলিয়া পড়িছে যেমন॥৩২৭॥
বিবিধ প্রকারে পুন করান ভোজন।
বরযাত্রীগণে ডাকি জনক রাজন॥
পদতলে পাতি দিলে অতুল্য বসন।
সুতসহ দশরথ করেন গমন॥
সাদরে করিয়া সর্ব্ব পদ প্রক্ষালন।
বসিতে দিলেন যথাযোগ্য পীঠাসন॥
দশরথপদ নৃপ[4] করেন ক্ষালন।
শীলতা সনেহ তাঁর না হয় বর্ণন॥
শ্রীরামের পাদপদ্ম করে প্রক্ষালন।
হরহৃদিপদ্মে যাহা রহে সংগোপন॥
ভ্রাতা তিনজনে করি রাম সম জ্ঞান।
নিজ করে রাজা[5] সর্ব্ব চরণ ধোয়ান॥
উচিত আসন সবে করি সম্প্রদান।
সূপকারগণে[6] রাজা করেন আহ্বান॥

(১) সঙ্গে (২) মঙ্গল (৩) আনন্দ (৪) রাজা জনক (৫) জনক রাজা (৬) পাচক সকলকে।

মূল।

সাদর লগে পরন পনবারে[১]।
কণক কীল[২] মণিপরণ[৩] সঁবারে॥
দোহা :—
সুপোদন সুরভী সরপি[৪],
সুন্দর স্বাদু পুনীত।
ক্ষণমহঁ সবকে পরসিগে,
চতুর সুয়ার[৫] বিনীত॥৩২৮॥
পঞ্চ কৌর[৬] করি জেঁবন লাগে।
গারিগান সুনি অতি অনুরাগে॥
ভাঁতি অনেক পরে পকবানা[৭]।
সুধা সরিস নহিঁ জাহিঁ বখানা॥
পরুসন লগে সুয়ার সুজানা।
ব্যঞ্জন বিবিধ নাম কো জানা॥
চারিভাঁতি ভোজনবিধি গাই।
এক এক বিধি বরণি ন জাই॥
ছহুরস রুচির ব্যঞ্জন বহু জাতী।
এক এক রস অগণিত ভাঁতী॥
জেঁবত দেহিঁ মধুরধ্বনি গারী।
লৈ লৈ নাম পুরুষ অরুনারী॥
সময় সুহাবন গারি বিরাজা।
হঁসত রাউ সুনি সহিত সমাজা॥
য়হিবিধি সবহী ভোজন কীহ্না।
আদর সহিত আচমন লীহ্না॥
দোহা :—দেই পান পূজে জনক,
দশরথ সহিত সমাজ।
জনবাসে গমনে মুদিত,
সকল ভূপ শির তাজ[৮]॥৩২৯॥
নিত নূতন মঙ্গল পুরমাহীঁ।
নিমিষ সরিস দিন যামিনী জাহীঁ॥
বড়ে ভোর ভূপতিমণি জাগে।
যাচক গুণগণ গাবন লাগে॥

(১) পানীয় বারি (২) শিরা (৩) মণি নির্ম্মিত পর্ণ বা পাতা (৪) সর্পিস, ঘৃত (৫) সূপকার (৬) গ্রাস (৭) পাচিত খাদ্য (৮) উষ্ণীষ।

বঙ্গানুবাদ।

সাদরে পানীয় বারি পড়িতে লাগিল।
স্বর্ণশিরাযুত মণিপত্র সবে দিল॥

সূপ[১] ও ওদন[২] পূত, গাভীঘৃত সমযুক্ত
মনোহর সুস্বাদু আহার।
পরিবেষ[৩] সর্ব্বজনে, করিলেক একক্ষণে
বিনীত চতুর সূপকার॥৩২৮॥
পঞ্চগ্রাস করি করে আরম্ভ ভোজন।
গালিগান শুনি অতি অনুরাগী মন॥
পড়িল পাচিত দ্রব্য বিবিধ বিধান।
সুধা সম সব, নারি করিতে বাখান॥
পরিবেষ আরম্ভিল বিজ্ঞ সূপকার।
বিবিধ ব্যঞ্জন, নাম কেবা জানে তার॥
ভোজনের বিধি বলি প্রকারেতে চারি[৪]।
এক এক বিধি নাহি বরণিতে পারি॥
ষড়রস[৫] সুমধুর ব্যঞ্জন আবার।
একৈক রসের দ্রব্য অসংখ্য প্রকার॥
ভোজন সময়ে গালি দেয় সুমধুর।
নাম ধরি সবে নরনারী সুচতুর॥
কাল অনুসারে গালি কিবা শোভাধরে।
সমাজ সহিত রাজা[৬] শুনি হাস্য করে॥
সকলেই এইরূপে করিয়া ভোজন।
সমাদর পেয়ে অতি করে আচমন॥
তাম্বুল করিয়া দান, পূজে রাজা করি মান
সমাজ সহিত দশরথে।
আবাসে গেলেন তবে, প্রমুদিত ভূপ সবে
উষ্ণীষ[৭] পরিয়া স্ব স্ব মাথে॥৩২৯॥
নিত্য সব সুমঙ্গল পুরে সংঘটিত।
নিমেষ সদৃশ দিন যামিনী যাপিত॥
অতি প্রাতে নৃপমণি[৮] জাগিলেন যবে।
গাইতে লাগিল গুণ যাচকেরা তবে॥

(১) ডাল (২) ভাত (৩) পরিবেষণ, আহারীয় দ্রব্য বণ্টন (৪) অর্থাৎ চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় (৫) অর্থাৎ কটু, তিক্ত, লবণ, অম্ল, মধুর ও কষায় (৬) রাজা দশরথ (৭) শিরোবেষ্টন, কিরীট (৮) রাজা দশরথ।

মূল।

দেখি কুঁবর বর বধূন সমেতা।
কিমি কহি জাত মোদ মন জেতা॥
প্রাতক্রিয়া করি গে গুরুপাহীঁ।
মহা প্রমোদ প্রেম মনমাহীঁ॥
করি প্রণাম পূজা কর জোরী।
বোলে গিরা অমিয় জনু বোরী[1]॥
তুম্হরী কৃপা স্থনিয় মুনিরাজা।
ভয়উ আজু মম পূরণ কাজা॥
অব সব বিপ্র বুলাই গুঁসাই।
দেহু ধেনু সব ভাঁতি বনাই॥
স্থনি গুরু করি মহিপাল বড়াই।
পুনি পঠয়ে মুনিবৃন্দ বুলাই॥

দোহা :—

বামদেব অরু দেবঋষি
বাল্মীকি জাবালী।
আয়ে মুনিবরনিকর তব,
কৌশিকাদি তপশালী॥৩৩০॥

দণ্ড প্রণাম সবাহিঁ নৃপ কীন্হা।
পূজি সপ্রেম বরাসন দীন্হা॥
চারি লক্ষ বরধেনু মঁগাই।
কাম স্থরভি সম শীল স্থহাই॥
সববিধি সকল অলঙ্কৃত কীন্হী।
মুদিত মহীপ ঋষিনকহঁ দীন্হী॥
করত বিনয় বহুবিধি নরনাহু[২]।
লহেউ আজু জগ জীবনলাহু[৩]॥
পাই অশীশ মহীশ অনন্দা।
লিয়ে বোলি পুনি যাচকবৃন্দা॥
কনক বসন মণি হয় গজ স্যন্দন[৪]।
দিয়ে বুঝি রুচি রবিকুলনন্দন[৫]॥
চলে পড়ত গাবত গুণগাথা।
জয় জয় জয় দিনকরকুলনাথা॥

(১) ঢালে, বর্ষণ করে (২) নরনাথ (৩) জীবনফললাভ (৪) রথ (৫) সূর্য্য বংশোদ্ভূত রাজা দশরথ।

বঙ্গানুবাদ।

শিশুবরে বধূসহ করি দরশন।
মনে যে আনন্দ, করি কিরূপে বর্ণন॥
প্রাতঃক্রিয়া করি যান গুরুসন্নিধান।
মনোমধ্যে প্রেম অতি আনন্দ মহান॥
করযোড় করি করে প্রণাম পূজন।
বলে বাক্য, যেন সুধা করে বরষণ॥
তোমারি কৃপায় মাত্র, শুন মুনিরাজ।
হইল পূরণ অদ্য মম সব কাজ॥
এবে সব বিপ্রগণে করিয়া আহ্বান।
করুন বিবিধ বিধি ধেনু সব দান॥
শুনি গুরু মহিপালে প্রশংসা করিয়া।
মুনিগণে পুনরায় পাঠান ডাকিয়া॥

বামদেব নির্বিকার, দেব ঋষিগণ আর
মহর্ষি বাল্মীকি ও জাবালী।
আসিলেন মুনিগণে, সকলেই সেইক্ষণে
কৌশিক প্রভৃতি তপশালী॥৩৩০॥]

দণ্ডবৎ পরণাম[১] করেন রাজন।
পূজিয়া সপ্রেমে সবে দেন বরাসন[২]॥
চারি লক্ষ বর ধেনু আনান তখন।
শীলতাতে কামধেনু সম সুশোভন॥
অলঙ্কৃতা করি সবে বিবিধ ভূষণে।
ঋষিগণে দেন নৃপ হরষিত মনে॥
নরপতি বহুবিধি করেন বিনয়।
জীবন সার্থক বিশ্বে অদ্য মম হয়॥
আশিষ পাইয়া নৃপ আনন্দে বিহ্বল।
ডাকাইয়া আনিলেন যাচক সকল॥
কণক বসন মণি হয় গজ রথ।
রুচি বুঝি করিলেন দান দশরথ॥
গুণগাথা পাঠ আর গান করি চলে।
দিনকরকুলনাথজয়[৩] সবে বলে॥

(১) প্রণাম (২) শ্রেষ্ঠ আসন (৩) সূর্য্যবংশনাথ রাজা দশরথের জয়।

মূল।

ইহিবিধি রামবিবাহউচ্ছাহূ।
সকৈঁ ন বরণি সহসমুখ জাহূ॥
দোহা :—
বার বার কৌশিকচরণ,
শীশ নাই কহ রাউ।
য়হ সব সুখ মুনিরাজ তব,
কৃপা কটাক্ষ প্রভাউ॥৩৩১॥
জনকসনেহ শীল করতূতী[১]।
নৃপ সবভাঁতি সরাহ[২] বিভূতি॥
দিন উঠি বিদা অবধপতি মাঁগা।
রাখহিঁ সহিত জনক অনুরাগা॥
নিত নূতন আদর অধিকাই।
দিনপ্রতি সহসভাঁতি পহুনাই[৩]॥
নিত নব নগর আনন্দ উচ্ছাহূ।
দশরথগবন সোহাই ন কাহূ॥
বহুত দিবস বীতে[৪] ইহিভাঁতী।
জনু সনেহরজু বঁধে বরাতী॥
কৌশিক সতানন্দ তব জাই।
কহী বিদেহ নৃপতি সমুঝাই॥
অব দশরথকহঁ আয়সু দেহূ।
যদ্যপি চ্ছাঁড়ি ন সকহু সনেহূ॥
ভলেহি নাথ কহি সচিব বুলায়ে।
কহি জয়জীব শীশ তিন নায়ে॥
দোহা :—
অবধনাথ চাহত চলন,
ভীতর করহু জনাব।
ভয়ে প্রেমবশ সচিব সুনি,
বিপ্র সভাসদ রাব[৫]॥৩৩২॥
পুরবাসিন সুনি চলী বরাতা।
পূঁচ্ছত বিকল পরস্পর বাতা॥
সত্য গবন সুনি সব বিলখানে[৬]।
মনহুঁ সাঁঝ সরসিজ সকুচানে[৭]॥

(১) কার্য্য (২) প্রশংসা করেন (৩) আতিথেয় (৪) গতে (৫) রাজা (৬) বিলাপ করেন (৭) সঙ্কুচিত বা মুদ্রিত হয়।

বঙ্গানুবাদ।

রামের বিবাহে সুখ হইল যেমন।
বরণিতে[১] নাহি পারে সহস্র বদন॥

কৌশিক-চরণ-তলে, মাথা নত করি বলে
দশরথ রাজা বার বার।
এই সব সুখ মুনে[২], তব কৃপাদৃষ্টি-গুণে
অপর কারণ নাহি আর॥৩৩১॥
জনকের স্নেহশীল সুকার্য্য বিভূতি।
প্রশংসা করেন সর্ব্বরূপে নরপতি॥
বিদায় মাগেন রাজা উঠি প্রতিদিন।
সানুরাগে রাখে তাঁকে জনক প্রবীণ॥
সমাদর অতিশয় নব দিন দিন।
সহস্র প্রকার আতিথেয় প্রতিদিন॥
নগরেতে নিত্য নব আনন্দ উৎসাহ।
দশরথগমনেতে তুষ্ট নহে কেহ॥
অনেক দিবস গত এইরূপে হয়।
স্নেহ-রজ্জু[৩] বাঁধে যেন বরযাত্রীচয়॥
বিশ্বামিত্র সতানন্দ যাইয়া তখন।
কহেন বিদেহে বুঝাইয়া সুবচন॥
এবে দশরথে দান করহ আদেশ।
যদিচ ছাড়িতে নার স্নেহ লবলেশ[৪]॥
উত্তম কহিয়া ডাকিলেন মন্ত্রিবরে।
"জয় জীব" কহি সেহ শির নত করে॥

চাহেন অযোধ্যাপতি, স্বপুরে করিতে গতি
অন্তঃপুরে করহ জ্ঞাপন।
হয় প্রেমে সকাতর, শুনিয়া সচিববর
বিপ্র সভাসদ[৫] রাজাগণ॥৩৩২॥
পুরবাসী শুনি বরযাত্রীর গমন।
সবিকল পরস্পরে জিজ্ঞাসে তখন॥
গমন যথার্থ শুনি করে বিলপন।
সন্ধ্যাগমে সরসিজ[৬] মুদ্রিত যেমন॥

(১) বর্ণিতে (২) মুনির সম্বোধনে (৩) স্নেহরূপ রজ্জু (৪) বিন্দুমাত্র (৫) সভ্য, সভাতে আসীন (৬) পদ্ম।

মূল।

জহঁ জহঁ আবত বসে বরাতী।
তহঁ তহঁ সীধ[১] চলা বহু ভাঁতী॥
বিবিধভাঁতি মেবা[২] পকবানা[৩]।
ভোজনসাজ ন জাই বখানা॥
ভরি ভরি বসহ[৪] অপার কহারা।
পঠয়ে জনক অনেক সুআরা[৫]॥
তুরংগ লাখ রথ সহস পচীসা।
সকল সঁবারে নখ অরু শীশা॥
মত্ত সহস দশ সিঁধুর[৬] সাজে।
জিনহিঁ দেখি দিশিকুঞ্জর লাজে॥
কণক বসন মণি ভরিভরি যানা।
মাহষী ধেনু বস্তু বিধি নানা॥

দোহা:

দয়াজ[৭] অমিত ন সাকয় কহি,
দীহ্ন বিদেহ বহোরি।
জো অবলোকত লোকপতি
লোক সম্পদা থোরি॥৩৩৩॥

সব সমাজ ইহিভাঁতি বনাই।
জনক অবধপুর দীহ্ন পঠাই॥
চলিহি বরাত সুনত সব রাণী।
বিকল মীনগণ জনু লঘুপাণী॥
পুনি পুনি সীয় গোদকর[৮] লেহীঁ।
দেই অশীশ সিখাবন[৯] দেহীঁ॥
হোইহহু সংতত পিয়হি পিয়ারী।
চির অহিবাত অশীশ হমারী॥
সাসু শ্বশুর গুরু সেবা করহূ।
পতিরুখ[১০] লখি আয়সু অনুসরহূ॥
অতি সনেহ বশ সখী সয়ানী।
নারিধর্ম্ম সিখবহিঁ মৃদুবাণী॥
সাদর সকল কুঁবরি সমুঝাই।
রানিন বার বার উর লাই॥

(১) ভোজ্য দ্রব্য (২) উৎকৃষ্ট ফল (৩) পক্ক (৪) বৃষভ (৫) সুপকার (৬) হস্তী (৭) যৌতুক (৮) ক্রোড়ে করিয়া (৯) শিক্ষা (১০) পতির মুখভাব।

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্রাম করিবে বরযাত্রী যেই স্থানে।
বহুরূপ ভোজ্য রাজা পাঠান সেখানে॥
উৎকৃষ্ট সুপক্ক ফল বিবিধ প্রকার।
ভোজনের সাজ বর্ণে হেন সাধ্য কার॥
খাদ্যপূর্ণ ভারবাহী বৃষভ কাহার।
পাঠান জনক অগণিত সূপকার[১]॥
পঁচিশ সহস্র রথ লক্ষ তুরঙ্গম।
আপাদমস্তক বিভূষিত মনোরম॥
দশশতদশ[২] মত্ত হস্তী সুসজ্জিত।
যাদিকে দেখিয়া দিকগজ সুলজ্জিত॥
কণক বসন মণি ভরি ভরি যান।
মহিষী[৩] সুরভি[৪] বস্তু বিবিধ বিধান॥

যৌতুক অমিত[৫] ভারি, কহিবারে নাহি পারি
দেন পুন বিদেহ রাজন।
যে সকল বিলোকনে, লোকপতি ভাবে মনে
নিজলোকসম্পদে[৬] কিঞ্চন[৭]॥৩৩৩॥

সকল সমাজ এইরূপে সাজাইয়া।
জনক অযোধ্যাপুরে দেন পাঠাইয়া॥
বরযাত্রী যাত্রা করে শুনি রাণীগণ।
বারি শুষ্কে মীন সম বিকলিত হন॥
পুনঃপুনঃ জানকীকে লয়ে অঙ্কোপরি[৮]।
শিক্ষাদান করিলেন আশীর্ব্বাদ করি॥
হও সদা সীতে[৯] নিজ পতিপ্রণয়িণী।
আমাদের এই চির শুভাশীস-বাণী[১০]॥
শ্বশুর শাশুড়ী গুরু করিবে সেবন।
পতিমুখ তাকি আজ্ঞা করিবে পালন॥
অতীব সনেহবশে চতুরা সঙ্গিনী।
নারীধর্ম্ম শিখাইল কহি মৃদুবাণী॥
সাদরে কুমারী সবে অতি বুঝাইল।
বার বার রাণীগণ ক্রোড়ে করি নিল॥

(১) পাচক (২) দশ সহস্র (৩) স্ত্রী মহিষ (৪) গাভী (৫) অপরিমিত (৬) নিজ লোকস্থিত সম্পদ সকলকে (৭) অল্প, যৎকিঞ্চিৎ (৮) ক্রোড়ে (৯) সীতার সম্বোধনে (১০) আশীর্ব্বাদ বাক্য।

মূল।

বহুরি বহুরি ভেঁটহিঁ মহতারী[১]।
কহহিঁ বিরঁচী[২] রচী কত নারী॥

দোহা :—

ত্যাহি অবসর ভাইন সহিত,
রাম ভানুকুলকেতু।
চলে জনক-মন্দির মুদিত,
বিদা করাবন হেতু॥৩৩৪॥

চারিউ ভাই স্বভায় সুহায়ে।
নগরনারীনর দেখন ধায়ে॥
কোউ কহ চলন চহতহিঁ আজু।
কীহ্ন বিদেহ বিদাকর[৩] সাজু॥
লেহু নয়নভরি রূপ নিহারী।
প্রিয় পাহুনে[৪] ভূপসুত চারী॥
কো জানৈ কেহি সুকৃত সয়ানী।
নয়নঅতিথি কীহ্নে বিধি আনী॥
মরণশীল জিমি পাব পিযূষা।
সুরতরু লহৈ জন্মকর ভূখা॥
পাব নারকী হরিপদ জৈসে।
ইনকর দরশন হমকহঁ তৈসে॥
নিরখি রামশোভা উর ধরহূ।
নিজমন ফণি মূরতি মণি করহূ॥
ইহিবিধি সবহি নয়নফল দেতা
গয়ে কুঁবর সব রাজনিকেতা॥

দোহা :—রূপসিন্ধু সব বন্ধু লখি,
হরষি উঠীঁ রনিবাসু।
করহিঁ নিছাবর আরতী,
মহা মুদিতমন সাসু॥৩৩৫॥

দেখি রামছবি অতি অনুরাগীঁ।
প্রেমবিবশ পুনিপুনি পদ লাগীঁ॥
রহী ন লাজ প্রীতি উর ছাই।
সহজ সনেহ বরণি কিমি জাই॥

(১) মাতা (২) বিরঞ্চি, বিধাতা (৩) বিদায় করিবার (৪) অতিথি।

বঙ্গানুবাদ।

পুনঃপুনঃ মাতা করি নিকটে গমন।
কহেন বিধাতা কেন রচে বালাগণ॥

সেই অবসরে হরি, ভ্রাতাগণে সঙ্গে করি
ভানুকুলকেতু[১] রঘুবর।
গেলেন মুদিতমনে, জনকের সুভবনে
করাইতে বিদায় সত্বর॥৩৩৪॥

সুন্দর সুশীল সেই ভ্রাতা চারি জনে।
দেখিতে ধাইল পুরনরনারীগণে॥
কেহ কহে যাইবারে অদ্য ইচ্ছাকরে।
বিদেহ করেন সাজ বিদায়ের তরে॥
দেখি লও রূপ শীঘ্র ভরিয়া নয়ন।
সুপ্রিয় অতিথি ভূপসুত চারিজন॥
কে জানে কি পুণ্যবলে মোদের সঙ্গিনি।
নয়নঅতিথি[২] বিধি করিলেন আনি॥
পাইলেক সুধা যেন মৃত্যুশীল জীব।
লভিলেক সুরতরু[৩] আজন্ম গরীব॥
পাইল নারকী হরিচরণ যেরূপ।
ইহাঁদের দরশন মোদের সেরূপ॥
রামশোভা নিরখিয়া হৃদয়েতে ধর।
ফণি করি মনে, মূরতিকে মণি কর[৪]॥
এরূপে সবের করি সফল নয়ন।
গেলেন কুমারগণ জনকভবন॥

রূপসিন্ধু ভ্রাতাগণে, দেখি হরষিতমনে
উঠে অন্তঃপুরবাসী জন।
সোপহার নীরাজন[৫], করেন মুদিত মন
পুরনারী সহ শ্বশ্রূগণ॥৩৩৫॥

রামছবি দেখি অতি অনুরাগী মন।
প্রেমবশে পুনঃপুনঃ ধরেন চরণ॥
প্রীতিতে ছাইল উরঃ, লজ্জা ছাড়ে দেহ।
কিরূপে বর্ণনা করি সহজ[৬] সনেহ॥

(১) সূর্য্যবংশের কেতু অর্থাৎ পতাকা স্বরূপ (২) দৃষ্টিপথের পথিক (৩) কল্পতরু (৪) নিজের মনকে ফণি স্বরূপ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তিকে মণি স্বরূপ সযতনে রক্ষা কর (৫) বন্দন, আরতি (৬) নৈসর্গিক, স্বাভাবিক।

মূল।

ভাইন সহিত উবটি[১] অন্হবায়ে।
চ্ছরস অশন অতিহেতু জিবায়ে[২] ॥
বোলে রাম সুঅবসর জানী।
শীল সনেহ সকুচময় বাণী ॥
রাউ অবধপুর চহত সিধায়ে[৩]।
বিদাহোনহিত হমহিঁ পঠায়ে ॥
মাতু মুদিতমন আয়সু দেহু।
বালক জানি করব নিত নেহু[৪] ॥
সুনত বচন বিলখ্যউ[৫] রনিবাসূ।
বোলি ন সকহিঁ প্রেমবশ সাসূ ॥
হৃদয় লগাই কুঁবরি সব লীন্হী।
পতিন সৌঁপি[৬] বিনতী অতি কীন্হী ॥

ছন্দ :—

করি বিনয় সিয় রামহি সমর্পি
জোরি কর পুনি পুনি কহৈ।
বলিজাউঁ তাত সুজান তুমকহঁ।
বিদিত গতি সবকী অহৈ ॥
পরিবার পুরজন মোহিঁ রাজহিঁ
প্রাণপ্রিয়সিয় জানিবী।
তুলসী সুশীল সনেহ লখি
নিজ কিঙ্করী করি মানবী ॥৫৮॥

সোং

তুম পরিপূরণ কাম,
জ্ঞানশিরোমণি ভাবপ্রিয়।
জনগুণগাহক রাম,
দোষদলন করুণায়তন ॥৩৫॥

অস কহি রহী চরণ গহি রাণী।
প্রেমপঙ্ক জনু গিরা সমানী ॥
সুনি সনেহসানী[৭] বর বাণী।
বহুবিধি রাম সাসু সনমানী ॥
রাম বিদামাঁগত কর জোরী।
কীন্হ প্রণাম বহোরি বহোরী ॥

(১) সুগন্ধী সলিলে (২) ভোজন করাইলেন (৩) যাইতে (৪) স্নেহ (৫) শোক রে(৬) সমর্পণ করিয়া (৭) স্নেহ মিশ্রিত।

বঙ্গানুবাদ।

স্নাত করি ভ্রাতাসহ সুগন্ধী সলিলে।
ছরস অশন[১] অতি প্রীতে খাওয়াইলে ॥
বলিলেন রাম তবে অবসর জানী।
সনেহসঙ্কোচশীলসমযুত বাণী ॥
চাহেন স্বপুরে নৃপ করিতে গমন।
বিদায় লইতে মোরে করেন প্রেরণ ॥
আজ্ঞাদান কর মাতঃ মুদিত হইয়া।
স্নেহ করিবেন নিত্য বালক ভাবিয়া ॥
শুনি বাক্য, শোক করে অন্তঃপুর-বাসী।
প্রেমবশে নারে শ্বশ্রূ[২] বলিতে প্রকাশী ॥
কুমারী সকলে করি হৃদয়ে লগন।
সবিনয়ে পতিকরে[৩] করেন অর্পণ ॥

সীতা অর্পি রঘুবরে, কহিলেন যোড়করে
পুনঃপুনঃ করিয়া বিনতি।
বলিবে করিতে গতি, তোমাকে কিরূপে মতি
তুমি জান সকলের গতি ॥
আমি রাজা পরিবার, পুরজন সবাকার
প্রাণপ্রিয় সীতাকে জানিবে।
সুশীল সনেহ দেখি, তুলসীকে মনে রাখি
নিজ দাসী বলিয়া মানিবে ॥৫৮॥

সদা তুমি ওহে রাম, হও পরিপূর্ণকাম
জ্ঞানশিরোমণি ভাবপ্রিয়।
লও দাসগুণাবলি, দোষগণে সদা দলি
রঘুবর করুণাআলয় ॥৩৫॥

ইহা কহি মৌন রহে ধরিয়া চরণ।
যেন প্রেমপঙ্কে গিরা[৪] হইল মগন ॥
বর বাক্য শুনি তবে সনেহমিশ্রিত।
শ্বশ্রূকে করেন রাম অতি সম্মানিত ॥
করযোড়ে বিদায় মাগিয়া তবে রাম।
পুনঃপুনঃ করিলেন শ্বশ্রূকে প্রণাম ॥

(১) খাদ্য (২) শাশুড়ী (৩) পতির হস্তে (৪) বাক্য।

মূল ।

পাই অশীশ বহুরি শির নাই ।
ভাইন সহিত চলে রঘুরাই ॥
মঞ্জু মধুর মূরতি উর আনী ।
ভই সনেহশিথিল সব রাণী ॥
পুনি ধীরজ ধরি কুঁবরি হঁকারী ।
বার বার ভেটহিঁ মহতারী ॥
পহুঁচাবহিঁ ফির মিলহিঁ বহোরী ।
বঢ়ী পরস্পর প্রীতি ন থোরী ॥
পুনি পুনি মিলতি সখিন বিলগাই[১] ।
বাল বৎস জমু ধেমু লবাই ॥

দোহা :—

প্রেমবিবশ নর নারী সব,
সখিন সহিত রনিবাস[২] ।
মানহুঁ কীন্হ বিদেহপুর,
করুণা বিরহ নিবাস ॥৩৩৬॥

শুক শারিক জানকী জিয়ায়ে
কণক পিঁজরন রাখি পড়ায়ে ॥
ব্যাকুল কহহিঁ কহাঁ বৈদেহী ।
সুনি ধীরজ পরিহরৈ ন কেহী ॥
ভয়ে বিকল খগ মৃগ ইহিভাঁতী ।
মনুজদশা কৈসে কহি জাতী ॥
বন্ধু সমেত জনক তব আয়ে ।
প্রেম উমঁগি লোচন জল চ্ছায়ে ॥
সীয় বিলোকি ধীরতা ভাগী ।
রহে কহাবত[৩] পরম বিরাগী ॥
লীন্হ রাউ উরলাই জানকী ।
মিটী[৪] মহা মর্য্যাদ জ্ঞানকী ।
সমুঝাবত সব সচিব সয়ানে ।
কীন্হ বিচার অনবসর[৫] জানে ॥
বারহিবার সুতা উর লাই ।
সজি সুন্দর পালকী মঁগাই ॥

(১) পৃথক হইয়া (২) রাণীগণ (৩) কথিত বা খ্যাত ছিলেন (৪) লোপ করিয়া লঙ্ঘন করিয়া (৫) অবসর ।

বঙ্গানুবাদ ।

আশিস পাইয়া পুন শির করি নত ।
চলিলেন রঘুবর ভ্রাতার সহিত ॥
সুন্দর মধুর মূর্ত্তি হৃদয়েতে আনী ।
সনেহ-শিথিল[১] হইলেন সব রাণী ॥
কুমারীকে ডাকি পুন, ধৈর্য্য ধরি আর ।
করেন জননী দরশন বার বার ॥
রাখি আসি, পুন ফিরে সচঞ্চলমতি ।
স্বল্প নহে, পরস্পরে প্রীতি বড় অতি ॥
পৃথক হইয়া সখি পুন পুন মিলে ।
বাল বৎস মিলে যেন ধেমু লয়ে গেলে ॥

প্রেমেতে বিবশমন সব নরনারীগণ,
রাণীগণ সখিগণ সহ ।
বিদেহনগরময়[২], বাস করে মনে লয়,
যেন নিছু করুণাবিরহ ॥৩৩৬ ॥

জানকী পালিয়া ছিল শুক সারি পাখি ।
পড়াইত কণকপিঞ্জরে বদ্ধ রাখি ॥
ব্যাকুল হইয়া কহে বৈদেহী কোথায় ।
শুনি তাহা কোন জন ধৈর্য্য না হারায় ॥
এই রূপে খগ মৃগ[৩] হইল বিকল ।
মানুষের দশা কহি কিরূপেতে বল ॥
বন্ধু[৪] সহ আসিলেন জনক তখন ।
উথলি প্রেমের ধারা ছাইল লোচন ॥
সীতাকে দেখিয়া ধৈর্য্য করে পলায়ন ।
পরম বিরাগী খ্যাতি ছিল এতক্ষণ ॥
জানকীকে হৃদে রাজা করিয়া ধারণ ।
জ্ঞানের মর্য্যাদা[৫] মহা করেন লঙ্ঘন ॥
বুঝাইলে সমুদায় বিজ্ঞ মন্ত্রীগণে ।
অবসর নাহি জানি বিচারিল মনে ॥
বার বার তনয়াকে হৃদয়ে ধরিয়া ।
আনিতে বলেন রম্য যান সাজাইয়া ॥

(১) স্নেহে শিথিল বা দুর্ব্বল (২) জনকপুরীময়, মিথিলাময় (৩) পশু (৪) আজ্ঞা (৫) সীমা ।

মূল ।

দোহা :—

প্রেমবিবশ পরিবার সব,
জানি সুলগ্ন নরেশ ।
কুঁবরি চড়াই পালকী,
সুমিরে সিদ্ধ গণেশ ॥৩৩৭॥

বহুবিধি ভূপ সুতা সমুঝাই ।
নারিধর্ম্ম কুলরীতি সিখাই ॥
দাসী দাস দিয়ে বহুতেরে ।
শুচি সেবক-জে প্রিয় সিয়কেরে[১] ॥
সীয় চলত ব্যাকুল পুরবাসী ।
হোহিঁ শকুন শুভ মঙ্গলরাশী ॥
ভূসুর[২] সচিব সমেত সমাজা ।
সঁগ চলে পহুঁচাবন হেতু রাজা ॥
রথ গজ বাজী বরাতিন সাজে ।
সুনি গহগহে[৩] বাজনে বাজে ॥
দশরথ বিপ্র বোলি সব লীন্হে ।
দান মান পরিপূরণ কীন্হে ॥
চরণসরোজ ধূরি ধরি শীশা ।
মুদিত মহীপতি পাই অশীশা ॥
সুমিরি গজানন কীন্হ পয়ানা[৪] ।
মঙ্গলমূল শকুন ভয়ে নানা ॥

দোহা :—

সুর প্রসূন[৫] বর্ষহিঁ হরষি,
করহিঁ অপ্সরা গান ।
চলে অবধপতি অবধপুর,
মুদিত বজাই নিশান ॥৩৩৮॥

নৃপ করি বিনয় মহাজনকেরে ।
সাদর সকল মাঁগনে[৬] টেরে[৭] ॥
ভূষণ বসন বাজি গজ দীন্হে ।
প্রেম পোষি ঠাঢ়ে সব কীন্হে ॥
বার বার বিরদাবলি[৮] ভাষী ।
ফিরে সকল রামহি উর রাখী ॥

বঙ্গানুবাদ ।

প্রেমেতে বিবশকায়, পরিবার সমুদায়,
জানিয়া সুলগ্ন[১] নরপতি ।
রম্য যান আনাইয়া, কুমারীকে চড়াইয়া,
স্মরিলেন সিদ্ধ গণপতি ॥৩৩৭॥

ভূপতি[২] সুতাকে বহুবিধি বুঝাইল ।
নারীধর্ম্ম কুলরীতি সব শিক্ষা দিল ॥
বহুতর দাসদাসী দিলেন রাজন ।
পবিত্র সেবক যারা সীতাপ্রিয় হন ॥
সীতার গমনে ব্যাকুলিত পুরবাসী ।
শকুন[৩] হইল শুভ মঙ্গলের রাশী ॥
ব্রাহ্মণ সচিব সব দল সহকারে ।
সঙ্গে যান রাজা নিজে রাখিবার তরে ॥
বরযাত্রী সাজাইল বাজি[৪] গজ রথ ।
ক্ষণে ক্ষণে বাদ্যধ্বনি পশে কর্ণপথ ॥
দশরথ বিপ্রগণে করিয়া আহ্বান ।
পূর্ণমনোরথ করে, করি দান মান ॥
চরণকমলধূলি[৫] মস্তকে ধরিয়া ।
হরষিত মহীপতি আশিস পাইয়া ॥
গজাননে স্মরি তবে করেন প্রয়াণ ।
মঙ্গল শকুন হয় বিবিধ বিধান ॥

দেবতা কুসুম বর্ষে, সবে মিলি অতি হর্ষে,
অপ্সরা করিছে কলগান ।
করেন অযোধ্যাপতি, অযোধ্যাপুরীকে গতি,
হরষিত বাজায়ে নিশান ॥৩৩৮॥

মহাজনে নরপতি বিনয়ে ফিরান ।
যাচক সকলে করি সাদরে আহ্বান ॥
ভূষণ বসন বাজি গজ করে দান ।
প্রেমে বশ করি, করে সুস্থিত প্রয়াণ ॥
বার বার গুণাবলি করিয়া বর্ণন ।
ফিরে সবে রামে করি হৃদয়ে ধারণ ॥

(১) সীতার (২) ব্রাহ্মণ (৩) সময়ে সময়ে, ক্ষণে ক্ষণে (৪) প্রয়াণ, গমন (৫) কুসুম (৬) যাচকদিগকে (৭) সঙ্কেতে আহ্বান করেন (৮) স্তোত্রাবলি ।

(১) শুভলগ্ন (২) রাজা জনক (৩) শুভাশুভ সূচক চিহ্ন (৪) ঘোড়া (৫) চরণকমলের ধূলি ।

মূল ।

বহুরি বহুরি কোশলপতি কহহীঁ ।
জনক প্রেমবশ ফিরা ন চহহীঁ ॥
পুন কহ ভূপতি বচন সুহায়ে ।
ফিরিয় মহীপ দূরি বড়ি আয়ে ॥
রাউ বহোরি উতরি[১] ভয়ে ঠাড়ে ।
প্রেমপ্রবাহ বিলোচন বাড়ে ॥
তব বিদেহ বোলে কর জোরী ।
বচনসনেহ সুধা জনু বোরী[২] ॥
করৌঁ কবন বিধি বিনয় সুহাই
মহারাজ মোহিঁ দীহু বড়াই ॥
দোহা :—
কোশলপতি সমধী সজন,
সনমানে সবভাঁতি ।
মিলন পরস্পর বিনয় অতি,
প্রীতি ন হৃদয় সমাতি ॥৩৩৭॥
মুনিমণ্ডলী জনক শির নাবা ।
আশিরবাদ সবহি সন পাবা ॥
সাদর পুনি ভেটে জামাতা ।
রূপশীল গুণনিধি সব ভ্রাতা ॥
জোরি পঙ্করুহপাণি[৩] সুহায়ে ।
বোলে বচন প্রেম জনু জায়ে ॥
রাম করৌঁ ক্যহিভাঁতি প্রশংসা ।
মুনি মহেশ মন মানস হংসা[৪] ।
করহিঁ যোগ যোগী জেহিলাগী ।
কোহ[৫] মোহ মমতা মদ ত্যাগী ॥
ব্যাপক ব্রহ্ম অলখ[৬] অবিনাশী ।
চিদানন্দ নিগুর্ণ গুণরাশী ॥
মন সমেত জ্যহি জান ন বাণী ।
তরকি[৭] ন সকহিঁ সকল অনুমানী
মহিমা নিগম নেতি করি কহহীঁ ।
জো তিহুঁকাল একরস রহহীঁ ॥

(১) রথ হইতে নামিয়া (২) চালে বর্ষণ করে (৩) করপদ্ম (৪) মুনিগণ ও মহাদেবের মনরূপ মানস সরোবরে হংস স্বরূপ (৫) ক্রোধ (৬) অলক্ষ্য (৭) তর্কে বিচারে ।

বঙ্গানুবাদ ।

পুনঃপুনঃ কহিলেও কোশলাধিপতি[১] ।
ফিরিতে না চাহে রাজা[২] প্রেমবশে অতি ॥
দশরথ বলিলেন মধুর বচন ।
ফির রাজা, বহুদূর এসেছ এখন ॥
রথ হতে নামি রাজা পুনশ্চ দাঁড়ান ।
প্রেমের প্রবাহ মাত্র লোচনে বাড়ান ॥
বিদেহ বলেন তবে যোড় করি কর ।
সুধামাখা স্নেহবাক্য নৃপবরাবর[৩] ॥
কিরূপে করিব আমি বিনয় শোভন ।
মহারাজ দিলে মোরে করিয়া বর্দ্ধন ॥

তখন কোশলপতি, বৈবাহিকে সহজাতি
সর্ব্বরূপে করেন সম্মান ।
পরস্পরে সম্মিলন, হইল বিনীতমন
প্রীতি হৃদে নাহি পায় স্থান ॥৩৩৭॥

জনক করিয়া পরণাম[৪] মুনিগণে ।
পাইলেন শুভাশিস সকলের সনে ॥
জামাতা সকলে করিলেন সম্ভাষণ ।
রূপশীল গুণনিধি সর্ব্বভ্রাতাগণ ॥
যোড় করি করপদ্ম অতি সুশোভন ।
বলিলেন প্রেমপুষ্ট মধুর বচন ॥
তোমার প্রশংসা রাম কে করিতে পারে ।
হংস তুমি মুনি-শিব-সুমানস-সরে[৫] ॥
করেন তপস্যা যোগী যাঁহার লাগিয়া ।
ক্রোধ মোহ মদ আর মমতা ত্যজিয়া ॥
অলক্ষ্য ব্যাপক ব্রহ্ম বিনাশ-বিহীন ।
চিদানন্দ গুণরাশি[৬] গুণত্রয়-হীন[৭] ॥
জানিতে না পারে বাণী অন্তরে যাঁহাকে ।
অনুমিতে নারে কেহ কখনও তরকে[৮] ॥
নিগম মহিমা যাঁর "নেতি" করি কহে ।
ত্রিকালেতে যেহ সদা একরস রহে ॥

(১) রাজা দশরথ (২) রাজা জনক (৩) রাজা দশরথের প্রতি (৪) প্রণাম (৫) মুনি ও শিবের মনরূপ মানস সরোবরে (৬) সদগুণ সকলের রাশি বা সমষ্টি (৭) সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের অতীত (৮) তর্কে, বিচারে (৯) নির্বিকার।

মূল।

দোহা :—

নয়নবিষয় মোকহঁ ভয়উ,
সো সমস্ত সুখমূল।
সবহিঁ লাভ জগজীবকহঁ,
ভয়ে ঈশ অনুকূল ॥৩৪০॥

সবহিভাঁতি মোহিঁ দীন বড়াই।
নিজ নিজ জানি লীহ্ন অপনাই ॥
হোই সহসদশ সারদ শেষা।
করহিঁ কল্পকোটিক্ ভরি লেখা ॥
মোর ভাগ্য রাউর[১] গুণগাথা।
কহি ন সিরাহিঁ[২] সুনিয় রঘুনাথা ॥
মৈঁ কছু কহোঁ এক বল মোরে।
তুম রীঝহু[৩] সনেহ সুচি থোরে ॥
বার বার মাঁগোঁ করজোরে।
মন পরিহরৈ চরণ জনি ভোরে[৪] ॥
সুনি বর বচন প্রেম জনু পোষে।
পূরণকাম রাম পরিতোষে ॥
করি বর বিনয় শ্বশুর সনমানে।
পিতু কৌশিক বশিষ্ঠ সম জানে ॥
বিনতী বহুরি ভরতসন কীহ্নী।
মিলি সুপ্রেম পুনি আশিষ দীহ্নী ॥

দোহা :—

মিলে লষণ রিপুসূদনহিঁ,
দীন অশীশ মহীপ।
ভয়ে পরস্পর প্রেমবশ,
ফিরি ফিরি নাবহিঁ শীশ ৩৪১॥

বার বার করি বিনয় বড়াই।
রঘুপতি চলে সঁগ সব ভাই ॥
জনক গহে কৌশিকপদ জাই।
চরণরেণু শির নয়নন লাই ॥
সুনিয় মুনীশ দরশফল তোরে।
অগম ন কছু প্রতীতি মন মোরে ॥

(১) আপনার (২) শেষ করিতে পারিবে না (৩) সন্তুষ্ট হও, প্রীত হও (৪) ভ্রমে।

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্ব সুখমূল যিনি, অনুকূল হয়ে তিনি
হইলেন নয়নগোচর।
জীবগণ বিশ্বময়, লাভ করে অতিশয়
অনুকূল হইলে ঈশ্বর ॥৩৪০॥

সকল প্রকারে মোরে করিলে বর্দ্ধন।
নিজ জানি সমুদায় লইয়া আপন ॥
হইলে সহস্রদশ সারদা ও শেষ[১]
কোটিকল্পভরি লেখা করিলে বিশেষ ॥
আমার সৌভাগ্য আর আপনার গুণ।
নারিবে করিতে শেষ, রঘুনাথ! শুন ॥
এই এক বলে মম কহিতেছি কিছু।
তোমার সন্তোষ জানি স্নেহমাত্রে নিছু ॥
করযোড়ে এই বর যাচি বারবার।
ভ্রমেও না ত্যজে মন চরণ তোমার ॥
শ্রবণ করিয়া প্রেমময় বাক্য বর।
সন্তুষ্ট করেন পূর্ণকাম রঘুবর ॥
করেন বিনয় করি শ্বশুরে সম্মান।
বশিষ্ঠ কৌশিক পিতা সম করি জ্ঞান ॥
ভরতের সনে পুন বিনতি করিয়া।
আশিস দিলেন পুন সুপ্রেমে মিলিয়া ॥

লক্ষ্মণ শত্রুঘ্নে আর, করি পুন সাক্ষাৎকার
আশিস দিলেন নৃপবর।
বার বার নত করে, মস্তক চরণোপরে
প্রেমবশ হয়ে পরস্পর ॥৩৪১॥

বার বার সবিনয়ে করি প্রশংসন।
রঘুপতি চলিলেন সহ ভ্রাতৃগণ ॥
ধরেন জনক গিয়া কৌশিকচরণ।
শিরে নেত্রে পদরেণু[২] করেন গ্রহণ ॥
শুনহ মুনীশ[৩] তব দরশনফলে।
দুর্লভ না হয় কিছু, মোর মন বলে ॥

(১) অনন্ত নাগ (২) পদধূলি (৩) মুনিবর।

মূল ।

জো সুখ সুযশ লোকপতি চহহীঁ ।
করত মনোরথ সকুচত অহহীঁ ॥
সো সুখ সুযশ সুলভ মোহিঁ স্বামী ।
সবসিদ্ধি তব দর্শনঅনুগামী ॥
কীন্থ বিনয় পুনিপুনি শির নাই ।
ফিরে মহীপতি আশিষ পাই ॥
চলী বরাত নিশান বজাই ।
মুদিত ছোট বড় সব সমুদাই ॥
রামহিঁ নিরখি গ্রামনরনারী ।
পাই নয়নফল হোহিঁ সুখারী ।

দোহা :—বীচ বীচ[১] বরবাস করি,
মগলোগনহ[২] সুখ দেত ।
অবধ সমীপ পুনীত দিন,
পহুঁচী আয় জনেত[৩] ॥৩৪২॥

হনে[৪] নিশান পণব বহু বাজে ।
ভেরি শঙ্খধ্বনি হয় গজ গাজে[৫] ॥
ঝাঁঝ মৃদঁগ ডিমডিমী সুহাই ।
সরসরাগ বাজে সহনাই[৬] ॥
পুরজন আবত অকনি[৭] বরাতা ।
মুদিত সকল পুলকাবলিগাতা ॥
নিজ নিজ সুন্দর সদন সঁবারে ।
হাট বাট চৌহট পুরদ্বারে ॥
গলী সকল অরগজা[৮] সিঁচাই ।
জহঁ তহঁ চৌকে[৯] চারু পুরাই ॥
বনা বজার ন জাত বখানা ।
তোরণ কেতু পতাক বিতানা ॥
সুফল পুঁগি ফল কদলি রসালা ।
রোপে বকুল কদম্ব তমালা ॥
লগে সুভগ তরু পরসত ধরণী ।
মণিময় আলবাল কল করণী ॥

(১) মধ্যে মধ্যে (২) পথের লোক সকলকে (৩) জনতা, লোক সকল (৪) ঘা দেয় অর্থাৎ বাজায় (৫) গর্জ্জন করে (৬) সানাই, বংশী (৭) আকর্ণন বা শুনিয়া (৮) সুগন্ধ (৯) আলিপনা ।

বঙ্গানুবাদ ।

যে সুখ সুযশ লোকপতি ভালবাসে ।
ইচ্ছা নাহি করে মাত্র অপ্রাপ্তির ত্রাসে ॥
সে সুখ সুযশ স্বামি ! সুলভ আমার ।
তব দরশনে অনুগমন যাহার[১] ॥
করেন বিনয় পুনপুন নত শিরে ।
আশিস পাইয়া তবে মহীপতি ফিরে ॥
নিশান বাজায়ে চলে বরযাত্রীগণ ।
ছোট বড় সমুদায় হরষিতমন ॥
শ্রীরামে দেখিয়া গ্রাম্য নরনারীগণ ।
নয়নের ফল পেয়ে হয় সুখীমন ॥

মধ্যে মধ্যে বরবাস[২], করি তবে শ্রীনিবাস[৩]
সুখ দিয়া পথে লোকগণে ।
অযোধ্যার সন্নিধানে, সুপবিত্র দিনমানে
পঁহুচেন আসি সর্ব্বজনে ।৩৪২॥

নিশান পণব[৪] বহু বাজিল তখন ।
ভেরী শঙ্খ বাজে, গর্জে হয়[৫], গজগণ ॥
ঝাঁঝর মৃদঙ্গ বাজে ডিণ্ডিম[৬] সুন্দর ।
রাগের সহিত বাজে বংশী মনোহর ॥
পুরজন, আসে শুনি বরযাত্রীগণ ।
পুলকিত গাত্র সবে হরষিত মন ॥
সাজাইয়া রম্যগৃহ আপন আপন ।
হাট বাট পুরদ্বার চৌহট্ট শোভন ॥
গলি সবে ছড়াইল সুবাসিত বারি ।
যথা তথা দিল আলিপনা মনোহারী ॥
বাজার বসায় কিবা না হয় বাখান ।
তোরণ পতাকা কেতু সুন্দর বিতান ॥
শুভকর পূগ[৭] আর কদলী রসাল[৮] ।
রোপিল বকুল আর কদম্ব তমাল ॥
ভূমিস্পর্শ মাত্রে তরু সুন্দর লাগিল ।
মণিময় আলবাল[৯] তাহে নিরমিল ॥

(১) অর্থাৎ আপনার দর্শনলাভের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাহার আগমন বা প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী (২) শ্রেষ্ঠ অবস্থান (৩) শ্রীরামচন্দ্র (৪) বাদ্যযন্ত্র বিশেষ (৫) ঘোড়া (৬) ঢোল (৭) সুপারি গাছ (৮) আম্র বৃক্ষ (৯) বৃক্ষাদির মূলে সেচনার্থ জলাধার বা বাঁধ ।

মূল।

দোহা :—

বিবিধভাঁতি মঙ্গল কলস,
গৃহ গৃহ রচে সঁবারি।
সুর ব্রহ্মাদি সিহাহিঁ[১] সব,
রঘুবরপুরী নিহারী ॥৩৪৩॥

ভূপভবন তাহি অবসর সোহা।
রচনা দেখি মদনমন মোহা ॥
মঙ্গল শকুন মনোহর তাঈ।
ঋধি সিধি সুখ সুম্পদা সুহাই ॥
জনু উচ্ছাহ সব সহজ সুহায়ে।
তনু ধরি ধরি দশরথ গৃহ আয়ে ॥
দেখন হেতু রাম বৈদেহী।
কহহু লালসা হোই ন কেহী ॥
যূথ যূথ মিলি চলী সুবাসিনি।
নিজ চ্ছবি নিদরহিঁ[২] মদনবিলাসিনি ॥
সকল সুমঙ্গল সজে আরতী।
গাবহিঁ জনু বহুবেষ[৩] ভারতী[৪] ॥
ভূপতিভবন কুলাহল হোই।
জাই ন বরণি সময় সুখ সোই ॥
কৌশল্যাদি রামমহতারী।
প্রেমবিবশতনু দশা বিসারী ॥

দোহা :—

দিয়ে দান বিপ্রন বিপুল,
পূজি গণেশ পুরারি।
প্রমুদিত পরম দরিদ্র জনু,
পাই পদারথ চারি ॥৩৪৪॥

প্রেমপ্রমোদ বিবশ সব মাতা।
চলহিঁ ন চরণ শিথিল সব গাতা ॥
রামদরশ হিত অতি অনুরাগী।
পরিচ্ছন[৫] সাজ সজন সব লাগীঁ ॥
বিবিধ বিধান বাজনে বাজে।
মঙ্গল মুদিত সুমিত্রা সাজে ॥

(১) চমৎকৃত হয় (২) নিন্দা করে, অনাদর করে (৩) বেশ (৪) সরস্বতী (৫) বসন, আরতি।

বঙ্গানুবাদ।

কলস মঙ্গলকারী, বহুবিধ সারী সারী
গৃহে গৃহে রচনা করিল।
ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, সবে চমৎকৃত হন
যবে রামপুরী নেহারিল ॥৩৪৩॥

ভূপগৃহ সে সময়ে এরূপ শোভিত।
রচনা দেখিয়া হন মদন মোহিত ॥
শকুন মঙ্গলকর অতি মনোহর।
ঋদ্ধিসিদ্ধি সুখ আদি সম্পদ সুন্দর ॥
উৎসাহ সকল্ল যেন সহজ শোভন।
তনু ধরি নৃপগৃহে কৈল আগমন ॥
জানকী শ্রীরামে বল দেখিবার তরে।
লালসা না হইবেক কাহার অন্তরে ॥
যূথে যূথে[১] মিলি কিবা যায় সুবাসিনী[২]।
শোভা দেখি নিজে নিন্দে মদন-মোহিনী[৩] ॥
সকলে মঙ্গলকর সাজায়ে আরতী।
গাইতেছে যেন বহুবেশে সরস্বতী ॥
নৃপগৃহে কোলাহল হয় অতিশয়।
সেই সময়ের সুখ বর্ণনা না হয় ॥
রামের জননী কৌশল্যাদি রাণীগণ।
প্রেমবশে তনুদশা ভুলেন তখন ॥

বিপ্রগণে দিয়া দান, করিয়া প্রচুর মান
পূজি গণপতি ত্রিপুরারি।
প্রমুদিত মনে হেন, পরম দরিদ্র যেন
পাইলেক পদারথ চারি ॥৩৪৪॥

বিবশ প্রমোদপ্রেমে সর্ব্ব মাতৃগণ।
শিথিল সরব গাত্র না চলে চরণ ॥
রামদরশনে অতি অনুরাগী মন।
সজ্জিত হয়েন করিবারে নীরাজন[৪] ॥
বিবিধ বিধান বাদ্য বাজিতে লাগিল।
হৃষ্টমনে শুভ সাজে সুমিত্রা সাজিল ॥

(১) দলে দলে (২) সৌভাগ্যযুক্তা স্ত্রী (৩) রতি (৪) আরতি।

মূল।

হরদ[1] দূব দধি পল্লব ফুলা।
পান পুঁগিফল[2] মঙ্গলমূলা॥
অক্ষত অঁকুর রোচন লাজা।
মঞ্জুল মঞ্জরি তুলসি বিরাজা॥
চুছে[3] পুরট[4] ঘট সহজ সুহায়ে।
মদন শকুন জনু নীড় বনায়ে॥
শকুন সুগন্ধ ন জাহিঁ বখানী।
মঁগল সকল সজহিঁ সব রাণী॥
রচী আরতী বিবিধ বিধানা।
মুদিত করহিঁ কল মঁগল গানা॥
দোহা :—
কণক থার[5] ভরি মঁগলহিঁ,
কমলকরন[6] লিয়ে মাত।
চলীঁ মুদিত পরিচ্ছন কবন,
পুলকি পল্লবিত গাত॥৩৪৫॥
ধূপধূম নভ মেচক[7] ভয়উ।
সাবনঘন ঘমঁড[8] জনু ছয়উ॥
সুরতরুসুমনমাল সুর বর্ষহিঁ।
মনহুঁ বলাক-অবলি[9] ঘন কর্ষহিঁ॥
মঁজুল মণিময় বন্দনবারা[10]।
মনহুঁ পাকরিপু চাপ সঁবারা॥
প্রকটহিঁ দুরহিঁ অটহুপর[12] ভামিনি।
চারুচপল জনু দমকহিঁ[13] দামিনি[14]॥
দুন্দুভিধ্বনি ঘন গরজহিঁ ঘোরা।
যাচক চাতক দাদুর[15] মোরা[16]॥
শুচি গন্ধ সহু বরষহিঁ বারী।
সুখী সকল লখি পুরনরনারী॥
সময় জানি গুরু আয়সু দীহ্না।
পুরপ্রবেশ রঘুকুলমনি কীহ্না॥

(১) হরিদ্রা (২) গুবাক, সুপারি (৩) পুষ্প (৪) স্বর্ণ (৫) হৈমথালা (৬) করকমলে (৮) মেঘ বা অন্ধকার (৮) ঘটা, সমূহ (৯) বকশ্রেণী (১০) বন্দন-মণ্ডলী (১১) ইন্দ্র (১২) অট্টালিকার উপরে (১৩) ঝলিছে (১৪) তড়িৎ (১৫) ভেক (১৬) ময়ূর।

বঙ্গানুবাদ।

দূর্ব্বা ফুল দধি আর হরিদ্রা পল্লব।
তাম্বুল গুবাক নিল শুভমূল সব॥
অক্ষত[1] অঙ্কুর লাজা[2] রোচন[3] সুন্দর।
তুলসীমঞ্জরী বিরাজিত মনোহর॥
শুভ্র হৈম ঘট কিবা সহজে শোভিছে।
মদন-শকুন[4] যেন নীড়[5] করিয়াছে॥
শকুন সুগন্ধী কিবা বাখানিতে নারি।
রাণীগণ শুভদ্রব্য সাজাইল ভারি॥
আকৃতি রচিল কিবা বিবিধ বিধান।
হৃষ্টমনে করে শুভ সুমধুর গান॥

মাঙ্গলিক দ্রব্য ভরি, হৈম থালা পূর্ণ করি
করপদ্মে লইলেন মাতা।
চলিলেন হৃষ্টমন, করিবারে নীরাজন[6]
সুকায়া পুলকে পল্লবিতা॥৩৪৫॥

ধূপধূমে অন্ধকার হইল গগণ।
শ্রাবণের ঘনঘটা[7] ছাইল যেমন॥
সুরতরুপুষ্পমালা[8] বর্ষে দেবগণে।
মনে লয় বকশ্রেণী আকর্ষিছে ঘনে[9]॥
বন্দনমণ্ডলী মণিময় সুশোভন।
মনে হয় ইন্দ্রধনু করেছে বেষ্টন[10]॥
প্রাসাদ উপরে শোভে দূরে নারীগণ॥
তড়িত চপল চারু ঝলিছে যেমন॥
গরজে দুন্দুভি ঘন, শুনিয়া নিঃস্বন।
যাচক চাতক ভেক কেকী[11] সুখীমন॥
পবিত্র সুগন্ধী বারি করে বরষণ।
অতি সুখী দেখি পুরনরনারীগণ॥
সময় জানিয়া গুরু দিলেন আদেশ।
রঘুকুলমণি পুরে করেন প্রবেশ॥

(১) আতব তণ্ডুল (২) খই (৩) দাড়িম (৪) শুভচিহ্নাকারে স্বয়ং মদন অর্থাৎ কামদেব (৫) কুলায়, পাখীর বাসা (৬) বন্দন, আরতি (৭) মেঘ সকল (৮) পারিজাত পুষ্পের মালা (৯) মেঘরূপ শ্রীরামচন্দ্র যেন পুষ্পমালারূপী বকশ্রেণী ক আকর্ষণ করিতেছেন (১০) বন্দনমণ্ডলীরূপ ইন্দ্রধনু যেন মেঘরূপ শ্রীরামচন্দ্রকে বেষ্টন করিয়াছে (১১) যাচকরূপ চাতক, ভেক ও ময়ূরগণ।

মূল।

সুমিরি শংভু গিরজা গণরাজা[১]।
মুদিত মহীপতি সহিত সমাজা॥

দোহা :—

হোহিঁ শকুন বরষহিঁ সুমন,
সুর দুন্দুভি বজাই।
বিবুধবধূ[২] নাচহিঁ মুদিত,
মঁজুল মঁগল গাই॥৩৪৬॥

মাগধসূত বন্দি নট নাগর।
গাবহিঁ যশ তিহুঁ লোক উজাগর॥
জয়ধ্বনি বিমল বেদবরবাণী।
দশদিশি সুনিয় সুমঁগল খানী॥
বিপুল বাজনে বাজনলাগে।
নভ সুর, নগর লোগ অনুরাগে॥
বনে বরাতী বরণি ন জাহীঁ।
মহা মুদিত, মন সুখ ন সমাহীঁ॥
পুরবাসিন তব রাউ জুহারে[৩]।
দেখত রামহিঁ ভয়ে সুখারে॥
করহিঁ নিছাবরি মণিগণ চীরা।
বারি বিলোচন পুলক শরীরা॥
আরতি করহিঁ মুদিত পুরনারী।
হরষহিঁ নিরখি কুঁবর বর চারী॥
শিবিকা সুভগ উঘারী উঘারী[৪]।
দেখি দুলহিনিহু হোহিঁ সুখারী॥

দোহা :—

ইহিবিধি সবহিঁ দেত সুখ,
আয়ে রাজদুয়ার।
মুদিত মাতু পরিছনি করহিঁ,
বধুন সমেত কুমার॥৩৪৭॥

করহিঁ আরতি বারহিঁ বারা।
প্রেম প্রমোদ কহৈ কো পারা॥
ভূষণ মণিপট নানা জাতি।
করহিঁ নিছাবরি অগণিত ভাঁতি॥

(১) গণেশ অর্থাৎ দেবতার রাজা গণেশ (২) দেবনারী (৩) বন্দনা করে (৪) খুলিয়া উন্মোচন করিয়া।

বঙ্গানুবাদ।

গিরিজা গণেশ শম্ভু করিয়া স্মরণ।
প্রবেশে নগরে নৃপ হরষিত মন॥

দুন্দুভি বাজায়ে সুর, বর্ষে ফুল সুপ্রচুর,
মঙ্গল শকুন দেখে চেয়ে।
দেবতারমণীগণ, নাচে হরষিত মন,
মধুর মঙ্গলগীত গেয়ে॥৩৪৬॥

নাগর নর্ত্তক বন্দি সূত ভাটগণে।
গান করে যশ সুবিখ্যাত ত্রিভুবনে॥
জয়ধ্বনি বেদবাণী মঙ্গল-আকর।
দশদিকে হইতেছে শ্রবণ-গোচর॥
আরম্ভিল করিবারে বিপুল বাদন[১]।
নভে[২] সুর, পুরে লোক, অনুরাগীমন॥
বরযাত্রী-সমারোহ বর্ণনা কে করে।
মহা হরষিত, মনে সুখ নাহি ধরে॥
পুরবাসীগণ নৃপে করিল বন্দন।
রামে দেখি হয় সবে অতি সুখীমন॥
নীরাজন[৩] করে দিয়া মনি আর চীর[৪]।
অশ্রুপূর্ণ বিলোচন পুলক শরীর॥
আরতি মুদিতমনে করে পুরনারী।
হরষিত নিরখিয়া সুকুমার চারি॥
সুদৃশ্য শিবিকা সবে করি উন্মোচন।
কন্যাগণে দেখি হয় হরষিতমন॥

এইরূপে সর্ব্বজনে, দিয়া সুখ দরশনে,
আসিলেন নৃপতির দ্বারে।
মাতৃগণ হৃষ্টমন, করিলেন নীরাজন,
বধূ সহ সকল কুমারে॥৩৪৭॥

করেন আরতি সবে করি বার বার।
প্রেমানন্দপয়োনিধি কে হইবে পার॥
দিয়া নানাজাতি মণি ভূষণ বসন।
অসংখ্য প্রকারে করিলেন নীরাজন॥

(১) বাদ্য (২) আকাশে (৩) বন্দনা (৪) বস্ত্র।

মূল ।

বধুন সমেত দেখি শুভচারী ।
পরমানন্দমগন মহতারী ॥
পুনি পুনি সীয়রামছবি দেখী ।
মুদিত সফল জগ জীবন লেখী ॥
সখী সীয়মুখ পুনি পুনি চাহী ।
গায়নকরু[১] নিজ সুকৃত সরাহী[২] ॥
বরষহিঁ সুমন ক্ষণহিঁ ক্ষণ দেবা ।
নাচহিঁ গাবহিঁ লাবহিঁ সেবা ॥
দেখি মনোহর চার্য়উ জোরী ।
সারদ উপমা সকল ঢঁঢোরী[৩] ॥
দেত ন বনহি নিপট[৪] লঘু লাগী ।
ইকটক[৫] রহী রূপ অনুরাগী ॥
দোহা :—
নিগমনীতি কুলরীতি করি,
অরঘ পাঁবড়ে[৬] দেত ।
বধুন সহিত সুত পরছি[৭] সব,
চলী লিবায় নিকেত ॥৩৪৮॥
চারি সিংহাসন সহজ সুহায়ে ।
জনু মনোজ[৮] নিজ হাথ বনায়ে ॥
তিনপর কুঁবর কুঁবরি বৈঠারে ।
সাদর পাঁয় পুনীত পখারে ॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য বেদবিধি ।
পূজে বরদুলহিনি মঙ্গলনিধি ॥
বারহিঁবার আরতী করহীঁ ।
ব্যজন চারু চামর শির ঢরহীঁ[৯] ॥
বস্তু অনেক নিছাবরি হোহীঁ ।
ভরী প্রমোদ মাতু সব সোহীঁ ॥
পাবা পরমতাব জনু যোগী ।
অমৃত লহী জনু সঁতত রোগী ॥
জন্ম রঁক[১০] জনু পারস পাবা ।
অন্ধহি লোচন লাভ সুহাবা ॥

(১) গান করিয়া (২) প্রশংসা করে (৩) অন্বেষণ করে (৪) যথার্থ (৫) একদৃষ্টে তাকাইয়া (৬) পায়ে (৭) বন্দনা করিয়া (৮) মদন, কামদেব (৯) ঢুলায় (১০) আজন্ম দরিদ্র ।

বঙ্গানুবাদ ।

চারি সুতে দেখি তবে সহ বধূগণ ।
মাতৃগণ হন অতি আনন্দে মগন ॥
পুনপুন সীতারামছবি নেহারিয়া ।
হরষিত, বিশ্বে জন্ম সফল গণিয়া ॥
পুনপুন হেরি সখী সীতামুখ পানে ।
গান করি আপনার সুকৃতে[১] বাখানে ॥
বরষে[২] কুসুম ক্ষণেক্ষণে দেবগণ ।
নাচে গায় করে সবে প্রভুর পূজন ॥
দেখি মনোহর চারি যুগল মিলন ।
সারদা উপমা সব করে অন্বেষণ ॥
দিতে নাহি পারে মনে অতি লঘু লাগে ।
একদৃষ্টে দেখে রূপ অতি অনুরাগে ॥

নিগমকথিত নীতি, করি আর কুলরীতি
অর্ঘ্য দিয়া চরণকমলে ।
সহ সব বধূগণ, সুতগণে নীরাজন
করি নিকেতনে লয়ে চলে ॥৩৪৮॥

চারি সিংহাসন কিবা সহজ শোভন ।
নির্ম্মাণ করেছে যেন স্বকরে মদন ॥
তদুপরি বরকণ্যা বসায়ে তখন ।
সাদরে সুধৌত করে পবিত্র চরণ ॥
বেদমতে ধূপ দীপ নৈবেদ্য অর্পণে ।
পূজা করে শুভালয় বরকণ্যাগণে ॥
বার বার করি সবে আরতি করিল ।
চামর ব্যজন[৩] চারু শিরে ঢুলাইল ॥
বহুবিধ বস্ত্র দিয়া করে নীরাজন ।
কিবা শোভে মাতা সব আনন্দে মগন ॥
পরমত্ত[৪] পাইলেন যেন যোগীগণ ।
অমৃত লভিল যেন সদা রুগ্ন জন ॥
আজন্ম দরিদ্র যেন পরশ[৫] পাইল ।
শোভন লোচন যেন জন্মান্ধ লভিল ॥

(১) পুণ্যকে (২) বর্ষে, বর্ষণ করে (৩) পাখা (৪) শ্রেষ্ঠ, যোগ্যপদ (৫) স্পর্শ মণি ।

মূল।

মূকবদন জনু আরস লাহি।
মানহু সুধার শূর জয় পাই॥
দোহা :—
যহি সুখতে শতকোটিগুণ,
পাবহিঁ মাতু অনন্দ।
ভাইন সহিত বিবাহি ঘর,
আয়ে রঘুকুলচন্দ॥৩৪৯॥
লোকরীতি জননী করহিঁ,
বরদুলহিনি সকুচাহিঁ।
মোদ বিনোদ বিলোকি বড়,
রাম মনহিঁ মুসুকাহিঁ॥৩৫০॥
দেব পিতর পূজে বিধি নীকি।
পূজী সকল বাসনা জীকী।
সবহিঁ বন্দি মাগহি বরদানা।
ভাইন সহিত রামকল্যানা॥
অন্তরহিত[১] সুর আশিষ দেহীঁ।
মুদিত মাতু অঁচল ভরি লেহীঁ॥
ভূপতি বোলি বরাতিন্হ লীন্হে।
যান বসন মণি ভূষণ দীন্হে॥
আয়সু পাই রাখি উর রামহিঁ।
মুদিত গয়ে সব নিজ নিজ ধামহিঁ॥
পুরনরনারী সকল পহিরায়ে।
ঘর ঘর বাজহিঁ অনদ বধায়ে[২]॥
যাচক জন যাচহিঁ জই জোই।
প্রমুদিত রাউ দেহিঁ সই সোই॥
সেবক সকল বজনিয়া[৩] নানা।
পূরণ কিয়ে দান সনমানা[৪]॥
দোহা :—
দেহিঁ অশীশ জুহারি[৫] সব,
গাবহিঁ গুণ গণগাথ।
তব গুরু ভূসুর সহিত গৃহ,
গমন কীন্হ নরনাথ॥৩৫১॥

(১) অন্তর্হিত, অদেখ (২) উৎসববাদ্য (৩) বাদ্যকারী (৪) বন্দনা করিয়া, সম্মান করিয়া (৫) ব্রাহ্মণ।

বঙ্গানুবাদ।

মূকের[১] বদনে যেন আরসা হারিলে।
মনে লয় যেন শূর[২] বিজয় পাইলে॥

ইহাতে যে সুখ হয়, তাহা হতে অতিশয়
আনন্দ পাইল মাতৃগণে।
সভ্রাতা বিবাহ করি, রঘুকুলচন্দ্র হরি
ফিরিয়া আসিলে নিকেতনে॥৩৪৯॥
সকল লৌকিকরীতি, করে মাতা সহ প্রীতি
বরকন্যা সঙ্কুচিতমন।
আমোদ বিনোদ চয়, দেখি রাম অতিশয়
মনে মনে হাসেন তখন॥৩৫০॥
ভাল রূপে পূজে তবে দেবপিতৃগণে।
পূজেন সকলে, বাঞ্ছা, যাহা ছিল মনে॥
সকলে বন্দিয়া যাচেন বরদান।
সভ্রাতা রামের যাহে হইবে কল্যাণ॥
অশেষ আশিস দেন দেবতা সকল।
হৃষ্টমনে মাতা লেন ভরিয়া অঞ্চল॥
বরযাত্রীগণে ভূপ করিয়া আহ্বান।
বসন ভূষণ মণিযান করে দান॥
হৃদয়ে রাখিয়া রামে আদেশ পাইয়া।
নিজ নিজ ধামে যান মুদিত হইয়া॥
সজ্জিত হইল পুরনরনারীচয়।
উৎসবের গীত বাদ্য ঘরে ঘরে হয়॥
যে যাহা যাচিল আসি যাচ্ঞাকারী জনে।
তাকে তাহা দেন রাজা হরষিত মনে॥
সেবক সকলে আর বাদ্যকারীগণে।
পূর্ণমনোরথ করিলেন দান-মানে॥

আশিস করিল দান, সকলে করিয়া মান
গণগাথ[১] গুণ করে গান।
তবে অতি হৃষ্টমনে, ব্রাহ্মণ গুরুর সনে
নরনাথ[২] অন্তঃপুরে যান॥৩৫১॥

(১) যোগাড়, বাক্যালাপাদিতে (২) বীর (৩) দেবতারা, সাধু, গুণগণ (৪) রাজা দশরথ।

মূল ।	বঙ্গানুবাদ ।
জো বশিষ্ঠ অনুশাসন দীন্হা ।	আদেশ করেন যাহা বশিষ্ঠ তখন ।
লোকবেদবিধি সাদর কীন্হা ॥	লোকবেদবিধিমতে পালেন রাজন ॥
ভূসুরভীর[১] দেখি সব রানী ।	বিপ্রের জনতা দেখি সমুদায় রাণী ।
সাদর উঠীঁ ভাগ্য বড় জানী ॥	সমাদরে উঠিলেন অতি ভাগ্য জানি ॥
পায়ঁ পখারি সকল অন্হবায়ে ।	পদধৌত করি সবে করান মজ্জন ।
পূজি ভলীবিধি ভূপ জেঁবায়ে[২] ॥	ভালরূপে পূজি ভূপ করান ভোজন ॥
আদর দান প্রেম পরিতোষে ।	সমাদরে দান করি প্রেমে পরিতোষে ।
দেত অশীশ চলে মনতোষে ॥	আশিস করিয়া সবে যান মনতোষে ॥
বহুবিধি কীন্হ গাধিসুতপূজা ।	বহুবিধি পূজিলেন গাধিনন্দনে ।
নাথ মোহি সম ধন্য ন দূজা[৩] ॥	কহি 'মম সম ধন্য নহে অন্য জনে' ॥
কীন্হ প্রশংসা ভূপতি ভূরী ।	প্রশংসা করেন অতি মুনিকে রাজন ।
রানিন্হ সহিত লীন্হ পগধূরী[৪] ॥	রাণী সহ পদধূলি করেন গ্রহণ ॥
ভীতর ভবন দীন্হ বরবাসু ।	আবাস সুন্দর দিয়া ভবন-ভিতরে ।
মন জুগবত রহ[৫] নৃপ রনিবাসু ॥	মন যোগাইতে রহে নৃপ অন্তঃপুরে ॥
পূজে গুরুপদকমল বহোরী ।	গুরুপাদপদ্ম পুন করিয়া পূজন ।
কীন্হ বিনয়মন প্রীতি ন থোরী ॥	করিলেন সুবিনয় অতি প্রীতমন ॥
দোহা ঃ—	
বধুন সমেত কুমার সব,	সহ বালা বধূ তবে, রাজারকুমার সবে,
রানিন সহিত মহীশ ।	রাণীগণ সহ নৃপবর ।
পুনি পুনি বন্দত গুরুচরণ,	পুন পুন প্রেমানন্দে, গুরুর চরণ বন্দে,
দেত অশীশ মুনীশ ৩৫২॥	আশিস দিলেন মুনিবর॥৩৫২॥
বিনয় কীন্হ উর অতি অনুরাগে ।	বিনয় করেন অতি অনুরাগী মনে ।
সুত সম্পদা রাখি সব আগে ॥	সম্মুখে রাখিয়া সব বিত্ত[২] সুতগণে ॥
নেগ[৬] মাঁগি মুনিনায়ক লীন্হা ।	যাচি লইলেন মুনিবর উপহার ।
আশির্বাদ বহুত বিধি দীন্হা ॥	করিলেন আশিস বিবিধ প্রকার ॥
উর ধরি রামহি সীয় সমেতা ।	সীতা সহ রামে করি হৃদয়ে ধারণ ।
হরষি কীন্হ গুরু গমন নিকেতা ॥	করিলেন গুরু হর্ষে ভবনে গমন ॥
বিপ্রবধূ কুলবৃদ্ধ বুলাই ।	বিপ্রবধূ কুলবৃদ্ধা করি আমন্ত্রণ ।
চীর চারু ভূষণ পহিরাই[৭] ॥	পরাইল মনোহর বসন ভূষণ ॥
বহুরি বুলাই সুআসিনি লীন্হী ।	সুন্দরী রমণীগণে করিয়া আহ্বান ।
রুচি বিচারি পহিরাবন দীন্হী ॥	রুচি বিচারিয়া দেন চীর[৩] পরিধান ॥

(১) ব্রাহ্মণের জনতা (২) ভোজন করাইলেন (৩) অপর (৪) পদধূলি (৫) মন যোগাইতে থাকিলেন (৬) উপহার (৭) পরাইল ।

(১) বিষা মস্তকে (২) সম্পত্তি (৩) বসন ।

মূল ।

নেগী নেগযোগ সব লেহীঁ ।
রুচি অনুরূপ ভূপমণি দেহীঁ ॥
প্রিয় পাহুনে[১] পূজ্য জে জানে ।
ভূপতি ভলীভাঁতি সনমানে ॥
দেব দেখি রঘুবীর-বিবাহূ ।
বরষি প্রসূন প্রশংসি উছাহূ ॥
দোহা :—
চলে নিশান বজাই সুর,
নিজ নিজ পুর সুখ পাই ।
কহত পরস্পর রামযশ
হর্ষ ন হৃদয় সমাই ॥৩৫৩॥
সববিধি সমধি[২] মুদিত নরনাহূ ।
রহা হৃদয় ভরি পূরি উছাহূ ॥
জহঁ রনিবাস তহাঁ পগু ধারে ।
সহিত বধূটিন কুঁবর নিহারে ॥
লিয়ে গোদ করি মোদ সমেতা ।
কো কহি সকৈ ভয়উ সুখ জেতা ॥
বধূ সপ্রেম গোদ বৈঠারী ।
বার বার হিয় হরষি দুলারী[৩] ॥
দেখি সমাজ মুদিত রনিবাসূ ।
সবকে উর আনন্দ বিলাসূ ॥
কহেউ ভূপ জিমি ভয়উ বিবাহূ ।
সুনি সুনি হরষ হোত সবকাহূ ॥
জনকরাজগুণশীল বড়াই ।
প্রীতি রীতি সম্পদা সুহাই ॥
বহুবিধি ভূপ ভাট জিমি বরণী ।
রানী সব প্রমুদিত সুনি করণী ॥
দোহা :—
সুতন সমেত নহাই নৃপ,
বোলি লিয়ে গুরু জ্ঞাতি ।
ভোজন কিয়ে অনেক বিধি,
ঘরী পাঁচ গই রাতি ॥৩৫৪॥

(১) অতিথি (২) সমাধা হওয়ায় (৩) সোহাগ করেন ।

বঙ্গানুবাদ ।

উপহারযোগ্য সবে পায় উপহার ।
ভূপমণি[১] দেন সবে রুচি অনুসার ॥
অতিথি সুপূজ্য প্রিয় জানেন যাঁহাকে ।
সুসম্মান করেন অতি ভূপতি তাঁহাকে ॥
রামের বিবাহ দেখি তবে দেবগণ ।
উৎসাহে প্রশংসি করে কুসুম বর্ষণ ॥

নিশান বাদন করি, চলে সব অমরারি[২],
নিজ নিজ পুরে সুখ পেয়ে ।
কহে সবে পরস্পর, শ্রীরামের যশবর[৩],
হরষ না ধরিছে হৃদয়ে ৩৫৩॥

ভূপতি মুদিত শেষ করিয়া বিবাহ ।
হিয়া পরিপূর্ণ করি রহে সে উৎসাহ ॥
গমন করিয়া রাজা ভিতর ভবনে ।
বধূ সহ হেরিলেন সুকুমারগণে ॥
ক্রোড়ে করিলেন অতি হরষিত মন ।
কে কহিতে পারে সুখ হইল যেমন ॥
সপ্রেমে বধূকে ক্রোড়ে বসায়ে আপন ।
সোহাগ করেন বার বার হৃষ্টমন ॥
দেখিয়া সমাজশোভা হৃষ্টা রাণীগণ ।
আনন্দবিলাসপূর্ণ সকলের মন ॥
পরিণয়-ইতিহাস কহেন রাজন ।
তাহা শুনি সকলের হরষিত মন ॥
জনকরাজার গুণ শীল অতিশয় ।
সুন্দর সম্পদ আর প্রীতি রীতিচয় ॥
বহুবিধি কহে ভূপ ভাটের সমান ।
রাণী সব শুনি তাহা অতি সুখ পান ॥

সহ সর্ব্ব সুতগণ, নৃপ করি স্নানাজন,
আহ্বান করিয়া গুরু জ্ঞাতি ।
ভোজন করেন সবে, অনেক প্রকারে তবে,
দ্বিপ্রহর প্রায় গত রাতি ।৩৫৪॥

(১) রাজা দশরথ (২) দেবতা (৩) শ্রেষ্ঠ যশ

মূল।

মঁগলগান করহিঁ বর ভামিনি।
ভই সুখমূল মনোহর যামিনি॥
অঁচৈ পান সবকাহুন পায়ে।
স্রগ[১] সুগন্ধ[২] ভূষিত ছবি ছায়ে॥
রামহিঁ দেখি রজায়সু পাই।
নিজ নিজ ভবন চলে শির নাই॥
প্রেম প্রমোদ বিনোদ বড়াই।
সময় সমাজ মনোহরতাই॥
কহি ন সকহিঁ শ্রুতি সারদ শেষু।
বেদ বিরঁচি মহেশ গণেশূ॥
সো মৈঁ কহৌঁ কবন বিধি বরণী।
ভূমিনাগ[৩] শির ধরৈ কি ধরণী॥
নৃপ সবভাঁতি সবহি সনমানী।
কহি মৃদু বচন বুলাই রাণী॥
বধূ লরিকিনী[৪] পরঘর আঁই।
রাখ্যহু নয়ন পলককী নাঈঁ॥

দোহা :—

লরিকা শ্রমিত উনীঁদবশ,
শয়ন করাবহু জাই।
অস কহি, গে বিশ্রামগৃহ,
রামচরণ চিত লাই।৩৫৫॥

ভূপবচন সুনি সহজ সুহায়ে।
জড়িত কণকমণি পলঁগ ডসায়ে॥
সুভগ সুরভিপয়ফেন সমানা।
কোমল ললিত সুপেতী[৫] নানা॥
উপবরহন[৬] বর বরণি ন জাহীঁ।
স্রগ সুগন্ধ মণিমন্দিরমাহীঁ॥
রত্নদীপ শুঠি চারু চঁদোবা।
কহত ন বনে জান জেহি জোবা॥
সেজ রুচির রচি রাম উঠায়ে।
প্রেম সমেত পলঁগ পৌঢ়ায়ে॥

(১) স্রক্, মালা (২), চন্দন (৩) উরগ বিশেষ (৪) বালিকা (৫) শয্যা (৬) উপবর্হ, উপধান।

বঙ্গানুবাদ।

শুমঙ্গল গান করে সুন্দরী ভামিনী[১]।
হয় কিবা সুখমূল সুরম্য যামিনী॥
অষ্ট অষ্ট শুভ্রাম্বুল সকলে পাইল।
স্রক্ চন্দন বিভূষিত সুছবি ছাইল॥
শ্রীরামে দেখিয়া, আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ।
পরণাম করি সবে চলিল ভবন॥
প্রমোদ বিনোদ প্রেমময় অতিশয়।
কিবা মনোহর সব সভাও সময়॥
কহিতে না পারে শ্রুতি সারদা ও শেষ।
বেদ ও বিরিঞ্চি কিম্বা মহেশ গণেশ॥
কি প্রকারে তাহা আমি করি বরণন[২]।
ভূনাগ মস্তকে ধরা করে কি ধারণ॥
সর্ব্বরূপে করি নৃপ সকলে সম্মান।
রাণীগণে মৃদুবাক্যে করেন আহ্বান॥
বালাবধূ পরঘরে এসেছে এখন।
পলক নয়নে[৩] যেন, রাখহ তেমন॥

শিশুগণ শ্রমযুত, তাহে নিদ্রা-বশীভূত
এবে গিয়া করাও শয়ন।
ইহা কহি নৃপবর, গেলেন বিশ্রামঘর
চিত্তে ধরি শ্রীরামচরণ॥৩৫৫॥

ভূপতির বাক্য শুনি সহজ সুন্দর।
স্বর্ণ মণি বিজড়িত পালঙ্ক উপর॥
শোভন সুরভিপয়ফেণার[৪] সমান।
কোমল ললিত শয্যা বিবিধ বিধান॥
বর্ণিতে না পারি কিবা বর উপাধান[৫]।
স্রক্চন্দন মণি গৃহে কিবা শোভমান॥
রত্নদীপ মনোহর সুচারু বিতান।
বাক্যাতীত, যেবা পায় কর অনুমান॥
রচিয়া রুচির শয্যা রামে উঠাইল।
সপ্রেমে পালঙ্কপরে শায়িত করিল॥

(১) নারী (২) বর্ণন (৩) অর্থাৎ পলক যেমন নয়নকে রক্ষা করে (৪) গাভীর দুগ্ধের ফেণার (৫) বালিশ।

মূল।

আজ্ঞা পুনি পুনি ভাইন দীন্হী।
নিজ নিজ সেজ শয়ন তিন কীন্হী॥
দেখি শ্যাম মৃদু মঁজুল গাতা।
কহহিঁ সপ্রেম বচন সব মাতা॥
মারগ জাত ভয়াবনি ভারী।
ক্যহিবিধি তাত তাড়কা মারী॥

দোহা :—

ঘোর নিশাচর বিকট ভট,
সমর গনৈ নহিঁ কাহু।
মারে সহিত সহায় কিমি,
খল মারীচ সুবাহু।৩৫৬।

মুনিপ্রসাদ বলি তাত তুম্হারে।
ঈশ অনেক করঁবরে১ টারে২॥
মখরখবারী৩ করি দোউ ভাই।
গুরুপ্রসাদ সব বিদ্যা পাই॥
মুনিতিয়৪ তরী লগত পগধূরী৫।
কীরতি রহী ভুবনভরিপুরী।
কমঠপীঠ৬ পবি কূট কঠোরা।
নৃপসমাজমহঁ শিবধনু তোরা॥
বিশ্ববিজয়যশ জানকী পাই।
আয়ে ভবন ব্যাহি সব ভাই॥
সকল অমানুষ কর্ম্ম তুম্হারে।
কেবল কৌশিককৃপাসুধারে॥
আজু সফল জগ জন্ম হমারে।
দেখি তাত বিধুবদন তুম্হারে॥
জে দিন গয়ে তুমহিঁ বিনু দেখে।
তে বিরঁচি জনি পারহিঁ লেখে॥

দোহা :—

রাম প্রতোষীঁ মাতু সব,
কহি বিনীত বর বয়ন।
সুমিরি শঁভু গুরুবিপ্রপদ,
কিয়ে নীঁদবশ নয়ন।৩৫৭।

(১) বিঘ্নে, বিপদে (২) তারণ করিয়াছেন (৩) যজ্ঞের রক্ষকতা (৪) মুনিপত্নী (৫) পদধূলি (৬) কূর্ম্ম পৃষ্ঠ।

বঙ্গানুবাদ।

আদেশিলে পুনপুন, সর্ব্ব ভ্রাতৃগণ।
স্ব স্ব শয্যাপরে সবে করেন শয়ন॥
শ্যামমৃদুরম্য গাত্র করি নিরীক্ষণ।
প্রেমযুত বাক্য কিম্বা কহে মাতৃগণ॥
যাইতে যাইতে পথে কিরূপে তনয়।
বধিল তাড়কা ভয়ঙ্করী অতিশয়॥

ঘোর নিশাচর চয়, বিকট সুযোদ্ধা হয়
কাহাকেও সমরে না গণে।
বিশেষতঃ কি প্রকারে, সহায় সহিত মারে
মারীচ সুবাহু খলগণে।৩৫৬।

মুনির প্রসাদে তাত! তোমাকে এখন।
বহু বিঘ্নে করেছেন ঈশ্বর তারণ॥
ভাই দুইজনে রক্ষা করি যজ্ঞস্থল।
গুরুর প্রসাদে বিদ্যা পাইলে সকল॥
মুনিপত্নী উদ্ধারিলে পদধূলি দিয়া।
কীরতি রহিল তব ভুবন ভরিয়া॥
কূট১ পাব২ কূর্ম্মপৃষ্ঠ সদৃশ কঠোর।
ভাঙ্গিলে শিবের ধনু নৃপদলে ঘোর॥
বিশ্বজয়ে যশ আর জানকী পাইলে।
আসিলে বিবাহ করি সব ভ্রাতা মিলে॥
নরের অসাধ্য সব করম তোমার।
কৌশিকের কৃপামাত্র সহায় তাহার॥
সফল হইল অদ্য জনম আমার।
পূর্ণেন্দুবদন তাত! দেখিয়া তোমার॥
তোমাকে না দেখি দিন গত হয় যাহা।
ভবিষ্যতে বিধাতা না লেখে যেন তাহা॥

শ্রীরামে করিয়া স্তব, স্নেহসহ মাতা সব
কহিয়া বিনীত সুবচন।
বিপ্রগুরু শ্রীমহেশে, স্মরি সবে নিদ্রাবশে
মুদ্রিত করেন সুনয়ন।৩৫৭।

(১) কঠিন (২) বজ্র।

মূল।

নীঁদহু বদন সোহ শুঠি লোনা।
মনহুঁ সাঁঝ সরসীরুহ সোনা[১] ॥
ঘর ঘর করহিঁ জাগরণ নারী।
দেহিঁ পরস্পর মঁগল গারী ॥
পুরী বিরাজতি রাজতি রজনী।
রাণী কহহিঁ বিলোকহু সজনী ॥
সুন্দর বধূন্হ সাসুলৈ সোই।
ফণিপতি জনু শিরমণি উরগোই ॥
প্রাত পুনীত কাল প্রভু জাগে।
অরুণচূড়[২] বর বোলন লাগে ॥
বন্দী মাগধ গুণগণ গায়ে।
পুরজন দ্বার জুহারণ[৩] আয়ে ॥
বন্দি বিপ্র সুরগুরু পিতু মাতা।
পাই অশীশ মুদিত সব ভ্রাতা ॥
জননীন্হ সাদর বদন নিহারে।
ভূপতিসঁগ দ্বার পগুধারে ॥
দোহা :—
কীন্হ শৌচ সব সহজ শুচি,
সরিত পুনীত নহাই।
প্রাতক্রিয়া করি তাতপহঁ[৪],
আয়ে চারহু ভাই ॥৩৫৮॥
ভূপ বিলোকি লিয়ে উর লাই।
বৈঠে হর্ষি রজায়সু পাই ॥
দেখি রাম সব সভা জুড়ানী।
লোচনলাভঅবধি অনুমানী ॥
পুনি বশিষ্ঠ মুনি কৌশিক আয়ে।
শুভগ আসনন মুনি বৈঠায়ে ॥
সুতন সমেত পূজি পদ লাগে।
নিরখি রাম দোউ উর অনুরাগে ॥
কহহিঁ বশিষ্ঠ ধর্ম্ম ইতিহাস।
সুনহিঁ মহীপ সহিত রনিবাসা ॥

বঙ্গানুবাদ।

অতি মনোহর শোভে বদন নিদ্রিত।
যেন সন্ধ্যাগমে পদ্ম হয়েছে মুদ্রিত ॥
প্রতিগৃহে নারীগণ করি জাগরণ।
পরস্পরে শুভগালি করে বরষণ ॥
রজনীতে পুরী কিবা শোভিছে এখন।
দেখ সখি কহে রাণী, মেলিয়া নয়ন ॥
বধূটি[১] লইয়া শ্বশ্রূ[২] করেন শয়ন।
ফণি যেন করে মণি হৃদয়ে গোপন ॥
পবিত্র প্রভাতকাল তাহে প্রভু জাগে।
কুক্কুট সকল রব করিবারে লাগে ॥
বন্দীও মাগধগণ করে গুণগান।
পুরজন আসে দ্বারে করিতে সম্মান ॥
বন্দি[৩] পিতামাতা গুরু বিপ্র আর দেবে।
আশিস পাইয়া হরষিত ভ্রাতা সবে ॥
সাদরে বদনপানে চাহে মাতাগণ।
ভূপতির সঙ্গে দ্বারে করেন গমন ॥

স্বভাবতঃ শুচি যেহ শৌচক্রিয়া করে সেহ,
পূত সরে[৪] করি নিমজ্জন।
প্রাতক্রিয়া করি তবে, পিতৃপাশে আসে সবে,
চারিভ্রাতা মিলিয়া তখন ॥৩৫৮॥
ভূপতি বিলোকি করে হৃদে আলিঙ্গন।
হরষে বসেন আজ্ঞা পাইয়া তখন ॥
রামে দেখি সভাসদ সবে হর্ষমান।
চক্ষুর চরম লাভ করি অনুমান।
বশিষ্ঠ কৌশিক পুন আসিলেন যবে।
মুনিকে বসান রাজা সুআসনে তবে ॥
সুত সহ লাগিলেন পদ পূজিবারে।
মুনিদ্বয় অনুরাগে শ্রীরামে নেহারে ॥
বশিষ্ঠ করেন ধর্ম্মকথা বরণন[৫]।
ভূপতি শুনেন সহ সর্ব্ব রাণীগণ।

---

(১) শয়ন করিয়াছে অথাৎ মুদ্রিত হইয়াছে (২) কুক্কুট (৩) সম্মান করিতে (৪) পিতার নিকট।

(১) বালা বধূ (২) শাশুড়ি (৩) বন্দনা করিয়া (৪) সরোবরে (৫) বর্ণন।

মূল।

মুনিমনঅগম গাধিসুতকরণী।
মুদিত বশিষ্ঠ বিপুলবিধি বরণী॥
বোলে বামদেব সব সাঁচী।
কীরতি কলিত[১] লোকতিহুঁ মাঁচী[২]॥
সুনি আনঁদ ভয়উ সবকাহু।
রাম লষণ উর অধিক উছাহু॥

দোহা :—

মঁগল মোদ উছাহ নিত,
জাহিঁ দিবস ইহিভাঁতি।
উমঁগী অবধ আনঁদ ভরি,
অধিক অধিক অধিকাতি ॥৩৫৭॥

সুদিন সাধি করকঙ্কণ[৩] ছোরে।
মঁগল মোদ বিনোদ ন থোরে॥
নিত নব সুখ সুর দেখি সিহাহীঁ[৪]।
অবধ জন্ম যাচহিঁ বিধিপাহীঁ॥
বিশ্বামিত্র চলন নিত চহহীঁ।
রাম সপ্রেম বিনয়বশ রহহীঁ॥
দিন দিন সতগুণ ভূপতিভাউ[৫]।
দেখি সরাহ মহামুনিরাউ॥
মাঁগত বিদা রাউ অনুরাগে।
সুতন সমেত ঠাঢ় ভয়ে আগে॥
নাথ সকল সম্পদা তুম্হারী।
মৈঁ সেবক সমেত সুতনারী॥
করব সদা লরিকনপর ছোহু।
দরশন দেত রহব মুনি মোহু॥
অসকহি রাউ সহিত সুত রাণী।
পর্‌য়উ চরণ মুখ আব ন বাণী॥
দীহ্ন অশীশ বিপ্র বহুভাঁতী।
চলে ন প্রীতি রীতি কহি জাতী॥
রাম সপ্রেম সঁগ সব ভাই।
আয়সু পাই ফিরে পহুঁচাই॥

(১) বিদিত, খ্যাত (২) উল্লেখিত করে (৩) হস্তেরসূত্র (৪) মুগ্ধ হন (৫) ভূপতির ভাব।

বঙ্গানুবাদ।

মুনিরো অবোধ্য গাধিসুতের[১] করণ।
বশিষ্ঠ বিপুলবিধি করেন বর্ণন॥
সকলি যথার্থ কহে বামদেবমুনি।
কৌশিককীরতি[২] খ্যাত ত্রিভুবনে শুনি॥
সকলেই আনন্দিত শুনিলেক যেহ।
শ্রীরামলক্ষ্মণহৃদে অধিক উৎসাহ॥

সুমঙ্গল উতসাহ, বিশ্রাম অহরহ[৩],
এইরূপে দিন গত হয়।
ভরিয়া অযোধ্যাপুরী, উথলে আনন্দবারি,
অধিক অধিক অতিশয় ॥৩৫৭॥

সুদিনে করেন করসূত্র[৪] পরিহার।
অতীব আনন্দ শুভ বিনোদ অপার॥
নিত্য নব সুখ দেখি মুগ্ধ সুরবরে[৫]।
বিধিপাশে যাচে জন্ম অযোধ্যানগরে॥
ইচ্ছা কার বিশ্বামিত্র প্রত্যহ যাইতে।
থাকেন রামের প্রেম বিনয় বশেতে॥
নৃপের সদ্ভাব গুণ দেখি প্রতিদিন।
প্রশংসা করেন মহামুনি সুপ্রবীণ॥
যাচিলে বিদায়, রাজা অতি অনুরাগে।
দাঁড়ায়ে রহেন সুতসহ মুনিআগে॥
এ সব সম্পদ নাথ! নহেক আমার।
সুত নারী সহ আমি সেবক তোমার॥
শিশুগণ প্রতি স্নেহ সতত রাখিবে।
মধ্যে মধ্যে মোরে মুনি দরশন দিবে॥
ইহা কহি রাজা তবে সহসুত রাণী।
পদে পড়িলেন, মুখে নাহি সরে বাণী॥
বহুরূপ শুভাশিস দিলেন ব্রাহ্মণ[৬]।
প্রীতির সুরীতি কভু না যায় কথন॥
সপ্রেমে শ্রীরাম সহ সর্ব্ব ভ্রাতৃগণ।
রাখি আসি আজ্ঞা পেয়ে ফিরেন ভবন॥

(১) বিশ্বামিত্রের (২) বিশ্বামিত্রের কীর্ত্তি (৩) সর্ব্বদা (৪) বিবাহিকালীন, হস্তে আবদ্ধ সূত্র (৫) শ্রেষ্ঠ দেবগণও (৬) বিশ্বামিত্র।

মূল।

দোহা :—

রামরূপ ভূপতিভগতি,
ব্যাহ উচ্ছাহ অনন্দ।
জাত সরাহত মনহিঁ মন,
মুদিত গাধিকুলচন্দ[১] ।৩৬০॥

বামদেব রঘুকুলগুরু জ্ঞানী।
বহুরি গাধিসুত-কথা বখানী॥
সুনি সুনি সুযশ মনহিঁ মন রাউ।
বর্ণত আপন পুণ্যপ্রভাউ॥
বহুরে লোগ রজায়সু ভয়উ।
সুতন সমেত নৃপতি গৃহ গয়উ॥
জহঁ তহঁ রাম ব্যাহ সব গাবা।
সুযশ পুনীত লোকতিহুঁ ছাবা॥
আয়ে ব্যাহি রাম ঘর জবতে।
বসে অনন্দ অবধ সব তবতে॥
প্রভুবিবাহ জস ভয়উ উচ্ছাহ।
সকহিঁ ন বরনি গিরা[২] অহিনাহ[৩]॥
কবিকুলজীবন পাবন জানী।
রামসীয়যশ মংগল খানী[৪]॥
তাহিতে মৈঁ কচ্ছু কহা বখানী।
করণ পুনীত হেতু নিজ বাণী[৫]॥

ছন্দ :—

নিজ গিরা পাবন করণ কারণ,
রামযশ তুলসী কহ্যো।
রঘুবীরচরিত অপার বারিধি,
পার কবি কবনে লহ্যো॥
উপবীত ব্যাহ উচ্ছাহ মংগল
সুনহিঁ সাদর গাবহীঁ।
বৈদেহিরামপ্রসাদতে জন
সর্ব্বদা সুখ পাবহীঁ ।৫৭॥

(১) বিশ্বামিত্র (২) বাণী (৩) নাগরাজ, অনন্ত (৪) খনি (৫) বাক্য।

বঙ্গানুবাদ।

রামরূপ নির্বিকার, নৃপভক্তি সারাৎসার,
বিবাহের আনন্দ উৎসাহ।
যাইতে যাইতে সনে[১], প্রশংসেন মনে মনে,
হৃদে উঠে প্রেমের প্রবাহ ।৩৬০॥

রঘুকুলগুরু বামদেব জ্ঞানবান।
গাধিসুতকথা[২] পুন করেন বাখান॥
শুনি শুনি মুনিযশ[৩] মনেতে রাজন।
পুণ্যের প্রভাব নিজ করেন বর্ণন॥
লোকগণে আজ্ঞা পুন করিয়া প্রদান।
সুত সহ নরপতি গৃহমধ্যে যান॥
রামের বিবাহ সবে যথা তথা গায়।
পবিত্র সুযশ তাঁর ত্রিভুবন ছায়॥
বিবাহ করিয়া রাম আসিলে ভবনে।
অযোধ্যানগরে সবে বসে সুখীমনে॥
প্রভুর বিবাহে হয় যেরূপ উৎসাহ।
বরণিতে নারে তাহা গিরা[৪] শেষ[৫] কেহ॥
কবিকুলপ্রাণ[৬] আর পূত বলি জানি।
সীতারামযশ সদা মঙ্গলের খনি॥
তাহে আমি কহিলাম কিছু বাখানিয়া।
আপন বাণীকে মাত্র পবিত্র করিয়া॥

নিজ বাণী সুপবিত্র, করিবারে সুচরিত্র,
কহেন তুলসী ভাবি সার।
জানি রামলীলাগতি, বারিধি অপার অতি,
কেমনে হইবে কবি পার॥
উপবীত সুবিবাহ, সুমঙ্গল উৎসাহ,
সমাদরে শুনে কিম্বা গায়।
সীতারাম পরসাদে[৭], সেইজন নিরাপদে,
অহরহ সুখ অতি পায় ।৫৭॥

(১) সঙ্গে (২) বিশ্বামিত্রের বিষয় (৩) বিশ্বামিত্রের যশকীর্ত্তন (৪) সরস্বতী (৫) অনন্তনাগ (৬) কবিকুলের প্রাণ স্বরূপ (৭) সীতারামের প্রসাদে বা অনুগ্রহে।

মূল।

সুনি গায় কহৌ গিরিশকন্যা
ধন্য অধিকারী সহী।
নিত প্রীতি অনুপম সুনত হরিগুণ
ভক্তি অনুপম তে লেহী।
রঘুবীরপদ অনুরাগ জল
লোভাগ্নি বেলি বুঝবহিং।
যহ জানি তুলসীদাস মনক্রম বচন
হরিগুণ গাবহি।৩৬॥

দোহা:—
কঠিন কালমল৩ গ্রসিত তনু,
সাধন কছুক ন হোই।
যহ বিচারি বিশ্বাস করি,
হরি সুমিরে বুধি৪ সোই॥৩৬১॥

সোং
মন হরিপদ অনুরাগ,
করহু ত্যাগি নানা কপট।
মহামোহনিশি৫ জাগ.
সোবত বীতে কালবহু॥৩৬॥
সীয়রঘুবীরবিবাহ,
জে সপ্রেম গাবহিঁ সুনহিঁ।
তিনকহঁ সদা উছাহ,
মঁগলায়তন রামযশ।৩৭॥

ইতি শ্রীতুলসীদাসবিরচিতে শ্রীরামচরিতমানসে
সকল কলিকলুষবিধ্বংসনে বিমল-
বৈরাগ্যবিজ্ঞান সন্তোষসম্পাদনো নাম
বালকাণ্ডঃ
প্রথমঃ সোপানঃ॥১॥

বঙ্গানুবাদ।

শুনি গান১ সমাহিত২ গিরীশদুহিতা৩ নিত৪,
কহি ধন্য তাঁহাকে তাহায়।
অনুপমা প্রীতি যার, শুনে হরিগুণ সেই,
অনুপমা ভক্তি সেই পায়।
অনুরাগ পদপারে, সলিল সদৃশ করে,
লোভাগ্নিতে নির্ব্বাণ ত্বরায়।
তুলসী জানিল যবে, কায়মনোবাক্যে তবে,
রামরূপ হরিগুণ গায়।৩৬০॥

কঠিন কালের ছায়া, তাহাতে গ্রসিত কায়া,
সাধনা না হইবেক কিছু।
এইরূপ বিচারণে, বিশ্বাস করিয়া মনে,
বুধ৫ স্মরিবেন হরি নিছু।৩৬১॥

হরিপদে এইক্ষণ, অনুরাগী হও মন,
ত্যাগ কর কপট সতত।
নিশি সম মহামোহ, তাহে জাগরিত রহ,
বহুকাল নিদ্রায় বিগত।৩৬॥
জানকীর রাম সহ, গাইলাম যে বিবাহ,
শুনে গায় সপ্রেমে যে জন।
তার মনে সদা রতি, হইবে উৎসাহ অতি,
রামযশ মঙ্গলভবন।৩৭॥
তুলসীদাসের কৃত, শ্রীরামচরিতামৃত,
সুন্দর মানসসরোবরে।
কলিমলা করি নাশ, ছিন্ন করি ভবপাশ৬,
বৈরাগ্য সন্তোষ দান করে।
বালকাণ্ড মনোলোভা, প্রথম সোপান-শোভা৭,
তাহাতে করিয়া দরশন।
করিবারে নিমজ্জন, আশা করি পার হন
সুখিনীত [illegible]১॥

(১) মুনী (২) নির্ব্বাহ করে (৩) কালের অর্থাৎ কলিকালের [illegible] (৪) বুধ (৫) মহামোহরূপী রাত্রি।

(১) গান করেন (২) একাগ্রচিত্তে (৩) দুর্গা (৪) নিত্য (৫) পণ্ডিত, জ্ঞানী (৬) ভব অর্থাৎ সংসারবন্ধন, [illegible] (৭) সিঁড়ির শোভা।

ইতি—প্রথম খণ্ড শ্রীবালকাণ্ড সমাপ্ত।

[illegible]